বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা

জুলফিকার হায়দার

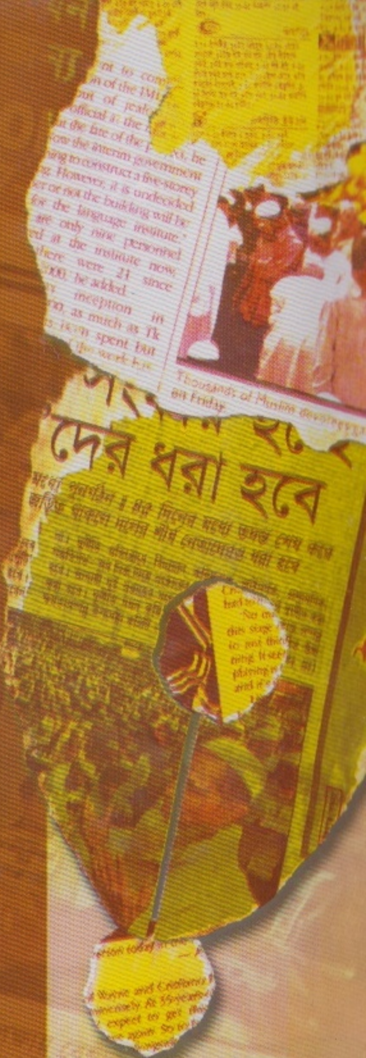

বাংলাদেশের সংবাদপত্র
ও
সাংবাদিকতা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সংবাদপত্র
ও
সাংবাদিকতা

জুলফিকার হায়দার

নবযুগ প্রকাশনী
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.pathagar.com

© লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন—১৪১৩, ফেব্রুয়ারি-২০০৭
তৃতীয় মুদ্রণ : ফাল্গুন—১৪২০, ফেব্রুয়ারি-২০১৪

মূল্য : ৪০০.০০ টাকা

প্রকাশক : অশোক রায় নন্দী, নবযুগ প্রকাশনী, ৬৭ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ। মোবাইল : ০১৭১১-৫২১৯৯৮, ০১৯১২-৯১৮১৭৩
মুদ্রক : রুক্কু শাহ্ কম্পিউটার, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ০১৭১১-৭৩৮১৯২
নিউ এস. আর. প্রিন্টার্স, বিদেশে প্রাপ্তিস্থান- যুক্তরাজ্যে : সঙ্গীতা, ২২ ব্রিকলেন
লন্ডন, আমেরিকায় : বুক ভিউ, কানাডায় : এটিএন বুক এন্ড ক্রাফটস
ভ্যানফোর্থ এভিনিউ, ভারতে : দে'জ পাবলিশিং, নয়াউদ্যোগ
(কলকাতা); সুবর্ণরেখা (শান্তিনিকেতন)
অনলাইনে অথবা ফোনে : w.w.w.rokomari.com
01841115115, বই 24.com, 01763665577

প্রচ্ছদ : মোবারক হোসেন লিটন

www.pathagar.com

উৎসর্গ :

ড. সৈয়দ আকরম হোসেন
ড. মাহবুব সাদিক
শ্রদ্ধাভাজনেষু

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

চলমান জীবনের প্রতিদিনের ইতিহাস হ'ল সংবাদপত্র। একটি সংবাদপত্র একটি কাল খন্ডকে উদঘাটিত করে। এই কালখন্ডে ধরা পড়ে সমাজ ও জীবনের এক একটি খন্ডচিত্র। সংবাদপত্র সভ্যতার পূর্বশর্ত; সংবাদপত্র ও সভ্যতা অঙ্গাঙ্গি-অবিচ্ছেদ্য। একটি জাতির সঠিক পরিচয় বহন করে তার সংবাদপত্র। প্রতিদিন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাতেই আমরা এ পৃথিবীকে নিয়মিত আবিষ্কার করি।

সংবাদপত্র জনমত সংগঠন ও প্রতিফলিত করে, শাসক ও শাসিতের মধ্যে তৃতীয়পক্ষের ভূমিকা নিয়ে জনস্বার্থ রক্ষা করে; সমকালীন দাবী ও অভিপ্সার প্রতিফলন ঘটায়। অন্তহীন সমস্যা জর্জরিত গণমানুষের আকুল আর্তি ধ্বনিত হয় সংবাদপত্রের প্রতি বর্ণ, শব্দ ও আঙ্গিকে। সংবাদপত্র বিশ্ব জীবনের বিশ্বকোষ, পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে আমাদের সব কিছু জানায়; শিক্ষিত মানুষের অনুভব উপলব্ধির ভুবনকে বিস্তৃত করে; অবরুদ্ধ দৃষ্টিকোণকে দেয় বৈশ্বিক উদারতা।

জীবনের দূর্নিবার তাগিদে সংবাদপত্র আবশ্যক। সভ্যতার বিকাশ, প্রযুক্তির অবিশ্বাস্য অগ্রগতি এবং সমাজ জীবনে জটিলতার কারণে সংবাদপত্রের মাত্রা যেমন বহুদুর ও বহুগুণ বিস্তৃত হয়েছে; তেমনি এই শক্তিশালী গণমাধ্যমটির ভূমিকা প্রতিনিয়ত ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হচ্ছে। সংবাদ যে একটি শক্তি এ উপলব্ধি বহু প্রাচীন। সমাজ গঠনের সাথে সাথে সংবাদ লেনদেন অপরিহার্য হয়ে পড়ে, উত্তরোত্তর সংবাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এই মুহূর্তে সংবাদপত্রের যেখানে অবস্থান সেখানে পৌছুতে এই মাধ্যমটিকে দীর্ঘ পথ পরিক্রমণ করতে হয়েছে।

ইতিমধ্যে (১৮১৮-১৯৯৯) বাংলা সংবাদপত্র ১৮১ বছর অতিক্রম করেছে। সংবাদপত্র এখন একটি শিল্প এবং সাংবাদিকতা একটি পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংবাদপত্রের বিস্তৃত কর্মপ্রয়াস এই শিল্পকে ঘিরে একটি স্বপ্নের জগত তৈরি করেছে। সংবাদপত্রের অন্তরালে সাংবাদিকদের কর্মকুশলতা ও নৈপূণ্য সম্পর্কে জানবার জন্য বিভিন্ন মহলের মধ্যে অপরিসীম কৌতুহল সৃষ্টি হয়েছে। একারণে সংবাদপত্রের একটি ধারাবাহিক ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা সময়ের দাবী হয়ে উঠেছে। এই দাবী ও প্রয়োজন পূরনের তাগিদেই আমি বাংলাদেশের সংবাপত্রের ইতিহাস রচনায় মনোনিবেশ করি। 'বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা' গ্রন্থটি সেই প্রচেষ্টার ফসল।

সংবাদপত্রের ইতিহাস অত্যন্ত ঘটনাবহুল। উপনিবেশিক অধীনতার নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত এবং স্বাধীনতা আন্দোলনকে বেগবান করতে সংবাদপত্র অবিস্মরণীয় ভূমিকা

www.pathagar.com

পালন করেছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক মুক্তি ও সমাজ বিকাশের গতিধারার সঙ্গে সংবাদপত্রের ইতিহাসও সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয়েছে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আলোচ্যগ্রন্থে সংবাদপত্রের ইতিহাসকে এগারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে (১৭৮০-১৮৬০) ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের অঙ্কুরোদ্‌গম এবং বাংলা সংবাদপত্রের গোড়াপত্তন এই দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা সংবাদপত্রের সূত্রপাত (১৮১৮) থেকেই আধুনিকতার দিকে বাঙালির যাত্রা শুরু, এ বিষয়টি এ আলোচনায় তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। এ সময়টি ছিল সংবাদপত্র সংহত করারও যুগ, এ কথাও এখানে বলার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পূর্ববাংলায় সংবাদপত্রের অভ্যুদয়ের (১৮৬০-১৯০০) ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। উনবিংশ শতকের ষাটের দশক পূর্ববঙ্গে সংবাদপত্র প্রকাশের কাল হিসাবে বিবেচিত হলেও এ অঞ্চল থেকে প্রকাশিত সর্বপ্রাচীন সংবাদপত্রটি হল 'রঙ্গপুর বার্তাবহ'। ১৮৪৭ সালের আগষ্ট মাসে পূর্ববাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদ রংপুর থেকে এটি প্রকাশিত হয়। ঢাকা থেকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত পত্রিকার নাম 'ঢাকা নিউজ'; এটি প্রকাশিত হয় ১৮৫৬ সালে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৮৫৭ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত বাংলা ভাষায় ৯০৫টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত পত্রিকার সংখ্যা ছিল ২৪০টি। এ সব পত্র-পত্রিকায় বাঙালির সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খার সকল দিক প্রতিফলিত হয়েছে। সে ইতিহাস এ আলোচনায় তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে বিশ শতকের প্রথম চার দশকের (১৯০১-১৯৪৭) সংবাদপত্রের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। বিশ শতকের শুরুতে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন সম্ভাবনা ও সুযোগ সৃষ্টি হয়। সেই সঙ্গে পূর্ব-বাংলার সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এদেশের মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার অভিপ্সা দুর্বার হয়ে ওঠে; চলতে থাকে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি। সংবাদপত্র হয়ে ওঠে তার যোগ্য-বাহন। ১৯০১ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়পর্বে পূর্ব-বাংলা থেকে ৪১৫টি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এসব পত্র-পত্রিকা উপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খলমুক্ত হবার জন্য দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। ফলে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরা নির্যাতনের শিকার হন। এই পর্বে ওই সব ইতিহাস তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে পাকিস্তান আমলে সংবাদপত্রের এক দশকের (১৯৪৭-১৯৫৭) ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। বিভাগপূর্ব পূর্ববাংলায় অধিকাংশ পত্রিকার মালিক-সম্পাদক ছিলেন হিন্দু। দেশ বিভাগের পর এদের অনেকেই ভারতে চলে যান। ফলে পূর্ব-বাংলার সংবাদপত্র জগতে দেখা দেয় শূন্যতা। এই শূন্যতা পূরণে এ অঞ্চলে ধীরে ধীরে দৈনিক, সাপ্তাহিক, বিভিন্ন ধরনের পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। এ কালপর্বের অস্থির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সংবাদপত্র বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। সংবাদপত্র হয়ে ওঠে শিল্প ও শক্তিশালী গণমাধ্যম, গঠিত হয় সাংবাদিক ইউনিয়ন, সংবাদপত্রের জগতে সূচিত হয় নানা যুগান্তকারী পরিবর্তন। এসব ইতিহাস এ অধ্যায়ে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে আইয়ুব আমলের (১৯৫৮-১৯৬৮) সংবাদপত্রের ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। দেশে সামরিক আইন জারি করে আইয়ুব খান দেশ পরিচালনার দায়িত্ব

www.pathagar.com

গ্রহণ করেন। এ সময়ে সংবাদপত্রের ওপর দমন-পীড়ন চালানো হয়। সংবাদপত্রের ওপর আরোপিত হয় কড়া সেন্সারশিপ। তিনি বাক্ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা, পত্রিকার কণ্ঠরোধ, শাসনতন্ত্র বাতিল, আইন কক্ষে তালা ঝুলানো এবং রাজনৈতিক সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। সংবাদপত্রগুলো এ সব ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এ সময় সাংবাদিকতার পেশার কিছু উন্নতি ঘটে। এ সব বিষয়ে বিশদ আলোচনা এ অধ্যায়ে রয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে গণঅভ্যুত্থান ও স্বাধীনতা সংগ্রামের কালপর্বের (১৯৬৯-'৭১) ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। এ কালপর্বে বাংলাদেশ ছিল অগ্নিগর্ভ; আন্দোলন, রক্তপাত, ঘেরাও-আন্দোলন, জনতা-পুলিশ লড়াই-এর খবর সংবাদপত্র সাহসিকতার সঙ্গে পরিবেশন করেছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে সাংবাদিকরা অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছে। হানাদার কবলিত দেশের অভ্যন্তর থেকে বহু পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। ওই সব পত্র-পত্রিকা সম্পর্কে এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে মুজিব আমলে (১৯৭২-১৯৭৫) প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ সময়ে সংবাদপত্র জগতে একদিকে প্রচন্ড আশাবাদ, অন্যদিকে মারাত্মক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতা পূর্বকালে যে ক'জন কৃতি সাংবাদিক দেশের সাংবাদিকতার অঙ্গনকে আলোকিত করে রেখেছিলেন তাঁদের অনেকে পেশা ত্যাগ করেন, মুক্তিযুদ্ধে বিতর্কিত ভূমিকার কারণে অনেকে আবার সাংবাদিকতার অঙ্গন থেকে নির্বাসিত হন। তারপরও স্বাধীনতার চেতনায় উদ্দীপ্ত জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মত সংবাদপত্র জগতেও প্রাণপ্রাচুর্যের সঞ্চার হয়। প্রকাশিত হয় নতুন পত্র-পত্রিকা, গঠিত হয় সাংবাদিক ইউনিয়ন, ঘোষিত হয় নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণ ও বিজ্ঞাপন নীতি (১৯৭৪), জারি করা হয় নিউজ পেপার ডিক্লারেশন এনালমেন্ট অর্ডিন্যান্স (১৯৭৫)। এসব বিষয় সম্পর্কে এ অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ে জিয়াউর রহমানের আমলের (১৯৭৬-১৯৮১) সংবাদপত্রের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। এ সময় সংবাদপত্র জগত ছিল নিস্তরঙ্গ। সংবাদপত্র বিষয়ক সকল আইন ছিল নিষ্ক্রিয়। সামরিক সরকারের অলিখিত নির্দেশই যথেষ্ট ছিল বলে এ সময় সংবাদপত্র দমনের জন্য অন্য কোন আইন দরকার ছিল না। এ সময়েই (১৯৭৭) প্রথম ওয়েজ বোর্ড রোয়েদাদ ঘোষণা করা হয়। জিয়ার শাসনামলে পরপর তিনবার নিউজপ্রিন্টের মূল্য বৃদ্ধি পায়; ফলে সংবাদপত্রের প্রকাশনা ব্যয় বহুগুণ বেড়ে যায়। নবম অধ্যায়ে এরশাদ আমলের (১৯৮২-১৯৯০) সংবাদপত্রের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। এরশাদ সাড়ে আট বছরের শাসনামলে নানা কায়দায় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছেন। তার সময়ে বিদেশি সাংবাদিকদের ঢাকা সফরে বাধা দেয়া হয়েছে। বিশেষ ক্ষমতা আইন, প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন অ্যাক্ট ব্যবহার ও সেন্সরশিপ আরোপ, বিজ্ঞাপন বন্টনে বৈষম্যের মাধ্যমে সংবাদপত্র জগতে ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। বহু সংবাদপত্রের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা হয়। এ সময় (১৯৮২) প্রথম প্রেস কমিশন গঠন করা হয়।

দশম অধ্যায়ে খালেদা জিয়ার শাসনামলের (১৯৯১-১৯৯৫) সংবাদপত্রের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। ১৯৯১ সালে সেন্সর প্রথা ও কালো আইন বাতিল ঘোষণা করা হয়। ফলে দেশে পত্র-পত্রিকা প্রকাশে হিড়িক পড়ে যায়। অভিজ্ঞতাহীন, অসাংবাদিক, কালো

www.pathagar.com

টাকার মালিকরা পত্রিকা প্রকাশ করে সম্পাদক বনে যান। ফলে দেশে হলুদ সাংবাদিকতার প্রসার ঘটে। এ সময় সংবাদপত্র জগতে চরম বিপর্যয় দেখা দেয়, ১৯৯৩ সালে সাংবাদিক ইউনিয়ন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। খালেদা জিয়ার সময় পত্র-পত্রিকাগুলো উগ্র মৌলবাদী গোষ্ঠীর হামলার শিকারে পরিণত হয়। ৫০০ ও ৫০০০ ধারায় বহু সাংবাদিককে অপদস্থ করা হয়। একাদশ অধ্যায়ে শেখ হাসিনার আমলের (১৯৯৬-১৯৯৯) সংবাদপত্রের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। এ সময় ট্রাস্টভুক্ত পত্রিকাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। সরকারি অনুষ্ঠানে ভিন্নমতের সাংবাদিকদের প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপিত হয়। এ সব ছাড়াও, এ সময় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার ইতিহাস এ অধ্যায়ে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

এ দেশে অসংখ্য সংবাদপত্রের জন্ম হয়েছে, এর অনেকগুলো আতুরঘরেই শেষ হয়ে গেছে, কোনটি আবার ক্ষণজীবী হয়ে অবলুপ্ত হয়েছে। দীর্ঘজীবী পত্রিকার সংখ্যা খুব বেশি নয়। এর মধ্যে অল্প কয়েকটি পত্রিকার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। ওই সব পত্রিকার ইতিহাস আমরা সবিস্তারে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি। আবার বহু পত্র-পত্রিকা দীর্ঘ আয়ূ পায়নি, কালের স্রোতে সেগুলো বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই সব পত্র-পত্রিকা যেহেতু আমাদের ঐতিহ্যের অংশ তাই সেগুলো আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে। তবে সকল আলোচনায়ই আমাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে, এর মূল কারণ তথ্যের অপ্রতুলতা।

আজকের পরিবর্তনশীল জীবনে সাংবাদিকতা ব্রত থেকে বৃত্তির পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বদৌলতে মানসিকতার অদল-বদল ঘটেছে, পেশাদারী সাংবাদিকতার বহু নতুন ও অজানা কৌশল আয়ত্ত্ব করে পেশার চরিত্র বদলে দিয়েছে। আমাদের অনুসন্ধিৎসু আলোচনায় এ সব রূপান্তরের চমকপ্রদ কাহিনী তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। সংবাদপত্র সমস্ত অন্ধকারে আলো ফেলে, অথচ, তার নিজস্ব প্রদীপের নিম্নভাগ অন্ধকার, সীমিত সাধ্য দিয়ে আমি ওই অন্ধকারে আলো ফেলবার চেষ্টা করেছি। এ সুকঠিন কাজে আমাকে সঠিক দিকনির্দেশনা ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন কবি, সাংবাদিক ও গবেষক ড. মাহবুব হাসান। পুরো পান্ডুলিপি পাঠ করে তিনি প্রয়োজনীয় সংশোধনের পরামর্শ দিয়েছেন। আমি তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

এ ছাড়াও এ গ্রন্থ লেখার জন্য যারা আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন তারা হচ্ছেন— চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদফতরের মহাপরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান, কবি ও সাংবাদিক সোহরাব হাসান, পিআইবির পরিচালক জাহাঙ্গীর ফিরোজ, অধ্যক্ষ গোলাম রব্বানী, মাহমুদ কামাল, মাহমুদ দিদার, বাদল আশরাফ, তালুকদার হারুন, মনোয়ারা মফিজ, কামাল হোসেন, মাহফুজা মফিজ, মনিরা খানম (ইমা), হুমায়ুন তালুকদার প্রমুখ। এঁদের সবার প্রতি আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। বই প্রকাশে এগিয়ে এসেছেন নবযুগ প্রকাশনী। অন্যথায় এত দ্রুত বইটি পাঠকের হাতে পৌছানো সম্ভব হত না। বইটি পাঠকের ভাল লাগলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

—জুলফিকার হায়দার

ফেব্রুয়ারি : ২০০৭

www.pathagar.com

সূচিপত্র

অধ্যায় : এক

ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের অঙ্কুরোদগম # ১৩

বাংলা সংবাদপত্রের গোড়াপত্তন # ২০

অধ্যায় : দুই

পূর্ববাংলায় সংবাদপত্রের অভ্যুদয় # ৪০

অধ্যায় : তিন

বিশ শতকের প্রথম চার দশকের সংবাদপত্র # ৭০

অধ্যায় : চার

পাকিস্তান আমলে এক দশকের সংবাদপত্র # ৯৯

অধ্যায় : পাঁচ

আইয়ূব আমলের সংবাদপত্র # ১৪১

অধ্যায় : ছয়

গণঅভ্যুত্থান ও স্বাধীনতা সংগ্রামে সংবাদপত্র # ১৭৪

একাত্তরের পত্র-পত্রিকা # ১৮২

অধ্যায় : সাত

মুজিব আমলে সংবাদপত্র # ১৯৩

অধ্যায় : আট

জিয়াউর রহমানের আমলে সংবাদপত্র # ২৩০

অধ্যায় : নয়

এরশাদ আমলে সংবাদপত্র # ২৪৩

অধ্যায় : দশ

খালেদা জিয়ার আমলে সংবাদপত্র # ২৬৩

অধ্যায় : এগার

শেখ হাসিনার আমলে সংবাদপত্র # ৩২৩

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি # ৩৪১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অধ্যায় : এক

ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের অঙ্কুরোদগম

ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের গোড়াপত্তন করেন কলকাতায় বসবাসকারী ইউরোপীয়রা। ১৭৮০ সালের ২৯ জানুয়ারি জেমস অগাস্টাস হিকি ইংরেজি সাপ্তাহিক 'বেঙ্গল গেজেট' বা 'ক্যালকাটা' জেনারেল 'এডভারটাইজার' প্রকাশ করে ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের ইতিহাসের শুভ সূচনা করেন। ব্রিটিশ শাসনের সূচনালগ্নে ভারতে সংবাদপত্র প্রকাশের বাস্তব ভিত তৈরি হয়।

ইংরেজ কম্পানির শাসন পরিচালনা সম্পর্কিত তথ্য, পণ্যপরিবহন, জাহাজ চলাচল সংক্রান্ত খবরাখবর জানা ও তা প্রচারের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। এ সময় বিকাশমান বাণিজ্য বাজারও খবরের চাহিদা তৈরি করে। সর্বোপরি, মুদ্রণশিল্পের ক্রম বিকাশ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং শিক্ষিত পাঠকশ্রেণী গড়ে ওঠায় সংবাদপত্র প্রকাশ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মূল কর্মকেন্দ্র ছিল কলকাতা। পলাশির যুদ্ধের পর কলকাতা অচিরেই ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকান্ডের স্নায়ুকেন্দ্রে পরিণত হয়। সতের শতকের শেষ দিকেই কলকাতায় ইংরেজি জানা ইউরোপীয়দের ঔপনিবেশ গড়ে ওঠে। ১৬৯০ সালে কলকাতা নগরের গোড়াপত্তন। তার আট বছরের মধ্যে ১৬৯৮ সালে কোম্পানি এক সনদবলে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতার ওপর আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয়। ১৭১৫ সাল থেকে ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সি নাম নিয়ে কলকাতায় ইংরেজদের মোটামুটি একটি স্বাধীন এলাকা চালু হয়ে যায়। ১৭২৭ সালে ইংরেজরা কলকাতায় একটি মেয়র আদালতও স্থাপন করে।

আঠার শতকের চতুর্থ পর্বে কলকাতার সমৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং নগরীর আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। পলাশির যুদ্ধের পর ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ থেকে বাংলার রাজধানী কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়। ফলে কলকাতা রাজধানী শহরে পরিণত হবার গৌরব অর্জন করে। ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় কলকাতা একটি বাসযোগ্য আধুনিক শহরে পরিণত হয়। ঔপনিবেশিক শহর কলকাতা তার চেহারা বদলাতে থাকে। সুপ্রিমকোর্ট, থিয়েটার, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। কলকাতা শহরে জন্ম নিতে থাকে নতুন সংস্কৃতি চেতনা। এ নগরী থেকেই নতুন চিন্তা ও সৃষ্টির দীপ্তি বিচ্ছুরিত হতে থাকে সারা ভারতবর্ষে।

www.pathagar.com

১৭৮০ সালের মধ্যে কলকাতা পুরোপুরি একটি ব্রিটিশ কলোনির রূপ নেয়। ভাগ্যান্বেষী নতুন ঔপনিবেশিক ও সরকারি চাকুরিজীবীদের জীবন-যাপনের কোন উপকরণের অভাবই সেসময় কলকাতায় ছিল না। এমনকি স্বামী সন্ধানের কিছু কিছু ইংরেজ কন্যাও জাহাজে করে কলকাতার ঘাটে এসে ভিড়ত। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে সে সময় প্রায় ১২২৫ জনের মত ইউরোপীয় বসবাস করতেন। এরা অধিকাংশই বাণিজ্যিক কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। কলকাতার এই বাণিজ্যিক গুরুত্বের ফলেই এই শহরে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের প্রয়োজন পড়ে।

মার্গারিটা বার্নস তার 'ইন্ডিয়ান প্রেস' গ্রন্থে বলেছেন—'কোম্পানির শাসন ও একচেটিয়া অধিকারে অসন্তুষ্টরাই ভারতবর্ষে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেন।' তার এই পর্যবেক্ষণ সত্যনিষ্ঠ। কোম্পানি কোন সময়ই সংবাদপত্র প্রকাশের জন্য অনুমতি দিতে আগ্রহী ছিল না। কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা তাদের কুকীর্তি আড়ালে রাখার জন্যই সংবাদপত্র চাইত না। সে সময় কোন সংবাদপত্র প্রকাশের চেষ্টা চালানো হলেই তা বানচাল করার চেষ্টা চালানো হত। প্রচন্ড ভীতিই সংবাদপত্র প্রকাশে সবচেয়ে বড় অন্তরায় ছিল। কোম্পানির কর্মকর্তাদের ভয় ছিল যে, সংবাদপত্র প্রকাশিত হলে তাদের সব কুকীর্তি ফাঁস হয়ে যাবে। লন্ডনে বোর্ড অব ডিরেক্টরস' সব জেনে যাবেন। তারপরও ১৭৮০ সালে হিকি 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশ করতে পেরেছিলেন কারণ তার পেছনে প্রেরণা যুগিয়েছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের কাউন্সিল সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিস।

হিকির 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশের চার বছর আগে ১৭৭৬ সালে ভারতে সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যর্থ একটি উদ্যোগ নিয়েছিলেন উইলিয়াম বোল্টস। জন্মসূত্রে ওলন্দাজ বোল্টস ১৭৫৬ সালে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ক্লাইভের সঙ্গে কাজ করেছেন এগার বছর। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাইটার, কুঠিয়াল, কাউন্সিলের সহপ্রধান থেকে ধাপে ধাপে সম্মানীয় পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন বোল্টস। কিন্তু তার সততার কোন খ্যাতি ছিল না। তার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ, তিনি কোম্পানির স্বার্থ না দেখে ব্যক্তিগত ব্যবসায় লিপ্ত থেকে দুহাতে টাকা কামিয়েছেন। তাছাড়া, ওলন্দাজ কোম্পানির সাথে যোগাযোগ রেখে তিনি অনেক গোপন তথ্য পাচার করতেন। এসব অভিযোগে তাকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।

ভারতে এসেই বোল্টস বাংলা ভাষা শিখেছিলেন। চাকুরি ও ব্যবসা করে মালিক হয়েছিলেন প্রায় ৯০ হাজার পাউন্ডের। সুতরাং চাকুরি থেকে বরখাস্ত হয়েই তিনি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা ও সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগ নেন। ১৭৭৬ সালে তিনি ছাপাখানা শুরু করার ইচ্ছা প্রকাশ করে কলকাতার কাউন্সিল হাউসের দেওয়ালে নোটিশ লটকে দেন। কিন্তু তখনও ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের ভিত খুব মজবুত হয়নি। বক্সারের যুদ্ধের পর ক্লাইভ সবে দিল্লীর সম্রাটের কাছ থেকে প্রতিবছর ২৬ লাখ টাকা কর দানের শর্তে বাংলা, বিহার, ওড়িশার দেওয়ানী লাভ করেছেন, (১২ আগস্ট ১৭৬৫)। এই নতুন দায়িত্ব গ্রহণের মুহূর্তে সরকারের বৈরী ব্যক্তির হাতে মুদ্রণযন্ত্রের মত শক্তিশালী একটি প্রচারযন্ত্র তুলে দেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না ক্লাইভ। কাজেই বোল্টসকে ভারত থেকে

www.pathagar.com

বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয় কোম্পানি। ১৭৭৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কোম্পানির কর্মকর্তারা জোর করে বোল্টসকে ইউরোপগামী জাহাজে তুলে দেন। আর এই সঙ্গেই ভেস্তে যায় এ দেশে সংবাদপত্র প্রকাশের প্রথম উদ্যোগ। ভারতে সংবাদপত্র প্রকাশ করতে না পারলেও ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়ে তিনি কোম্পানির নানা কুকীর্তি নিয়ে কয়েকটি বই লেখেন।

ভারতবর্ষের প্রথম সংবাদপত্র অগাস্টাস হিকির 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশের পেছনে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল পরিষদের অন্যতম সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিসের নেপথ্য ভূমিকা ছিল। ফ্রান্সিস ১৭৭৪ সালে গভর্নর জেনারেলের (ওয়ারেন হেস্টিংস) নবগঠিত কাউন্সিলের সদস্য হয়ে ভারতে আসেন। ভারতবর্ষে আগমনের আগে তিনি ব্রিটেনে সাংবাদিকতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 'লেটারর্স অফ জুনিয়াস' শীর্ষক নিবন্ধ লিখে সে দেশের সংবাদপত্রে তিনি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। তাকে ভারতে পাঠানোর পেছনে এটিও ছিল একটি কারণ। সংবাদপত্রের ক্ষমতা সম্পর্কে ফ্রান্সিস সচেতন ছিলেন। গভর্নর জেনারেল পরিষদের সদস্য হিসাবে কার্যসম্পাদনকালে সংশ্লিষ্টদের কার্যকলাপে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। কালক্রমে তিনি গভর্নর জেনারেলের শক্রতে পরিণত হন। এ জন্যই হিকির 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশের নেপথ্যে ফিলিপের পরোক্ষ পৃষ্টপোষকতার অনুমান করা যায়। বোধ হয় এ কারণেই হিকি হেস্টিংসের বিরুদ্ধে সব সময় সোচ্চার থাকলেও ফিলিপের বিরুদ্ধে কখনোই টুশব্দটিও করেননি।

'বেঙ্গল গেজেট' প্রতি শনিবার প্রকাশিত হত। পত্রিকার সিংহভাগ জুড়ে থাকত বিজ্ঞাপন। পাশাপাশি থাকত বিদেশি পত্রিকা থেকে কিছু উদ্বৃতি, স্থানীয় ও বাইরের সাংবাদিকদের রচনা, সাধারণের প্রতি হিকির আবেদন, পোয়েটস কর্ণার, কলকাতার ইউরোপীয়দের ঘরোয়া কথাবার্তা এবং মুখরোচক আলাপ-আলোচনার খবর। বার ইঞ্চি লম্বা, আট ইঞ্চি চওড়া চার পৃষ্ঠার পত্রিকা ছিল 'বেঙ্গল গেজেট'। প্রতি পৃষ্ঠায় থাকত তিনটি কলাম। মুদ্রণ পারিপাট্য অঙ্গসজ্জা কোনটাই উন্নত ছিল না। বিষয়বস্তু নির্বাচনের মধ্যেও অপরিচ্ছন্ন রুচি ফুটে বেরুতো। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত আক্রমণ, তাদের নিয়ে কেচ্ছা-কাহিনীতে পত্রিকার পাতা ভরে উঠতো। ব্যক্তিগত সমালোচনায় পত্রিকাটি উগ্র মূর্তি ধারণ করে। হিকির আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল ওয়ারেন হেস্টিংস, তার স্ত্রী আনা মারিয়া এবং সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এলিজা ইমপে। ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে নোংরামি যখন চরমে ওঠে ঠিক সেই মুহূর্তে ফিলিপ ফ্রান্সিস ভারত ছেড়ে চলে যান। এরপর পরই হেস্টিংসের ক্রোধের খড়গ নেমে আসে হিকির ওপর।

১৪ নভেম্বর ১৭৮০ সালে সরকারি নির্দেশ জারির মাধ্যমে পোস্ট অফিসের মারফত 'বেঙ্গল গেজেট' বিলি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। গভর্নর জেনারেলের পক্ষ থেকে হিকির বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৮১ সালের জুনে হিকিকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়। হিকি জেলখানায় বসেই পত্রিকা সম্পাদনা অব্যাহত রাখেন। এ সময় পত্রিকার ভাষা আরো তীব্র ও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। পত্রিকার আকর্ষণ যায় বেড়ে। বিচারে হিকির দুবছর কারাদন্ড এবং দু'হাজার রূপি জরিমানা হয়।

www.pathagar.com

এছাড়া, মানহানির জন্য ওয়ারেন হেস্টিংসকে পাঁচ হাজার রুপি ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা বলা হয়। এরপরও হেস্টিংসের ক্রোধ থেকে রেহাই পাননি হিকি। এলিজা ইমপের সহযোগিতায় হিকির বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা দায়ের হতে থাকে। ১৭৮২ সালে হিকির ছাপাখানা আটক করে তা বিক্রি করে দেয়া হয়। এভাবে ভারতে মুদ্রিত প্রথম সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়। তবে কণ্ঠস্তব্ধ হয়ে যাবার আগে ভারতবর্ষে 'হলুদ সাংবাদিকতার' বীজটিও বপন করে দিয়ে যায় 'বেঙ্গল গেজেট'।

সাংবাদিকতার সুশোভন আদর্শ প্রথম ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রতিফলিত না হলেও হিকির 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। উইলিয়াম বোল্টসের নিদারুণ হতাশাব্যঞ্জক অভিজ্ঞতার পর হিকিই প্রথম সচেষ্ট হয়ে সংবাদপত্র প্রকাশের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তাকে অনুসরণ করে অচিরেই কলকাতা এবং ভারতের অন্যান্য শহরে সংবাদপত্র প্রকাশের সমারোহ শুরু হয়ে যায়। হিকির বেঙ্গল গেজেট প্রকাশের নয় মাস পরেই বি, মেসিঙ্ক নামে একজন ব্যবসায়ী 'ইন্ডিয়া গেজেট' প্রকাশ করেন। ১৭৮০ সালের নভেম্বর মাসে ইন্ডিয়া গেজেট প্রকাশিত হয়। ১৭৮০ থেকে ১৭৯৯ সালের মধ্যে কলকাতা থেকে নয়খানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলো হচ্ছে—১. বেঙ্গল গেজেট (১৭৮০), ২. ইন্ডিয়া গেজেট (১৭৮০), ৩. বেঙ্গল জার্নাল (১৭৮৫), ৪. দি ক্যালকাটা ক্রনিকল (১৭৮৬), ৫. দি ক্যালকাটা গেজেট (১৭৮৪), ৬. ক্যালকাটা কুরিয়র (১৭৯৫), ৭. ইন্ডিয়া এপেলো (১৭৯৫), ৮. বেঙ্গল হরকরা (১৭৯৮), ৯. দি রিলেটর (১৭৯৯)। এছাড়া, অরিয়েন্টাল ম্যাগাজিন অব ক্যালকাটা এমিউজমেন্ট (১৭৮৫) এবং ক্যালকাটা ম্যাগাজিন (১৭৯১) নামে দুটি মাসিক ম্যাগাজিনের নামও পাওয়া যায়।

এ সব পত্রিকার কোনটিই মর্যাদাসম্পন্ন ছিল না। সংবাদপত্রের গুরুত্ব সম্পর্কেও তৎকালীন সম্পাদকরা ততটা সচেতন ছিলেন না। তদুপরি কর্তৃপক্ষের রোষ বার বার সাংবাদিকদের দগ্ধ করেছে। সূচনালগ্ন থেকেই দমন-পীড়নের প্রয়াস ছিল স্পষ্ট। আমেরিকান আইরিশ উইলিয়াম ডুয়েন ১৭৯১ সালে কলকাতা থেকে 'বেঙ্গল জার্নাল' প্রকাশ করেন। তিনি ছিলেন মুদ্রণ ব্যবসায়ী। দু'জন আইনজীবীকে তিনি তার পত্রিকার অংশীদার করে নেন। পত্রিকা প্রকাশের অল্প দিনের মধ্যেই সরকারের সঙ্গে তার বিরোধ বেঁধে যায়। 'মারাঠা যুদ্ধে লর্ড কর্নওয়ালিশ মারা গেছেন' এরকম একটি ভুল সংবাদ 'বেঙ্গল জার্নালে' প্রকাশিত হয়। সংবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ডুয়েনকে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলা হয়। ডুয়েন এতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে সরকার তাকে ভারত থেকে বিতাড়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু ভারতে অবস্থিত একজন ফরাসী কর্মকর্তা ফুমেরনের সময়োচিত হস্তক্ষেপের ফলে তাকে ভারত থেকে বিতাড়ন করা যায়নি। কিন্তু বেঙ্গল গেজেটের সম্পাদকের পদ থেকে তাকে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল।

এতে ডুয়েন একটুও দমলেন না। ১৭৯৪ সালে তিনি 'ইন্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিন বছর পত্রিকা চালানোর পর আবার তিনি সরকারের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। প্রতিষ্ঠান বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত ডুয়েন পুনরায় সরকারের

www.pathagar.com

উদ্যত খড়গের সামনে এসে দাঁড়ান। দু'বার তার বাড়ি আক্রান্ত হয়। সরকারের চাপে পাঠক ও বিজ্ঞাপন দাতারা 'ইন্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড' বয়কট শুরু করে।

ডুয়েন বুঝলেন, সরকার তাকে সহজে ছাড়বে না। তাই তিনি পত্রিকা বিক্রি করে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। ১৭৯৫ সালের ১ জানুয়ারি পত্রিকার মালিকানা হস্তান্তরের দিন নির্ধারণ হয়। কিন্তু তার আগেই (গভর্নর জেনারেল) জনশোরের ব্যক্তিগত সচিব ক্যাপ্টেন কলিন্স ১৭৯৪ সালের ২৭ ডিসেম্বর লাট ভবনে তাকে ডেকে নিয়ে গ্রেফতার করেন। আটকের পর তিন দিন তাকে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে আটকে রাখা হয়। সেখান থেকে জোরপূর্বক তাকে ইংল্যান্ডগামী জাহাজে তুলে দেয়া হয়। এভাবেই তাকে ভারত থেকে বহিস্কার করা হয়। কলকাতায় তিনি পঞ্চাশ হাজার ডলার মূল্যের সম্পত্তি সঞ্চয় করেছিলেন। কিন্তু এই সম্পত্তি জন্য সরকার থেকে তিনি কোন ক্ষতিপূরণ পাননি।

১৭৯০ সালের পর থেকে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত একটি লক্ষনীয় প্রবণতা ছিল, পত্রিকার সঙ্গে প্রশাসনের বিরোধ সৃষ্টি হলেই সম্পাদককে ক্ষমা চাইতে বলা হত। এ প্রস্তাবে রাজী না হলে প্রায় ক্ষেত্রেই জোর করে সম্পাদককে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেয়া হত। এমনই ঘটনা ঘটেছে ১৭৯৮ সালে 'বেঙ্গল হরকরা'র মালিক চার্লস ম্যাকলিনের ক্ষেত্রে, ১৮২৩ সালে 'ক্যালকাটা জার্নালের সম্পাদক জেমস্ সিল্ক বাকিংহাম এবং পরবর্তী সম্পাদক আর্নটসহ আরো অনেকের ক্ষেত্রে। প্রকৃতপক্ষে, সংবাদপত্রের স্বাধীন মত প্রকাশের বিষয়ে কিংবা ক্ষমতাসীন কোম্পানির অন্যায়, অপরাধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোম্পানি কর্তৃপক্ষের ন্যূনতম সহনশীলতা ছিল না।

১৭৯৮ সালে মারকুইস অব ওয়েলেসলি ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন। দু'চোখে তার ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। এই স্বপ্ন সফল করার জন্য মহীশূরের টিপু সুলতানের সঙ্গে তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ঠিক এই সময়ে (১৭৯৮) ডা. চার্লস ম্যাকলিন 'বেঙ্গল হরকরা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ পত্রিকায় প্রথমে ডাক বিভাগ এবং পরে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সমালোচনা করা হয়। এতে সরকারের সঙ্গে বিরোধ আসন্ন হয়ে ওঠে। অবস্থা ঘোরতর আকার ধারণ করে। ঘটনার জন্য ম্যাকলিনকে ক্ষমা চাইতে বলা হয়। কিন্তু তিনি এতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে সরকার প্রথমে ম্যাকলিনকে গ্রেফতার করে। পরে তাকে লাঞ্ছিত করে ভারত থেকে বিতাড়ন করা হয়। ইংল্যান্ডে ফিরে ম্যাকলিন ওয়েলেসলির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। এ আন্দোলনের ফলে ওয়েলেসলি পদত্যাগ করে (১৮০৫) ভারত ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন।

ওয়েলেসলি সাপ্তাহিক 'এশিয়াটিক মিরর'-এর সম্পাদক চার্লস কে ব্রুক-এর ওপরও ক্ষিপ্ত হন। ব্রুক মহীশূরের যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু পরিসংখ্যান তার পত্রিকায় তুলে ধরেন। তাই 'এশিয়াটিক মিরর'সহ সকল পত্রিকার সম্পাদকদের শায়েস্তা করার জন্য ১৭৯৯ সালের মে মাসে তিনি সংবাদপত্র সম্পর্কে কঠোর নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করেন। এই আইন পাঁচদফা রেগুলেশন নামে পরিচিত। এই কুখ্যাত রেগুলেশনে বলা হয় যে—১. প্রত্যেক পত্রিকার শেষে পৃষ্ঠার নিচের দিকে মুদ্রকের নাম ছাপতে হবে ২. সরকারের

www.pathagar.com

প্রধান সচিবের কাছে প্রতিটি পত্রিকার সম্পাদক, স্বত্বাধিকারীর নাম পাঠাতে হবে, ৩. রোববার কোন পত্রিকা প্রকাশ করা যাবে না ৪. সরকারের প্রধান সচিবের অজান্তে কোন পত্রিকাই প্রকাশ করা যাবে না এবং ৫. উল্লিখিত চারটি নির্দেশের যে কোন একটি অগ্রাহ্য করলে সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সবাইকে ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

১৭৯৯ সাল থেকে ওয়েলেসলির দমন নীতি ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে। ১৮০৭ সালের ১ এপ্রিল গভর্নর জেনারেল জর্জ বার্লো জনসভার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। নিষেধাজ্ঞায় বলা হয় যে, জনসভা করতে হলে তার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন লাগবে। তাছাড়া, সভার আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়। এ নিষেধাজ্ঞার ফলে বহু প্রচার পুস্তিকা প্রকাশিত হতে থাকে। ওইসব প্রচার পুস্তিকায় লেখক, মুদ্রক বা প্রকাশকের নাম ছাপা হত না। এ পরিপ্রেক্ষিতে, ১৮১১ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টো নির্দেশ জারি করেন যে, ছাপাখানায় মালিকরা যা কিছুই ছাপুক না কেন, মুদ্রিত সকল বিষয়ের শেষে মুদ্রকের নাম ছাপতে হবে। এইভাবে ওয়েলেসলির পঞ্চবিধি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চলতে থাকে। এর মধ্য দিয়েই এদেশের সংবাদপত্র নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে।

১৮১৩ সালের ৪ অক্টোবর মারাকুইস অব হেস্টিংস (আর্ল অব ময়রা) ভারতে গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন। দায়িত্ব গ্রহণের অব্যবহিত পরেই তিনি ওয়েলেসলি প্রবর্তিত দমননীতির কাঠামোয় মৌলিক পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হন। আগে সংবাদপত্র প্রকাশের ওপর যে সেন্সর প্রথা চালু ছিল তাতে অত্যন্ত অসুবিধার সৃষ্টি হত। প্রথমত : সেন্সরের ফলে প্রকাশিত বিষয়ের দায়িত্ব প্রকাশক, সম্পাদক ও লেখকের ওপর না বর্তিয়ে তা সরাসরি সরকারের ওপর বর্তাতো। দ্বিতীয়ত : প্রচলিত সেন্সর প্রথায় ভারতীয় সম্পাদকদের বিরুদ্ধে কিছুই করার ছিল না।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, মর্নিং পোষ্ট পত্রিকার মালিক-সম্পাদক হিটলী তৎকালীন মুখ্য সচিব উইলিয়াম বাটারওয়ার্থ বেইলির কাছে একটি নিবন্ধ পাঠান। বেইলি ওই নিবন্ধের অংশ বিশেষ বাদ দিয়ে তা পত্রিকায় প্রকাশের নির্দেশ দেন। কিন্তু হিটলী নির্দেশ অমান্য করেন। এ অপরাধে সরকার সম্পাদককে বহিস্কারের হুমকি দেয়। তখন হিটলী জানান যে, তার বাবা ইউরোপীয়, কিন্তু মা ভারতীয়। অতএব সরকার তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন না। আইনগত এই জটিলতার প্রশ্ন তোলায় সরকার রীতিমত বেকায়দায় পড়ে যায়। এই ঘটনায় সেন্সর প্রথার অসারত্ব প্রকট হয়ে ওঠে। ফলে গভর্নর জেনারেল প্রচলিত সেন্সর প্রথা ও সেন্সর পদের বিলুপ্তি ঘটান। সংবাদপত্র দমনের জন্য তিনি ওয়েলেসলির বিধি পঞ্চকের পরিবর্তে 'বিধি চতুষ্টয়' জারি করেন। যার ফলে সম্পাদকের হাত-পা বাঁধা হয়ে যায়।

নতুন জারিকৃত বিধিচতুষ্টয়ে বলা হয়—সরকার সম্পর্কিত, কোম্পানির ডাইরেক্টর বা অন্য কোন সরকারি কর্তৃপক্ষের কর্মপদ্ধতি বা তাদের নেয়া ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন সমালোচনা, স্থানীয় প্রশাসন সম্পর্কে কোন প্রবন্ধ, অথবা কাউন্সিল সদস্য, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, অথবা কলকাতার বিশপের আচরণ সম্পর্কে কোন আপত্তিকর মন্তব্য

www.pathagar.com

করা যাবে না। স্থানীয় অধিবাসীদের ধর্ম বিশ্বাস ও আচরণে হস্তক্ষেপ বা উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এমন কোন আলোচনা প্রকাশ করা যাবে না। ভারতে ব্রিটিশ শক্তি অথবা তার মর্যাদার ক্ষতি করতে পারে এমন কিছু সংবাদপত্রে বা অন্যত্র থেকে উদ্ধৃতি করা যাবে না এবং সমাজে শালীনতা নষ্ট করে এমন কোন ব্যক্তিগত কেলেঙ্কারি বা মন্তব্য প্রকাশ করা যাবে না। এই বিধি চতুষ্টয়ের ফলে সেন্সর প্রথা উঠে যায় কিন্তু সংবাদপত্রের ওপর বেড়ে যায় সরকারের শ্যেন নজরদারি।

ভারতীয় সংবাদপত্রের জন্ম হয়েছিল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির প্রাণকেন্দ্র কলকাতায়। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শুরু থেকে উনিশ শতকের প্রথম দু'দশক পর্যন্ত মূলত ইউরোপীয়রাই সংবাদপত্র প্রকাশ ও সম্পাদনার কাজে জড়িত ছিলেন। সংবাদপত্রের পরিচালকেরা ছিলেন মূলতঃ ব্যবসায়ী। বেঙ্গল গেজেটের জেমস অগাষ্টাস হিকি এবং বেঙ্গল জার্নালের উইলিয়াম ডুয়েন ছিলেন ছাপাখানা ব্যবসায়ী। ইন্ডিয়া গেজেটের দুই মালিকের মধ্যে বি. মেসিঙ্ক ছিলেন থিয়েটার কোম্পানির মালিক, পিটার রীড ছিলেন লবণ ব্যবসায়ী। সংবাদপত্রের মালিকানা ব্যবসায়ীদের হাতে ন্যস্ত থাকার ফলে সংবাদপত্র হয় চটকদার খবর বিক্রি করে অর্থ উপার্জনের বাহন হয়েছে, না হয় বণিক সমাজের বাণিজ্য স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

আলোচ্য সময়ে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে প্রকাশিত প্রায় সব পত্রিকাই ছিল হিকি প্রভাবিত। বিদেশি সংবাদ, পার্লামেন্ট বিতর্ক, ব্রিটিশ সংবাদপত্র থেকে উদ্ধৃতি, স্থানীয় সংবাদ, চিঠিপত্র বিভাগ, সরকারি নোটিশ, পোয়েটস কর্ণার, বিজ্ঞাপন সব কিছুতেই ছিল হিকির গেজেটের অন্ধ অনুকরণ। এদেশীয় জনগণ এবং সমাজ সম্পর্কে এসব সংবাদপত্রে বিশেষ কোন খবর থাকত না। এর কারণ হতে পারে এই যে, এদেশীয়দের মধ্যে ইংরেজি পত্রিকার উল্লেখযোগ্য পাঠক ছিল না। সংবাদপত্রের চাহিদা পাঠক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই এ দেশীয় বিষয়গুলি সংবাদপত্রে বিশেষ গুরুত্ব পায়নি।

উল্লেখ্য, ইংরেজি সংবাদপত্রগুলিই বাংলা সংবাদপত্রের আদি প্রেরণা। কিন্তু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বাংলা সংবাদপত্রগুলি বিদেশি সম্পাদিত ইংরেজি সংবাদপত্র থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইংরেজি সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য ছিল মনোরঞ্জন ও মুনাফা অর্জন। কিন্তু বাংলা সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিলো সমাজ সংস্কার, শিক্ষার এবং জ্ঞানের প্রসার। ভাগ্যান্বেষী, এডভেনচার প্রিয় একদল ভিনদেশীয়র হাতে মুখ্যত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে সংবাদপত্রের গোড়াপত্তন হয়েছিল দেশীয় উদ্যোক্তাদের হাতে নতুন পত্রিকা প্রকাশ কিভাবে শিক্ষা, জ্ঞান ও তথ্য প্রচার-প্রসারের এক শক্তিশালী গণমাধ্যামে পরিণত হয়—সেই বিষয়টিই আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে লক্ষ্য করবো।

www.pathagar.com

বাংলা সংবাদপত্রের গোড়াপত্তন

ভারতবর্ষে সংবাদপত্র প্রকাশের আটত্রিশ বছর পর ১৮১৮ সালের ১৫মে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য নামে একজন পুস্তক ও মুদ্রণ ব্যবসায়ী কলকাতা থেকে 'বঙ্গাল গেজেট' নামে একটি সাপ্তাহিক বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের প্রথম গৌরব এরই প্রাপ্য। বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশের জন্যই শুধু উনিশ শতক বাঙালি জীবনে যুগান্তকারী অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত নয়, এ সময়কালেই আধুনিকতার দিকে বাঙালির যাত্রা শুরু। প্রচলিত কিছু অমানবিক রীতিনীতি দূর করে কলুষমুক্ত সমাজগড়ার স্বপ্ন দেখার সূত্রপাত এ সময়েই।

উনিশ শতক বাঙালি সমাজ ভাঙ্গাগড়ায় উদ্বেল। এ সময়ে প্রচলিত ধর্ম সম্পর্কে জনমনে প্রশ্ন জাগে, শিক্ষাক্ষেত্রে দেখা দেয় 'নানা পরিবর্তন'। নারীশিক্ষার রুদ্ধদ্বার কিয়দংশে মুক্ত হয়ে যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষার সূত্রে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে বাঙালির পরিচয় ঘটে। তার শিক্ষা দীক্ষা, ধর্ম-কর্ম, চাল-চলন, পোশাক-পরিচ্ছেদ, পান-আহার, বিশ্বাস-অবিশ্বাস সব কিছুতেই পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। বাঙালির ইতিহাসের এই যুগসন্ধিক্ষণে বাংলা সংবাদপত্রের প্রকাশ ছিলো পরাধীন জীবনে পরিবর্তনের এক অনিবার্য অনুঘটক।

সে যুগে বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে বড় ধরনের দুটি অন্তরায় ছিল। এক: মুদ্রণ যন্ত্রের অভাব। দুই : শিক্ষিত মানুষের চিন্তা চেতনা এবং ভাব প্রকাশের জন্য সর্বজনগ্রাহ্য বাংলা গদ্যের অভাব। গদ্য তখন পর্যন্ত ছিল দৈনন্দিন জীবনের আটপৌরে প্রয়োজনের ভাষা। উন্নত প্রকাশভঙ্গির বাহন হিসাবে আঠার শতকের শেষ দিন পর্যন্ত বাংলা গদ্যের কোন স্বীকৃতি ছিল না। গদ্যের আবির্ভাব বিলম্বিত হয়েছে। তাই বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশেও বিলম্ব ঘটেছে।

সচেতনভাবে বাংলা গদ্য চর্চার প্রথম কৃতিত্ব পর্তুগিজ পাদরিদের। ষোড়শ শতকের গোড়ায় এ দেশে এসে তারা বাংলা ভাষা আয়ত্ত করেন। তারা প্রধানত পূর্ব ও মধ্য বাংলায় বিচরণ করেন বলে তাদের গদ্যে আঞ্চলিক উপভাষার প্রভাব বেশি পড়ে। তার ফলে বাংলা গদ্যের কাঙ্ক্ষিত বিকাশ তাদের হাতে ঘটেনি। ইংরেজদের হাতে এবং উদ্যোগেই বাংলা গদ্য ছন্দময় রূপ পায়। ইংরেজ কর্মচারিদের দেশি ভাষা শিক্ষা দেয়ার জন্য ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮০১ সালে খোলা হয় বাংলা বিভাগ। শ্রীরামপুর মিশনের পাদরি উইলিয়াম কেরিকে বাংলা বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। বাংলা গদ্যের বৈভব সৃষ্টিতে উইলিয়াম কেরি এবং তার সহযোগী জন ক্লার্ক

www.pathagar.com

মার্শম্যান অনন্য ভূমিকা পালন করেন। তাদের চেষ্টায় বাংলা সংবাদ সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে।

মুদ্রিত পুস্তক ও সংবাদপত্রের আঁতুর ঘর হচ্ছে ছাপাখানা। বাংলা টাইপের অভাবে মুদ্রণের কাজ বিঘ্নিত হয়। ১৭৭৮ সালে বাংলাদেশে প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয়। উইলকিন্স প্রথম এ ছাপাখানায় বাংলা হরফ এঁকে পাঞ্চ কেঁটে, আলাদা আলাদা ঢালাই করে বাংলা হরফ তৈরি করেন। উইলকিন্সকে এ কাজে সাহায্য করেছিলেন পঞ্চানন কর্মকার এবং তার মেয়ের জামাই মনোহর কর্মকার। তারাই পরবর্তীকালে শ্রীরামপুর মিশনারি প্রেসের জন্য বাংলা হরফ তৈরি করে দেন। পঞ্চানন কর্মকারকে বাংলা হরফের ছাঁদ বা নক্‌শা এঁকে দিয়েছিলেন—যতীন্দ্রনাথ রায়। উইলকিন্স, পঞ্চানন, মনোহর এবং যতীন্দ্র নাথ এই চারজনের শ্রম ও দক্ষতাকে মূলধন করে বাংলা ছাপাখানার যাত্রা শুরু। পঞ্চাননের শিল্প কুশলতা মনোহরের মধ্যে সাফল্যের সঙ্গে বর্তেছিল। মনোহর ভারতের ১৫টি প্রাদেশিক ভাষার হরফ তৈরি করে যশস্বী হন।

মুদ্রণের মোহজাল, যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শ প্রচারের অভিপ্সায় উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে সংবাদপত্র প্রকাশে এগিয়ে আসে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এরাই ছিলেন বাংলা সংবাদপত্রের প্রকাশক এবং পাঠক। বাংলায় তখন শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ছিল নিতান্তই কম। তখন যারা পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন তারা একাডেমিক অর্থে শিক্ষিত ছিলেন না, ছিলেন স্বশিক্ষিত। বাংলা পত্রিকার সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন তাদের অধিকাংশই সম্পন্ন পরিবারের ছিলেন না। এদের অনেকে ছিলেন লেখক বা স্বনামধন্য সাহিত্যিক।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা 'বঙ্গাল গেজেটের মুদ্রক ও প্রকাশক ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। পত্রিকার মালিক ও নীতিনির্ধারক ছিলেন হরচন্দ্র রায়। তিনি ছিলেন আত্মীয় সভার সদস্য এবং রামমোহনের ভাবধারায় অনুপ্রাণীত প্রগতিশীল মানুষ। পত্রিকাটি মাত্র এক বছর চলেছিল। 'বঙ্গাল গেজেট' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। অনেকের মতে 'সমাচার দর্পণই' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা। সমাচার দর্পণের এই দাবীর সমর্থক ছিল শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত Friends of India। 'বঙ্গাল গেজেটের' জ্যেষ্ঠত্বের সমর্থক ছিলেন তৎকালীন 'সমাচার চন্দ্রিকার' সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 'সংবাদ প্রভাকর'-এর সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

সমসাময়িক সূত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ১৮১৮ সালের ১৬ মে সংখ্যা Oriental Star-এ "লেখা হয়েছে" "Among the Improvements which are Taking place in Calcutta we observe with Satisfaction That the publication of a Bangali News-paper has been Commenced." এই বাংলা পত্রিকাটি 'সমাচার দর্পণ' হতে পারে না। কেন না আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে 'সমাচার দর্পণ' প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ২৩ মে ১৮১৮ সালে। সুতরাং ধরে নেয়া যায় যে, Oriental Star কথিত এই বাংলা পত্রিকাটি 'বঙ্গাল গেজেট'। ১৪ মে ১৮১৮ সংখ্যা সরকারি গেজেট সংবাদ

www.pathagar.com

দেয় 'বঙ্গাল গেজেট' নামক একটি সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে।' সুতরাং অনুমানে দোষ নেই যে, বঙ্গাল গেজেট-এর প্রথম সংখ্যা ১৫মে ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং Oriental Star ও Government Gazette প্রদত্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ মিলিয়ে ১৫মে, ১৮১৮ বঙ্গাল গেজেট প্রকাশের তারিখ মেনে নেবার মধ্যে কোন অসঙ্গতি নেই। ইতিহাসবিদ ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার 'বঙ্গাল গেজেট'কেই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র রূপে স্বীকার করে নিয়েছেন।

'বঙ্গাল গেজেটের' পর ১৮১৮ সালের ২৩ মে শ্রীরামপুর মিশনারিরা প্রকাশ করে 'সমাচার দর্পণ'। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক ম্যার্শম্যান। প্রতি শনিবার সকালে এটি প্রকাশিত হত। মাসিক চাঁদা ছিল দেড় টাকা। আধুনিক পত্রিকার প্রায় সকল বৈশিষ্ট্যই 'সমাচার দর্পণ'-এ উপস্থিত ছিল। উদ্যোক্তারা পত্রিকাটিকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে অব্যাহত প্রয়াস চালিয়েছিলেন। মিশনারিদের পরিচালিত এ পত্রিকাটি একটি সামাজিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। প্রথম বাঙালি সাংবাদিকেরা প্রধানতঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপকগোষ্ঠি থেকেই এসেছিলেন। 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশের কিছু আগে শ্রীরামপুর থেকে 'দিগদর্শন' নামে একটি সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়, এটি স্বল্পায়ু ছিল। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান।

স্মর্তব্য, উনিশ শতকের সূচনায় বাংলার ইতিহাসে কয়েকটি অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটে। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ শ্রীরামপুরে বাপটিস্ট মিশন স্থাপিত হয়। ডেভিড হেয়ার কলকাতায় ঘড়ির ব্যবসা করতে আসেন। ১৮১৪ সালে রামমোহন কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আসেন। ১৮১৫ সালে তিনি আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১৭ সালে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৮-১৯ সালে রামমোহন সতীদাহ সহমরণের বিরুদ্ধে প্রচারনা শুরু করেন। ১৮২০ সালের ২০ আগস্ট সমুদ্রের জলে হিন্দু সন্তানদের বিসর্জন দেয়ার নিষ্ঠুর প্রথা আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়। ১৮২৭-২৮ সালে ডিরোজিওর তরুণ ছাত্ররা সামাজিক কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তীব্র তর্ক-বিতর্ক শুরু করেন।

১৮২৮ সালে রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় রামমোহন তার কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে ব্রাহ্মোপসনার জন্য একটি সভা স্থাপন করেন। এই সভার নাম হয়, 'ব্রাহ্মসমাজ'। তখন সাধারণ লোকে এই সভাকে ব্রাহ্মসভা বলত। প্রথম ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয় কলকাতায়। চিৎপুর রোডে ফিরিঙ্গি কমল বসু নামে এক ভদ্রলোকের বৈঠকখানা ভাড়া করে। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় ব্রহ্মোপসনা হত। প্রথম দু'জন তেলেগু ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করতেন, পরে উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ পাঠ করতেন। তারপর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ উপদেশ প্রদান করতেন। অবশেষে সংগীতের পর সভার কাজ শেষ হত। ব্রাহ্ম উপাসনার পদ্ধতিও উপাসকদের আচার ব্যবহার দেখে অনেকেই মনে করতেন যে, এটি খ্রিস্টান গির্জার উপাসনার অনুরূপ। এটি দেখে তারা ভাবেন যে, রামমোহন এদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারে অগ্রসর হয়েছেন। লোকে তাকে খ্রিস্টান বলে উপহাস করতো। ১৮২৯ সালে সতীদাহ সহমরণ নিবারণ আইন বিধিবদ্ধ হয়। এ সময় ধর্মীয় গোঁড়ামির উগ্রমূর্তি সদম্ভে আত্মপ্রকাশ করে।

www.pathagar.com

এই সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রথম থেকেই সমাচার দর্পণে'র সচেতন ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই পত্রিকায় রাজা রামমোহনের বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের খবরাখবর গুরুত্বের সঙ্গে ছাপা হয়। ১৮২০ সালের গোড়ার দিকে রামমোহন 'দি প্রিসেপটস অব জিসাস', 'দি গাইড টু পিস এন্ড হ্যাপিনেস' নামে দুটি সংকলন প্রকাশ করেন। যুক্তিবাদী রামমোহন এতে খ্রিস্ট ধর্মের অলৌকিকত্বের অংশগুলো পরিহার করে খ্রিস্টতত্ত্বের মহিমা তুলে ধরেন। গোঁড়া খ্রিস্টানরা এটি পছন্দ করেনি। ১৮২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে মার্শম্যান 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'তে এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় লিখে রামমোহনকে আক্রমণ করেন। আত্মপক্ষ সমর্থনে রামমোহন পরপর তিনটি পুস্তিকা রচনা করেন : ১. এ্যান অ্যাপিল টু দ্য ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক, ২. সেকেন্ড অ্যাপিল টু দ্য ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক এবং ৩. ফাইনাল অ্যাপিল টু দ্য ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক। এ সব পুস্তিকা রচনার ফলে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে।

১৮২১ সালের ১৪ জুলাই রামমোহনকে পরোক্ষভাবে আক্রমণ করে 'সমাচার দর্পণে' একটি বেনামি পত্র প্রকাশ করা হয়। তাতে বেদান্ত ন্যায়, মীমাংসা, সংখ্যা, পুরাণ, পুনর্জন্মবাদ প্রভৃতি বিষয়ে অসংগতির প্রশ্ন তুলে রামমোহনকে বিব্রত করার চেষ্টা চালানো হয়। তাই বাধ্য হয়ে রামমোহন ১৮২১ সালের ৪ ডিসেম্বর 'সম্বাদ কৌমুদী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় সতীদাহ প্রথা রোধ, ব্যাংকিং ও বীমা ব্যবসা, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু, নারী শিক্ষার বিস্তার এবং দেশে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হত। হিন্দু ধর্মের প্রতি মিশনারীদের কটাক্ষপাতের প্রতিবাদ জানানোর উদ্দেশ্যেই এ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পত্রিকাটি পরিচালনা করতে গিয়ে সমাজ সংস্কার বিষয়ে আদর্শগত দিক নিয়ে সংস্কারমুক্ত রামমোহন এবং গোঁড়াপন্থি ভবানীচরণের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এতে ভবানীচরণ পত্রিকা ছেড়ে চলে যান।

'সম্বাদ কৌমুদী' ১৮৩৪ সাল পর্যন্ত চালু থাকলেও তার যাত্রাপথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। ভবানীচরণের পর কৌমুদীর সম্পাদক হন হরিহর দত্ত। ১৮২২ সালের ১৪ মে তিনি পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর চারমাস পরই পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ১৮২৩ সালের ১৮ এপ্রিল আনন্দ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সাপ্তাহিকটি পুনঃকাশিত হয়। এরপর গোবিন্দচন্দ্র কোঙার ও রাধাপ্রসাদ রায় পর্যায়ক্রমে পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৩০ সালে এটি দ্বি-সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয়। সম্ভবতঃ ১৮৩৪ প্রথম দিকে পত্রিকার প্রকাশনা পুনরায় বন্ধ হয়ে যায়।

সংম্বাদ কৌমুদীর প্রথম তের সংখ্যা প্রকাশের পরই ভবানীচরণ পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। ১৮২২ সালের ৫ মার্চ তিনি 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এটি ছিল রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখপত্র। ২৬ রামমোহন ঘোষ স্ট্রিট কলুটোলা থেকে এটি প্রকাশিত হত। চন্দ্রিকা নিজস্ব প্রেস থেকে ছাপা হত। কৌমুদী যখন নানা সামাজিক কুসংস্কার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব, চন্দ্রিকা তখন দৃঢ় স্বরে

www.pathagar.com

রক্ষণশীলদের পক্ষে এগিয়ে আসে। ফলে কৌমুদী ও চন্দ্রিকার মধ্যে প্রথম থেকেই মসী যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে কোনো পক্ষই ভাষা সংযত রাখতে পারত না, অনেক সময় তা শালীনতা অতিক্রম করত। চন্দ্রিকা রক্ষণশীল পত্রিকা হিসাবে চিহ্নিত হলেও সাংবাদিকতার ইতিহাসে এর গুরুত্ব অসামান্য। চন্দ্রিকার অর্থনৈতিক চিন্তা, ক্ষেত্র বিশেষে বিদেশি রাজশক্তির বিরুদ্ধে স্বাধিকার চিন্তা এবং দেশীয় শিক্ষা প্রসারে আগ্রহ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এর অবদান অনস্বীকার্য।

'সমাচার চন্দ্রিকা' সাপ্তাহিক, দ্বি-সাপ্তাহিক, পরে দৈনিক হিসাবে প্রকাশিত হয়। ১৮২৪ সালে এটি দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু দৈনিক হিসাবে এটি বেশি দিন চলেনি। পুনরায় তা সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। এ পত্রিকাকে ভবানীচরণ 'ধর্মসভার' মুখপত্রে পরিণত করেছিলেন। ১৮৪৮ সালে ২০ ফেব্রুয়ারি ভবানীচরণ মারা যান। তার মৃত্যুর পর পুত্র রাজকৃষ্ণ পত্রিকার সম্পাদক হন। ১৮৫২ সালে রাজকৃষ্ণের মৃত্যু হলে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক প্রাণকৃষ্ণ কিছু দিন এ-পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৮৫৩ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

রাজা রামমোহন সংবাদপত্র প্রকাশ করে জনগণকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষিত ও সচেতন করার প্রয়াসী হন। সেই সঙ্গে হিন্দুধর্ম ও তার আচার-আচারণ নিয়ে যে সকল বিদেশি ব্যঙ্গ বা কটাক্ষ করতেন তাদের বিরুদ্ধেও তিনি কলম ধারণে সচেষ্ট হন। সেই উদ্দেশ্যে 'সম্বাদ কৌমুদী' ছাড়াও ১৮২২ সালের ১২ এপ্রিল তিনি 'মীরাৎ-উল-আখবার' নামে একটি ফারসি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। এটি তিনি প্রকাশ করেছিলেন যারা বাংলা জানত না তাদের জন্য। এ পত্রিকার মাধ্যমে তিনি একদিকে যেমন ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত অপকর্ম ও কুসংস্কারের বিরোধিতা করেছিলেন তেমনি দেশবাসীকে তিনি পশ্চিমী সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করে তোলেন।

শিবপ্রসাদ শর্মা ছদ্মনামে রামমোহন ১৮২১ সালে 'ব্রাহ্মণসেবী' নামে একটি দ্বিভাষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল যে সব ক্রিশ্চান মিশনারি হিন্দু ধর্মের ওপর কটাক্ষ করেছেন তাদের আক্রমণ প্রতিহত করা। এই সব পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে তত্ত্ব, তথ্য সম্মানের লড়াই বেশ জমে উঠেছিল। এ সকল কাগজে স্থানীয় ঘটনাবলী, অভাব-অভিযোগ ইত্যাদি বিষয়ক বিবরণ ছাড়াও প্রশাসনের সমালোচনা, ধর্মীয় সংস্কারাদিও বিশ্বাসের প্রতিকারার্থে আলোচনা, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ইউরোপের রাজনৈতিক উন্নতি সম্পর্কিত বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা নিয়মিত প্রকাশিত হত।

১৮১৬ সালে কলকাতায় সিল্ক জেমস বাকিংহাম নামে একজন মননশীল বিদগ্ধ ইংরেজ কলকাতায় আসেন। কলকাতায় আসার পরপরই বাকিংহামের সঙ্গে রামমোহনের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই দুই দিকপালের প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সেতু বেয়েই এদেশে সাংবাদিকতার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। বাকিংহাম ১৭৭৬ সালে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতে আসার আগে তিনি সারা মুসলিম মুলুক চষে বেড়ান। মিশরে মহম্মদ আলীর সঙ্গে ছিল তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ভূমধ্যসাগর থেকে লোহিত সাগর

www.pathagar.com

পর্যন্ত একটি খাল কাটলে ভারতে যাবার জলপথ সংক্ষিপ্ত হবে এ পরিকল্পনা তিনিই পেশ করেছিলেন। বাকিংহাম ছিলেন বহু বিষয়ে পন্ডিত, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিধর এবং সাংবাদিকতায় স্বচ্ছ মননশীলতায় দীপ্ত একজন মানুষ। কলকাতায় এসে তিনি রামমোহনের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে কাজ শুরু করেন।

বাকিংহাম যখন কলকাতায় আসেন সে সময় উন্নতমানের কোন সংবাদপত্র এখানে ছিল না। সংবাদপত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে সাংবাদিকরা তেমন সচেতন ছিলেন না। তাই জনগণকে সচেতন করে তোলার পাশাপাশি আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতা রোধ, আর সরকারি অন্যায় কার্যকলাপের প্রতিবাদ জানানোর জন্য বাকিংহাম একটি পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হন। ১৮১৮ সালের ২ অক্টোবর 'দি ক্যালকাটা ক্রনিকল অব পলিটিক্যাল, কমার্শিয়াল এন্ড লিটারারি গেজেট' বা সংক্ষেপে 'ক্যালকাটা জার্নাল' প্রকাশ করেন। পত্রিকা প্রকাশে তাকে আর্থিক সহায়তা করেন পামার এন্ড কোম্পানি। আট পৃষ্ঠার এই পত্রিকাটি সপ্তাহে দু'বার প্রকাশিত হত। ১৮১৯ সালের ১ মে পত্রিকাটি দৈনিকে পরিণত হয়। এটি ভারতের প্রথম দৈনিক পত্রিকা।

'ক্যালকাটা জার্নাল' এদেশের সাংবাদিকতার চেহারাই পাল্টে দেয়। এ সম্পর্কে জন মার্শম্যান লিখেছেন, "ক্যালকাটা জার্নাল ভারতে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির মধ্যে যোগ্যতম ছিল, যা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে উচ্চতর মান ও গভীরতম পথ দেখায়।" পত্রিকাটি পাঠকের কাছে খুবই আকর্ষণীয় ছিল। বাকিংহামের বলিষ্ট বক্তব্য ও তীক্ষ্ম যুক্তি খন্ডনের সাধ্য কারো ছিল না। 'ক্যালকাটা জার্নালে'র বিরোধিতা করার জন্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮২১ সালে প্রকাশিত হয় 'জন বুল ইন দ্যা ইস্ট'। এই পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন বাকিংহামের চিরশত্রু রেভারেণ্ড স্যামুয়েল জেমস ব্রাইস। কিন্তু বাকিংহামের যোগ্যতার কাছে ব্রাইস ছিলেন নগণ্য, তাই তার বিরোধিতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফলে সরকারের পক্ষ থেকে বাকিংহামকে দমন করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এ কাজে নেতৃত্ব দেন জন এডামস। তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন সময় ও সুযোগের ।

বাকিংহাম সরকারি স্বৈরাচারি নীতির সমালোচনা অব্যাহত রাখেন। এ সময় ভারত সরকার ড. জেমসনকে মেডিকেল স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিয়োগ করেন। বাকিংহাম নীতিগতভাবে এই নিয়োগের বিরোধিতা করেন। কারণ ড. জেমসন আগে থেকেই আরো তিনটি সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত ছিলেন। এক ব্যক্তি একই সঙ্গে চারটি গুরুত্বপূর্ণপদের দায়িত্ব সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে পালন করতে পারবেন না বলে বাকিংহাম মন্তব্য করেন।

বাকিংহামের এই সমালোচনা সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষ আরো তীব্র করে তোলে। সরকার মনে করে বাকিংহামের এই কাজ এখতিয়ার বহির্ভূত। তাই জন এডামের নেতৃত্বে আমলাতন্ত্র এই সমালোচনার জন্য বাকিংহামকে বহিস্কারের দাবী জানান। কিন্তু গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস তাদের এই দাবী অগ্রাহ্য করেন। এতে ড. জেমসন আরো ক্ষিপ্ত হন। শেষ পর্যন্ত ১৮২২ সালের ৬ জুলাই বাকিংহামের সঙ্গে রেসকোর্স ময়দানে তিনি পিস্তল হাতে ডুয়েল লড়েন। এই মর্যাদার লড়াইয়ে দু'জনই অবশ্য অক্ষত থাকেন।

www.pathagar.com

এ ঘটনার পর পরই বাকিংহাম তার পত্রিকায় লর্ড বিশপের কাজের কঠোর সমালোচনা করেন। এতে বলা হয় যে, বিশপ বড় দিনের উৎসব পালন করার সময় পাননি। তার বদলে বিয়ে সংক্রান্ত কাজে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। এ সংবাদে সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সরকার সংবাদের সূত্র জানতে চায় বাকিংহামের কাছে। কিন্তু সাংবাদিকতার নৈতিক মানদন্ড বজায় রাখার স্বার্থে বাকিংহাম সংবাদসূত্র প্রকাশ করতে অস্বীকার করেন। তাকে হুমকি দেয়া হয় যে, ভবিষ্যতে এ ধরণের সংবাদ প্রকাশ করা হলে তার ভারতে থাকার লাইসেন্স বাতিল করে দেয়া হবে। এতেও বাকিংহাম বিচলিত হলেন না। বরং এই হুমকির তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। ফলে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। মামলা লড়বার জন্য বাকিংহাম ছয়শত ডলার ব্যয় করেন। শেষ পর্যন্ত মামলায় তারই জয় হয়।

এর কিছুদিন পর লর্ড হেস্টিংস ভারত ত্যাগ করেন। জন এডাম অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল হন। এ পদে আসীন হয়েই তিনি ব্রাইসকে স্টেশনারি বিভাগের প্রধান কারনিক পদে নিয়োগ করেন। বাকিংহাম এ নিয়োগের তীব্র সমালোচনা করেন। ১৮২৩ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি 'ক্যালকাটা জার্নালে'-এ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এই সংবাদ প্রকাশের অজুহাতে জন এডাম ১২ ফেব্রুয়ারি বাকিংহামের ভারতে বসবাস করার লাইসেন্স বাতিল করে দেন এবং ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তাকে ভারত ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। বাকিংহাম ভারত ত্যাগের সময় আর্নটের ওপর পত্রিকা সম্পাদনার ভার অর্পণ করেন। ২৩ সেপ্টেম্বর আর্নটকেও ভারত ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। এর ফলে ১০ নভেম্বর 'ক্যালকাটা জার্নালের' প্রকাশ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব পণ করে ন্যায়ের পক্ষে লড়াই করার চেতনার যে আলো বাকিংহাম জ্বালিয়ে দেন—তা ক্রমেই পরিণত হয় এক জ্যোর্তিময় আলোক মালায়।

বাকিংহামের ভারত ত্যাগের পক্ষকাল পরেই জন অ্যাডাম ভারতীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করে তা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ১৮২৩ সালের ৪ এপ্রিল এক নয়ানীতি বা রেগুলেশন ঘোষণা করেন। এই রেগুলেশন ভারতের ইতিহাসে কুখ্যাত 'অ্যাডাম গ্যাগ' নামে পরিচিত। ওই দিনটিও সাংবাদিকতার ইতিহাসে একটি কালো দিবস হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সরকারের পক্ষ থেকে সংবাদপত্র দমনের একটা প্রয়াস বহুদিন ধরেই চলছিল। গভর্নর জেনারেলের পরিষদের সদস্যরা নিজ নিজ 'মিনিটে' সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে তাদের অভিমত লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। সেই সঙ্গে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত আপত্তিকর প্রবন্ধের অংশবিশেষও সংগৃহীত হয়েছিল। পরিষদের অন্যতম সদস্য উইলিয়াম বাটারওয়ার্থ বেইলি এ সম্পর্কে একটি রিপোর্টও তৈরি করেছিলেন। বেইলির এই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই অ্যাডামস রেগুলেশন তৈরি হয়।

অ্যাডামস গ্যাগিং এ্যাক্ট-বা কণ্ঠরোধকারী কুখ্যাত আইনে বলা হয় যে, গভর্নর জেনারেলের কাছ থেকে লাইসেন্স না নিয়ে কোন সংবাদপত্র বা সাময়িকী প্রকাশ করা যাবে না। লাইসেন্সের জন্য আবেদনপত্রে মুদ্রাকর, প্রকাশক, স্বত্বাধিকারীর নাম, ঠিকানা

www.pathagar.com

প্রেসের ঠিকানা, সংবাদপত্র, পুস্তক, পুস্তিকা, প্রচারপত্র যা ছাপা হবে তাতে সবকিছু স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। এর জন্য কোন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হলফ করতে হত। এসব নিয়ম লংঘন করলে বা বিনা লাইসেন্সে কিছু ছেপে প্রকাশ করলে শাস্তির ব্যবস্থা ছিল অর্থদন্ড এবং কারাদন্ড।

১৪ মার্চ জারি করা অধ্যাদেশটি ১৫ মার্চ সুপ্রিম কোর্টে লটকে দেয়া হয়। ১৭ মার্চ রামমোহন রায়, চন্দ্র কুমার ঠাকুর, দ্বারকা নাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ ও গৌরীচরণ ব্যানার্জী, কলকাতার এই ছয়জন বিশিষ্ট নাগরিকের পক্ষে ইংরেজ আইনজীবী কার্টলার ফার্গুশন ওই অধ্যাদেশ সম্পর্কে আপত্তি জানিয়ে একটি আবেদন পেশ করেন। এ আবেদনে অধ্যাদেশটিকে বিদ্বেষপ্রসূত এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণকারী বলে অভিহিত করা হয়। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ফ্রান্সিস ম্যাকনট ৩১ মার্চ ওই আবেদন নাকচ করে দেন। তিনি অধ্যাদেশের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, পৃথিবীর কোন শহর বা নগরে সংবাদপত্র এর চেয়ে বেশি বাস্তব স্বাধীনতা ভোগ করে না।

এ আইনের প্রতিবাদে রামমোহন তার 'মীরাৎ-উল-আখবার'-এর প্রকাশনা বন্ধ করে দেন। মীরৎ-উল-আখবার-এর শেষ সংখ্যায় রামমোহন পত্রিকা বন্ধ করার যে কারণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাতে তিনি বলেন যে, এইভাবে অসম্মানের মধ্য দিয়ে লাইসেন্স নিতে, কাগজ চালাতে বা অনুমতি লাভে প্রত্যাখ্যাত হতে তিনি চাননা। সেই লেখায় ছিল : আব্রু কে রা-সদ খুনই জিগর দস্ত দিহদ/বা উমেদ-ই করম এ খাজা, বা দারবান মা-ফরোশ। অর্থাৎ, "যে অসম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, ওহে মহাশয়, কোন অনুগ্রহের আশায় তাহাকে দারোয়ানের নিকট বিক্রয় করিওনা।"

অ্যাডামের সংবাপত্র দমন সংক্রান্ত কালাকানুন ১২ বছর সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে ক্ষুন্ন করে। এ সময় প্রকাশিত সব সংবাদপত্রকে এ আইন মেনে চলতে হত। ১৮২৫ সালে সরকার সংবাদপত্রের সাথে সরকারি কর্মচারিদের সংশ্রবের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এসব দমন আইন উপেক্ষা করে ১৮২৯ সালর ১০ মে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর বাংলা সাপ্তাহিক 'বঙ্গদূত' প্রকাশ করেন। প্রগতিবাদী হিন্দুদের মুখপত্র হিসাবে বঙ্গদূত খ্যাতি লাভ করে। এ পত্রিকার পরিপূরক হিসাবে প্রকাশিত হয় ইংরেজি সাপ্তাহিক 'বেঙ্গল হেরাল্ড'। এছাড়া ১৮২৩ সালের অক্টোবর-এ প্রকাশিত হয় 'সম্বাদ তিমির নাশক', ১৮২২ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয় 'জমে-ই-জাহান' এ বছর ৩০ মে মোহন মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'সামসুল আখবার', ১৮২৬-এ প্রকাশিত হয় 'আখবারে শ্রীরামপুর'।

১৮৩১ সালের ৭ মার্চ মৌলবী আলিমুল্লার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ফার্সি অনুবাদসহ বাংলা সাপ্তাহিক 'সমাচার সভারাজেন্দ্র'। এটি বাঙালি মুসলমান সম্পাদিত প্রথম সংবাদপত্র।

১৮৩০ সালে বাংলার সমাজ জীবনে প্রবল ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয়। এবছর ১৭ জানুয়ারি রামমোহনের ব্রাহ্মসভার বিরুদ্ধে 'ধর্মসভা' গঠিত হয়। ২৩ জানুয়ারি ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়ি থেকে 'ব্রাহ্মসমাজ' জোড়াসাকোর ঠাকুর বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। ২৭

www.pathagar.com

মে বিখ্যাত স্কটিশ মিশনারি আলেকজান্ডার ডাফ সস্ত্রীক কলকাতায় আসেন। ১৮৩১ সালের ২৫ এপ্রিল হিন্দু কলেজের তরুণ শিক্ষক, দ্রোহী-সমাজ চিন্তার অগ্রদূত ডিরোজিও হিন্দু ধর্ম বিরোধী মতামত ও নাস্তিকতা প্রচারের অভিযোগে পদচ্যুত হন, ২৬ ডিসেম্বর তার হঠাৎ মৃত্যু হয়। ১৮৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর কয়েক দিনের অসুখে রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়। এসব ঘটনার প্রতিক্রিয়া ও অভিঘাতে সমাজের মগ্ন চৈতন্য সবেগে সজাগ হয়ে ওঠে।

সতীদাহ নিষেধের বিরুদ্ধে কলকাতার হিন্দু সমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তিরা দলবদ্ধ হয়ে 'ধর্মসভা' গঠন করেন। এর ফলে আদর্শিক সংগ্রামে হিন্দু সমাজ 'ব্রাহ্মসমাজ' ও 'ধর্মসভা' এই দুটি পরস্পর বিরোধী দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ আন্দোলনের খানিকটা উচ্ছ্বাস গ্রামগঞ্জেও ছড়িয়ে পড়ে। ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ তখনও সমাজ মানসের গভীরে পৌঁছায়নি। তাই সামাজিক দলাদলিতে ধর্মসভার প্রতাপ ছিল অখন্ড, ব্রাহ্মসমাজ ছিল দোদুল্যমান। রামমোহনের প্রত্যক্ষ সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর দশ বছরের (১৮৩০-৪০) মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ একেবারে মুহ্যমান হয়ে পড়ে।

ইয়ং বেঙ্গলের তরুণদের দ্রোহের কোন দিগন্ত রেখা ছিল না। তারা ধর্মীয় গোঁড়ামি, নৈতিক ভন্ডামি, সামাজিক কুসংস্কার, বিচারবুদ্ধিহীন শাস্ত্র বচন, প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠান, জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা, নিয়তিবাদ, দেবতা বিশ্বাসের বিরোধিতার পাশাপাশি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও মানসিক জড়তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। তুমুল বিতর্কের ঝড় তোলে তারা। এর ফলে তিরিশ দশকের বাংলাদেশের সমাজ চিন্তায় তিনটি ধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি ধর্মসভাপন্থিদের প্রাচীন ঐতিহ্যাশ্রয়ী গতানুগতিক চিন্তাধারা, একটি ব্রাহ্মসভাপন্থিদের উদার অথচ মধ্যপথগামী চিন্তাধারা, আর একটি বন্ধনমুক্ত, যুক্তিবাদী, উন্মুক্ত চিন্তাধারা। সমাজ চিন্তার এই তিনটি ধারাই তখন বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রতিফলিত হয়।

ত্রিশের দশকের শুরু থেকে মধ্যত্রিশ পর্যন্ত (১৮৩৫) সময়কে বাংলা সংবাদপত্রের স্বর্ণযুগ বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ সময় বাংলায় ধর্ম, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে নতুন আন্দোলনের ঢেউ ওঠে। গণতান্ত্রিক সামাজিক সংস্থা গঠনে আন্দোলনের অভাবিত অগ্রগতি হয়। সংবাদপত্রের মাধ্যমেই এসব আন্দোলনের সূত্রপাত। এসময় অনেক সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ১৮৩০ সালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে প্রকাশিত ইংরেজি পত্রিকার সংখ্যা ছিল—তেত্রিশটি এবং বাংলা পত্রিকার সংখ্যা ছিল ষোলটি।

উল্লেখ্য, ১৮২৮ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। এর আগে তিনি মাদ্রাজের গভর্নর ছিলেন। সে সময় তিনি সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু সুচতুর শাসক বেন্টিক গভর্নর জেনারেল হয়ে তার নীতি পরিবর্তন করেন। তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরোধী না হয়ে কিছুটা উদারপন্থা অবলম্বন করেন। তার এই মত পরিবর্তনের নেপথ্যে গভর্নর জেনারেলের পরিষদের অন্যতম সদস্য চার্লস মেটকাফের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। মেটকাফ দীর্ঘদিন ভারতে বসবাস করে

www.pathagar.com

ভারতবন্ধু হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। ভারতের সংবাদপত্রের ইতিহাসে মেটকাফ একটি উজ্জল নাম। তার চেষ্টায় বেন্টিক সংবাদপত্র দমনের নীতি পরিহার করে উদার নীতি অবলম্বন করেন। তার সময়ে অ্যাডামের কালাকানুন থেকে যায় আইন বইয়ের পাতায়। সম্পাদকরাই স্ব-আরোপিত বিধির মাধ্যমে আইনের ফাঁক এড়িয়ে যেতে থাকেন।

কার্যভার গ্রহণের পর বেন্টিক সংবাদপত্রের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন। এ তদন্ত থেকে জানা যায় যে, এক. ১৮২৩ সালে প্রবর্তিত অ্যাডাম রেগুলেশন ও ১৮২৫ সালে 'নিষেধাজ্ঞা' জারি সত্ত্বেও সংবাদপত্রের বিশেষ অবনতি ঘটেনি। এ সময় দৈনিক, দ্বি-সাপ্তাহিক ও সাপ্তাহিক মিলিয়ে ইংরেজি কাগজের মোট প্রচার সংখ্যা ছিল ১১২৫ দুই. বাংলা সংবাদপত্রসমূহ ধর্ম-সমাজ সংস্কার বিষয়ক বিরোধের দরুণ পাঠক সমাজে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। তিন. কলকাতা ও শ্রীরামপুর থেকে বাংলা ও ফারসি ভাষায় মোট আটটি সংবাদপত্র প্রকাশ হচ্ছিল। চার. বাংলা পত্রিকাগুলি ছিল কলকাতার হিন্দুদের সমর্থনপুষ্ট।

অ্যাডাম রেগুলেশন বহাল থাকা সত্ত্বেও বেন্টিক উদারনীতি মেনে চলছিলেন। সংবাদপত্রের ওপর কোন রকম দমন-পীড়ন চালানোর বিন্দুমাত্র চেষ্টাও তিনি করেননি। কিন্তু গভর্নর জেনারেল পরিষদের অন্যতম সদস্য বাটারওয়ার্থ বেইলি দমননীতি চালু করার দাবীতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। অন্য প্রভাবশালী সদস্য মেটকাফ দমন নীতির পুরোপুরি বিরোধিতা করেন। ফলে পরিষদের ভিতরে বেইলি ও মেটকাফের মধ্যে বিরোধ বেঁধে যায়। বেন্টিক সুকৌশলে এই বিরোধ এড়িয়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার স্বপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন।

সংবাদপত্রের এই সুদিনে ১৮৩১ সালের ২৮ জানুয়ারি 'সংবাদ প্রভাকর' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যোগেন্দ্র মোহন ঠাকুরের আর্থিক আনুকূল্যে প্রকাশিত এ পত্রিকার সম্পাদক হন কবি ঈশ্বরগুপ্ত। 'সংবাদপ্রভাকর' ঈশ্বরগুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্তি। অল্পদিনের মধ্যে প্রভাকরের নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ছাপাখানা স্থাপনের পর পরই যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর মারা যান। নিয়মিত প্রকাশের ৬৯তম সংখ্যা প্রকাশের পর প্রভাকর বন্ধ হয়ে যায়। ঈশ্বরগুপ্ত প্রভাকর ত্যাগ করেন। ১৮৩৬ সালের ১০ আগস্ট ঈশ্বরগুপ্ত পুনরায় সংবাদ প্রভাকর প্রকাশ করেন। এ সময় থেকে একবারের পরিবর্তে প্রভাকর সপ্তাহে তিনবার প্রকাশিত হয়। ১৮৩৯-এর ১৪ জুন থেকে পুরোপুরি দৈনিক হিসাবে প্রকাশ শুরু হয়। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র হিসাবে 'সংবাদ প্রভাকর' গৌরবের অধিকারী। সংবাদ প্রভাকর ছিল সে যুগের একটি উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র। দেশ বিদেশের সংবাদ ছাড়াও এতে ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রভৃতি নানা বিষয়ের নিবন্ধ থাকত।

১৮৫০-এর ২৫ জানুয়ারি ঈশ্বরগুপ্ত মারা যান। এরপর তার সহোদর রামচন্দ্রগুপ্ত 'প্রভাকর' সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। পত্রিকাটি দীর্ঘদিন জীবিত থেকে বাংলা সাহিত্য ও সংবাদপত্রের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় কীর্তি রেখে গেছে। প্রভাকর ছিল রক্ষণশীল

www.pathagar.com

মতবাদের অনুসারী এবং রক্ষণশীল হিন্দু ও ধর্মসভার সমর্থক। পত্রিকাটি দেশের স্ত্রী শিক্ষা ও বিধবা বিয়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এ দুটি বিষয় নিয়ে প্রভাকর দীর্ঘদিন প্রগতিবাদীদের বিরোধিতা করেও বিতর্ক চালায়। প্রভাকরের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ঈশ্বরগুপ্ত ব্রিটিশ শাসনকে ঈশ্বরের দান বলে মনে করতেন। সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, ডালহৌসির বিভেদ নীতি, সাওতাল বিদ্রোহ প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈশ্বরগুপ্ত প্রতিক্রিয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। আদিযুগের বাংলা সাময়িকপত্রের সম্পাদকদের মধ্যে ঈশ্বরগুপ্তই ছিলেন যথার্থ সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী। সংবাদপ্রভাকর ছাড়াও তিনি 'সংবাদ রত্নাবলী' পাষন্ডপীড়ন, সংবাদ সাধুরঞ্জন প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

১৮৩১ সালের ১৮ জুন দক্ষিণারঞ্জণ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'জ্ঞানান্বেষণ'। দক্ষিণারঞ্জন ছিলেন হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজের ছাত্র। ডিরোজিওর সংস্পর্শে হিন্দু কলেজের যে ক'জন ছাত্র চিন্তার ক্ষেত্রে র‍্যাডিক্যালপন্থি হয়ে ওঠেন, দক্ষিণারঞ্জন তাদের পুরোধা। জ্ঞানান্বেষণকে তিনি ইয়ং বেঙ্গল দলের মুখপত্র হিসাবে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। দক্ষিণারঞ্জন হিন্দু কলেজ ত্যাগ করার পর মায়ের উত্তরাধিকার সূত্রে এক লাখ টাকা মূল্যের সম্পত্তির অধিকারী হন। অর্থের প্রতি তার মমতা ছিল না। সংবাদপত্রের দ্বারা দেশের প্রভূত কল্যাণ হতে পরে মনে করে নিজ ব্যয়ে তিনি জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকা প্রকাশ করেন।

জ্ঞানান্বেষণ-এর প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে রসিক কৃষ্ণমল্লিকের নামও উল্লেখ করা হয়। রসিককৃষ্ণ ডিরোজিওর ছাত্র এবং ইয়ং বেঙ্গল দলের অন্যতম নেতা। ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে দক্ষিণারঞ্জনের চেয়েও উগ্র। পত্রিকার প্রথম সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা সংবাদপত্রে সাংবাদিক ব্যক্তিত্ব বলতে চারজনকে বোঝাত ভবানীচরণ, গৌরীশঙ্কর, ঈশ্বরগুপ্ত আর অক্ষয় দত্ত। ১৮৩৩ সালে জ্ঞান্বেষণ দ্বি-ভাষিক পত্রিকায় পরিণত হয়। ১৮৩৯ সালের গৌরীশঙ্কর জ্ঞানান্বেষণ ছেড়ে নিজেই সাপ্তাহিক সম্বাদ ভাস্কর প্রকাশ করেন। ১৮৪০ সালে জ্ঞানান্বেষণ বন্ধ হয়ে যায়।

১৮৩৫ সালের ১০ জুন 'সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয় নামে আরো একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি স্বল্প সময়ে সুনাম অর্জন করে। এটি ছিল রক্ষণশীল হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখপত্র। সম্পাদক ছিলেন হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে এটি ছিল মাসিক। ১৮৩৬ সালের ৯ এপ্রিল থেকে এটি সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। তিন বছর চলার পর হরচন্দ্র পত্রিকা ছেড়ে চলে যান। এরপর চারজন ক্রমান্বয়ে পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৫৪ সালে নভেম্বরে সম্বাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। ১৮০৮ সালে পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

লর্ড বেন্টিক তার আমলে সংবাদপত্রের যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। তাই ১৮৩৫ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথমে ভারতের সকল প্রদেশের সম্পাদক ও সাংবাদিকরা কলকাতায় সমবেত হন। তারা গভর্নর জেনারেলের কাছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান। এ

www.pathagar.com

দাবীর প্রেক্ষিতে ৬ ফেব্রুয়ারি বেন্টিক সাংবাদিকদের জানান, দমন আইন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও আপনারা যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করছেন। ওই আইন আপনাদের ওপর প্রয়োগ করা হচ্ছে না। ভবিষ্যতেও তা প্রয়োগ করার ইচ্ছা আমার নেই। অতএব এর জন্য নতুন করে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই বলেই মনে করছি।

এর কিছু দিন পরেই বেন্টিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি গভর্নর জেনারেলের পদে ইস্তফা দিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে যান। অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল হন চার্লস মেটকাফ। তিনিও সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় ছিলেন আস্থাবান। মেটকাফ বিশ্বাস করতেন, স্বাধীন সংবাদপত্র সরকারের কাজকে সহজ করে দেয়। তাই নতুন দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই সর্বাগ্রে তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হন। তিনি জানতেন, বোর্ড অব ডাইরেক্টরস পরিষদের সদস্যদের মধ্যে এইচ. টি. প্রিন্স, লেফটেন্যান্ট কর্নেল মরিসন, ম্যালকম প্রমুখ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরোধী। তবু স্বাধীন সংবাদপত্রের যাবতীয় বাধা দূর করতে উদার আইন প্রণয়ন করতে দ্বিধা করলেন না। পরিষদের আইন বিষয়ক সদস্য মেকলেকে তিনি এই আইন প্রণয়নের ভার দেন। মেকলে মেটকাফের সমর্থক ছিলেন। যথাসময়ে পরিষদ সদস্যরা বিরোধিতা শুরু করেন। মেটকাফ দৃঢ়তার সাথে এই বাধা ও প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করেন। পরিষদকে জোরালো যুক্তি দিয়ে তিনি তার পক্ষে নিয়ে আসেন।

গভর্নর জেনারেলের পরিষদের আইন বিষয়ক সদস্য মেকলে এমনভাবে আইনটি তৈরি করেন যাতে নতুন আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ১৮২৩-এর অ্যাডাম রেগুলেশনস, ১৮২৫ এর রেগুলেশনস সব কিছুই প্রত্যাহৃত ও বাতিল হয়ে যায়। নতুন আইনে কোন সংবাদপত্র বা পত্রিকা প্রকাশ করতে অনুমতি বা লাইসেন্সের প্রয়োজন রইল না। পরিবর্তে বলা হল—প্রকাশক ও মুদ্রকরা প্রকাশ স্থানের ও ছাপাখানার সঠিক ঠিকানাসহ একটা ঘোষণাপত্র দাখিল করলেই হবে। ঠিকানা পরিবর্তন হলে তা তৎক্ষণাৎ জানাতে হবে। মুদ্রিত পত্রিকা, বই, পুস্তিকা প্রভৃতিতে মুদ্রক ও প্রকাশকের নাম, ছাপাখানার নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে। ঘোষণাপত্র দাখিল না করে কোন ছাপাখানা বসালে বা পত্রিকা ছাপলে এবং অন্যান্য নিয়ম লংঘন করলে প্রতি ক্ষেত্রে শাস্তি দানের ব্যবস্থা ছিল। শাস্তি হিসাবে সর্বাধিক পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা বা দু'বছরের জন্য কারাদন্ড। ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত মেটকাফ প্রণীত নীতিই এদেশীয় সংবাদপত্রসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

১৮৩৫ সালে মেটকাফ প্রণীত এ আইনের ফলে 'তিমির দুয়ার ভেদি উদার অভ্যুদয়ের' মত সাংবাদিকতা বিকাশের দুয়ার উন্মুক্ত হল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ভারতপ্রেমিক চার্লস মেটকাফ কোম্পানি ও কর্তৃপক্ষের প্রচন্ড বিরোধিতা উপেক্ষা করে এই অসাধ্য সাধন করেন। এর জন্য অচিরেই তাকে চরম মূল্য দিতে হয়। তিনি যোগ্য দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও তাকে ভারতের স্থায়ী গভর্নর জেনারেল করা হয়নি। লর্ড অকল্যান্ডকে নতুন গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করা হয়। তাই তীক্ষ্ম মর্যাদাবোধসম্পন্ন মেটকাফ ওই পদে ইস্তফা দিয়ে ১৮৩৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডে ফিরে যান।

১৮৩৬-এর মার্চ থেকে ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে ভারতে মোট পাঁচ জন গভর্নর জেনারেল দায়িত্ব পালন করেন। এরা হচ্ছেন এলেন অকল্যান্ড (১৮৩৬), লর্ড

www.pathagar.com

এলেনবার্গ (১৮৪২), উইলিয়াম ওয়াই ফোর্স বার্ড (অস্থায়ী ১৮৪৪), স্যার হেনরি হার্ডিঞ্জ (১৮৪৪), লর্ড ডালহৌসী (১৮৪৮), এবং লর্ড কানিং (১৮৫৬)। এরা সবাই রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও সমসাময়িক বিষয়াদি নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতেন যে, পরিবেশ পরিস্থিতির চাপে মেটকাফ প্রবর্তিত নীতি প্রত্যাহার বা সংশোধন করার কোন অবসরই পাননি। ভারতে এসে অকল্যান্ড আফগান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। সংবাদপত্রগুলো যাতে যুদ্ধের খবর পায় সে ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। পরবর্তী গভর্নর জেনারেল এলেনবার্গ সংবাদপত্র সম্পর্কে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন। হার্ডিঞ্জ সংবাদপত্র নিয়ে কোন মাথা ঘামাননি। ডালহৌসী এসেই সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তার বিরুদ্ধে হিন্দু পেট্রিয়াট ধারাবাহিক ভাবে লিখে জনমত গড়ে তোলে। কিন্তু তারপরও সংবাদপত্র সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তা তার মাথায় আসেনি।

১৮৩৫ সালের পর সংবাদপত্র প্রকাশ ও সম্পাদনার স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত হয়। এর পর সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় দারুণ উৎসাহ ও আগ্রহ। দেশের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী সংবাদপত্র প্রকাশে এগিয়ে আসে। ১৮৩৭ সালে লিথোগ্রাফি আবিষ্কার হয়, এতে সহজ হয়ে যায় সংবাদপত্র প্রকাশ। এ সময় বাংলাদেশ থেকে ১৯টি সংবাদপত্র প্রকাশিত হত। সেগুলোর সম্মিলিত প্রচার সংখ্যা ছিল আট হাজার। ওই সময়ে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার থেকে জাতীয় জাগরণের বীজ অংকুরিত হতে শুরু করে। তৎকালীন পত্রিকাগুলো রক্ষণশীল ও সংস্কারপন্থি দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

মেটকাফ সংবাদপত্রকে মুক্ত করে দিলে যে সুযোগ সৃষ্টি হয়, তার ফলে ১৮৩৭ সালের ১৩ এপ্রিল কালীশঙ্কর দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'সম্বাদ সুধাসিন্ধু'। ওই বছর ডিসেম্বরে গিরিশচন্দ্র বসুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'সম্বাদ গুণাকর'। এটি মঙ্গল ও শুক্রবার প্রকাশিত হত। ১৮৩৮ সালের শেষে—১. গঙ্গানারায়ণ বসুর সম্পাদনায় সংবাদ দিবাকর, ২. কালাচাঁদ দত্তের সম্পাদনায় সম্বাদ সৌদামিনী এবং ৩. পার্বতীচরণ দাসের সম্পাদনায় সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়ী, এই তিনটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৩৯ সালের মার্চে 'সম্বাদ ভাস্কর' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। তার উচ্চতা ছিল মাত্র সাড়ে চারফুট। এজন্য সবাই তাকে গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য বলে ডাকত। শ্রীনাথ রায় ছিলেন পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। গৌরীশঙ্করের নির্ভীক লেখনির দায়ভাগ হিসাবে শ্রীনাথ রায়কে নিদারুণ দৈহিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসে ঘটনাটি অভিনব।

আন্দুলের একজন ব্রাহ্মণ জনৈক বৈষ্ণবের সঙ্গে তার কন্যার বিবাহ দেন। আন্দুলের রাজা-এ ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দু'জন ব্রাহ্মণকে ধর্মসভা থেকে বহিষ্কার করেন। এর প্রতিবাদ জানিয়ে 'সম্বাদ ভাস্করে' প্রকাশের জন্য একটি চিঠি আসে। এই চিঠির সঙ্গে আন্দুল রাজপরিবারের আরো অনেক কেচ্ছা-কাহিনী ছিল। 'সম্বাদ ভাস্কর' ওই চিঠি না ছাপিয়ে আন্দুলের রাজার কাজের সমালোচনা করে। এর ফলে ১৮৪০ সালের ৯ জানুয়ারি পটলভাঙ্গার চৌমাথা থেকে আন্দুল রাজা প্রেরিত কুড়ি-পঁচিশজন গুন্ডা শ্রীনাথ রায়কে ধরে নিয়ে একটি ঘরে বন্ধ করে অকথ্য নির্যাতন চালায়। এতে শ্রীনাথ রায়ের

www.pathagar.com

হাড় ভেঙ্গে যায়। এ ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ করা হলে রাজার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। প্রথমে রাজা আত্মগোপন করলেও পরে তিনি কোর্টে আত্মসমর্পন করেন। বিচারে রাজার অর্থদন্ড হয়। রাজার অত্যাচারের ফলেই ১৮৪৩ সালের অক্টোবরে শ্রীনাথ রায়ের অকাল মৃত্যু ঘটে।

সম্বাদ ভাস্করের উদারনৈতিক চিন্তাধারা সে সময়ের জনজীবনকে আলোড়িত করে। পত্রিকাটি ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এ কারণে সাপ্তাহিকীটি ১৮৪৮ সালের ১৪ জানুয়ারি অর্ধসাপ্তাহিক এবং ১৮৪৯ সালের ১২ এপ্রিলে ত্রিসাপ্তাহিক হিসাবে প্রকাশিত হয়। ভাস্করের গ্রাহক সংখ্যাও সেকালের বাংলা সংবাদপত্রের অনুপাতে যথেষ্ট ছিল। পত্রিকার এই সাফল্যের পেছনে ছিলেন গৌরীশঙ্কর। গৌরীশঙ্করের লেখনি ব্রহ্মাস্ত্রের মত নির্দিষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে পড়ত। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিধবা বিবাহ সমর্থন করে বিদ্যাসাগরের হাত শক্ত করেন। বহু বিবাহরোধ আন্দোলনেও তিনি ছিলেন পুরোভাগে। গৌরীশঙ্কর মধ্যে কোন ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না। তাই প্রয়োজনে তিনি ভেকচিহ্ন তসর গরদ হরিনামের মালা ও নামাবলীর আড়ালে কাপুরুষ ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। সরকারি কর্মচারীদের দূর্ণীতির বিরুদ্ধেও সমালোচনা প্রকাশে তিনি পিছুপা হতেন না।

১৮৩৯ সালের ২৯ নভেম্বর 'সম্বাদ রসরাজ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটির সম্পাদক হিসাবে কালীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, গঙ্গাধর ভট্টাচার্য ও ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়-এর নাম মুদ্রিত হতো, কিন্তু আড়ালে ছিলেন গৌরীশঙ্কর। ভাস্কর ও রসরাজ একই প্রেসে ছাপা হত। সম্বাদ রসরাজে ব্যক্তিগত কুৎসা ছাপা হতো, ফলে পত্রিকাটি সে সময় কলকাতার সমাজ জীবনে এক আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রসরাজ কাকে আক্রমণ করবে তা নিয়ে ভিআইপিরা সদা-সন্ত্রস্ত থাকতেন। একবার রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের বিরুদ্ধচারণ করে পত্রিকায় এমন কিছু লেখা প্রকাশিত হয়, যা রাজপরিবারকে আহত করে। এ ব্যাপারে মহারাণী সুপ্রিম কোর্টে মানহানির মোকদ্দমা দায়েরের আবেদন করলে গৌরীশঙ্কর রসরাজ বন্ধ করে দেন।

গৌরীশঙ্কর নিছক মুনাফা প্রবৃত্তি বা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য রসরাজ প্রকাশ করেছিলেন, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সাংবাদিকতার এই পপুলার ফর্মটি নিয়ে তিনি এক্স পেরিমেন্টে মেতে উঠেছিলেন বলেই মনে হয়। কারণ সম্বাদ ভাস্করে যার বলিষ্ঠ লেখনি জাতীয় মুক্তির পথকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছিল, রসরাজের মধ্যে তার এই ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মকধারা কোন আকস্মিক পরিণতি নয়। সম্ভবতঃ গৌরীশঙ্কর গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, এভাবে দুঃসাহসী লেখনি চালানোর ফলে সামাজিক মঙ্গল অনিবার্যভাবেই দেখা দেবে। ১৮৫৯ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি গৌরীশঙ্করের মৃত্যুর পর ১৮৬১ সালে তার ছেলে ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য আবার সম্বাদ রসরাজ প্রকাশ করেন। ক্ষেত্রমোহনও কাগজের চরিত্র বদলাননি। ফলে তাকে পাঁচশ টাকা জরিমানা ও তিন মাসের কারাদন্ড ভোগ করতে হয়।

১৮৩৯ সালের শেষ দিকে জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'সংবাদ অরুণোদয়' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকাটি স্বল্পায়ূ ছিল।

www.pathagar.com

উনিশ শতকের ত্রিশের দশকে সংবাদপত্রের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, এ সময়ে দেশীয় কিছু সংবাদপত্র কোম্পানির সনদের মেয়াদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোম্পানি প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন দেয়। ১৮১৩ সালে কোম্পানিকে ২০ বছরের জন্য যে সনদ মঞ্জুর করা হয় ১৮৩৩ সালে তার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। দেশের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি যেমন—রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রমুখ কোম্পানির সনদের মেয়াদ আরো কুড়ি বছর বৃদ্ধির জন্য ব্রিটেনে দরবার শুরু করেন। 'বঙ্গদূত' ও সম্বাদ কৌমুদীসহ কয়েকটি প্রভাবশালী পত্রিকা এই সনদ মঞ্জুরির পক্ষে লেখনি ধারণ করে। এই দাবীর চাপে ১৮৩৩ সালে ব্রিটিশ সরকার কোম্পানির মেয়াদ আরো কুড়ি বছর বৃদ্ধি করে।

ত্রিশের দশকে বাঙালি মধ্যবিত্তের মানসলোকের আদর্শ জীবন ও আদর্শ সমাজের সঙ্গে বাস্তব জীবন ও সমাজের সংঘাত ছাড়াও 'The Conflict between the generation' তীব্রতর হয়। ত্রিশের শেষ এবং চল্লিশের দশকের মধ্যে দ্বন্দ্ববিরোধের তীব্রতা অনেকটা হ্রাস পায়। তারুণ্যের উচ্ছ্বাসের চূড়া থেকে ইয়ং বেঙ্গলরা ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করে। তারুণ্যের নভোচারী স্বপ্ন বাস্তবমুখী হতে থাকে। ইয়ং বেঙ্গল বাংলাদেশে যে নতুন সমাজমুখী ও মানবমুখী চিন্তার আলো জ্বালিয়ে ছিল কলকাতা শহরে বহু বিদ্বৎসভায় তারই স্পর্শে একে একে অনেক জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলে ওঠে। ত্রিশের মধ্যেই কয়েকটি প্রদীপ শিখা বেশ উজ্জল হয়। এর মধ্যে সাধারণ জ্ঞানোর্পাজিকা সভা (১৮৩৮) ও তত্ত্ববোধিনী সভার (১৮৩৯) নাম উল্লেখযোগ্য।

তত্ত্ববোধিনী সভা সে যুগে শিক্ষিত বাঙালির চিন্তা ও কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করে। তত্ত্ববোধিনী সভার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দান হল রামমোহনের পর মৃতকল্প ও প্রায়বিস্মৃত ব্রাহ্মসমাজকে পুনর্জীবন দান এবং বিশেষ মূলনীতির ওপর ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা। ১৮৩৯ সালের ৬ অক্টোবর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনের মুখপত্র হিসাবে ১৮৪৩ সালের ১৬ আগস্ট প্রকাশিত হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। কিন্তু তত্ত্বকথা প্রচার ও তত্ত্ববোধে সাহায্য ছাড়াও এই পত্রিকা প্রথম থেকেই উনিশ শতকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে সংবাদপত্রের মৌলধর্ম সংবাদ পর্যালোচনা ও সমালোচনা পত্রিকার অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ইতিহাস দীর্ঘকালের। ১৯৩২ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি সচল ছিল। এই দীর্ঘ ৮৯ বছর একাধিক সম্পাদকের হাতে পত্রিকাটি সম্পাদিত হয়েছে। পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তিনি ১৮৪৩ থেকে ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত ছিলেন সম্পাদক। এরপর নবীনচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (১৮৫৫-৫৯), সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তিন দফায় ১৮৫৯-এর ডিসেম্বর থেকে ১৮৬২ মার্চ, ১৯০৯-এর এপ্রিল থেকে ১৯১০-এর এপ্রিল এবং এপ্রিল ১৯১৫ থেকে জানুয়ারি ১৯২৩ পর্যন্ত। আয়াধ্যানাথ পাকড়াশী দু'দফায় ফেব্রুয়ারি ১৮৬৫ থেকে এপ্রিল ১৮৬৭ এবং এপ্রিল ১৮৬৯ থেকে ১৮৭২ পর্যন্ত। হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন দু'দফায় এপ্রিল ১৮৬৭ থেকে এপ্রিল ১৮৬৯ এবং এপ্রিল ১৮৭৭ থেকে সেপ্টেম্বর ১৮৭৭ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

www.pathagar.com

উনিশ শতকের চল্লিশের দশকের সূচনাকাল থেকে বাংলাদেশে মফস্বল সাংবাদিকতা বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ সময়ে বাংলার গ্রামাঞ্চল থেকে সংবাদপত্র প্রকাশের সূত্রপাত ঘটে। কলকাতার বাইরে প্রথম পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ১৮৪০ সালের ১০ মে মুর্শিদাবাদ থেকে। নাম 'মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী'। কাশিম বাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ রায়ের আর্থিক আনুকূল্যে প্রকাশিত এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন গুরুদয়াল চৌধুরী। ওই বছর মে মাসে হেরম্বচরণ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সংবাদ সুখরঞ্জন'। জুন মাসে প্রকাশিত হয় 'আয়ুর্বেদ দর্পণ'। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন নারায়ন রায়। জুলাই মাসে প্রকাশিত হয় 'গভর্নমেন্ট গেজেট' 'সম্পাদক জন মার্শাল', এ পত্রিকায় সরকারি আইনের অনুবাদ প্রকাশ করা হত। এ বছর প্রকাশিত আর একটি পত্রিকা হচ্ছে 'জ্ঞানদীপিকা'। সম্পাদক ভগবতচরণ চট্টোপাধ্যায়।

১৮৪১ সালে প্রকাশিত হয় দুটি পত্রিকা, 'সংবাদ ভারতবন্ধু' এবং 'সংবাদ নিশাকর'। প্রথমটির সম্পাদক ছিলেন শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দ্বিতীয়টির সম্পাদক ছিলেন নীলকমল দাস। ১৮৪২ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত হয় দ্বিভাষিক পত্রিকা 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'। সম্পাদক ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। প্রথমে এটি মাসিক হিসাবে প্রকাশিত হলেও পাঁচ মাস পর সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয়। এ বছর 'বিদ্যাদর্শন' ও 'বঙ্গদূত' নামে আরো দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'বিদ্যাদর্শনের' সম্পাদক ছিলেন অক্ষয় কুমার দত্ত ও প্রসন্ন কুমার ঘোষ। বঙ্গদূতের সম্পাদক ছিলেন নীলকমল দাস।

১৮৪৯ সালে গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রকাশ করেন 'বেঙ্গল রেকর্ডার'। তিনি বেশি দিন পত্রিকাটি চালাতে পারেননি। এ সময় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পত্রিকাটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মিলিটারী অডিটর জেনারেলের কার্যালয়ের সাবেক কেরানী হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পত্রিকাটির দায়িত্ব নেন এবং 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নামে প্রকাশ করতে থাকেন। পত্রিকাটি স্বল্প সময়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শুধু তাই নয়, পত্রিকাটি জাতীয় সংগ্রামের সমর্থনে নির্ভিক সাংবাদিকতার পথ প্রদর্শন করে। নীলকর কুঠিয়ালদের অত্যাচারের যাবতীয় সংবাদ এ পত্রিকাটি অত্যন্ত নির্ভীক ও বলিষ্ঠ ভাষায় পরিবেশন করতে থাকে। হিন্দু পেট্রিয়টের বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণেই নীলকর বিরোধী আন্দোলন সংহত রূপ লাভ করে। সিপাহী বিদ্রোহের সময়েও পেট্রিয়ট সংবাদ ও মতামত প্রকাশে নির্ভিকতার পরিচয় দেয়। পেট্রিয়ট বার বার ব্রিটিশ সরকারের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, প্রশাসনের সঙ্গে জনগণের কোন সম্পর্ক নেই। ফলে জনমনে ক্ষোভ ও অসন্তোষ ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর কৃষ্ণদাস পাল পত্রিকা সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। আমৃত্য তিনি পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন।

চল্লিশের দশকে প্রকাশিত অন্যান্য পত্রিকার মধ্যে রয়েছে কায়স্থ সৌরভ (১৮৪৪), সর্ব্বরসরঞ্জিনী (১৮৪৪), সংবাদ রাজধানী (১৮৪৪), নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা (১৮৪৬), পাষন্ডপীড়ন (১৮৪৬), সত্যসঞ্জায়িনী (১৮৪৬), সমাচার জ্ঞান দর্পণ (১৮৪৬), জগবন্ধু (১৮৪৬), উপদেশক (১৮৪৭), দুর্জনদমন মহানবমী (১৮৪৭), সংবাদ জ্ঞানাঞ্জন (১৮৪৭), হিন্দুধর্ম চন্দ্রোদ্বয় (১৮৪৭), সংবাদ কাব্য রত্মাকর (১৮৪৭), হিন্দুবন্ধু

www.pathagar.com

(১৮৪৭), জ্ঞানসঞ্চারিনী (১৮৪৭), সংবাদ সাধুরঞ্জন (১৮৪৭), সংবাদ সুজনবন্ধু (১৮৪৭), সংবাদ দিগ্বিজয় (১৮৪৭), সংবাদ মনোরঞ্জন (১৮৪৮), সংবাদ অরুণোদয় (১৮৪৮), সংবাদ কৌস্তভ (১৮৪৮), সংবাদ রসসাগর (১৮৪৯), মহাজন দর্পণ (১৮৪৯) ইত্যাদি। তবে এসব পত্রিকা অধিকাংশই ক্ষণস্থায়ী হয়েছে।

চল্লিশের দশকে হিন্দু সমাজ ও হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে পাদরিরা ব্যাপক অভিযান শুরু করে। এ সময়ে পাদরিরা লক্ষ্য করেন যে ব্রাহ্মসমাজ শুধু একটি সমাজ নয়, তা একটি ধর্ম সংস্থা হয়ে উঠেছে। এতে তারা বেশ বিচলিত হয়ে পড়ে। তত্ত্ববোধিনীসভার ব্রাহ্মধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যানে কতগুলি আপাত বিরোধ ও অসঙ্গতি দেখা যায়। এই বিরোধ ও অসঙ্গতিকে সরাসরি আক্রমণ করে পাদরিরা ব্রাহ্মদের সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এ সব বিতর্কের প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়। এতে ব্রাহ্মসমাজের স্বরূপ অনেকটা স্পষ্ট হয়। ১৮৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি মধুসূদন দত্ত খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ২০ এপ্রিল বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সোসাইটি স্থাপিত হয়। এ বছর (১৮৪৩) পঞ্চম আইন দ্বারা ভারতবর্ষে দাস কেনা-বেচার প্রথা বেআইনী ঘোষিত হয়। সংবাদপত্রে এসব ঘটনা নিয়ে ব্যাপক লেখালেখি হয়।

উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে বাংলাদেশে নারী শিক্ষার সূচনা, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহু বিবাহ নিবারণ এবং সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনা বাঙালি সমাজকে প্রবলভাবে আলোড়িত করে। চল্লিশের শেষ দিকে স্ত্রী শিক্ষার চেতনা ও আন্দোলন প্রসারিত হতে থাকে। এ সময় গভর্নর জেনারেল পরিষদের সদস্য ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন নারী শিক্ষা প্রচলনে উদ্যোগী হন। বেথুনের উদ্যোগে ১৮৪৯ সালের ৭ মে কলকাতায় স্থাপিত হয় 'ক্যালকাটা ফিমেল' স্কুল। ১৮৫১ সালে বেথুনের মৃত্যুর পর স্কুলের নামকরণ করা হয় 'বেথুন স্কুল'। এ দেশে স্ত্রী শিক্ষার ইতিহাসে ওই বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এরপর থেকে বাংলাদেশে নারী শিক্ষার আন্দোলন ব্যাপক ও শক্তিশালী হতে থাকে। এ সময় থেকেই নারী শিক্ষার পক্ষে বিপক্ষে রীতিমতো বিতর্ক ও আলোচনা আরম্ভ হয়।

বেথুন শুধু নারী শিক্ষা নয়, 'কালাকানুন' বা Black act-এর পরিকল্পক ও রচয়িতা হিসাবেও ভারতে জাতীয়তাবোধের সঞ্চার করেছিলেন। বেথুন তখন বড়লাটের আইন সচিব। এ সময় তিনি আইন ও বিচারের ক্ষেত্রে ভারতীয়-ইউরোপীয় পারস্পরিক বৈষম্য দূর করার জন্য চারটি আইনের খসড়া তৈরি করেন। আইনগুলো হচ্ছে মফস্বলের ফৌজদারি আদালতে ইউরোপীয়দের অপরাধের বিচার হতে পারবে, ইউরোপীয়দের অধিকারের একটা সীমা থাকবে, বিচারের সময় জুরি নিয়োগ করা চলবে এবং বিচার বিভাগের অফিসারদের সর্বপ্রকারে রক্ষা করতে হবে। শাসকশ্রেণীর সীমাহীন ঔদ্ধত্য দম্ভ সংযত করার লক্ষ্যেই এ আইন প্রণয়নের প্রস্তাবে ইংরেজরা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং এ আইনকে 'কালাকানুন' বলে তা বাতিলের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। কালা কানুন বাতিলের জন্য ইংরেজরা যখন দলবদ্ধ হয়, তখন প্রতিপক্ষ ভারতীয়রাও সংঘবদ্ধ হয়ে ১৮৫১ সালে 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন' স্থাপন করেন। এটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গঠিত প্রথম জাতীয় সংগঠন।

www.pathagar.com

উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে বাংলায় সমাজ সংস্কার কর্মের প্রেরণা ও প্রত্যক্ষ আন্দোলনের কেন্দ্রীয় পুরুষ ছিলেন পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৮৫৫ সালের জানুয়ারিতে বিধবা বিবাহ প্রচলন উচিত কিনা এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় মতামত উদ্ধৃত করে বিদ্যাসাগর একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। সমাজের সর্বস্তরে এ পুস্তিকা প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। অক্টোবর মাসে পুস্তিকার দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশিত হয়। তাছাড়া, বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সরকারের কাছে বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়নের দাবী জানান। এ আন্দোলনের অভিঘাতে সরকার বাধ্য হয়ে ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাস করে। সনাতন হিন্দু সমাজ এ জন্য বিদ্যাসাগরের ওপর অজস্রধারায় অভিসম্পাত বর্ষণ করেন।

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বিস্তারের দ্রুত কর্মসূচী দেশের বিভিন্ন প্রান্তের জনমানসে অশান্তি ও ক্ষোভের সঞ্চার করে। প্রতিকারহীন পুঞ্জিভূত সেই আগ্নেয় উত্তাপ পঞ্চাশের দশকের শেষপ্রান্তে অর্থাৎ ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের আকারে বিস্ফোরণ ঘটে। এ বছর ২৯ মার্চ ব্যারাকপুরের সেনা শিবিরে মঙ্গল পান্ডে চর্বি মেশানো এনফিল্ড রাইফেলের টোটা ব্যবহার করতে অস্বীকার করেন। এই অপরাধে তাকে ফাঁসি দেয়া হয়। ৮ এপ্রিল এই সংবাদ সেনাশিবিরসমূহে ছড়িয়ে পড়ার পর পরই ভারতজুড়ে শুরু হয় সেনা বিদ্রোহ। এ সময় সেনাবাহিনীতে ব্রিটিশ সৈন্যের সংখ্যা ছিল ২৩ হাজার, আর ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা ছিল একলাখ উনত্রিশ হাজার। তা সত্ত্বেও ইংরেজরা এই বিদ্রোহ ব্যর্থ করে দিয়েছিল।

প্রথম দিকে বিদ্রোহীরা চরম আঘাত হানে, সে আঘাতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বুনিয়াদ টলে ওঠে। বিদ্রোহ দমনে কঠোর ব্যবস্থা গৃহীত হয়। দমনের অংশ হিসাবে সংবাদপত্রের ওপর নেমে আসে শাসনের শাণিত খড়্গ। বিদ্রোহের নেপথ্যে ভারতীয় সংবাদপত্রের কোন ভূমিকা ছিলনা। তারপরও গভর্নর জেনারেল লর্ড কানিং ১৩ জুন সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার জন্য সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন জারি করেন। এ আইন ১৮৫৭ সালের ১৫ আইন নামে খ্যাত। এ আইনের স্থায়িত্ব ছিল এক বছর। এর লক্ষ্য ছিল মহাবিদ্রোহের সমর্থক সংবাদপত্র, ছাপাখানা এবং পুস্তক প্রকাশনা বন্ধ রাখা।

কানিং প্রবর্তিত এ আইনে বলা হয়, "সংবাদপত্র ভারতের বা ইংল্যান্ড সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক বিবৃতি বা মন্তব্য মুদ্রণ থেকে বিরত থাকবে এবং এমন কোন সংবাদ পরিবেশন করবে না, যা সরকারের উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনার প্রতি আক্রমণাত্মক হতে পারে, অথবা সরকারের প্রতি জনমনে ঘৃণার ভাব উদ্রেক করতে পারে, বা সরকারের নির্দেশ অমান্য এবং অসন্তোষ সৃষ্টিতে উস্কানি জোগাতে পারে, বা আইনানুগ কর্তৃপক্ষকে দুর্বল করার লক্ষ্যে বেসরকারি ও সামরিক কর্মচারিদের উস্কানি জোগাতে পারে, বা এমন কোন মন্তব্য বা অভিমত প্রদান করা হতে পারে যা দেশীয় জনগণের মনে সরকারের প্রতি অসন্তোষ বা এমন ধারণার জন্ম দিতে পারে যাতে জনগণের মনে আশংকার সৃষ্টি হয় যে, সরকার তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে এবং দেশীয় রাজ্যগুলোর সাথে পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।' এ আইন ছিল জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে শাসকগোষ্ঠীর ভীতি ও শঙ্কার বহিঃপ্রকাশ। এর প্রতিটি শব্দে তা প্রকাশিত হয়েছে।

www.pathagar.com

সামরিক আইন জারি করে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা গ্রহণ ছিল একটি নির্মম প্রহসন। শুধু তাই নয়, এ সময় সামরিক আইনের আড়ালে বিচারের নামে চলেছে ব্যাপকহারে মানুষ খুন। ব্রিটিশ সৈন্যরা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। একই সময়ে ইংরেজ মালিকানাধীন সংবাদপত্রে ধ্বনিত হয়েছে হিংসার সুর, তারা রক্তের বদলে রক্তের দাবীতে চিৎকার করেছে। দমন আইন প্রবর্তনের ফলে বাংলা পত্রিকাগুলো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটি ইংরেজি পত্রিকা 'হরকরা' এ আইনের কোপানলে পতিত হয়। এক ডজনেরও বেশি বাংলা সংবাদপত্র এ আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৮৫৮ সালের ১৩ জুন কানিং প্রবর্তিত ১৮৫৭-এর ১৫ আইন প্রত্যাহৃত হয়।

সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও পঞ্চাশের দশকে প্রচুর পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ সময় ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য অনেক পত্র-পত্রিকার অভ্যুদয় ঘটে। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দেশের নানা স্থান থেকে হিন্দুগণ নানা ধরনের সভা-সমিতি গঠন করে। এসব সংগঠনের পক্ষ থেকে অনেক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ সময়ে ইয়ং বেঙ্গলের অন্যতম নেতা তারাচাঁদ তার সাদা চামড়ার সতীর্থদের ঔদ্ধত্য ও আত্মম্ভরিতা সহ্য করতে না পেরে মুন্সেফের চাকুরিতে ইস্তফা দেন। এরপর কিছু দিন বর্ধমান রাজার এস্টেটে চাকুরি করেন। ১৮৫২ সালের ১৫ জানুয়ারি তারাচাঁদ 'কুইল' নামে একটি ইংরেজি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এতে কোম্পানির শাসনের তীব্র সমালোচনা করা হত। আর্থিক অনটনের কারণে পত্রিকাটি বেশি দিন চলেনি। 'কুইল' ছাড়াও তারাচাঁদ 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' ও জ্ঞানান্বেষণ পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। একজন দক্ষ সাংবাদিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি তিনটি পত্রিকার একটিকেও বাঁচিয়ে রাখতে পারেননি।

১৮৫০ সালের আগস্ট মাসে তারকানাথ দত্তের চেষ্টায় 'সর্বশুভকরী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি এ পত্রিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়নি। ১৮৫৫ সালের দিকে পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৫১ সালে রাজেন্দ্র লাল মিত্রের সম্পাদনায় 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামে একটি উন্নতমানের মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি বাংলা ভাষায় প্রথম সচিত্র সাময়িকপত্র। বিষয় বৈচিত্রের জন্য কাগজটি পাঠক মহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রশংসা করে একটি সমালোচনা প্রকাশ করায় পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়।

১৮৫৪ সালের জুনে 'সমাচার সুধাবর্ষণ' নামে একটি দ্বিভাষিক (বাংলা-হিন্দি) দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন শ্যামসুন্দর সেন। সিপাহী বিদ্রোহ সমর্থনের অভিযোগে ১৮৫৭ সালে পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়। পত্রিকা সম্পাদক শ্যামসুন্দরের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। কোর্টে মামলা লড়ে শ্যামসুন্দর মুক্তি পেয়ে যান। 'সমাচার সুধাবর্ষণ' কলকাতার ২৩ আমড়াতলা স্ট্রিট থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ১৮৬৮ সালে এ পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৫৬

www.pathagar.com

সালের আগস্টে লালবিহারী দে'র সম্পাদনায় 'অরুণোদয়' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কিছু দিন পর পত্রিকাটি সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয়। সাপ্তাহিক হিসাবে প্রকাশের কয়েক মাস পরেই এটি পুনরায় দ্বি-সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। শ্রীরামপুরের 'তমোহর' যন্ত্রে এটি মুদ্রিত হত। ১৭৬৩ সালে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

১৮৫৮ সালের ১৫ নবেম্বর পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সোম প্রকাশ'। পত্রিকাটি প্রতি সোমবার প্রকাশিত হত। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন গোবিন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য। সম্পাদক ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। প্রথমে কলকাতার চাপাতলা সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেন থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। দ্বারকানাথ কিছু দিন পত্রিকা চালাবার পর ১৮৬২ সালের এপ্রিলে এটি তার স্বগ্রাম চাংড়ি পোতা থেকে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এ সময় পত্রিকা প্রকাশ তারপক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। বাধ্য হয়ে তিনি পত্রিকা সম্পাদনার ভার মোহনলাল বিদ্যাবাগীশের ওপর অর্পণ করেন। ১৮৭২ সালে ২৭ জুলাই দ্বারকানাথ 'সোম প্রকাশ' সম্পাদনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। বছর শেষে শিবনাথ শাস্ত্রী কিছু দিন পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। ১৮৭৮ সালে 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' জারি করা হলে পত্রিকার প্রকাশনা এক বছর বন্ধ থাকে। ১৮৮০ সালে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় সোমপ্রকাশ পুনঃপ্রকাশিত হয়। ১৮৮৬ সালে বিদ্যাভূষণের মৃত্যুর পর এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা প্রকাশ দ্বারকানাথের অসাধারণ কীর্তি। সংবাদপত্রকে কিভাবে নির্ভরযোগ্য রাজনীতি ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের বাহন হিসাবে ব্যবহার করা যায়—'সোমপ্রকাশ' তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

উনিশ শতকের প্রথম ভাগটি ছিল সংবাদপত্র সংহত করার যুগ। এক্ষেত্রে সহায়তা করে অধিকাঠামো ও প্রযুক্তির বিকাশ। দ্বিতীয়ার্ধ সংবাদপত্র বিস্তারের সময়। এ সময় থেকে সংবাদপত্র কলকাতার গন্ডি ছাড়িয়ে ছোটো বড় শহরে ছড়িয়ে পড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় পূর্ববঙ্গে সংবাদপত্র প্রকাশের তোড়জোড় শুরু হয়।

www.pathagar.com

অধ্যায় : দুই

পূর্ববাংলায় সংবাদপত্রের অভ্যুদয়

কলকাতাকে কেন্দ্র করে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশিত হলেও, পূর্ববঙ্গে সংবাদপত্র প্রকাশের সূচনা হয় উনিশ শতকের ষাটের দশকে। এ অঞ্চলে সংবাদপত্র প্রকাশে বিয়াল্লিশ বছর বিলম্বের পেছনে রয়েছে অনেক কারণ। প্রথমত: বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের সূচনার পর রাজধানী কলকাতা নগরীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ফলে মোগল আমলে প্রতিষ্ঠিত পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর ঢাকা প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব হারায়। অন্যদিকে উনিশ শতকের মধ্যেই কলকাতা অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে গুরুত্বলাভ করে। শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসায় এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে কলকাতা হয়ে ওঠে বাংলা তথা ভারতের প্রাণকেন্দ্র। এ সময় কলকাতার সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে পূর্ববঙ্গ 'হিন্টারল্যান্ড' হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয়ত: সে সময় পূর্ববঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অনুন্নত। শিক্ষার হার ছিল খুবই স্বল্প। তৃতীয়ত: পূর্ববঙ্গে মধ্য শ্রেণীর বিকাশ হয়েছে বিলম্বে। তাই সংবাদপত্রের প্রকাশও বিলম্বিত হয়েছে। উনিশ শতকের চল্লিশের দশকে পাট ব্যবসাকে কেন্দ্র করে পূর্ববঙ্গে সচ্ছল পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি, প্রশাসনিক তৎপরতা বৃদ্ধির ফলে এ অঞ্চলে ছোট ছোট শহর গড়ে ওঠে। এ সময় ঢাকা শহরের পুনরুজ্জীবন ঘটতে থাকে। ষাটের দশকে ঢাকা মিউনিসিপালিটি স্থাপিত হয়। মুদ্রণ শিল্পের প্রসার শুরু হয়। পূর্ববঙ্গে সচ্ছল পরিবারের লোকজন তাদের আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হলেও ছেলেমেয়েদের ইংরেজি শিক্ষা দিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই সময় অনেক মধ্য ইংরেজি এবং মধ্য বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। জেলা ও মহকুমা শহরে এ সব ইংরেজি শিক্ষিতদের নিয়ে মধ্য শ্রেণী গড়ে উঠতে থাকে। এ ছাড়া, পূর্ববঙ্গের শহরগুলোতে তখন মহাজন, মুৎসুদ্দী, ব্যবসায়ী, উকিল, সরকারি কর্মচারি, কেরানী, শিক্ষক ও ক্ষুদে ব্যবসায়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এতে সংবাদপত্র প্রকাশের পথ অবারিত হয়।

উনিশ শতকের ষাটের দশকে পূর্ববঙ্গে সংবাদপত্র প্রকাশের কাল হিসাবে বিবেচিত হলেও এ অঞ্চল থেকে প্রকাশিত সর্বপ্রাচীন যে সংবাদপত্রটির উল্লেখ পাওয়া যায় সেটি হল 'রঙ্গপুর বার্তাবহ'। ১৮৪৭ সালের আগস্ট মাসে বাংলার উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রাচীন জনপদ রংপুর থেকে এই সাপ্তাহিকটি প্রকাশিত হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, পূর্ববঙ্গে সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে রংপুর। রংপুরের কুন্ডি পরগণার জমিদার ছিলেন কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী। তিনি কুন্ডিতে একটি ছাপাখানা স্থাপন

www.pathagar.com

করেন। এই ছাপাখানা থেকেই প্রকাশিত হয় রংপুর তথা পূর্ববঙ্গের প্রথম পত্রিকা 'রঙ্গপুর বার্তাবহ'। সম্পাদক ছিলেন গুরুচরণ রায়। তার মৃত্যুর পর ১৮৫১ সালের আগস্ট মাস থেকে সম্পাদক হন নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়। প্রতি মঙ্গলবার পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। প্রচার সংখ্যা ছিল একশ কপি। বার্ষিক চাঁদার হার ছিল ছয় টাকা। ১৮৫৭ সালে লর্ড কানিংয়ের ১৫ নং আইনে পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়।

পূর্ববঙ্গের দ্বিতীয় সংবাদপত্র এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র 'ঢাকা নিউজ'। ১৮৫৬ সালের ১৮ এপ্রিল ইংরেজি সাপ্তাহিক হিসাবে এর আত্মপ্রকাশ। ঢাকা নিউজ প্রকাশিত হত ঢাকা প্রেস থেকে। এ প্রেসের মালিক ছিলেন এ এম ক্যামারুন, এলজি পোগজ, জে এ গ্রেগ, জেপি ওয়াইজ এবং একে গনি এই পাঁচজন। পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন নীলকর আলেকজান্ডার ফর্বেস। বাংলায় আসার আগেও তিনি সাংবাদিকতার সাথে জড়িত ছিলেন। ১৮৪২ সালে ফর্বেস প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে এদেশে আসেন। প্রথমে তিনি কাজ করতেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের রেশমের কুঠিতে। 'ঢাকা নিউজ' প্রকাশের প্রাক্কালে তিনি ঢাকা ব্যাংকের সচিব ছিলেন। পরে তিনি ঢাকা নিউজ-এর সম্পাদনা কাজ ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় চলে যান। কলকাতায় তিনি 'হরকরা' পত্রিকা সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন।

ঢাকা নিউজ প্রকাশিত হত প্রতি শনিবার। বার্ষিক চাঁদার হার ছিল দুই টাকা। কিন্তু চাঁদার টাকা অগ্রিম পরিশোধযোগ্য ছিল। পত্রিকার খবরের মূল বিষয় ছিল নীলচাষ ও নীলকর। ঢাকা নিউজ-এর প্রথম বার সংখ্যা ছিল এক পৃষ্ঠা, এর পরবর্তী সংখ্যাগুলি চার পৃষ্ঠা করা হয়। ১৮৬৯ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, ঢাকা প্রেস ছাড়াও ১৮৫৯ সালে ঢাকায় আরো একটি মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা জেলার তেতুল ঝোড়ার অধিবাসী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ব্রজসুন্দর মিত্র, ধামরাইয়ের অধিবাসী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট দীনবন্ধু মৌলিক, বিক্রমপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ভগবান চন্দ্র বসু এবং তার ছোট ভাই কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক ঈশ্বর চন্দ্র বসু, মালখা নগরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রাম বসুর উদ্যোগে বাবু বাজারে একটি মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকার শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এই মুদ্রণযন্ত্র প্রতিষ্ঠা একটি স্মরণীয় ঘটনা। ১৮৬০ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত এই একচল্লিশ বছরে কেবলমাত্র ঢাকা থেকেই ৬০টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

১৮৬০ সালে পূর্ববঙ্গ থেকে বেশ কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ, কবিতা কুসুমাবলী, মনোরঞ্জিকা, নব্যব্যবহার সংহিতা, সংস্কার সংশোধনী ইত্যাদি। এ বছর এপ্রিলে কাকিনীয়া রংপুর থেকে মধুসূদন ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ'। কাকিনীয়ার জমিদার শম্ভুচরণ রায়চৌধুরীর আর্থিক সহায়তায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকার বার্ষিক চাঁদার হার ছিল তিন টাকা। প্রচার সংখ্যা ছিল তিনশত। সম্ভবত ১৮৮৪ সালের পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। একই বছর মে মাসে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক পত্রিকা 'কবিতা কুসুমাবলী।' এটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র। বাংলা কবিতার

www.pathagar.com

উৎকর্ষ সাধন ও বিশুদ্ধ কাব্যকলার প্রচারই ছিল এ পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। হরিশচন্দ্র মিত্র এবং প্রসন্নকুমার সেন পত্রিকা সম্পাদনার কাজে তাকে সহায়তা করতেন। পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল দেড় আনা। প্রথম দিকে পত্রিকাটিতে শুধু পদ্যই থাকত, পরে এতে গদ্যও স্থান পায়। গ্রাহক সংখ্যা ছিল প্রায় চারশ। পত্রিকাটি সম্ভবতঃ দু'বছর টিকে ছিল।

এ বছর জুন মাসে ঢাকা থেকে 'মনোরঞ্জিকা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটির সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। প্রকাশক মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং মুদ্রাকর ছিলেন হরিশচন্দ্র মিত্র। মাত্র এক বছর চলার পরই পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। আগস্ট মাসে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'নবব্যবহার সংহিতা'। রামচন্দ্র ভৌমিক নামে একজন আইনজীবী প্রতি মাসে সরকারি গেজেট, নানাবিধ আইন, সার্কুলার, অর্ডার প্রভৃতি সংগ্রহ এবং সেগুলো বাংলায় অনুবাদ করে এই পত্রিকায় তা প্রকাশ করতেন। এর বার্ষিক চাঁদার হার ছিল চার টাকা। পত্রিকাটি কতদিন চলেছিল তা জানা যায়নি। এবছর বিক্রমপুরের কুকুটিয়া থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'সংস্কার সংশোধনী'। সম্পাদক জগন্নাথ সরকার। উদ্যোক্তাদের শৈথিল্যের কারণে খুব স্বল্পসময়ে এ পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

১৮৬১ সালে যেসব পত্রিকা প্রকাশিত হয় তার মধ্যে ঢাকা প্রকাশ, ফরিদপুর দর্পণ এবং গদ্যপ্রসূন উল্লেখযোগ্য। ১৮৬১ সালের ৭ মার্চ ঢাকা থেকে কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় 'ঢাকা প্রকাশ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকা প্রকাশের জন্য চারজনের একটি পরিচালকমন্ডলী গঠন করা হয়েছিল। পরিচালকমন্ডলীতে ছিলেন ব্রজ সুন্দর মিত্র, দীনবন্ধু মৌলিক, ঈশ্বরচন্দ্র বসু এবং চন্দ্রকান্ত বসু। মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদকের সরকারি হিসাবে কাজ করতেন। ঢাকা প্রকাশ বাংলা বাজারের 'বাংলা যন্ত্র' থেকে মুদ্রিত হত। প্রতি বৃহস্পতিবার পত্রিকাটি ছাপা হত। প্রথম বছর পত্রিকাটি ছিল আট পৃষ্ঠা এবং বার্ষিক চাঁদার হার ছিল পাঁচ টাকা। দ্বিতীয় বর্ষেই ঢাকা প্রকাশ বার পৃষ্ঠার কাগজে পরিণত হয় এবং বার্ষিক চাঁদার হার বৃদ্ধি করে আট টাকা করা হয়। পত্রিকা প্রকাশের সময় এর প্রচার সংখ্যা ছিল আড়াইশ। কিন্তু পরে প্রচার সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

ঢাকা প্রকাশের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার পত্রিকা সম্পাদনার ভার ছেড়ে দেবার পর পর্যায়ক্রমে দীননাথ সেন, জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী ও গোবিন্দ প্রসাদ রায় সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। এদের মধ্যে দীননাথ সেন ছিলেন ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম নেতা। যৌবনে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি। ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজ তথা পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং পটুয়াটুলীতে ব্রাহ্ম মন্দির স্থাপনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন সংস্কারমূলক আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। পরিণত বয়সে তিনি মত পরিবর্তন করেছিলেন। দীননাথ সেন খুব স্বল্প সময়ে ঢাকা প্রকাশের সম্পাদক ছিলেন। তার সময় পত্রিকাটি বৃহস্পতিবারের পরিবর্তে শুক্রবার প্রকাশিত হত।

www.pathagar.com

দীননাথের পর ঢাকা প্রকাশের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন ঢাকার আরেকজন ব্রাহ্মকর্মী গোবিন্দ প্রসাদ রায়। গোবিন্দ প্রসাদ পত্রিকার সম্পাদক হওয়ার পূর্বে জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী কিছু দিন পত্রিকা সম্পাদনা করেন। গোবিন্দ প্রসাদ রায় সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণের পর ঢাকা প্রকাশ রবিবার প্রকাশিত হত। পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র হিসাবে। কিন্তু বিভিন্ন সময় পত্রিকার মালিকানা বদলের সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে যায়। পত্রিকার প্রকাশনা বিশ শতকের ষাটের দশক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এটি ছিল বাংলাদেশ ভূখণ্ডের সবচেয়ে দীর্ঘায়ু পত্রিকা। ঢাকা প্রকাশকে বলা যেতে পারে উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমভাগে ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গের সামাজিক অবস্থার একটি বিশ্বস্ত দর্পন। যে বছর ঢাকা প্রকাশ প্রকাশিত হয় ওই বছরই ফরিদপুর থেকে 'ফরিদপুর দর্পন' এবং ঢাকা থেকে 'গদ্যপ্রসূন' নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়। ফরিদপুর দর্পনের সম্পাদক ছিলেন আলাহেদাদ খাঁ এবং গদ্যপ্রসূনের সম্পাদক ছিলেন মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

১৮৬২ সালে যে সব পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চিত্তরঞ্জিকা, ঢাকা বার্ত্তা প্রকাশিকা, অবকাশ রঞ্জিকা এবং অমৃতবাহিনী। এ বছর ১৪ মে ঢাকা থেকে কবি হরিশচন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'চিত্ত রঞ্জিকা'। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন সারদাকান্ত সেন। তিনি তৎকালীন ঢাকা কলেজের ছাত্র ছিলেন। ষোল পৃষ্ঠার এ পত্রিকার মূল্য ছিল দু'আনা। কাব্যামোদী মহলকে নতুন কবিতা উপহার দেবার জন্য নতুন নতুন কবিতা প্রকাশই ছিল এ পত্রিকা প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য। ক্রমাগত কবিতা পাঠে পাঠকরা যাতে উদ্যম না হারিয়ে ফেলে তার জন্য কিছু গদ্য এবং অনুবাদ রচনাও প্রকাশিত হত। পত্রিকাটি কত দিন টিকে ছিল জানা যায়নি। এ বছর জুন মাসে রামচন্দ্র ভৌমিকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ঢাকা বার্ত্তা প্রকাশিকা'। পত্রিকাটি খুবই স্বল্পায়ূ ছিল। এ বছর সেপ্টেম্বর মাসে কবি হরিশচন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'অবকাশ রঞ্জিকা'। পাঠকদের অবকাশকে মুখর করে তোলাই ছিল এ পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য। ঢাকা নতুনযন্ত্রে পত্রিকাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। পত্রিকার প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল চার আনা। এ বছর ডিসেম্বর মাসে বসন্তকুমার ঘোষের সম্পাদনায় যশোর থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'অমৃতবাহিনী'। সম্পাদকের অকাল মৃত্যুতে পত্রিকাটি স্বল্প সময় চলার পরই বন্ধ হয়ে যায়।

১৮৬৩ সালে যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে, গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, ঢাকা দর্পণ এবং উদ্যোগ বিধায়িনী। মে মাসে কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় কুষ্টিয়ার কুমারখালি থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'। এটি পূর্ববঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন পত্রিকা। 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকার' সম্পাদক হরিনাথ মজুমদার ছিলেন একজন মহৎপ্রাণ দরিদ্র স্কুল শিক্ষক। তিনি কাঙাল হরিনাথ মজুমদার নামে সমধিক পরিচিত। এই দরিদ্র স্কুল শিক্ষকের জীবন সংগ্রামের সাথে গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকার টিকে থাকার সংগ্রামের একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল। যে কারণে পত্রিকাটি মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে গেছে। আবার নতুন উদ্যমে এর প্রকাশনা শুরু

www.pathagar.com

করেছেন হরিনাথ। চরম অভাব অনটনও অর্থকষ্টে ঋণ করে দীর্ঘদিন তিনি এ পত্রিকার প্রকাশনা অব্যাহত রেখেছেন।

কাঙাল হরিনাথ কুষ্টিয়ার কুমারখালীর মত একটি ছোট্ট শহরে বাস করেও ছিলেন তার যুগের অগ্রসর মানুষ। তিনি ছিলেন একাধারে সাংবাদিক, সাহিত্যিক, কবি, সমাজ সংস্কারক এবং একজন সাধক পুরুষ। কিন্তু আজকে তিনি শুধু বাউল হিসাবে সকল মহলে পরিচিত। হরিনাথ ১২৪০ সালের পাঁচ বৈশাখ কুষ্টিয়ার কুমারখালিতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম হলধর মজুমদার, মায়ের নাম কমলমনি দেবী। শিশুকালেই তিনি মাতা-পিতাকে হারান এবং চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিনাতিপাত করেও সামান্য লেখাপড়া করেন। জীবন জীবিকার জন্য তিনি নানা পেশা গ্রহণ করেন। কিছুদিন মহাজনের গদিতে খাতা লেখা এবং ইংরেজদের নীলকুঠিতেও চাকরি করেন।

১৮৫৪ সালে ১৩ জানুয়ারি তিনি কুমারখালিতে একটি স্কুল চালু করে সেখানে অবৈতনিক শিক্ষকতা করতে থাকেন। ১৮৬৩ সালে তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এ সময় তিনি সংবাদ প্রভাকরে লেখা পাঠাতে শুরু করেন। এ বছর মে মাসে তিনি কলকাতার গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের মুদ্রণযন্ত্র থেকে 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' প্রকাশ করতে শুরু করেন। ১৮৭৬ সালের এপ্রিল থেকে গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকার পাক্ষিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এ বছর কুষ্টিয়ায় মথুরানাথ মৈত্রের মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হলে হরিনাথ ওই প্রেস থেকেই তার পত্রিকা নিয়মিত ছাপার ব্যবস্থা করেন। ১৮৭০ সালের এপ্রিলে পত্রিকাটি কিছু দিন সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশিত হয়। ১৮৭৯ সালে অর্থের অভাবে পত্রিকাটি সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ১৮৮২ সালে গ্রামবার্ত্তা পুনঃপ্রকাশিত হয়।

১৮৮৪ সালের সরকারি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, ২৬৭ কপি গ্রামবার্তা প্রকাশিকা বিক্রি হত। প্রথমে পত্রিকার বার্ষিক চাঁদার হার ছিল চার টাকা। একাদশ বর্ষে চাঁদার হার প্রায় দ্বিগুণ করা হয়। পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের অভাব ছিল তীব্র। ফলে পত্রিকাটি আর্থিক সংকটে পতিত হয়। তীব্র আর্থিক সংকট উত্তরণের জন্য ১৮৭২ সালে হরিনাথ একটি অধ্যক্ষ সভা গঠন করেন। এই সভার সদস্যরা ছিলেন কৃষ্ণধন মজুমদার, হরিনাথ মজুমার, হরিশচন্দ্র মজুমদার, বিপিনচন্দ্র সরকার এবং কেদারনাথ জোয়ারদার। কিন্তু এই বোর্ডও পত্রিকার আর্থিক অনটন দূরীকরণে সফল হয়নি। ১৮৮৫ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন সুসাহিত্যিক রায়বাহাদুর জলধর সেন, ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র, দীনেন্দ্রকুমার রায়, নরেন্দ্রনাথ পাল প্রমুখ। কাঙাল হরিনাথ ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান সাংবাদিক। একজন অতি দরিদ্র স্কুল শিক্ষক সে সময় এত নির্ভিকভাবে পত্রিকা সম্পাদনা করে গেছেন একালে যার দৃষ্টান্ত বিরল। জমিদার, মহাজন, নীলকুঠি ও ইংরেজ শাসকদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে গ্রামবার্তা প্রকাশিকাকে নিয়ে যে সংগ্রাম তিনি করে গেছেন তা ছিল এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। বাংলা ১৩০৩ সালের পাঁচ বৈশাখ কাঙাল হরিনাথ মজুমদার কুষ্টিয়ার কুমারখালিতে তার নিজ কুটিরে মৃত্যুবরণ করেন। উনিশ শতকে কুষ্টিয়ায় হরিনাথের মত এমন কৃতি পুরুষ আর দ্বিতীয়টি ছিল না।

www.pathagar.com

১৮৬৩ জুলাই মাসে কবি হরিশচন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ঢাকা দর্পণ'। এটি ঢাকার ইমামগঞ্জের সুলভযন্ত্রে মুদ্রিত হত। ১৮৬৪ সালে একটি মানহানি মমালার কারণে পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। এ বছর বরদা প্রসাদ রায়ের সম্পাদনায় পাবনা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'উদ্যোগ বিধায়িনী'। এটি ছিল পাবনা উদ্যোগ বিধায়িনী সভার মুখপত্র। ঢাকার সুলভযন্ত্র থেকে এটি মুদ্রিত হত। পত্রিকাটি আড়াই বছর টিকে ছিল।

১৮৬৪ সালে প্রকাশিত মাত্র তিনটি পত্রিকার নাম পাওয়া গেছে, এগুলো হচ্ছে—মাসিক রচনাবলী, মাসিক কাব্যপ্রকাশ এবং মাসিক পাবনা দর্পণ। জানুয়ারি মাসে রঙ্গপুর দিক প্রকাশ কার্যালয় থেকে 'রচনাবলী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি সম্পর্কে আর কোন তথ্য জানা যায়নি। জানুয়ারি মাসেই কবি হরিশচন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'কাব্য প্রকাশ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। ঢাকার বাবু বাজার সুলভ প্রেস থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত হত। বার্ষিক চাঁদার হার ছিল পৌনে পাঁচ টাকা। মার্চ মাসে রামসুন্দর রায় ও কাশীনাথ মিত্রের যৌথ সম্পাদনায় পাবনা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'পাবনা দর্পণ'। এতে সাহিত্য ও সংবাদ ছাপা হত। এটি কলকাতার সোমপ্রকাশ যন্ত্রনালয় থেকে মুদ্রিত হত। বার্ষিক চাঁদার হার ছিল দু'টাকা চার আনা, আর ডাকমাসুল বারো আনা। প্রকাশের এক বছর পরই পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

১৮৬৫ সালে সাপ্তাহিক বিজ্ঞাপনী ও সাপ্তাহিক হিন্দু হিতৈষণী নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায়। এ বছর ২৩ মার্চ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'বিজ্ঞাপনী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার মালিক ছিলেন বালিয়াদির গিরিশচন্দ্র রায়চৌধুরী। ওই বছর বকশীবাজারে তিনি একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন এবং 'বিজ্ঞাপনী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকার ১৬ সংখ্যায় সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ব্রাহ্মধর্মের স্বপক্ষে একটি লেখা প্রকাশ করেন। ঢাকাস্থ প্রাচীন হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে পত্রিকা মালিকের কাছে অভিযোগ করা হয়। এ ব্যাপারে মালিক গিরিশচন্দ্র চৌধুরী সম্পাদককে কৈফিয়ত তলব করেন। এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার পদত্যাগ করেন। এ সময় পত্রিকা এক সপ্তাহ বন্ধ থাকে। পরে মালিক পক্ষ আপোষ করলে কৃষ্ণচন্দ্র পুনরায় পত্রিকা সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন।

১৮৬৬ সালের এপ্রিল মাসে বিজ্ঞাপনী ঢাকা হতে ময়মনসিংহে স্থানান্তরিত হয়। এ সময় জগন্নাথ অগ্নিহোত্রীর ওপর পত্রিকা সম্পাদনার ভার দিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র বিদায় নেন। ময়মনসিংহে পত্রিকাটি দু'বছর চলার পর গিরিশচন্দ্র রায় পত্রিকার ব্যয়ভার বহনে অস্বীকৃতি জানান। ফলে ১৮৬৮ সালে 'বিজ্ঞাপনীর' প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৬৫-এর মার্চে হরিশচন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'হিন্দু হিতৈষণী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল ঢাকা হিন্দু ধর্মরক্ষিণী সভার মুখপত্র। বিক্রমপুরের জমিদার জগবন্ধু বসু এবং ঢাকা জজকোর্টের উকিল লক্ষীকান্ত মুন্সি ছিলেন হিন্দু ধর্মরক্ষিণী সভার নেতা। তারা এ পত্রিকার মাধ্যমে ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে অনবরত প্রচারণা

www.pathagar.com

চালাতে থাকেন। ১৮৬৯ সালের মাঝামাঝি হরিশচন্দ্র সম্পাদকের দায়িত্বভার ত্যাগ করেন। এ সময় আনন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত হিন্দু হিতৈষিণীর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ছিল তিনশ। ১৮৮০ সালে পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৬৫ সালে হরচন্দ্র চৌধুরীর সম্পাদনায় শেরপুর থেকে 'বিদ্যোন্নতি সাধিনী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কিন্তু পত্রিকাটি এক বছরও স্থায়ী হয়নি। উল্লেখ্য, হরচন্দ্র চৌধুরী ছিলেন শেরপুরের জমিদার গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরীর ছোট ভাই। এই গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী 'বিজ্ঞাপনীর' অন্যতম মালিকও ছিলেন।

১৮৬৬ সালের ১ মার্চ শ্রীনাথ সিংহ রায়ের সম্পাদনায় রাজশাহীর বোয়ালিয়া থেকে 'হিন্দু রঞ্জিকা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল রাজশাহীর বোয়ালিয়ার রক্ষণশীল হিন্দুদের সংগঠন ধর্মসভার মুখপত্র। এ সময় ধর্মসভার সভাপতি ছিলেন তাহেরপুরের রাজা চন্দ্রশেখর এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শ্রীনাথ সিংহ রায়। নাটোরের রাজা আনন্দনাথ রায়বাহাদুর পত্রিকার জন্য একটি কার্যালয় তৈরি করে দেন। দুবলাহাটির রাজা হরনাথ রায়চৌধুরী 'হিন্দু রঞ্জিকার' জন্য প্রেস ক্রয় করার জন্য সে সময় এক হাজার টাকা প্রদান করেন। পত্রিকার প্রেসের নাম তমোঘ্ন যন্ত্রালয়। ষাটের দশকে হিন্দুরা দলে দলে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করছিলেন। এই স্রোত রোধ করার জন্য এবং হিন্দুধর্মের আদর্শকে সুবিন্যস্ত করার জন্য ধর্মসভার প্রতিষ্ঠা এবং 'হিন্দু রঞ্জিকা' প্রকাশ করা হয়। ১৮৬৮ সালে হিন্দু রঞ্জিকা সাপ্তাহিকপত্রে পরিণত হয়। ছয় ফর্মার এ পত্রিকার বার্ষিক চাঁদার হার ছিল পাঁচ টাকা এবং ডাক মাসুল তিন টাকা। পত্রিকাটি ৬৫ বছর চালু ছিল।

১৮৬৭ সালের জানুয়ারিতে রাজমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বিক্রমপুরের জৈনসার গ্রাম থেকে 'পল্লী বিজ্ঞান' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিক্রমপুর তথা পূর্ববাংলার পল্লী অঞ্চলে বিদ্যাচর্চার প্রসারের লক্ষ্যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। দশম সংখ্যা থেকে পত্রিকার সম্পাদক হন আনন্দ কিশোর সেন। ঢাকার সুলভ যন্ত্রে পত্রিকাটি মুদ্রিত হত। প্রথম থেকে পত্রিকাটি আর্থিক সংকটে পতিত হয়। ১৮৬৮ সালে পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

১৮৬৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি শিশিরকুমার ঘোষের সম্পাদনায় যশোরের পলুয়া মাগুড়া গ্রাম থেকে 'অমৃতবাজার' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি পলুয়া মাগুড়ার অমৃত প্রবাহিনী প্রেস থেকে মুদ্রিত হত। কাঠের টাইপের এই প্রেসটি শিশিরকুমার ১৮৬২ সালে কলকাতা থেকে বত্রিশ টাকা দিয়ে ক্রয় করেছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা ষাটের দশকে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত একটি প্রথম সারির সংবাদপত্র। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন শ্রীচন্দ্ররায়। প্রতি বৃহস্পতিবার পত্রিকা প্রকাশিত হত। পত্রিকা প্রকাশের জন্য প্রয়োজনে শিশিরকুমার কম্পোজ করতেন, ছাপতেন, সম্পাদনা করতেন। পত্রিকার জন্য নিজ গ্রামে কাগজও প্রস্তুত করতেন। পত্রিকায় লেখার ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতেন ভাই হেমন্তকুমার, ব্যারিস্টার আনন্দমোহন, যশোর জেলা স্কুলের শিক্ষক জগবন্ধু ভদ্র এবং কিশোরী লাল সরকার।

www.pathagar.com

পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় শিশিরকুমার ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে লিখেছিলেন, সদাশয় সরকার প্রশাসন পরিচালনার কঠিন ও ক্লান্তিকর দায় থেকে দেশের মানুষকে অব্যাহতি দিয়ে তাদেরি স্বার্থে ও কল্যাণে নিজেরা সেই কাজ করছেন তাদের মহানুভবতার প্রতিদান দিয়ে এই পত্রিকা প্রশাসকদের প্রকৃত কর্মনীতি ও কর্মকৌশল উদ্‌ঘাটিত করতে। প্রথম বছরে পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় নিয়মিত ঘোষিত হত বীজমন্ত্র।

"অধীনতা কালকুটে মরি হায় হায়। করেছে কি আর্যসুতে চেনা নাহি যায়।"

পত্রিকার নীতি যেমন তার দ্রুত জনপ্রিয়তা এনে দিয়েছিল, তেমনি তাকে সত্ত্বর সরকারি প্রশাসনের প্রতিবন্ধকতার সামনে এনে দাঁড় করিয়েছিল। পত্রিকার সপ্তাদশ ও অষ্টাদশ সংখ্যা দুটি সরকারি কর্তৃপক্ষকে প্রথম সুযোগ করে দেয়। ওই সংখ্যা দুটিতে একজন শ্বেতাঙ্গ মহকুমা হাকিমের বিরুদ্ধে শ্রীলতাহানির অভিযোগ তোলা হয়। প্রকাশিত মন্তব্যের কারণে দু'দফা মোকদ্দমায় আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়—পত্রিকার সম্পাদকসহ তিনজনকে। বিচারে শিশির কুমার অব্যাহতি পেলেও পত্রিকার প্রিন্টার ও রিপোর্টার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আট মাসব্যাপী এই মামলায় শিশির কুমারের প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়ে যায়। ১৮৬৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে অমৃতবাজার দ্বিভাষিক (বাংলা-ইংরেজি) পত্রিকায় পরিণত হয়। ১৮৭১ সালের ৪ অক্টোবর যশোর থেকে পত্রিকার শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এ সময় যশোরে ম্যালেরিয়া দেখা দেয়ার কারণে পত্রিকা কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়। ১৮৭১-এর ২১ ডিসেম্বর কলকাতা থেকে অমৃতবাজারের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১৮৭৮ সালের ১৪ মার্চ লর্ড লিটন ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট জারি করেন। এই অ্যাক্ট অগ্রাহ্য করতে ২১ মার্চ ১৮৭৮ থেকে পত্রিকার ভাষা ইংরেজি করা হয়। ১৮৯১ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে পত্রিকাটি ইংরেজি দৈনিক রূপে প্রকাশিত হতে থাকে।

শিশিরকুমার ঘোষ তার পত্রিকাকে ক্যামেরার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'এই ক্যামেরার ছবিতে যদি অন্যায়, অবিচার ও বঞ্চনার বাস্তব ছবি ফুটে ওঠে তাহলে আমি নাচার'। অমৃতবাজার পত্রিকার লেখনি ও বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণেই অন্যায়ভাবে সিংহাসনচ্যুত বরোদা রাজ্যের গাইকোয়াড় মলহররা তার সিংহাসন ফিরে পেয়েছিলেন। ব্রিটিশ রেসিডেন্টদের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত উদ্‌ঘাটিত করে কাশ্মীরের মহারাজা প্রতাপ সিংহকেও তার হারানো সিংহাসন পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করেছিল 'অমৃতবাজার পত্রিকা'। রেওয়ার মহারাণী ও ভুপালের বেগমের সপক্ষে লেখনি পরিচালনা করে শিশির কুমারের পত্রিকা মধ্যভারতের ভাইসরয়ের এজেন্ট স্যার শেপেল গ্রিফিনকে ভারত ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করেছিলেন। পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে জন বিমস নামক আরও একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারির বিরুদ্ধে আচরণবিধি লংঘনের গুরুতর অভিযোগ প্রমাণিত হয়। তাতে বিভিন্ন মহলে দারুন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সাংবাদিক শিশির কুমারের দেশানুরাগ, অদম্য সাহস, সংবাদ অনুসন্ধানের দুর্লভ দক্ষতা তাকে পেশাগত সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছিল। ১৯১১ সালে শিশির কুমারের মৃত্যু হয়।

www.pathagar.com

১৮৬৯ সালে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত দুটি পত্রিকার সন্ধান পাওয়া গেছে, এগুলো হচ্ছে—বেঙ্গল টাইমস এবং অবলাবান্ধব। চরম নেটিভ বিদ্বেষী ছিল ঢাকা থেকে প্রকাশিত অর্ধ-সাপ্তাহিক ইংরেজি পত্রিকা বেঙ্গল টাইমস। পত্রিকাটিতে যেমন ছিল আধুনিকতার ছাপ তেমনি ছিল এর প্রভাব। পত্রিকাটির মালিক ও সম্পাদক ছিলেন ইসি ক্যাম্প। প্রতি বুধ ও শনিবার পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হত। এতে অনেক বিজ্ঞাপন থাকত। বিজ্ঞাপনের হারও ছিল উচ্চ। অনিয়মিত বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে প্রতি লাইনের হার ছিল চার আনা। দেশী বিজ্ঞাপন প্রতিটির হার ছিল দু'টাকা। এক কলাম বিজ্ঞাপন নিয়মিত তিনমাস ছাপলে দিতে হত ষাট টাকা। সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকার তুলনায় এর মূল্য ছিল বেশি। ঢাকায় আট আনা, মফস্বলে নয় আনা। সুযোগ পেলেই পত্রিকাটি দেশীয়দের প্রতি কটূক্তি করত। দেশীয় পত্রিকাগুলোর সাথে বেঙ্গল টাইমসের কোন সদ্ভাব ছিল না।

১৮৬৯-এর ২২ মে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বিক্রমপুরের লোনসিংহ গ্রাম থেকে 'অবলাবান্ধব' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। নারী স্বাধীনতার সমর্থনে এ পত্রিকাটি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। পত্রিকা সম্পাদক দ্বারকানাথ ছিলেন একজন ব্রাহ্মকর্মী। নারীমুক্তি ও নারীর দুর্দশা দূরীকরণের লক্ষ্যেই তিনি এ পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঢাকার সুলভ যন্ত্র থেকে এটি মুদ্রিত হত। গ্রাহক চাঁদার হার ছিল বার্ষিক চার টাকা। ১৮৭০ সালে পত্রিকাটি কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়। এ সময় পত্রিকাটি মাসিকে পরিণত হয়। এর কিছু দিন পর পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

ষাটের দশর্কে পূর্ব বাংলায় সংবাদপত্র বিকাশের সঙ্গে ব্রাহ্ম আন্দোলনের যোগ রয়েছে। যদিও এ অঞ্চলে ব্রাহ্ম আন্দোলন শুরু হয়েছিল চল্লিশের দশকে। কিন্তু ষাটের দশকের আগে পূর্ববঙ্গে এ আন্দোলন তেমন গুরুত্বপূর্ণ ও জোরদার হয়ে ওঠেনি। পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতারা ছিলেন ময়মনসিংহের আনন্দমোহন বসু, ঢাকার দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বরিশালের দূর্গামোহন দাস প্রমুখ। এ সময় ব্রাহ্ম আন্দোলনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যমণি ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন। কেশব চন্দ্রের আন্দোলন শুরু হয়েছিল মিশনারীদের বিরুদ্ধে। তার পরিচালিত আন্দোলনের ফলে মিশনারীদের ধর্ম প্রচারে ভাটা পড়ে। মিশনারীদের ধর্মপ্রচার ব্যাহত হওয়ার আরো কয়েকটি কারণ ছিল। এর মধ্যে সিপাহী বিদ্রোহের পর সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, দেবেন্দ্রনাথের বিরোধিতা এবং ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর বিরোধিতা। তাছাড়া, এ সময় শিক্ষিত হিন্দু সমাজ উপলব্ধি করে যে, আধুনিক হবার জন্য খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের আবশ্যকতা নেই।

১৮৬৪ সালের দিকে ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। এ বিরোধের মূল কারণ ছিল সমাজে জাতিভেদ প্রথা, উপবীত এবং অসবর্ণ বিয়ে নিয়ে মতানৈক্য। ১৮৬৫ সালে এ বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীন গোড়া ব্রাহ্মরা মনে করতেন ধর্ম ও সমাজ দুটি আলাদা। কিন্তু কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বাধীন উদারপন্থি ব্রাহ্মদের মত হল এ-দুটির মধ্যে কোন তফাৎ নেই। নবীন ব্রাহ্মদের মত হল, সমাজ যত সংস্কার করা যাবে, তত ধর্মের গোঁড়ামি চলে যাবে। তাদের মতে ধর্ম হল সমাজ

www.pathagar.com

সংস্কারের পথ, কিন্তু প্রবীণ ব্রাহ্মদের মতে ধর্ম হল আধ্যাত্মিক মুক্তির উপায়। এই বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৬৬ সালে কেশবচন্দ্র সেন ভারতবর্ষীয় 'ব্রাহ্মসমাজ' নামে একটি নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এর মাধ্যমে আদি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ চূড়ান্ত হয়। পূর্ববঙ্গে কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বাধীন ব্রাহ্ম সমাজ বিস্তার লাভ করে। এদিকে ১৮৬৮ সালে কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে 'বিবাহ আইন' তৈরি করে 'বেঙ্গল লেজিসলেচারে' পাঠানো হয়। বহু তর্ক-বিতর্কের পর ১৮৭২ সালে এ আইন পাশ হয়। এর নাম হয় Special Marrige Act-1872। পূর্ববঙ্গের সংবাদপত্রে এসব ঘটনা নিয়মিত প্রকাশ পায়।

ষাটের দশক ছিল সংবাদপত্রের রাজনৈতিক ভূমিকার দিক থেকে একটি অত্যন্ত বন্ধ্যা সময়। এ সময়ে সমাজে সংস্কারপন্থি এবং রক্ষণশীলদের মধ্যকার বিরোধ সংবাদপত্রের প্রধান উপজীব্য হয়ে ওঠে। সামাজিক পরিস্থিতিরও যথেষ্ট অধঃপতন ঘটে। শহুরে বাবুরা তখন বুলবুলির লড়াই আর অগম্যাগমনেই ব্যাপৃত থাকতেন বেশির ভাগ সময়। অনেকের বিচারে রক্ষিতার সংখ্যা বৃদ্ধিতেই নির্ণীত হত তাদের সামাজিক মর্যাদা। এই সমাজচিত্রের ব্যতিক্রম ছিল না ঢাকা শহর। ঢাকা প্রকাশে প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে দেখা যায় তখন ঢাকার প্রধান প্রধান রাস্তার দু'পাশে অধিকাংশ বাড়িতেই ছিল পতিতাদের আবাস। তাদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য ঢাকাতে তখন লোকের অভাব ছিল না। এই অবক্ষয়ী সমাজ পরিস্থিতির প্রভাব সংবাদপত্রের ওপর পড়াটাই ছিল স্বাভাবিক। এ সময় সংবাদপত্রের ভাষায় ফুটে ওঠা রুচিহীনতা সমাজচিত্রেরই প্রতিফলন।

উল্লেখ্য, ১৮৬৭ সালে প্রেস ও পুস্তক নিবন্ধনমূলক আইন (১৮৬৭) প্রণয়ন করা হয়। এটি এ দেশের সংবাদপত্র ও পুস্তকের জন্য প্রথম একটি সুসংবদ্ধ আইন। এই আইনটি এখনও চালু আছে। এই আইনে ছাপাখানা এবং সংবাদপত্রগুলোকে সরকারের নিবন্ধন ভুক্ত করা এবং সমস্ত মুদ্রিত বিষয়বস্তু বাধ্যতামূলক সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। দেশের সব ছাপাখানা এবং মুদ্রিত বই সম্পর্কে তথ্য সংরক্ষণই ষাটের দশকের শেষ প্রান্তে প্রণীত এই আইনের মূল উদ্দেশ্য।

সত্তরের দশকে বাঙালি জাতীয়তাবোধে উদীপ্ত এবং সংগ্রামী মানসিকতায় প্রাণিত হয়ে ওঠে এদেশের মানুষ। এ অবস্থায় সরকার কঠোর হতে থাকে, পাস করা হয় অস্ত্র আইন, সরকারি গোপনীয় আইন, ইন্ডিয়ান পেনাল কোড-এ যোগ করা হয় কুখ্যাত 'রাজদ্রোহ নিয়ন্ত্রণ ধারা' এবং সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার জন্য প্রণীত হয় ভার্নাকুল প্রেস অ্যাক্ট। কিন্তু এসব দমন আইন প্রণয়ন সত্ত্বেও জাতীয় আন্দোলন আরো জোরদার ও সংহত হয়ে ওঠে। সরকারে অভ্যন্তরে গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য ১৮৭০ সালে সরকারি গোপনীয়তা আইন (১৮৭০) জারি করে সরকার গোপন তথ্য, দলিল পাচার রোধের ব্যবস্থা নেয়। ১৮৬০-এ প্রবর্তিত 'ইন্ডিয়ান পেনাল কোড'-এ ১৮৭০ সালে কুখ্যাত রাজদ্রোহ নিয়ন্ত্রণ ধারাটি (সিডিশান অ্যাক্ট) সংযোজিত হয়।

১৮৩৭ সালে লর্ড মেকলে 'ইন্ডিয়ান পেনাল কোড'-এর খসড়া তৈরির সময় তাতে 'সিডিশান' ধারার উল্লেখ করেছিলেন। সেই খসড়া ১৮৪৯ সালে জন এলিয়ট

www.pathagar.com

ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সংশোধন করেন। ১৮৬০ সালে 'ইন্ডিয়ান পেনাল কোড' প্রবর্তনের সময় 'সিডিশান' ধারাটি পুরোপুরি বাতিল করে দেয়া হয়। কারণ, সে সময় ভারতীয় চেতনায় জাগরণের যে ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাতে চতুর ইংরেজ বুঝেছিল, ভারতীয় জনগণের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা দরকার। ১৮৬৪ সালের জানুয়ারিতে স্যার জন লরেন্স ভারতে ভাইসরয় হয়ে আসেন। তিনি জনমতকে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত করার জন্য সরকারি সংবাদপত্র প্রকাশ করে তার মাধ্যমে জনগণের কাছে সরকারি অভিমত ও বক্তব্য সরাসরি পৌঁছে দেয়ার প্রস্তাব করেন। সেই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। ১৮৬৯ সালে লর্ড মেয়ো তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনিও লরেন্সের ওই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু সে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। সরকারি সংবাদপত্র প্রকাশ করতে না পেরে লর্ড মেয়ো ইন্ডিয়ান পেনাল কোড-এ সিডিশন ধারা যুক্ত করতে মনস্থ করেন।

এ সময় জেমস ফিৎজ জেমস স্টিফেন সিডিশান-এর একটি খসড়া তৈরি করেন। তাতে বলা হয়, যে বা যারা সরকারের প্রতি অপ্রিয় মনোভাব সৃষ্টি করবে, অথবা দেশবাসীকে সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবে তার বা তাদেরই শাস্তি দেয়া হবে। সেই শাস্তি জরিমানা, জেল এবং যাবজ্জীবন কারাদন্ড পর্যন্ত হতে পারে। অতঃপর ১৮৭০ সালে ১২৪ (ক) ধারা পেনাল কোড-এ সংযোজিত হয়। 'পেনাল কোড' প্রেস আইন নয়, কিন্তু এর কিছু বিধি প্রেসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এর মধ্যে আছে রাজদ্রোহ, উস্কানিমূলক অপরাধ, আপত্তিকর বই বিক্রি, মানহানি ইত্যাদি। এই কারণে এগুলোকে প্রেস আইন হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। রাজদ্রোহ আইন উপেক্ষা করেই বাংলা সংবাদপত্র কঠোর ভাষায় সরকারের কাজের সমালোচনা এবং সরকারে বিরুদ্ধে জনমত গড়তে থাকে। ফলে সরকারি মহলে পুনরায় সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি দেখা দেয়।

সিপাহী বিদ্রোহের পর এক যুগে অর্থাৎ ১৮৫৮ সাল থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলা ভাষায় ৮৭ টি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ৫০টি ত্রৈমাসিক, ৭টি পাক্ষিক, ২২টি সাপ্তাহিক একটি ত্রি-সাপ্তাহিক, একটি দৈনিক। এতগুলি বাংলা কাগজে জনমতের প্রতিফলন সরকার পক্ষকে বিচলিত করে। এই ব্যাপারটিই লর্ড লিটনকে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট প্রণয়নে উৎসাহী করে। ১৮৭৬-এর এপ্রিলে লর্ড লিটন ভাইসরয় হয়ে আসেন। এখানে আসার পরই তিনি নিয়মিত সরকারি সংবাদ ও ভাষ্য সংবাদপত্রে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। পাশাপাশি সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য আর্থিক সাহায্য বা বিজ্ঞাপন মূল্য দেবারও ব্যবস্থা করেন। ১৮৭৭ এর মার্চে স্যার উইলিয়াম হান্টারের সহযোগিতায় প্রেস কমিশন গঠিত হয়। কিন্তু তাতেও ঝামেলা দূর হলো না। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে লর্ড লিটন ১৮৭৮ সালের ১৩ মার্চ Irish Coercion Act-এর ধাঁচে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট জারি করেন।

আইনের প্রস্তাবনায় বলা হয়, দেশীয় সংবাদপত্রগুলো বৈধ ব্রিটিশ সরকারের এবং রাজভক্তদের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা করছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এ অবস্থায় রাজদ্রোহ এবং বিভিন্ন ধর্ম, গোষ্ঠী, জাতির মধ্যে ঘৃণা বা বিদ্বেষ প্রচার বন্ধের জন্যই এই আইনটি চালু করা হচ্ছে। এ আইনে কোন ভারতীয় ভাষায় ব্রিটিশ সরকারের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে কিছু লিখলে বা প্রকাশ করলে তার বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। ওই আইনে আদালতের কোন আদেশনামা বা ওয়ারেন্ট ছাড়াই ছাপাখানা তল্লাশি করার ক্ষমতা দেয়া হয়। আইনে জেলা প্রশাসক বা পুলিশ কমিশনারকে সরকারের আগাম অনুমতি বলে সেই এলাকার যে কোন সংবাদপত্রের প্রকাশক, মুদ্রাকরকে ডেকে মুচলেকা ও জামিন জমা দাবী করার অধিকার দেয়া হয়।

ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট জারি নিয়ে শুধু ভারতে নয়, ব্রিটেনেও সমালোচনার ঝড় ওঠে। এ আইনের উদ্দেশ্য নিয়ে নান রকম প্রশ্ন ওঠে। অনেকে জানতে চান ১৮৭২ থেকে ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত যেসব সংবাদপত্র সরকারের অনুগত ছিল পরবর্তী তিন বছরে হঠাৎ এমন কি ঘটল যার জন্য সেগুলো বিদ্রোহী হয়ে উঠল। বিলটি আনার সময় বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত ৩৫টি সংবাদপত্রের মধ্যে ১৫টি থেকে ৩২টি রাজদ্রোহমূলক লেখার নজির তুলে এই আইন জারি করতে চাওয়া হয়। ওই সব সংবাদ ও নিবন্ধের অনুবাদ বিকৃত ছিল। ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন এই আইনটি জারি না করার আবেদন জানান। কিন্তু ওই আবেদনে সরকার কর্ণপাত করেনি।

এ প্রেক্ষাপটে এসোসিয়েশন ব্রিটেনে গ্লাডস্টোনকে পত্র দেন। কিন্তু গ্লাডস্টোনের চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। অবশেষে ১৮৮০ সালে রক্ষণশীল দলকে হারিয়ে উদারপন্থি দল ক্ষমতায় এলে গ্লাডস্টোন প্রধানমন্ত্রী হন। পরিবর্তন হয় ব্রিটেনের ভারত নীতির। এ সময় লিটনের জায়গায় ভারতের নতুন গভর্নর জেনারেল হন লর্ড রিপন। লর্ড রিপন ১৮৮১ সালের ৭ ডিসেম্বর ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট প্রত্যাহার করেন।

উনিশ শতকের সত্তরের দশকে পূর্ব-বাংলা থেকে অধিকহারে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ঢাকা ছাড়াও রাজশাহী, পাবনা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ থেকে প্রচুর পত্রিকা প্রকাশ হতে থাকে। কিন্তু এসব পত্রিকার সামাজিক প্রভাব ততটা ছিল না। এ দশকেই পূর্ব-বাংলায় মুসলমানরা সাংবাদিকতার অঙ্গনে প্রবেশ করতে শুরু করে। পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমান সম্পাদিত প্রথম সংবাদপত্রটির নাম 'পারিল বার্ত্তাবহ'। এই পাক্ষিক পত্রিকাটি ১৮৭৪ সালে ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জের নিকটস্থ পারিল গ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন আনিছউদ্দিন আহমদ। সত্তরের দশকের প্রথম বছর পূর্ববঙ্গ থেকে যে সব পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে আর্য্যধর্ম প্রকাশিকা, মিত্র প্রকাশ, নারী শিক্ষা, বঙ্গবন্ধু, রাজশাহী সম্বাদ, বরিশাল বার্তাবহ প্রভৃতি।

১৮৭০ সালে ময়মনসিংহ থেকে জ্ঞান প্রদায়িনী সভার মুখপত্র হিসাবে 'আর্য্যধর্ম প্রকাশিকা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কিন্তু এ পত্রিকাটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি। এ বছর মে মাসে কবি হরিশচন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় ঢাকা 'মিত্র প্রকাশ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটা ছিল একটি সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। আট ফর্মার এই পত্রিকার মূল্য ছিল আট আনা। দ্বিতীয় বর্ষে পত্রিকাটি অল্প কিছু দিন পাক্ষিক আকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৭২ সালে কবি হরিশচন্দ্র মিত্রের মৃত্যু হয়। এরপর তার বড় ভাই কালিদাস মিত্র পত্রিকা সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু অল্প কিছু দিন পরই পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। এ বছর (১৮৭০)

www.pathagar.com

ঢাকা থেকে 'নারী শিক্ষা' নামে একটি মহিলা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এক ফর্মার এই পত্রিকাটির বার্ষিক চাঁদার হার ছিল আট আনা। ঢাকা সুলভযন্ত্র থেকে এটি ছাপা হত। পত্রিকাটি স্বল্পায়ূ ছিল।

১৮৭০ সালে বঙ্গচন্দ্র রায়ের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'বঙ্গবন্ধু' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল ঢাকার ব্রাহ্ম সমাজের 'সঙ্গত সভার' মুখপত্র। দু'বছর চলার পর পত্রিকাটি সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। ১৮৮৬ সালের এপ্রিল থেকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে চার পৃষ্ঠার একটি ইংরেজি পত্রও প্রকাশিত হয়, যার নাম ছিল 'ফ্রেন্ডস অব বেঙ্গল'। ১৯০৭ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি চালু ছিল। তবে প্রকাশনা নিয়মিত ছিল না। বঙ্গচন্দ্র রায়ের পর পর্যায়ক্রমে কৈলাসচন্দ্র নন্দী, বরদাকান্ত হালদার, ঈশান চন্দ্র সেন, গিরীশ চন্দ্র সেন প্রমুখ পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। বোয়ালিয়া রাজশাহীর থেকে 'রাজশাহী সম্বাদ' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায়নি।

১৮৭০ সালে বরিশাল থেকে ঈশ্বরচন্দ্র করের সম্পাদনায় 'বরিশাল বার্ত্তাবহ' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি বরিশাল থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র। পত্রিকাটি সত্যপ্রকাশ যন্ত্রালয় থেকে প্রকাশিত হত। এটি ছিল বরিশাল শহরের প্রথম মুদ্রণালয়, পত্রিকাটি ছিল দু'ফর্মার। এতে বিভিন্ন রকমের সংবাদ থাকত।

১৮৭১ সালে প্রকাশিত যে সব সংবাদপত্র সম্পর্কে জানা গেছে তার মধ্যে রয়েছে উইকলি ইস্ট, শুভ সাধিনী, হিতকরী, ধমূকেতু, হিতসাধিনী, সমাজ দর্পণ প্রভৃতি। এ বছর কালী নারায়ণ রায়ের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'উইকলি ইস্ট' নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ঢাকার ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। এটি সম্পর্কে আর কোন তথ্য জানা যায়নি। ফেব্রুয়ারিতে কালীপ্রসন্ন ঘোষের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'শুভ সাধিনী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার পরিচালক ছিলেন কালী নারায়ন রায়। এটি ছিল শুভ সাধিনী সভার মুখপত্র। ঢাকার ব্রাহ্মরা সুরা নিবারণ, স্ত্রী শিক্ষা দান এবং জ্ঞানোন্নতি সাধনের লক্ষ্যে এই সভা স্থাপন করে। এটি ঢাকার গিরীশযন্ত্র থেকে মুদ্রিত হত। পত্রিকাটি চার বছর টিকে ছিল। শুভ সাধিনীর প্রতিদ্বন্দ্বী একটি পত্রিকা এ সময় (১৮৭১-এ) ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এটি হচ্ছে সাপ্তাহিক 'হিতকরী'। ঢাকার সুলভযন্ত্র থেকে 'হিতকরী' মুদ্রিত হত। এ পত্রিকাটি সম্পর্কে আর কোন তথ্য জানা যায়নি। তবে হিতকরী এবং শুভ-সাধিনী দুটি পত্রিকাই পাঁচ/দশ কপি করে বিক্রি হত বলে জানা যায়। এ বছর ঢাকার সুলভযন্ত্র থেকে 'ধূমকেতু' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ সময় বরিশালের ঝালকাঠি থেকে হিতসাধিনী এবং খুলনা থেকে সমাজ দর্পণ নামে আরো দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। হিতসাধিনীর সম্পাদক ছিলেন নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী। 'সমাজ দর্পণ'-এর সম্পাদক ও পরিচালক ছিলেন যশোধা নন্দন সরকার। সমাজ দর্পণের একটি সংখ্যায় ছোট লাট স্যার জর্জ ক্যাম্পবেলকে বিদ্রুপ করা হলে যশোদা নন্দন চাকুরিচ্যুত হন।

১৮৭২ সালে পূর্ববঙ্গ থেকে যে সব পত্রিকা প্রকাশিত হয় তার মধ্যে রয়েছে বঙ্গ দর্পন, জ্ঞানপ্রভা, পরিমল বাহিনী এবং জ্ঞানাঙ্কুর। বরিশাল থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক

www.pathagar.com

'বঙ্গ দর্পণ'। সিরাজগঞ্জের ঘোড়াচরা গ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক জ্ঞানসভা। এটির পরিচালক ছিলেন চন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। বরিশালের কেওড়া গ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'পরিমল বাহিনী'। সম্পাদক ছিলেন পন্ডিত হরকুমার রায়। রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক জ্ঞানাঙ্কুর। এটির সম্পাদক ছিলেন শ্রী কৃষ্ণদাস। প্রতি কপির মূল্য ছিল চার আনা। এটি ছিল একটি সাহিত্য সাময়িকী। ১৮৮২ সালে পত্রিকাটি 'প্রতিবিম্ব' নামে অন্য একটি পত্রিকার সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়।

১৮৭৩ সালে প্রকাশিত যে সব পত্রিকা সম্পর্কে জানা গেছে তার মধ্যে রয়েছে জ্ঞানবিকাশিনী, বালারঞ্জিকা, গ্রামদূত, পল্লী দর্শন, মহাপাপ বাল্যবিবাহ প্রভৃতি। পাবনার চাটমোহর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'জ্ঞানবিকাশিনী'। এটি ছিল জ্ঞানবিকাশিনী সভার মুখপত্র। পত্রিকাটিতে সামাজিক রাজনৈতিক সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হত। প্রতি সোমবার এটি প্রকাশিত হত। বার্ষিক চাঁদার হার ছিল ছয় টাকা। মহিমচন্দ্র চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। বরিশালের গোপালপুর থেকে আবদুর রহিমের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বালারঞ্জিকা'। নারী সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল দু'পয়সা। এক ফর্মার এ পত্রিকা বরিশাল সত্যপ্রকাশ যন্ত্র থেকে মুদ্রিত হত। বরিশালের পোনাবালিয়া থেকে (১২৮০ বৈশাখ) প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'গ্রামদূত'। পত্রিকাটি সম্পর্কে আর কোন তথ্য জানা যায়নি। পাবনার চাটমোহর থেকে (১২৮০ ভাদ্র) প্রকাশিত হয় মাসিক 'পল্লী দর্শন'। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন ঈশানচন্দ্র চক্রবর্তী। জ্ঞান বিকাশিনী যন্ত্র থেকে এটি মুদ্রিত হত। ঢাকার ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে গঠিত বাল্যবিবাহ নিবারণী সভার মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয় 'মহাপাপ বাল্য বিবাহ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়। এক ফর্মার এই পত্রিকার বার্ষিক চাঁদার হার ছিল তিন টাকা। পত্রিকাটি দু'বছর টিকে ছিল।

১৮৭৪ সালে প্রকাশিত তিনটি পত্রিকা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে বান্ধব, বাঙ্গালী ও পাক্ষিক পারিল বার্তাবহ। পারিল বার্তাবহ সম্পর্কে পূর্বেই আলোকপাত করা হয়েছে। উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের অন্যতম সাহিত্য সাময়িকী মাসিক বান্ধব। ঢাকা থেকে প্রকাশিত অনিয়মিত এই সাময়িকীর সম্পাদক ছিলেন সুসাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন ঘোষ। প্রথম পর্যায়ে বান্ধব চলেছিল এগার বছর (১২৮১-১২৯৫), দ্বিতীয় পর্যায়ে পাঁচ বছর (১৩০৮-১৩১৩)। প্রথম পর্যায়ে ডাকমাসুলসহ পত্রিকার বার্ষিক চাঁদার হার ছিল এক টাকা দুআনা। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিন টাকা ছয় আনা। এ বছর (১৮৭৪) ময়মনসিংহ থেকে শ্রীনাথ চন্দ্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'বাঙ্গালী'। এটি ছাপা হত ঢাকার ইস্ট বেঙ্গল প্রেস থেকে। এটি প্রায় চার বছর টিকে ছিল।

১৮৭৫ সালে প্রকাশিত যে সব পত্রিকা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া গেছে তার মধ্যে রয়েছে—সত্যপ্রকাশ, প্রমোদী, সুহৃদ, রাজশাহী সমাচার, ঢাকা দর্শক, ভারত মিহির হিতৈষিণী ইত্যাদি। বরিশালের বানারিপাড়া থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'সত্যপ্রকাশ'। ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'প্রমোদী'। রাজশাহী জেলার

www.pathagar.com

নাটোরের অন্তর্গত করচমারিয়া থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'রাজশাহী সমাচার'। পত্রিকার প্রকাশক বেনীমাধব নন্দী। এর আয়ূস্কাল ছিল মাত্র এক বছর। ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'ঢাকা দর্শক' সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে মুনতাসির মামুন লিখেছেন, 'ঢাকা প্রকাশ'-এর একজন বিক্ষুব্ধ পাঠক এ পত্রিকার প্রকাশক। উনিশ শতকের একটি জনপ্রিয় পত্রিকা 'ভারত মিহির'। ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। ভারত মিহির প্রকাশের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন কালীনারায়ণ সান্যাল। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অনাথবন্ধু গুহ। জানকিনাথ ঘটক, শ্রীনাথ চন্দ, আনন্দচন্দ্র মিত্র, কবি দিনেশচরণ বসু, অমরচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ব্যক্তির লেখা এতে নিয়মিত ছাপা হত। সরকারের কোপানলে পড়ে ১৮৭৮ সালে পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। 'ভারত মিহির'-এর প্রচার সংখ্যা ছিল ঈর্ষনীয়। ১৮৮৪ সালে ভারত মিহির কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। বরিশাল থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'হিতৈষিণী'। সম্পাদক দীননাথ সেন। কিছুকাল প্রকাশের পর এটি মাসিক পত্রিকায় পরিণত হয়।

১৮৭৬ সালে প্রকাশিত যেসব পত্রিকা সম্পর্কে জানা গেছে তার মধ্যে রয়েছে— শ্রীহট্ট প্রকাশ, ভারত সুহৃদ, বিশ্ব সুহৃদ, চিত্রকর, ধর্মপ্রকাশ ইত্যাদি। ১ জানুয়ারি সিলেট থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় রাজনৈতিক সংবাদপত্র পাক্ষিক 'শ্রীহট্ট প্রকাশ'। প্যারিমোহন দাস পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তিনি ছিলেন ইন্ডিয়া অফিসের পররাষ্ট্র দফতরের একজন কেরানি। একজন শ্বেতাঙ্গকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত হয়ে তিনি তিন মাস কারাভোগ করেন। কারাবাসের মেয়াদ শেষ হলে তিনি পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিছু দিন পত্রিকা চালানোর পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর মনোহর ঘোষ পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৭৪ সালে সিলেটকে আসামের সাথে যুক্ত করার প্রতিক্রিয়া হিসাবে শ্রীহট্ট প্রকাশ নামে এই পাক্ষিক পত্রিকাটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। স্বদেশ চেতনা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধের কারণে পত্রিকাটি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। পত্রিকার প্রকাশনা ১০ বছর অব্যাহত ছিল।

১৮৭৬ সালে ফরিদপুর থেকে 'ভারত সুহৃদ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন শ্যামাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী ও বিধুভূষণ গুহ। এ বছর ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক বিশ্ব সুহৃদ। ফরিদপুরে উলিপুর থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক চিত্রকর। এটির সম্পাদক ছিলেন প্রতাপচন্দ্র রায়। এ সময়ে ঢাকা থেকে 'ধর্মপ্রকাশ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

১৮৭৭ সালে জ্ঞানভেদ এবং ইন্ডিয়ান ল রিপোর্ট নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশের তথ্য পাওয়া যায়। চন্দ্রমোহন সেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'জ্ঞানভেদ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রসিকচন্দ্র বসুর সম্পাদনায় বরিশালে থেকে আইন বিষয় একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার নাম 'ইন্ডিয়ান ল রিপোর্ট।' এটি স্থানীয় সত্যপ্রকাশ প্রেস থেকে ছাপা হত। এটিই সম্ভবতঃ এদেশে প্রথম আইন বিষয়ক পত্রিকা।

১৮৭৮ সালে চারটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের তথ্য পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে— কৌমুদী, সুহৃদ, আর্য্যপ্রদীপ এবং চন্দ্রশেখর। ময়মনসিংহের সুসং দূর্গাপুর থেকে

www.pathagar.com

প্রকাশিত হয় মাসিক 'কৌমুদী'। মহারাজ শিবকৃষ্ণ সিংহের অর্থানুকূল্যে এই সাহিত্য পত্রিকাটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। সম্পাদক ছিলেন রুক্মিনীকান্ত ঠাকুর। এ সময় রুক্মিনী কান্ত ঠাকুরের সম্পাদনায় সুসং দূর্গাপুর থেকে আর্য্যপ্রদীপ নামে আরো একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। দিনাজপুরের ভাটপাড়া থেকে 'সুহৃদ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক তারনবন্ধু শর্মা। এটি ছিল উন্নতি সাধিনী সভার মাসিক মুখপত্র। চট্টগ্রাম থেকে তারকচন্দ্র দাসগুপ্তের সম্পাদনায় 'চন্দ্র শেখর' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদকের জন্ম মীরসরাই মিঠানালা। কালীকুমার তর্কভূষণ ছিলেন পত্রিকার প্রকাশক। এটিই ছিল চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা। তারকচন্দ্র দাসগুপ্ত 'চট্টল ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের লেখক। সংবাদপত্র দলনের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি স্থায়ী হয়নি।

১৮৭৯ সালে প্রকাশিত যে সব পত্রিকার সন্ধান পাওয়া গেছে তারমধ্যে রয়েছে— পূর্ব প্রতিধ্বনী, সঞ্জীবনী, সংশোধনী, ভারত সুহৃদ, রজনী, বিশ্ববন্ধু, ভারত ভিখারিনী প্রভৃতি। চট্টগ্রাম থেকে পন্ডিত চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'পূর্ব-প্রতিধ্বনী'। পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ছিল ৪৭৪ কপি। ময়মনসিংহ থেকে শ্রীনাথ চন্দের সম্পাদনায় 'সঞ্জীবনী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি সম্পর্কে শ্রীনাথ চন্দ্র লিখেছেন, 'কুচবিহার বিয়ের পর ব্রাহ্মসমাজ বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। 'ভারত মিহির'-এর নেতা নানা কারণে নব্য ব্রাহ্মদিগের প্রতি (নববিধান বিরোধী) অসন্তুষ্ট ছিলেন। ভারত মিহির স্বভাবতই পক্ষাবলম্বন করেছিল নববিধান সমাজের। এই সকল কারণে এখানে একখানি স্বতন্ত্র সংবাদপত্র প্রকাশ করা আবশ্যক হয়েছিল।' পত্রিকাটি টিকে ছিল দু'বছর। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় 'সংশোধনী' পত্রিকা। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন নর্মাল স্কুলের পন্ডিত কাশীচন্দ্র গুপ্ত। তিনি ব্রাহ্ম মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। প্যারেড ময়দানের পশ্চিম পাহাড়ের ওপর অবস্থিত ব্রাহ্ম মন্দিরের পৌরহিত্যও তিনিই করতেন। স্থানীয় শারদযন্ত্রে এটি মুদ্রিত হত। পত্রিকাটি প্রথমে মাসিক, পরে পাক্ষিক এবং শেষে সাপ্তাহিকে পরিণত হয়েছিল। পত্রিকাটি ৪৫ বছর টিকে ছিল। ঢাকার নান্নার গ্রামের কৈবর্ত জমিদার অম্বিকাচরণ রায়ের সম্পাদনায় 'ভারত সুহৃদ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির বার্ষিক চাঁদার হার ছিল একটাকা দু'আনা। প্রচার সংখ্যা তিনশ কপি। পত্রিকাটি অনিয়মিতভাবে দীর্ঘদিন চলেছিল। ময়মনসিংহ থেকে এ সময় (১৮৭৯) 'মাসিক রজনী' নামে একটি সাময়িকী প্রকাশিত হয়। বগুড়া থেকে কিশোরী লাল রায়ের সম্পাদনায় 'বিশ্ববন্ধু' নামে একটি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ঢাকা থেকে হরকুমার মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'ভারত ভিখারিনী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ঢাকার গিরীশযন্ত্রে মুদ্রিত হত। পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ছিল তিনশ। ষোল পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দু'আনা।

উনিশ শতকের সত্তরের দশকে বাংলায় শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের মধ্যে স্বদেশ প্রেমের উন্মেষ দেখা দিলে ব্রিটিশ শাসকরা মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে মনোযোগী হয়, মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষায় উৎসাহ প্রদানের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

www.pathagar.com

এ সময় একদিকে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদীরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা শুরু করেন। অন্যদিকে আবার আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ মুসলমান নেতার ধর্মকে জাতিসত্তার বৈশেষিক লক্ষণ বলে চিহ্নিত করলেন এবং মুসলিম মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থে সর্ববিধ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার পথ পরিহার করে ইংরেজ প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতার পথ বেছে নিলেন। তারা ব্রিটিশ ভারতীয় সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই মুসলমানদের উন্নতির কথা চিন্তা করলেন। ওই দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তব রূপায়ণে সবচেয়ে বেশি সক্রিয়তার পরিচয় দিলেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান। ১৮৭৪ সালে তিনি আলীগড় মহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৮ সালে স্কুলটি কলেজে উন্নীত হয়। এই কলেজটিকে কেন্দ্র করে আশির দশকে আলীগড় আন্দোলন গড়ে ওঠে। এদিকে ১৮৭২ ও ১৮৮১ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট এবং ১৮৮২ সালের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে মুসলমানদের অনগ্রসরতা ও অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কথা সরকারিভাবে প্রকাশিত হয়। ১৮৮২ সালের শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের সুযোগে ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসন ১৮৮৫ সালে মুসলমানদের শিক্ষা, সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক প্রস্তাব গ্রহণ করে।

উল্লেখ্য, অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত সময়ে ব্রিটিশ প্রশাসনের বিভিন্ন নীতি, মুসলমান সমাজের অতীতমুখীনতা, রাজনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে হীনমন্যতাবোধ, প্রতীচ্যের বুর্জোয়া সভ্যতার মর্মবস্তুর প্রতি অনীহার পথ ধরে বাঙালি মুসলমান মানসে বিচ্ছিন্নতাবোধ পল্লবিত ও বিকশিত হয়েছে। মুসলমানরা নিজেদেরকে অচলায়তনে বন্দি করেছিলেন। ফলে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি, শাসকের ভাষার প্রতি তাদের প্রবল অনীহা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু আশির দশকে শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিশেষ সুবিধা প্রদানের ফলে মুসলমান সমাজে শিক্ষার প্রসার দ্রুত হয়। চাকুরি ক্ষেত্রে তারা অগ্রাধিকার পায়। এতে মুসলমানদের মধ্যে আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি পায়। ফলে পত্র-পত্রিকা প্রকাশের প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায়।

আশির দশকের প্রথম দিকে অর্থাৎ ১৮৮৩ সালের ৩০ জানুয়ারি ইলবার্ট বিলের আন্দোলন শুরু হয়। লর্ড রিপনের নির্দেশে তাঁর আইন সচিব স্যার ইলবার্ট বিচার বিভাগে ভারতীয় ইংরেজদের বর্ণবৈষম্যজনিত অধিকারভেদ দূর করার লক্ষ্যে এই আইনের খসড়া করেন। ইলবার্ট বিলে ইউরোপীয় আসামীদের বিচারের ক্ষমতা ভারতীয় বিচারকের ওপর অর্পণের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু বিলের খসড়া প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বসবকারী ইউরোপীয়দের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা ও ক্ষোভ দেখা দেয়। বিল বাতিলের দাবীতে ব্যারিস্টার ব্রানসনের নেতৃত্বে আন্দোলনে নামে ইউরোপীয়রা। তাদের এ কাজের দোসর হয় ইউরোপীয়দের দ্বারা পরিচালিত সংবাদপত্রগুলো। সিমলা থেকে লর্ড রিপন কলকাতায় এলে তাকে রীতিমতো অপমান করে ইউরোপীয়রা। তাঁর ভোজসভা বয়কট এবং তাকে অপহরণের হুমকি দেয়া হয়। এই সব আন্দোলনের ফলে ১৮৮৪ সালে সংশোধিত আকারে ইলবার্ট বিলটি পাস হয়। এর ফলে ভারতীয় দায়রা ও জেলা জজের আওতায় ইউরোপীয়দের আনা হলেও জুরি পরিষদে কম করে অর্ধেক ইউরোপীয় রাখার

www.pathagar.com

ব্যবস্থা করা হয়। ইলবার্ট বিলকে ইউরোপীয়রা বা তাদের সংবাদপত্র যেমন তীব্র আক্রমণ করে তেমনি এর সমর্থনে এগিয়ে আসে বেশ কিছু ভারতীয় সংবাদপত্র। ফলে ইউরোপীয় এবং ভারতীয় সংবাদপত্রের সংঘাত এ সময় তীব্র হয়ে ওঠে।

১৮৮৫ সালের ভারতীয় তার আইনে সরকারকে সংবাদপত্রে প্রেরিত যে কোন খবরের তারবার্তা অধিগ্রহণ অথবা মাঝখানে আটকে দেওয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়। ১৮৯৮ সালে প্রণীত অন্য এক আইন বলে সরকার যে কোন চিঠি খুলে পড়ার ও আটক করার অধিকারী হয়। এ আইনটিও সরকার সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার লক্ষ্যে প্রণয়ন করে।

১৮৮২-৮৩ সালের মধ্যে সর্বভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভারত সভার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বরে ভারতসভার আনুকূল্যে কলকাতায় একটি ন্যাশনাল কনফারেন্স আহ্বান করা হয়। ২৮, ২৯, ৩০ ডিসেম্বর কলকাতার আলবার্ট হলে অধিবেশন হয়। দু'বছর পর ১৮৮৫'র ২৫, ২৬, ২৭ ডিসেম্বরে কলকাতায় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে জাতীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন ও মহামেডান এসোসিয়েশনও এতে যোগ দেয়। ২৮ ডিসেম্বর ১৮৮৫ বোম্বাই শহরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে। কংগ্রেসের প্রথম উদ্যোক্তারা যতটা রাজ আনুগত্যের ছায়ায় থেকে রাজনৈতিক দাবী-দাওয়া, অভাব-অভিযোগ উত্থাপন করতে চেয়েছিলেন, বাঙালি নেতৃবৃন্দ ঠিক ততটা ছায়ার নিচে থাকতে চাননি। এ সময় বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলোর ভূমিকাও ছিল ঠিক বাঙালি নেতৃবৃন্দের মনোভাবের অনুরূপ।

১৮৮০ সালে পূর্ববঙ্গ থেকে যেসব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—পরিদর্শক, আর্য্য প্রভা, ত্রিপুরা বার্তাবহ, অপূর্ব রহস্য, দি স্টুডেন্ট জার্নাল প্রভৃতি। 'পরিদর্শক' প্রকাশিত হয়েছিল সিলেট থেকে। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। জন্মলগ্ন থেকেই সাপ্তাহিক পরিদর্শক সিলেট জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ওই অঞ্চলের মানুষের জনমত প্রকাশের শক্তিশালী বাহনে পরিণত হয়। বিপিনচন্দ্র পাল বেশি দিন সম্পাদক ছিলেন না। পরবর্তী জীবনে তিনি Memories of My life and times (1932) নামে একটি আত্মজীবনী রচনা করেন। বিপিনচন্দ্রের পর রাজচন্দ্র চৌধুরী, রাধানাথ চৌধুরী ও প্রফুল্ল মোহন দাস 'পরিদর্শক' সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। পত্রিকাটির প্রকাশনা ৬০ বছর ধরে অব্যাহত ছিল। নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতা ছিল পরিদর্শকের প্রধান গুণ। ময়মনসিংহের দূর্গাপুর থেকে রুক্মিনীকান্ত ঠাকুরের সম্পাদনায় 'আর্য্যপ্রভা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ছিলেন দূর্গাপুরের মহারাজা শিবকৃষ্ণ সিংহ। পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন ভারতের প্রধান প্রধান ঐতিহ্য পাঠকের সামনে তুলে ধরা। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ছয় আনা।

কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ত্রিপুরা বার্তা'। প্রকাশনার দু'বছর পর এটি পাক্ষিকে পরিণত হয়। ঢাকা থেকে হরিহর নন্দীর সম্পাদনায় 'অপূর্ব রহস্য' নামে একটি

www.pathagar.com

মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ছিল কৌতূক প্রধান। এ সময় (১৮৮০) আনন্দমোহন দত্তের সম্পাদনায় 'দি স্টুডেন্ট জার্নাল' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ছাত্রদের জন্য প্রকাশিত এই পত্রিকাটি পূর্ববঙ্গের কোন অঞ্চল থেকে প্রকাশিত হয়েছিল তা জানা যায়নি।

১৮৮১ সালে অনেক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে—সুধাকর, চারুবার্তা, ভিষক, বিক্রমপুর প্রকাশ, শ্রীক্ষেত্র চিত্র, সাহিত্য দর্শন, সদানন্দ, ঋষিতত্ত্ব, আচার্য্য, বঙ্গ সুহৃদ প্রভৃতি। ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক সুধাকর। শেরপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক চারুবার্তা, সম্পাদক দিনেশচরণ বসু। ঢাকা থেকে 'ভিষক' নামে চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল ঢাকা ভেষজ সমালোচনী সভার মুখপত্র। পত্রিকাটি সূর্যনারায়ণ ঘোষ, দূর্গাদাস রায় এবং কাশীচন্দ্র দত্ত যৌথভাবে সম্পাদনা করতেন। এটি ছিল (ইংরেজি-বাংলা) দ্বি-ভাষিক। পত্রিকাটি ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত টিকে ছিল। 'ভেষজ সভার' সম্পাদক রামপ্রসাদ সেন পত্রিকার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

বিক্রমপুরের বীরতারা থেকে মহিমচন্দ্র চক্রবর্তীর সম্পাদনায় 'বিক্রমপুর প্রকাশ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার বার্ষিক চাঁদার হার ছিল তিনটাকা। পত্রিকাটির আবরণ পত্রের ওপর লেখা থাকত— "এই পত্রিকা সম্পর্কে কোন প্রকার সমালোচনা করিবেন না, মাথার দিব্যি"। এ সময় (১৮৮১) ঢাকা থেকে ক্ষেত্রচন্দ্র বসুর সম্পাদনায় 'শ্রীক্ষেত্র' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'সাহিত্য দর্শন'। ঢাকা থেকে হরিহর নন্দের সম্পাদনায় 'সদানন্দ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি হাস্যরসে ভরপুর ছিল। এটি নিয়মিত প্রকাশিত হতো না। তবে পত্রিকাটি প্রায় এক দশক কাল চালু ছিল। চট্টগ্রাম থেকে অন্নাদাচরণ সরস্বতীর সম্পাদনায় 'ঋষিতত্ত্ব' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এতে বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, দর্শন, জ্যোতিষশাস্ত্র, প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হত। নড়াইল থেকে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'আচার্য্য'। শেরপুর থেকে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'বঙ্গ সুহৃদ'।

১৮৮২ সালে প্রকাশিত যে সব পত্র-পত্রিকা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া গেছে তার মধ্যে রয়েছে—বার্ত্তাবহ, রামধনু, ভারত হিতৈষী, নবীন, দর্পণ, প্রতিভা, হরিভক্তি তরঙ্গিনী, বঙ্গবিলাপ, জ্ঞান বিকাশিনী, উষা, আর্য্যরঞ্জন, ফুলতত্ত্ব প্রকাশিকা, রংমহল ভারতবাসী, প্রভৃতি। এ বছর পাবনা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বার্ত্তাবহ'। ঢাকা থেকে এ বছর জুনে সূর্য নারায়ণ ঘোষের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'রামধনু'। শিল্প বিজ্ঞান বিষয়ক এ সচিত্র পত্রিকাটির প্রকাশনা পাঁচ বছর অব্যাহত ছিল। বরিশাল থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'ভারত হিতৈষী'। ঢাকা থেকে প্রসন্নকুমার গুহের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'নবীন'। কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'দর্পণ'। ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'প্রতিভা'। ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'হরিভক্তি তরঙ্গিনী'। এটি

www.pathagar.com

ছিল নববিধান সমাজের মুখপত্র। একই সময় ময়মনসিংহ থেকে কাশীনাথ চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'বঙ্গ বিলাপ।' ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'জ্ঞান বিকাশিনী'। পাবনা থেকে তারকনাথ অধিকারীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'উষা'। বরিশাল সত্য প্রকাশ যন্ত্র থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'আর্য্যরঞ্জন'। সিলেট থেকে গিরিজ ভূষণ দে'র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় দুটি বার্ষিক পত্রিকা—ফুলতত্ত্ব প্রকাশিকা ও রংমহল। চট্টগ্রাম থেকে প্রসন্নকুমার করের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ভারতবাসী'।

১৮৮৩ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—কিরণ, সারস্বতপত্র, বালিকা, বৈষয়িক তত্ত্ব, প্রভৃতি। ঢাকার নান্নার গ্রাম থেকে কালীচরণ দে'র পরিচালনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'কিরণ'। এছাড়াও এ সময় ঢাকা থেকে রাজবিহারী দাসের সম্পাদনায় 'সারস্বতপত্র' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল ঢাকার 'সারস্বত' সমাজের মুখপত্র। রাজবিহারী দাসের পর উমেশচন্দ্র বসু এ পত্রিকার সম্পাদক হন। ঢাকা থেকে অক্ষয় কুমার গুপ্তের সম্পাদনায় 'বালিকা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রাজশাহীর তাহিরপুরের কৃষি কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'বৈষয়িক তত্ত্ব'। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বঙ্গবিহারী খাঁ। জীবনের সকল ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের উপায় বাতলে দেয়ার লক্ষ্যে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এতে নানা ধরনের আইন এবং সরকারি সার্কুলারও প্রকাশিত হত। পাশাপাশি রাজনীতি, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা পত্রিকায় স্থান পেত।

১৮৮৪ সালে যেসব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে প্রান্তবাসী, বিক্রমপুর বার্ত্তাবহ, রত্মাকর, আখবারে এসলামিয়া, বৌদ্ধবন্ধু, আয়ুর্বেদ সঞ্জীবনী প্রভৃতি। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'প্রান্তবাসী'। এ পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন 'চট্টগ্রামের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রণেতা উকিল পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী। ঢাকা থেকে 'বিক্রমপুর বার্ত্তাবহ' নামে এ সময় একটি স্বল্পায়ু পত্রিকা এবং 'রত্মাকর' নামে অন্য একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রত্মাকরের সম্পাদক ছিলেন কাশীনাথ বসাক। টাংগাইলের করটিয়া থেকে মোহাম্মদ নঈমউদ্দিনের সম্পাদনায় 'আখবারে এসলামিয়া' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি করটিয়ার জমিদার হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নীর অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। করটিয়ার 'মাহমুদিয়া প্রেস' মাহমুদ আলী খান পন্নী স্থাপন করেন। জমিদারির কাগজপত্র, দলিল, বোর্ড, মুদ্রণের উদ্দেশ্যে এটি স্থাপিত হলেও এখান থেকেই মোহাম্মদ নঈমুদ্দিন আখবারে এসলামিয়া পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। পত্রিকাটিতে ইসলাম ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধাবলী ও নিবন্ধ প্রকাশিত হত।

আখবারে এসলামিয়া ছিল রক্ষণশীল এবং গোঁড়া চিন্তা-চেতনা প্রকাশের মাসিক পত্রিকা। এই পত্রিকাটির বিরোধী এবং বিপরীত বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল ছিল সাময়িক পত্র 'আহমদী'। ১৮৮৫ সালে আহমদী মাসিক আকারে প্রকাশিত হয় এবং ১৮৮৬ সালে তা পাক্ষিকে পরিণত হয়। পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন আবদুল হামিদ খান ইউসুফজাই। এটি টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার থেকে প্রকাশিত হত। প্রথম মুসলমান সার্থক গদ্য লেখক মীর

www.pathagar.com

মশাররফ হোসেন এই পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন। দেলদুয়ারের জমিদার পত্নী করিমুন্নেসা চৌধুরানীর অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত এই পত্রিকাটি অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির জন্য সুনাম অর্জন করে। আহমদী ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। অন্যদিকে 'হানাফি' পক্ষের পত্রিকা আখবারে এসলামিয়া ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। আহমদী সম্পাদক আবদুল হামিদ ইউসুফজাই একজন সুসাহিত্যিক ও রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগী হিসাবে কাজ করেন। রাষ্ট্রবিরোধী বক্তৃতা দেবার অপরাধে তিনি অভিযুক্ত হয়েছিলেন। ইউসিফজাইর পত্রিকা আহমদী কংগ্রেস এবং হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির সমর্থক ছিল।

১৮৮৪ সালে চট্টগ্রাম থেকে কালী কিঙ্কর মুৎসুদ্দীর সম্পাদনায় 'বৌদ্ধবন্ধু' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এক বছর চলার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৮৭ সালে এটি পুনঃপ্রকাশিত হয়। এ সময় কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী পত্রিকাটি সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু এক বছর পর পত্রিকাটি পুনরায় বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘ ষোল বছর পত্রিকা বন্ধ থাকার পর ১৮০৬ সালে এটি পুনঃপ্রকাশিত হয়। এ সময়ে পত্রিকা সম্পাদনার ভার পড়ে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির সম্পাদক ভগীরথ বড়ুয়ার ওপর। 'বৌদ্ধবন্ধু' ছিল বাংলার বৌদ্ধ সমাজের প্রথম পত্রিকা। এটি পরে কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়। ঢাকা থেকে কবিরাজ ভগবত প্রসন্ন সেন ও হরিপ্রসন্ন সেনের সম্পাদনায় 'আয়ুর্বেদ সঞ্জীবনী' নামে একটি চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কবিরাজ কালীপ্রসাদ সেন ও কবিরাজ কালী প্রসন্ন সেনের পৃষ্ঠপোষকতায় পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করে। ১১৭ কুমারটুলী ঢাকা ছিল পত্রিকার কার্যালয়।

১৮৮৫ সালে যেসব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—বিজলী, পূর্ববঙ্গবাসী, মহাবিদ্যা, হোমিওপ্যাথিক অনুবাদক, পূর্বদর্পণ, শিল্পকৃষি পত্রিকা, দিনাজপুর পত্রিকা। এ বছর চট্টগ্রাম থেকে মৌলবী আহমদউল্লাহর সম্পাদনায় 'পূর্ব দর্পণ' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রাজশাহীর তাহিরপুরের জমিদার শশিশেখর রায়ের উদ্যোগে 'শিল্প কৃষি পত্রিকা' নামে একটি মাসিক প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি বিনামূল্যে বিতরণ করা হত। দিনাজপুর থেকে ব্রজেশ্বর সিংহ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'দিনাজপুর পত্রিকা' নামে একটি মাসিক সাময়িকী প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি সাহিত্য বিষয়ক হলেও এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজ সংস্কার, শিক্ষার প্রসার এবং রাজনীতি, অর্থনীতি খেলাধুলা সম্পর্কে জনগণকে উৎসাহিত ও সচেতন করে তোলা। পত্রিকার সঙ্গে জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মাধব চট্টোপাধ্যায়, খানবাহাদুর একিন উদ্দিন, পন্ডিত মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি, ভুবনমোহন কর প্রমুখ যুক্ত ছিলেন। স্বেচ্ছায় পৃষ্ঠপোষকতার জন্য এগিয়ে আসেন জেলা ক্যালেক্টর মিঃ এইচ বিডন। ব্রজেশ্বর সিংহের পর যথাক্রমে বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য, যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, মাধবচন্দ্র শিকদার, শিবপ্রসাদ কর, হরিচরণ চক্রবর্তী, ইউসুফ আলী ভাগবী পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। সেন-প্রেস থেকে পত্রিকাটি নিয়মিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। পঞ্চাশ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দু' আনা।

www.pathagar.com

ফরিদপুরের বেড়া থেকে শ্যামাচরণ মজুমদারের সম্পাদনায় 'বিজলী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত হত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'পূর্ববঙ্গবাসী'। ঢাকা থেকে কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'মহাবিদ্যা'। আধ্যাত্মিক ও আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের জন্য এ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশনার দু'বছর পর তা 'গরীব'-এর সাথে যুক্ত হয়ে 'গরীব ও মহাবিদ্যা' নাম ধারণ করে। এ সময় কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য 'মহাবিদ্যা' ছাড়াও 'হোমিও প্যাথিক অনুবাদ' নামে আরো একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন।

১৮৮৬ সালে যে সব-পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয় তার মধ্যে রয়েছে—গরীব, ঢাকা গেজেট, আহমদী প্রভৃতি। টাঙ্গাইল থেকে আবদুল হামিদ খান ইউসুফজাই সম্পাদিত আহমদী সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে। সাপ্তাহিক 'গরীব' প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে। সম্পাদক ছিলেন কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য। কিন্তু পত্রিকা পরিচালনায় লোকসান হওয়ায় কুঞ্জবিহারী ঢাকা প্রকাশের কর্মচারি বরদা শংকরের কাছে পত্রিকার স্বত্ব বিক্রি করে দেন। কুঞ্জবিহারী ছিলেন বর্ণহিন্দু তাই পত্রিকাটি ছিল হিন্দু ধর্মের সমর্থক। কিন্তু বরদা শংকরের কাছে মালিকানা হস্তান্তরের পর তা ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের হাতিয়ারে পরিণত হয়। প্রকাশনার চার বছর পর অর্থ সংকটের কারণে পত্রিকাটি মাসিকে রূপান্তরিত হয়। ঢাকা 'ইস্ট'-এর এককালীন সম্পাদক শশীভুষণ রায়ের সম্পাদনায় 'ঢাকা গেজেট' নামে একটি এ্যাংলো ভার্নাকুলার সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি সমাজ সংস্কারের পক্ষ নেয়, ফলে এটি রক্ষণশীল গোষ্ঠীর প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। কিন্তু শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পত্রিকাটি বিশ শতক পর্যন্ত টিকে থাকে।

১৮৮৭ সালে যে সব পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে উত্তরবঙ্গ হিতৈষী, চট্টল গেজেট, দ্বিভাষিকী, বাসন্তী, অধ্যয়ন, যুবক সুহৃদ, কামনা, কাঙ্গালের ব্রহ্মান্ডভেদ, সচিত্র কৃষি শিক্ষা, হিন্দু মোসলমান সম্মিলনী প্রভৃতি। রংপুরের মহিম নগর থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক উত্তরবঙ্গ হিতৈষী। চট্টগ্রাম থেকে অক্ষয়কুমার গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'চট্টল গেজেট'। যশোর থেকে কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় 'দ্বিভাষিকী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির ভাষা ছিল বাংলা ও সংস্কৃত। এটি এক বছর চলেছিল। ময়মনসিংহ থেকে ব্রজনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'বাসন্তী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ঢাকা থেকে রাম দয়াল মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'অধ্যয়ন'। এ সময় ঢাকা থেকে 'যুবক সুহৃদ' নামেও একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল টেম্পারেন্স সোসাইটির মুখপত্র। এ পত্রিকাটির প্রকাশনার ব্যয়ভার বহন করতেন শ্রীহট্ট সুহৃদ সমিতি। ঢাকা থেকে শশীভূষণ দত্তের সম্পাদনায় কামনা নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকিরের (হরিনাথ মজুমদার) সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'আত্ম ও সাধনতত্ত্ব' বিষয়ক পত্রিকা 'কাঙ্গালের ব্রহ্মান্ডভেদ'। এটি সম্ভবতঃ মাসিক পত্রিকা ছিল এবং প্রকাশনাও ছিল অনিয়মিত। ঢাকা থেকে কালী

www.pathagar.com

কুমার মুন্সির সম্পাদনায় বের হয় 'সচিত্র কৃষি শিক্ষা'। যশোহরের মাগুড়া থেকে গোলাম কাদেরের সম্পাদনায় 'হিন্দু মোসলমান সম্মিলনী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের হয়। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের লক্ষ্যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এটি কলকাতা থেকে মুদ্রিত হত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দু' আনা। প্রচার সংখ্যা ছিল পাঁচশ কপি।

১৮৮৮ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—গৌরব, উদ্দেশ্য মহত, সুখী পাখী, শিক্ষা, ক্রীড়া ও কৌতুক, শ্রীহট্ট সুহৃদ, শক্তি, কাশীপুর নিবাসী প্রভৃতি। অভিনব সাপ্তাহিক 'গৌরব' প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে। সম্পাদক অন্নদা প্রসাদ চক্রবর্তী। পত্রিকাটিতে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, ধর্ম, কৃষি, বিজ্ঞানসহ সকল বিষয়ে লেখা হত। এর প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল এক পয়সা। গৌরব টিকে ছিল ১৮৯০ সাল পর্যন্ত। ময়মনসিংহের মোহনগঞ্জ থেকে ইব্রাহিম খাঁর সম্পাদনায় 'উদ্দেশ্য মহত' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মুসলিম সমাজের উন্নতি বিধানের লক্ষ্যে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যশোর থেকে সারদা প্রসাদ বসুর সম্পাদনায় 'সুখী-পাখী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের হয়। এ সময়ে যশোহরের বনগ্রাম থেকে প্রিয়নাথ বসুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'শিক্ষা'। এটি ছিল 'ছাত্র সমিতির' মুখপত্র। রাজশাহীর তাহিরপুর থেকে রাধেশ চন্দ্র শেঠের সম্পাদনায় 'ক্রীড়া-কৌতুক' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তাহিরপুরের জমিদার শশীশেখর রায় পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। এটি তত্ত্বপ্রকাশ যন্ত্র থেকে প্রকাশিত হত। এক বছর পর পত্রিকাটি কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। সিলেট থেকে কৈলাশ চন্দ্র বিশ্বাসের সম্পাদনায় 'শ্রীহট্ট সুহৃদ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল শ্রীহট্ট সুহৃদ সমিতির মুখপত্র। ঢাকার আরমানিটোলা থেকে গিরীশচন্দ্র বসুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'শক্তি'। পত্রিকাটি স্বল্পায়ু ছিল। বরিশালের কাশীপুর থেকে প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'কাশীপুর নিবাসী'।

১৮৮৯ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয় তার মধ্যে রয়েছে—সম্মিলনী, শুক-শারি, আলো, শিক্ষা পরিচর, ফরিদপুর হিতৈষিণী প্রভৃতি। লাহোর ট্রিবিউনের বিখ্যাত সম্পাদক যদুনাথ মজুমদার যশোর থেকে 'সম্মিলনী' নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। যদুনাথ কাশ্মীরে রাজস্ব বিভাগে চাকুরি করতেন। সেই চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে তিনি যশোরে এসে ওকালতি শুরু করেন। আইন ব্যবসার ফাঁকে জনকল্যাণের লক্ষ্যে তিনি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ সময় যশোর থেকে 'শুক-শারি' নামে আরো একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন নিবারণচন্দ্র কাব্যতীর্থ। পত্রিকাটি শুভকরী যন্ত্র থেকে মুদ্রিত হত।

চট্টগ্রামের রাউজানের কোয়েপাড়া গ্রাম থেকে নলিনীকান্ত সেনের সম্পাদনায় 'আলো' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পরে এটি চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯০১ সালে নলিনীকান্তের মৃত্যুর পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। রাজশাহীর বোয়ালিয়া থেকে শরৎচন্দ্র চৌধুরীর সম্পাদনায় 'শিক্ষা পরিচ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। স্বনামধন্য ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রের 'শিক্ষাপরিচর' নামে একটি

www.pathagar.com

সমিতি স্থাপন করেন, পত্রিকাটি ছিল ওই সমিতির মুখপত্র। ১৮৯৪ সালে পত্রিকাটি কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ফরিদপুর হিতৈষিণী'। পত্রিকাটি স্বল্পায়ু ছিল।

নব্বইয়ের দশকে কংগ্রেসের শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি বাংলাদেশে ও মহারাষ্ট্রে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। সন্ত্রাসবাদীরা ইটালীর মাৎসিনী ও গ্যারিবল্ডী, রাশিয়ার নিহিলিস্ট এবং আয়ারল্যান্ডের ফেনিয়ান আন্দোলনের কার্যকলাপ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এ সময় সন্ত্রাসবাদকে দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়ার জন্য গীতার নতুন ব্যাখ্যা দেয়া হয়। সন্ত্রাসবাদ বা বিপ্লববাদের প্রসারের ফলে বিভিন্ন স্থানে নানা ধরনের বিপ্লবাত্মক ঘটনা ঘটতে থাকে। এ সব ঘটনায় ব্রিটিশের ভারত সরকার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের কথা চিন্তা ভাবনা করতে থাকে। তাদের উদ্যোগেই ১৮৯৮ সালে ১২৪ (ক) ধারার পরিবর্তে রাজদ্রোহ মোকাবেলায় আরো কঠোর একটি ধারা 'পেনাল কোড'-এর সংযোজিত হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিদ্বেষ প্রচারের দায়ে শাস্তি দেবার জন্য সংযোজিত হয় ১৫৩ (ক) ধারা এবং সরাকারি কর্মীদের উস্কানি দেয়ার দায়ের শাস্তি দিতে সংযোজিত হয় নতুন ৫০৫ ধারা।

১৫৩ (ক) ধারায় বলা হয়, 'যে ব্যক্তি কথিত বা লিখিত শব্দাবলীর সাহায্যে বা সংকেতাদি, বা দৃশ্যমান কলামূর্তির সাহায্যে, বা প্রকারান্তরে জনগণের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে শত্রুতা বা ঘৃণার ভাব সৃষ্টি করে, বা সৃষ্টির উদ্যোগ করে, সেই ব্যক্তি কারাদন্ডে যাহার মেয়াদ দুই বছর পর্যন্ত হইতে পারে বা অর্থদন্ডে বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হইবে।' নব্বইয়ের দশকের শেষ প্রান্তে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার জন্য এই কালাকানুনটি প্রণীত হয়। জন্মলগ্ন থেকে সংবাদপত্রকে মুখোমুখী হতে হয়েছে শাসকশক্তির খড়গহস্তের, সইতে হয়েছে নির্যাতন নিপীড়ন। নদী যেমন পর্বতের গুহা থেকে জন্ম নিয়ে বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত মিলিত হয় মহাসমুদ্রের মোহনায়, তেমনি সংবাদপত্রের স্রোতধারাও ব্রিটিশের পাষাণ গুহামুখ থেকে উৎসারিত হয়ে সমগ্র উনিশ শতক ধরে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত জাতীয় জীবনের মুক্তির মোহনায় গিয়ে মিলিত হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, এদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস মূলতঃ সংগ্রামেরই ইতিহাস।

১৮৯০ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—হিতকরী, সমালোচক, নববিধান মৃতসঞ্জীবনী, এপ্রিল ফুল, এপ্রিল রহস্য, নবমিহির, নবযুবক সহযোগী, আশালতা প্রভৃতি। কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়া থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'হিতকরী'। প্রখ্যাত লেখক ও ঔপন্যাসিক মীর মশাররফ হোসেন ছিলেন এই পত্রিকার মালিক-সম্পাদক। তবে নেপথ্যে থেকে কাঙাল হরিনাথ এই পত্রিকা প্রকাশে সহায়তা করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। বাংলা ভাষা চর্চা ও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের লক্ষ্যে পত্রিকাটি প্রকাশ করা হয়। পত্রিকা প্রকাশের দুবছর পর মীর মশাররফ হোসেন তার কর্মস্থল টাঙ্গাইলে পত্রিকাটি স্থানান্তর করেন। তখন এ পত্রিকাটি মোসলেমউদ্দিন খানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হত বলে ধারণা করা হয়। কুষ্টিয়ার (চুয়াডাঙ্গা) কাশীপুর থেকে সুরেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'সমালোচক'

www.pathagar.com

নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। টাঙ্গাইল থেকে শশীভূষণ তালুকদারের সম্পাদনায় 'নববিধান মৃতসঞ্জীবনী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের হয়। সিলেট থেকে লালপ্রসন্ন কুমারদে'র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় দুটি বার্ষিক পত্রিকা—এপ্রিল ফুল ও এপ্রিল রহস্য। টাঙ্গাইলের ঘাটাইল থেকে রামগোপাল ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'নবমিহির'। টাঙ্গাইল থেকে উমেশচন্দ্র দে'র সম্পাদনায় 'নবযুবক' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বরিশাল থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'সহযোগী' এবং পাবনার সিরাজগঞ্জ থেকে কুঞ্জবিহারীদে'র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'আশালতা'।

১৮৯১ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—শ্রীহট্ট মিহির, প্রকৃতি, রসরাজ এবং সেবক। সিলেট থেকে লালপ্রসন্ন কুমার দে'র সম্পাদনায় 'শ্রীহট্ট মিহির' নামে একটি সাপ্তাহিক ও 'রসরাজ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ঢাকা থেকে প্রভাতচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'প্রকৃতি'। ১৮৯০ সালে পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হবে। এ সিদ্ধান্ত অনুসারে পরের বছর (১৮৯১) 'সেবক' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শশীভূষণ দত্ত। দু'বছর চলার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। তৃতীয় বর্ষে পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশিত হয়। এ সময় পত্রিকার সম্পাদক হন শ্রীনাথ চন্দ্র। শ্রীনাথ চন্দের পর নবকুমার সমাদ্দার ও কাশীচন্দ্র ঘোষাল পত্রিকাটি সম্পাদক ছিলেন। ২৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল এক আনা দু'পাই। প্রচার সংখ্যা ছিল তিনশত পঞ্চাশ কপি।

১৮৯২ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—শ্রীহট্টবাসী, সদর ও মফস্বল, গদাধর ও ঝংকার। সিলেট থেকে নগেন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'শ্রীহট্টবাসী'। পত্রিকা প্রকাশের চার মাস পর 'পরিদর্শক' নামে অপর একটি পত্রিকার সঙ্গে এটিকে একীভূত করে ফেলা হয়। তখন পত্রিকার নামকরণ হয় 'পরিদর্শক ও শ্রীহট্টবাসী'। রাজশাহী তাহিরপুরের জমিদার শশীশেখর রায়ের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক পত্রিকা 'সদর ও মফস্বল'। সিলেট থেকে মহেন্দ্রনাথ দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় বার্ষিক 'গদাধর'। সুনামগঞ্জ থেকে কিরণশশীদে'র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় বার্ষিক 'ঝংকার'।

১৮৯৩ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—শ্রীহট্টবাসী, আরা, শান্তি, ছাত্রসহচর এবং লতিকা। সিলেট থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'শ্রীহট্টবাসী'। এ বছর সেপ্টেম্বরে ঢাকা থেকে জে, ডি বেগনারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'আরা'। এটি ছিল ঢাকাস্থ আর্মেনী সম্প্রদায়ের মুখপত্র। আরা ছিল সাহিত্য, আর্মেনী ইতিহাস ও রাজনীতি বিষয়ক মাসিকপত্র। পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২০, বার্ষিক চাঁদার হার ছিল দু'টাকা। ঢাকা থেকে মাধবচন্দ্র তর্কচূড়ামনির সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'শান্তি'। প্রচার সংখ্যা ছিল পাঁচশ। পৃষ্ঠা ২৪, মূল্য এক আনা দু'পাই। যশোর থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'লতিকা'। এটির পরিচালক ছিলেন

www.pathagar.com

তারিনীচরণ সিংহ। ২০ হরিশংকর রোডের ভিক্টর লাইব্রেরী থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। প্রচার সংখ্যা তিনশ। মূল্য এক আনা তিন পাই। এটি কলকাতা থেকে মুদ্রিত হত। রংপুরের কুড়িগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'ছাত্র সহচর'। পত্রিকাটি রামচরণ দেব ও মন্মথ সিংহ যৌথভাবে সম্পাদনা করতেন। পৃষ্ঠা আট, প্রতি কপির মূল্য ছ' আনা, প্রচার সংখ্যা পাঁচশ। নিম্ন প্রাইমারি ছাত্রদের জন্য পত্রিকাটি প্রকাশ করা হত।

১৮৯৪ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—বিক্রমপুর, হীরা, হিন্দু পত্রিকা, ত্রিপুরা প্রকাশ, আভা এবং উষা। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে অনুকূল চন্দ্র চক্রবর্তীর সম্পাদনায় মাসিক 'হীরা' ও মাসিক 'উষা' নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। দুটিই ছিল সাহিত্য পত্রিকা। মাসিক হীরার পৃষ্ঠা ছিল ৩৬, মূল্য দু'আনা, প্রচার সংখ্যা তিনশ। তৃতীয় সংখ্যা থেকে হীরা সম্পাদনা করেন ব্রজেন্দ্রচন্দ্র মন্ডল। উষা ছিল ৩২ পৃষ্ঠা, মূল্য দু'আনা, প্রচার সংখ্যা পাঁচশ। উষার ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন রামকানাই দত্ত। যশোর থেকে যদুনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'হিন্দু পত্রিকা'। এতে বেদ, উপনিষদ ও প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হত। ১৮৯৭ সালে পত্রিকাটি দ্বি-মাসিকে পরিণত হয়। এটি কলকাতা থেকে মুদ্রিত হত। প্রচার সংখ্যা ছিল তিন হাজার। কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'ত্রিপুরা প্রকাশ'। এ বছর মহেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'আভা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি কলকাতা থেকে মুদ্রিত হত। এছাড়া পত্রিকাটি সম্পর্কে আর কোন তথ্য জানা যায়নি।

১৮৯৫ সালে যেসব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—বগুড়া দর্পণ, ঘোষক, সচিত্র গান ও গল্প, শিক্ষা দর্পণ ও সুদর্শন। বগুড়া থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'বগুড়া দর্পণ'। খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'ঘোষক'। সিলেট থেকে বঙ্কু বিহারী দাসের সম্পাদনায় 'সচিত্র গান ও গল্প' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। খুলনা থেকে দেবেন্দ্র নাথ বিদ্যারত্নের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'শিক্ষা দর্পণ'। পত্রিকাটি চব্বিশ পরগণা থেকে মুদ্রিত হত। পৃষ্ঠা ৩২, প্রতি কপির মূল্য ছ'পাই, প্রচার সংখ্যা ছিল এক হাজার। ঢাকা থেকে বরদাকান্ত ভৌমিকের সম্পাদনায় 'জাগরণ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রকাশকাল সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। সম্ভবতঃ ১৮৯৫ অথবা ১৮৯৬ সাল পত্রিকার প্রকাশকাল, সিলেট থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন অর্জুন সিংহ।

১৮৯৬ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—বরিশাল হিতৈষী, শৈবী, পারিজাত, ভিক্ষুক, তত্ত্ববোধ প্রভৃতি। বরিশাল বঙ্গ বিদ্যালয়ের হেডপন্ডিত রাজমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বরিশাল হিতৈষী'। কুষ্টিয়ার কুমারখালি থেকে শিবচন্দ্র বিদ্যার্নবের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'শৈবী'। এটি ছিল তন্ত্রবিষয়ক পত্রিকা। রংপুর থেকে রসিক মোহন চক্রবর্তীর সম্পাদনায় মাসিক 'পারিজাত' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল রংপুর ধর্মসভার মুখপত্র। পত্রিকাটি কলকাতা থেকে মুদ্রিত হত। প্রচার সংখ্যা পাঁচশ। প্রতি কপির মূল্য তিন আনা। রংপুর থেকে 'ভিক্ষুক' নামে আরো একটি মাসিক পত্রিকা

www.pathagar.com

প্রকাশিত হত। ভিক্ষুক এর সম্পাদক ছিলেন সারদাকান্ত মৈত্রেয়। যশোর থেকে প্রকাশিত হত মাসিক 'তত্ত্ববোধ'। সম্পাদক ছিলেন ত্রৈলোক্য নাথ চূড়ামনি। পৃষ্ঠ ১২, প্রতি কপির মূল্য দু'আনা। প্রচার সংখ্যা দেড়শ।

১৮৯৭ সালে যেসব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—সঞ্চয়, উৎসাহ (১), উৎসাহ (২), আওয়ার বন্ড, এবং মোহিনী। ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সঞ্চয়'। যশোর থেকে বিমল চন্দ্র রায় চৌধুরীর সম্পাদনায় 'মোহিনী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের মুখপত্র। পত্রিকাটি কলকাতা থেকে মুদ্রিত হত। ৪৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ আনা। প্রচার সংখ্যা তিনশ। রংপুর ছাত্র সংঘের মুখপত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে মাসিক 'উৎসাহ'। সম্পাদক ছিলেন অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী। রাজশাহীর রামপুর বোয়ালিয়া থেকেও 'উৎসাহ' নামে আরো একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন সুরেশ চন্দ্র সাহা। পরবর্তীতে ব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদক হন। পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২, প্রতি কপির মূল্য দু'আনা, প্রচার সংখ্যা চারশ। রংপুর থেকে 'আওয়ার বন্ড' নামে একটি ইংরেজি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন ড. সি, মিড। পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ছিল চারশ। পরে এটি পাবনায় স্থানান্তরিত করা হয়।

১৮৯৮ সালে যেসব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে— জ্যোতি, অঞ্জলি এবং কোহিনুর। চট্টগ্রাম থেকে নলিনীকান্ত সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'জ্যোতি'। সংবাদ ও সাহিত্যের সংমিশ্রণে এটি ছিল একটি চমৎকার পত্রিকা। কিছু দিন পর এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন কংগ্রেস কর্মী কালীশঙ্কর চক্রবর্তী। চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনারের ব্যক্তিগত সহকারি কবি নবীনচন্দ্র সেন নেপথ্যে থেকে পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তিনিই সম্পাদকীয় মতামত লিখতেন। প্রথমে সনাতন প্রেসে পত্রিকাটি ছাপা হত। পরে নিজস্ব প্রেস স্থাপন করা হয়। ১৯২১ সালের ৫ আগস্ট 'জ্যোতি' দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। দৈনিক 'জ্যোতি' সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মহিমচন্দ্র দাস। কিন্তু কংগ্রেসের নরমপন্থি ও চরমপন্থি গ্রুপের বিরোধের কারণে কালীশঙ্কর চক্রবর্তী দৈনিক জ্যোতির সংশ্রব ত্যাগ করেন। তিনি একাই সাপ্তাহিক জ্যোতির প্রকাশনা অব্যাহত রাখেন।

১৮৯৮ সালের এপ্রিলে চট্টগ্রাম থেকে রাজেশ্বর গুপ্তের সম্পাদনায় 'অঞ্জলী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রাজেশ্বর গুপ্ত ছিলেন নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ। তার পুত্র যোগেন্দ্র মোহন গুপ্ত ছিলেন অঞ্জলীর প্রকাশক ও কার্যনির্বাহী সম্পাদক। সনাতন প্রেসের হারাধন ভট্টাচার্য কর্তৃক এটি মুদ্রিত হত। ২৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দু'আনা। পত্রিকাটি দু'বছরের বেশি টিকেনি। ১৪ জুলাই (১৮৯৮) কুষ্টিয়ার কুমারখালি থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'কোহিনূর'। পত্রিকার মালিক-সম্পাদক ছিলেন এস কে এম মহাম্মদ রওশন আলী। এটি ছিল সে সময়ের একটি বহুল প্রচারিত পত্রিকা। হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি বজায় রাখা, জাতীয় উন্নতি ত্বরান্বিত করা এবং মাতৃভাষার সেবাকল্পে অঞ্জলী প্রকাশিত হয়। কুঞ্জলাল দাস কর্তৃক রঘুনাথ যন্ত্র, কুমারখালী কুষ্টিয়া থেকে এটি মুদ্রিত হত।

www.pathagar.com

কোহিনূর পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে ছিলেন ব্যারিস্টার চন্দ্রশেখর সেন, মৌলবী আবদুল করিম বিএ, মৌলবী ওসমান আলী বিএল, মুন্সি মুহাম্মদ মেহেরুল্লা, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, মন্মথ চক্রবর্তী, মীর মশাররফ হোসেন, দূর্গাদাস লাহিড়ী, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, আবদুল হামিদ খান ইউসুফজাই, মুন্সি জমিরুদ্দীন আহমদ, রাইচরণ দাস, বসন্তকুমার চক্রবর্তী, হেরাম্বচন্দ্র মজুমদার, নিখিলনাথ রায়, অবিনাশ চন্দ্র দাস, মুহম্মদ হাবিবর রহমান, পন্ডিত মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি, কবি কায়কোবাদ, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। পরিচালকমন্ডলী তালিকা থেকে প্রতীয়মান হয় কোহিনূর সে সময় সমগ্র বাংলার একটি প্রভাবশালী পত্রিকা ছিল। ১৮৯৯ সালে পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক হিসাবে ফরিদপুরের পাংশা থেকে প্রকাশিত হয়। কয়েক বছর পত্রিকা বন্ধ থাকার পর ১৯১১ সালে এটি পুনঃপ্রকাশিত হয়। ১৮৯৮-৯৯ সালে শ্রীহট্ট দর্পণ ও 'শ্রীহট্ট বন্ধু' নামে সিলেট থেকে দুটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। শ্রীহট্ট দর্পণের সম্পাদক ছিলেন অচ্যুত চরণ চৌধুরী এবং শ্রীহট্ট বন্ধুর সম্পাদক ছিলেন রেভারেন্ড জেপি জোন্স।

১৮৯৯ সালে যেসব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে— ধর্মজীবন, মধুকর, কোকিল, ঐতিহাসিক চিত্র এবং প্রচারক। ফরিদপুরের মাদারিপুর থেকে শীতলচন্দ্র বেদান্তভুষণের সম্পাদনায় 'ধর্মজীবন' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল হিন্দুধর্ম বিষয়ক পত্রিকা। ঢাকা থেকে পরেশনাথ ঘোষের সম্পাদনায় মাসিক 'মধুকর' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'কোকিল'। সম্পাদক ছিলেন নিশীকান্ত ঘোষ। রাজশাহী থেকে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়-এর সম্পাদনায় 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় এ সাময়িকীটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল ইতিহাস গবেষণার স্বার্থে এ পত্রিকার জন্ম। কলকাতা থেকে প্রকাশিত অথচ একটি খাঁটি পূর্ববঙ্গীয় পত্রিকা ছিল মাসিক 'প্রচারক'। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন মুন্সি ময়েজউদ্দিন আহমদ। তিনি মুন্সি মধু মিয়া নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। টাঙ্গাইলের তিন বিখ্যাত জমিদার নওয়াব আলী চৌধুরী, ওয়াজেদ আলী খান পন্নী এবং আবদুল হালিম গজনবীর অর্থানুকূল্যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

উনিশ শতকের বাঙালি জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার সকল দিক প্রতিফলিত হয়েছে সে সময়ের সংবাদপত্রে, এর মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে জাতীয় জীবনের বহু মূল্যবান উপকরণ। স্বপন বসুর মতে, উনিশ শতকে সংবাদ সাময়িকপত্রের সংখ্যা ছিল বারশর মত। অন্য এক পরিসংখ্যানে থেকে দেখা গেছে, ১৮৫৭ সাল থেকে ১৯০০ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সাময়িকপত্রের সংখ্যা ছিল ৯০৫টি। এর মধ্যে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ২৪০টি।

উনিশ শতকের বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাস ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাস থেকে আলাদা কিছু নয়। এ সময় সংবাদপত্রগুলি আর্থিক দিক থেকে কখনই লাভজনক কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন ছিল না। সংবাদপত্র প্রকাশনার পেছনে মুনাফা করার চিন্তার চেয়ে একটি আদর্শ, একটি মতবাদ-প্রচার এবং জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটানো, ব্রিটিশ

www.pathagar.com

রাজশক্তির স্বরূপ উদঘাটন, আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে কিছু প্রাপ্তি আর সামাজিক, ধর্মীয় সংস্কারের ইচ্ছাই বড় ভূমিকা নিয়েছিল। এ সময় অধিকাংশ পত্রিকাই ছিল স্থানিক।

স্থানীয় সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে পূর্ববঙ্গের হিন্দু মালিকানাধীন সংবাদপত্রসমূহে সমাজ প্রেক্ষণের যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়, মুসলিম মালিকানাধীন সংবাদপত্রসমূহে তা একই প্রকৃতিতে উপস্থাপিত হয়নি। হিন্দু মালিকানাধীন এবং মুসলিম মালিকানাধীন পত্রিকাগুলির উপজীব্য বিষয় ও অভিন্ন ছিল না। এ সময় হিন্দু মালিকানাধীন সংবাদপত্রগুলো সমাজ সংস্কার ও যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা, ব্রিটিশ প্রশাসনের দুর্বলতার দিকগুলো তুলে ধরে পাশাপাশি কিছুটা রাজনৈতিক বক্তব্য উপস্থাপন, নবচেতনার উন্মেষ ও বিকাশে একটি উপযোগী ভূমিকা পালন এবং ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিদেশিদের 'ভ্রান্ত' ধারণা অপনোদনের প্রয়াসেই ব্যাপৃত ছিল। অন্যদিকে, স্বধর্ম চেতনার বিকাশই ছিল অধিকাংশ মুসলমান সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাগুলোর মূল লক্ষ্য। উভয় সম্প্রদায়ের সংবাদপত্রে যা উপেক্ষিত থেকেছে তা হচ্ছে সাধারণ মানুষ।

গোটা উনিশ শতকই আলোড়িত হয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়ের সংস্কার আলোচনার মধ্যে, যার সূত্রপাত করেছিলেন রামমোহন, পরে তা এগিয়ে নিয়ে গেছে ইয়ং বেঙ্গল, বিদ্যাসাগর প্রমুখ। এ সময় হিন্দু সমাজে যে কলুষগুলো চিহ্নিত করা হয়েছিল সেগুলো হল—গঙ্গায় শিশু বিসর্জন, অন্তর্জলি যাত্রা, সতীদাহ, বিধবা বিবাহ, বহু বিবাহ, কুলীন বিবাহ রোধ, সহবাস সম্মতি আইন প্রভৃতি। রক্ষণশীল পত্রিকাগুলো এ ধরনের সংস্কার রোধের স্বপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিক্রমপুরের রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গে প্রবল আন্দোলন শুরু করেন। এ নিয়ে তিনি পত্র-পত্রিকায় লেখেন, পুস্তিকা ও গান রচনা করেন। কৌলিন্য প্রথা সংবাদপত্রে প্রহসনের বিষয় হয়ে উঠেছিল। সে কারণে গোটা উনিশ শতক ধরেই কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করেছে অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা।

উনিশ শতকে পত্র-পত্রিকা সবচেয়ে বেশি মাথা ঘামিয়েছে জমি, জমিদার, বা কৃষক সংশ্লিষ্ট ঘটনা বা খবরাখবর নিয়ে। দুর্গম কুমারখালী থেকে হরিনাথ মজুমদার নিয়মিত প্রকাশ করেছেন 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'। যার অধিকাংশ পাতা জুড়েই থাকত জমিদার ও কৃষক। ফরাজি আন্দোলান, সাওতাল বিদ্রোহ, পাবনার কৃষক বিদ্রোহ সংক্রান্ত সংবাদও পত্র-পত্রিকায় এসেছে। কিন্তু পত্রিকাগুলো বিদ্রোহীদের পক্ষাবলম্বন করে কিছুই লেখেনি।

ইংরেজ শাসন সঞ্জাত স্বার্থ-সংঘাত, ক্ষোভ এবং পরিণামে স্বাজাত্যবোধের উদ্ভব ও বিকাশ এর মধ্যেই নিহিত উনিশ শতকের বাঙালির রাজনৈতিক মনোভাব। এই মনোভাব বা মনোভঙ্গি তারা নিবেদন করেছিলেন সংবাদপত্র ও বিভিন্ন সভা-সমিতির মাধ্যমে। ইংরেজ প্রশাসনের ক্ষেত্রে সম্পাদকের দৃষ্টি প্রধানত আকর্ষিত হয়েছে পুলিশের অন্যায় আচরণ, সিভিলিয়ানদের রূঢ় ব্যবহার, আদালতের পক্ষপাতদুষ্টতা ইত্যাদি বিষয়ে। অর্থনৈতিক শোষণ সম্পর্কে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পত্রিকাগুলো সোচ্চার হতে থাকে।

উনিশ শতকে সংবাদপত্রের অভ্যন্তরীণ সংগঠন খুব মজবুত ছিল না। প্রথম শ্রেণীর একটি দৈনিকে একজন সম্পাদক, একজন সহকারি সম্পাদক, একজন সাব-এডিটর,

www.pathagar.com

এবং সর্বোচ্চ পাঁচজন রিপোর্টার নিয়ে কাজ চালাত। এছাড়া, থাকত একগাদা প্রুফরিডার, প্রায়-সবাই স্বল্পশিক্ষিত। তাদের মাইনে ছিল কম। গা দিয়ে তেলচিটে গন্ধ বেরুত। সংবাদপত্রের প্রস্তুতি সম্পর্কে ব্যবস্থা ছিল কম। বেশির ভাগ সময় ব্যয় হত রচনার সাহিত্যিক গুণ রক্ষার জন্য। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তৃতার বিবরণ ছাপার আগ্রহ পত্রিকাগুলোর ছিল না। তবে ক্রীড়া সংবাদের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখা যেত।

সে সময় পত্রিকার সাজসজ্জার (লে আউট) কোন বালাই ছিল না। প্রথম পাতায় সরকারি বিজ্ঞপ্তি, নৌ-সংবাদ ইত্যাদি প্রকাশিত হত শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন আকারে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে অনেক তথ্য সন্নিবেশিত থাকত। প্রথম পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন পাঠকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল। সরকারি বিজ্ঞাপন সংবাদের মর্যাদা পেত। বিনামূল্যে ওইসব সরকারি বিজ্ঞাপন ছাপা হত। শুরুতে সংবাদপত্রের বিক্রয়মূল্য অত্যন্ত বেশি ছিল। সকল সংবাদপত্রের নিজস্ব ছাপাখানা ছিল না। সংবাদ সংগ্রহ, যোগাযোগ ও পত্রিকা প্রেরণের ব্যাপারে নানাকরম বাধা ছিল।

উনিশ শতকে সংবাদপত্রের প্রভাব লেখাপড়া জানা গ্রাহকদের সীমা ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। এ প্রভাব শুধু ছোট-বড় শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সংবাদপত্র সুদূর গ্রাম পর্যন্ত পৌছুত। অনেক পাঠক তা পড়তেন। সংবাদপত্র পাঠ কেন্দ্র করেই ক্রমশ সারা দেশে গড়ে ওঠে পাঠাগার গড়ে তোলার আন্দোলন। সংবাদপত্রকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে স্থানীয় পাঠাগার। তখনকার বড় বড় বিতর্ক চলত সংবাদপত্রের মাধ্যমে। রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি, জাতীয়তাবোধ সঞ্চার ঔপনিবেশিক শাসনের মুখোশ উন্মোচনের মাধ্যমে সংবাদপত্র সরকার বিরোধী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাও পালন করে। সরকারের সব আইন, সব নীতির সমালোচনা করা হত সংবাদপত্রে। ১৮১৮ থেকে ১৯০০ এই ৮২ বছরের মধ্যে সংবাদপত্রের অনেক উন্নতি ঘটলেও যে সীমাবদ্ধতার মধ্যে তাদের কাজ করতে হত তাতে একটি সম্পূর্ণ সার্থক সংবাদপত্র গড়ে তোলা ছিল কঠিন ব্যাপার। সেই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উনিশ শতকে সংবাদপত্রের যে অগ্রগতি ঘটেছিল তা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

www.pathagar.com

অধ্যায় : তিন

বিশ শতকের প্রথম চার দশকের সংবাদপত্র

বিশ শতকের সূচনাকালে বিশাল প্রত্যাশা নিয়ে বাঙালি বরণ করে নিয়েছিল নতুন শতাব্দীকে। বিশ-শতকের সূচনায় স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে বাঙালি। তার মনে দানা বেঁধে ওঠে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত হবার আকাঙ্খা। তাই দেশকে মুক্ত করতে ফাঁসির মঞ্চে আত্মহুতি দিতে এগিয়ে এসেছেন শত শত তরুণ, সহ্য করেছেন অপরিসীম লাঞ্ছনা ও নির্যাতন। এরই মাঝে সাম্যবাদী চিন্তা-ভাবনার ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে বাঙালি জীবনে। রুশ বিপ্লবের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়েছেন তারা, কেউ কেউ শ্রেণীহীন শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার স্বপ্নও দেখতে শুরু করেন। নিজ অধিকার আদায় করে নেবার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন বাংলার কৃষক। সমবেত কণ্ঠে আওয়াজ তুলেছেন আধি নয়, তেভাগা চাই। নিজেদের প্রাপ্য বুঝে নিতে জোট বেঁধেছেন বাংলার শ্রমিক। জাতীয় আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর তালে তালে স্পন্দিত হতে আরম্ভ করেছে বাঙালি জীবন।

বিশ শতকের শুরুতে রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন সম্ভাবনা ও সুযোগ সৃষ্টি হয়। সেই সঙ্গে বাংলা সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে যায়। উনিশ শতকের শেষ তিন দশকের বিচিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বাঙালির আত্মপ্রত্যয়, দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধ জেগে ওঠে। এতে দেশীয় সংবাদপত্রসমূহের শক্তি ও রাজনৈতিক চেতনাও বৃদ্ধি পায়। এ সকল ঘটনার নেপথ্যে পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে আমেরিকার স্বাধীনতা, ফরাসি বিদ্রোহের আদর্শ, আয়ারল্যান্ডের হোমরুল, ইটালি ও জার্মানির জাতীয় আন্দোলনের ঘটনা। এ ঘটনা এদেশের মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার অভীপ্সাকে দুর্বার করে তোলে। চলতে থাকে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি। সংবাদপত্র হয়ে ওঠে তার যোগ্য বাহন।

১৮৯৯ সালে জানুয়ারি মাসে লর্ড কার্জন ভারতের নতুন ভাইসরয় হয়ে এলেন। তিনি ছিলেন সুপন্ডিত, অক্লান্ত কর্মী, গোড়া সাম্রাজ্যবাদী। কিন্তু ভারতীয়দের প্রতি তার অপরিসীম অবজ্ঞার মনোভাব দেশজোড়া বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করল। এই বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া থেকে জন্ম নিল স্বদেশী আন্দোলন। এদেশে কার্জনের আগমন নানা কারণে যুগসন্ধিক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত। এ সময় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দেশবাসীর মনে দানা বেঁধে ওঠে। তার আগমনের সময় থেকে ১৯৪৭-এ ভারত বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত এই দীর্ঘ ৪৮ বছর ভারতের ইতিহাসে স্বাধীনতা সংগ্রামের কাল বলে চিহ্নিত।

www.pathagar.com

ভারতে এসে লর্ড কার্জন কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি অ্যাক্ট (১৮৯৯) জারি করে কলকাতার নাগরিকদের প্রতিনিধিত্বের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করেন এবং এভাবেই জনগণের সামনে তিনি কার্জনী শাসনের সূচনা করেন। ১৯০২-এর জানুয়ারিতে তৈরি করা হয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন, জুনে রিপোর্ট পেশ করা হয় এবং ১৯০৪ সালে পাশ করা হয় বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইন। এতে অসংখ্য বেসরকারি কলেজের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরো জোরদার হয়। মধ্যবিত্ত সমাজ এই আইনকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে। ক্রমে ক্রমে তাদের প্রতিবাদ প্রবল হয়ে ওঠে। পত্রপত্রিকাগুলোও এই আইনের বিরোধিতা শুরু করে।

১৯০৩ সালের প্রথম দিকে বাংলার ছোটলাট স্যার এন্ড্রু ফ্রেজার বঙ্গভঙ্গ বিভাগের পরিকল্পনা করেন। কার্জন এই পরিকল্পনাকে পূর্ণ সমর্থন জানান। বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল তিনটি। প্রথমত, বিহার, উড়িষ্যা ও বাংলাদেশ নিয়ে গঠিত বিশাল প্রদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ। দ্বিতীয়ত, পূর্ববাংলার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে একটি প্রদেশ গঠন করে মুসলমানদের জন্য চাকরি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কিছু সুবিধার ব্যবস্থা করা। তৃতীয়ত, বাঙালি হিন্দু মধ্য শ্রেণীর সম্প্রসারণ ও ক্ষমতাকে খর্ব করা। যে তিনটি উদ্দেশ্যে ১৯০৫ সালে বঙ্গবিভাগ হয়েছিল তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদনীতিই ছিল ব্রিটিশ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সবচেয়ে কার্যকর। বঙ্গবিভাগের ফলে বাংলার বর্ণহিন্দুরা ব্যাপক গণআন্দোলন শুরু করে দেয়। কারণ, এতে তাদের স্বার্থ বিপন্ন হয়ে পড়ে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে বঙ্গবিভাগের বিরোধিতা প্রবল গণআন্দোলনের রূপ ধারণ করে। এর ফলে বিলাতি দ্রব্য বর্জন এবং সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সূত্রপাত হয়।

বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা ও চাকুরির সুযোগ কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বঙ্গভঙ্গ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত শ্রেণীর বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। এদের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর বিকাশ ও বিবর্তন শুরু হয়। উনিশ শতকে হিন্দু মানসে যে নব জাগরণ ঘটেছিল তারই মুসলমান সংস্করণ দেখা যায় বিশ শতকের প্রথম দিকে। কিন্তু উনিশ শতকের হিন্দু নবজাগরণের তুলনায় বিশ শতকের মুসলমান নব জাগরণ অনেক কম হিন্দু বিদ্বেষী ছিল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন জোরদার এবং সংগঠিত হতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মধ্যশ্রেণী এবং কংগ্রেসের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। হিন্দু ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের একটা তরঙ্গ প্রথমবারের মত প্রবলভাবে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য ধর্মের ব্যবহার হিন্দু মুসলমান উভয়ের ক্ষেত্রেই হয়ে দাঁড়ায় রীতিসিদ্ধ। এরই জের হিসাবে ১৯০৬ সালে নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন।

বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করার পরপরই বাংলায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন দু'ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি প্রকাশ্য স্বদেশী আন্দোলন, অন্যটি গোপন বিপ্লববাদী তৎপরতা। ঢাকা ছিল বিপ্লববাদী কার্যক্রমের একটি প্রধান কেন্দ্র। যার নীতি নির্ধারণ করতেন পুলিন

www.pathagar.com

দাস, প্রতুল গাঙ্গুলি প্রমুখ ব্যক্তি। তাদের অন্য আরেকটি প্রধান ঘাঁটি ছিল কুমিল্লা। স্বদেশী এবং বিপ্লববাদী এই উভয় আন্দোলনই সংবাদপত্রগুলোর ব্যাপক সমর্থন লাভ করে। এর বিরুদ্ধে শুরু হয় ব্রিটিশের ভারত সরকারের ব্যাপক দমন পীড়ন। সংবাদপত্রের ওপর ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে রাজদ্রোহ মামলা। ফলে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নেমে আসে চরম বিপর্যয়।

১৯০৫-এর নবেম্বরে লর্ড কার্জন ভারত ত্যাগ করেন। লর্ড মিন্টো তার স্থলাভিসিক্ত হন। ১৯০৬ সালে এপ্রিলে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলন বল প্রয়োগে ভেঙ্গে দেয়া হয়। ১৯০৭-এর মার্চে কুমিল্লা ও ময়মনসিংহে অশান্তির আগুন জ্বলে ওঠে। এই অস্থির রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে লর্ড মিন্টো ১৯০৮-এর জুনে সংবাদপত্র দমন করবার জন্য জারি করেন News Paper Incitements to offence 1908. বা সংবাদপত্র অপরাধ উদ্দীপন আইন ১৯০৮। ওই আইনে কোন সংবাদপত্র হত্যা বা অন্য কোন হিংসাত্মক কাজে বা বিস্ফোরক বস্তু আইনে বর্ণিত অপরাধ উদ্দীপনকারী কোন কিছু ছাপা হয়েছে বলে নিশ্চিত হলে যে কোন ম্যাজিস্ট্রেটকে ওই সংবাদপত্রের ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা দেয়া হয়।

১৯১০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি আরেকটি নতুন প্রেস অ্যাক্ট জারির মাধ্যমে ১৯০৮ সালের আইনটিকে আরো কঠোর রূপ দান করা হয়। ১৯১০ সালে সংবাদপত্র দমন করবার জন্য জারি করা হয় ভারতীয় সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন। এই আইনে উত্তেজনা সৃষ্টির অভিযোগে যে কোন পত্রিকার প্রেস বাজেয়াপ্ত, ডিক্লারেশন বাতিল করার ব্যাপক ক্ষমতা দেয়া হয় সরকারকে। এই আইন কার্যকর করার দায়িত্ব দেয়া হয় নিম্নপদস্থ পুলিশ অফিসারদের। এই আইনের যথেচ্ছ ব্যবহার করে এরা বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ওপর অকথ্য অত্যাচার শুরু করে। এই আইনে ১৮১০ থেকে ১৯১৯ সালের মধ্যে ৩৫০ টি ছাপাখানা, ৩০০ টি সংবাদপত্র এবং ৫০০ বই বাজেয়াপ্ত করা হয়। ১৯২১ সালে আইনটি প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এছাড়াও, ১৯০৫-এর ১০ অক্টোবর ইংরেজ সরকার প্রবর্তন করে কুখ্যাত ও গোপন কারলাইল সার্কুলার। রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে ছাত্র সমাজকে দূরে সরিয়ে রাখাই ছিল এই সার্কুলারের উদ্দেশ্য। এই সার্কুলার বলে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানও 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দেয়ার অপরাধে সর্বপ্রথম রংপুর জেলা স্কুল ও টেকনিকাল স্কুলের প্রায় দেড়শ ছাত্রকে পাঁচ টাকা করে জরিমানা ও অনাদায়ে বিদ্যালয় থেকে বহিস্কারের দন্ড দেয়া হয়।

বিশ শতকের শুরুতে স্বদেশী আন্দোলন ক্রমে রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। এই পরিবর্তন ব্রিটিশ শাসকদের মনে দারুণ শঙ্কা জাগায়। ফলে ১৯০৭-এ তারা কতগুলো শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রস্তাব করেন। ১৯১০-এর ডিসেম্বরে 'মর্লি মিন্টো' শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হয়। ১৯১০-এর ৯ ফেব্রুয়ারি একই সঙ্গে অন্তরীণ নেতারা মুক্তি পান এবং এবং ছাপাখানা আইন প্রবর্তিত হয়। ছাপাখানা আইনে বলা হয়—'মুদ্রাকরকে সরকারের কাছে নগদ টাকা জমা রাখতে হবে জামিন বা জামানত হিসাবে, সংবাদপত্রে আপত্তিকর কিছু ছাপলে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হবে। তারপরেও কোন অপরাধ করলে ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করা হবে। ১৯২১ সালে এই আইনটিও প্রত্যাহৃত হয়।

www.pathagar.com

বিশ শতকের শুরু থেকে পূর্ববঙ্গের সাংবাদিকতায় এক নতুন ধারার সংযোজন ঘটে। এ সময় থেকে পূর্ববাংলার মধ্য শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ ঘটে। তাছাড়া, ইংরেজ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও এ সময় দানা বাঁধতে থাকে। সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের ফলে জীবনের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন আসে। এ সময় থেকে এ অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক বিরোধ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সংবাদপত্রে ও সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটতে শুরু করে। রাজনীতির সাথে সাংবাদিকতার ক্রমপ্রসারমান আন্ত:ক্রিয়ার ফলে বিশ শতকে পূর্ববঙ্গে সংবাদপত্রের প্রকাশনা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বিশ শতকের প্রথম বছরে (১৯০০) যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—ইসলাম, ক্রনিকাল, ওয়ার্ল্ডপিস, ইস্টার্ন হেরাল্ড, শিক্ষক সুহৃদ, নূর আল ইমান, উদ্ধার ও উত্থান প্রভৃতি। মধু মিয়ার সম্পাদনায় 'ইসলাম' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সিলেট থেকে শশীন্দ্র কুমার সিংহের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'উইকলি ক্রনিকল'। এ সময় সিলেট থেকে অচলানন্দের সম্পাদনায় 'ওয়ার্ল্ড পিস' নামে আরো একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সিলেট থেকে তৃতীয় ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় আমিনুর রশিদ চৌধুরীর সম্পাদনায়। এ পত্রিকাটির নাম 'উইকলি ইস্টার্ন হেরাল্ড'। ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'শিক্ষক সুহৃদ'। 'উদ্ধার ও উত্থান' নামে এ বছর ঢাকা থেকে ইঙ্গ-বঙ্গ একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রাজশাহীর বোয়ালিয়া থেকে 'নূর আল ইমান' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ছিল রাজশাহীর আঞ্জুমানে হেমায়েত ইসলাম এবং নূর আল ইমান সমাজের মুখপত্র। এটির সম্পাদক ছিলেন মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী। সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে পত্রিকাটি বিনামূল্যে বিতরণ করা হত।

১৯০১ সালে যে সব পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—মোসলমান পত্রিকা, আরতি, সোলতান, বালক, ভারত সুহৃদ, এবং নুরুল ইসলাম। এ বছর ১৬ জানুয়ারি যশোর থেকে মাহতাব উদ্দিনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'মোসলমান' পত্রিকা। পত্রিকাটির মুদ্রাকর ছিলেন কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। চার পৃষ্ঠার এই পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ছিল এক হাজার। প্রতি কপির মূল্য ছিল এক আনা। ময়মনসিংহ থেকে সারদাচরণ ঘোষের সম্পাদনায় 'আরতি' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল ময়মনসিংহ সাহিত্য সংসদের মুখপত্র। এই পত্রিকার পঞ্চম বর্ষের সম্পাদক ছিলেন উমেশচন্দ্র রায় এবং অষ্টম বর্ষের সম্পাদক ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মজুমদার।

১৬ মে নাজিরউদ্দিনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'সোলতান'। পত্রিকাটি প্রথমে কুষ্টিয়ার কুমারখালী এবং পরে পাবনা থেকে প্রকাশিত হয়। ৩২ পৃষ্ঠার এই পত্রিকার মূল্য ছিল তিন আনা। প্রচার সংখ্যা ছিল পাঁচশ। শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হকের সম্পাদনায় বরিশাল থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বালক'। এ সময় শেরে বাংলা ফজলুল হক ও নিবারণচন্দ্র দাসের সম্পাদনায় বরিশাল থেকে 'ভারত সুহৃদ' নামে আরো একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ২৩ জানুয়ারি যশোর থেকে মোহাম্মদ মেহরুল্লার সম্পাদনায় 'নূরুল ইসলাম' নামে একটি বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৬৪ পৃষ্ঠার এ পত্রিকার মূল্য ছিল দুই আনা, প্রচার সংখ্যা ছিল এক হাজার।

www.pathagar.com

১৯০২ সালে সিলেট থেকে রেভারেন্ড জেপি জোন্স-এর সম্পাদনায় 'বঙ্গবামা বন্ধু' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯০৩ সালে হানিফি ও অতিথি নামে দুটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৬ ডিসেম্বর ময়মনসিংহ থেকে এস এম নুরুল ইসলাম কাশিমপুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'হানিফি'। এটি ছিল 'হানাফি' মজহাবের মুখপত্র। ৪০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল তিন আনা। ঢাকা থেকে প্রমথ নাথ রায় কিশোর উপযোগী একটি মনোহর মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটির নাম ছিল 'অতিথি'। পত্রিকাটির গদ্য-পদ্য সবই ছিল কিশোরদের পাঠ উপযোগী।

১৯০৪ সালে যেসব পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—প্রতিনিধি, ধূমকেতু, নববিকাশ এবং আশা। কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'প্রতিনিধি'। ঢাকা থেকে 'ধূমকেতু' নামে উন্নতমানের একটি সাহিত্য মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ঢাকা থেকে হরকুমার সাহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'নববিকাশ'। এটি ছিল হিন্দু ব্যবসায়ী সাহা সমিতির মুখপত্র। নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'আশা'। ১৯০৫ সালে সরযু বালা দত্তের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'ভারত মহিলা'। ১৩১৩ বাংলা সনে সুনামগঞ্জ থেকে অশ্বিনী কুমার শর্মার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'মঙ্গলা'। ১৯০৬ সালের ১৬ মার্চ ঢাকা থেকে শেখ আবদুস সোবহানের সম্পাদনায় 'ইসলাম সুহৃদ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির মুদ্রাকর ছিলেন তারকানাথ দে। এটি ঢাকার আনন্দ প্রেস থেকে ছাপা হত। ৫৮ পৃষ্ঠার এই পত্রিকার বার্ষিক চাঁদার হার ছিল দু'টাকা। প্রচার সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। ১৯০৭ সালে সিলেট থেকে ভুবন মোহন বিদ্যার্নব-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'শ্রীদেশ বার্তা'।

সম্ভবতঃ ১৩১৪ বাংলা সনে করিমগঞ্জ থেকে কৃষ্ণকিঙ্কর আদিত্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'প্রভাত'। ১৯০৮ সালে কাকিনা রংপুর থেকে শেখ ফজলুল করিমের সম্পাদনায় 'বাসনা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার মুদ্রাকর জীবনকৃষ্ণ দাস। এটি শাহরিয়ার প্রিন্টিং প্রেসে ছাপা হত। মুসলমান সমাজের উন্নতি বিধান ও শিক্ষা প্রসারের ব্রত নিয়ে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার ও অসাম্প্রদায়িক। পত্রিকাটি দু' বছর টিকে ছিল। ১৯০৮-৯ সালে সিলেট থেকে আবদুল মোহিত চৌধুরীর সম্পাদনায় 'কোরক' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কোরকের সমসাময়িক সিলেট থেকে 'নগর' নামে আরো একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন তোফাজ্জল হোসেন। ১৯০৯ সালে হবিগঞ্জ থেকে 'প্রজাশক্তি' ও 'মৈত্রী' নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক প্রজাশক্তির সম্পাদক ছিলেন মহেন্দ্রনাথ দে। মাসিক মৈত্রীর সম্পাদক ছিলেন নগেন্দ্র নাথ দত্ত।

বিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলার মুসলমান মধ্যশ্রেণীর প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক নীতি অনুসরণ করতে গিয়ে সরকার যে ব্যাপক প্রতিরোধের সম্মুখীন হন তার সামগ্রিক ফলাফল তাদের অবস্থানের পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়। যে কারণে শেষ পর্যন্ত

www.pathagar.com

তারা বঙ্গভঙ্গ রদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মুসলিম নেতাদের মধ্যে একমাত্র আগা খাঁ এই সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানালেন। নতুন বাংলাদেশ গঠিত হল বাংলা ভাষাভাষী পাঁচটি বিভাগ নিয়ে। এর আয়তন হল সত্তুর হাজার বর্গমাইল, লোক সংখ্যা দাঁড়াল চার কোটি বিশ লাখ এবং মুসলমানরা হল সংখ্যা গরিষ্ঠ। এই ঘোষণায় আসাম হল চিফ কমিশনারের অধীনে একটি প্রদেশ। আর ১৯১১ সালে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে সরিয়ে নেয়া হল।

রাজধানী স্থানান্তরের দুটো কারণ ছিল—প্রথমত, গোপন বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে শাসকবর্গের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছিল এবং দ্বিতীয়ত, নৌশক্তির ওপর নির্ভর করে সমুদ্রোপকূলবর্তী জায়গায় রাজধানীর অবস্থান কালোপযোগী ছিল না। সবার ওপর ব্রিটিশ সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতার কৃত্রিম জৌলুসকে প্রতিফলিত করার জন্যে প্রয়োজন ছিল দিল্লীর প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিক পটভূমিকার।

রাজধানী স্থানান্তরিত হলেও ভারতের রাজনৈতিক জীবনে বাংলাদেশের গুরুত্ব হ্রাস পেল না। গোখলে একদা বলেছিলেন 'আজ বাংলা যা ভাবে বা চিন্তা করে, আগামীকাল ভারতবর্ষ তা ভাববে বা চিন্তা করবে।' ১৯১৩ সালে সাহিত্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাবার পর থেকে বাংলাদেশের প্রাধান্য আরো বৃদ্ধি পায়। ১৯৩১ সালে সিভি রমনের এ পুরস্কার পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র এশিয়ায় একমাত্র রবীন্দ্রনাথই ছিলেন এই বিপুল সম্মানের অধিকারী। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের দরুণ রাজনীতি স্তিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু বিপ্লবী কার্যকলাপ চলতে থাকে বিক্ষিপ্তভাবে। এ বছর (১৯১৪) ময়মনসিংহে প্রথম নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির সম্মেলন হয়।

১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের সাফল্য সংবাদপত্র জগতে পরিবর্তন নিয়ে আসে। শোষিত মানুষের মনে দাঁড়াবার যে শক্তি ও সাহস সঞ্চার করেছিল, সামাজিক পরিবর্তনের গতিবেগ সৃষ্টি করেছিল, তার প্রতিফলন দেখা দেয় সংবাদপত্রে। ১৯১৩ সাল থেকে সংবাদপত্রের কারিগরি উন্নতি ঘটতে থাকে। এর মূলে ছিল, আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ব্যাপকতা, ছাপার জন্য ফ্ল্যাটবেড-এর বদলে দ্রুতগতিশীল রোটারি মেশিনের ব্যবহার।

১৯১৭ সালে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করেন, ভারতের শাসন ব্যবস্থায় ভারতীয়দের পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব দান এবং ভারতের শাসনব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে গণতান্ত্রিক করে তোলাই হবে ব্রিটিশ সরকারের নীতি। ফলে ভারতবাসীর মনে আশার সঞ্চার হয় যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকার শাসন সংস্কারে উদ্যোগী হবে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তার সম্পূর্ণ বিপরীতও হয়। সে কারণে সরকার বিরোধী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯১৯ সালে বিক্ষুব্ধ ভারতকে শান্ত করার জন্য সরকার এক শাসন সংস্কারের ঘোষণা করেন। তৎকালীন ভারত সচিব মন্টেগু ও ভাইসরয় চেমসফোর্ডের রিপোর্টের ভিত্তিতে ওই সংস্কার করা হয়। তাই একে মন্টেগু-চেমসফোর্ডের শাসন সংস্কার বলা হয়। এই শাসন সংস্কারে শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, সেচ, বিচার, স্বায়ত্বশাসন প্রভৃতি দফতরগুলো ভারতীয়দের হাতে ন্যস্ত করার প্রস্তাব করা হয়। অর্থ, স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা

www.pathagar.com

দফতরগুলোর দায়িত্ব শ্বেতাঙ্গ সদস্যদের হাতে রেখে দেয়া হয়। এই শাসন সংস্কারে কিছু গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকৃত হলেও প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ইংরেজ আমলাদের হাতেই থাকে। তাই গান্ধী এই সংস্কার মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বেই রাউলাটের সভাপতিত্বে বিপ্লবী পরিস্থিতি তদন্তের জন্য যে কমিটি গঠিত হয়েছিল ১৯১৯ সালে ৬ ফেব্রুয়ারি ওই কমিটি আইন সভায় একটি বিল উত্থাপন করেন। ভারতীয় সদস্যদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ২১ মার্চ তা আইনে পরিণত হয়। এই আইন 'রাউলাট অ্যাক্ট' নামে পরিচিত। ওই আইনে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থার বিধান রাখা হয়। বিধানে সন্ত্রাসবাদীদের বিচার বিশেষ আদালতে করার ব্যবস্থা করা হয় এবং সে বিচারের বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগ থাকে না। সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে কোন কারণ না দেখিয়েই গ্রেফতার করার, অন্তরীণ রাখার বা গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা সরকারকে দেয়া হয়। সংবাদপত্রের ওপরও নানা বিধি-নিষেধ জারির ব্যবস্থা থাকে।

রাউলট অ্যাক্টের প্রতিবাদে ভারতের সর্বত্র হরতাল, সভা, মিছিল হয়। ৩০ মার্চ দিল্লীতে পালিত হয় সত্যাগ্রহ, ৬ এপ্রিল সারা ভারতে পালিত হয় হরতাল ও বিক্ষোভ। ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবে প্রতিবাদ সভা আহ্বান করা হয়। জেনারেল ডায়ার এ প্রতিবাদ সভার ওপর বেপরোয়া আক্রমণ চালায় এবং সহস্রাধিক নারী ও শিশুকে হত্যা এবং আরো অধিক সংখ্যককে আহত করে। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের এই নৃশংস হত্যাকান্ডের পর ভারতের সর্বত্র বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সংগঠিত হয়। এই ঘটনা পরবর্তীতে গণ আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। সংবাদপত্রগুলো এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

এ সময় পূর্ব বাংলায় সংবাদপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে এক নতুন গতি সঞ্চার করে। ১৯১১ সালের ১৩ এপ্রিল ফরিদপুরের পাংশা থেকে নবপর্যায়ে প্রকাশিত হয় মাসিক 'কোহিনূর'। সম্পাদক মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী। মুদ্রাকর হরিচরণ দে, সুফিয়া স্ট্রিট কলকাতা থেকে এটি ছাপা হত। ৩৬ থেকে ৪০ পৃষ্ঠার এ পত্রিকার প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল চার আনা। প্রচার সংখ্যা এক হাজার। দ্বিতীয় বর্ষ সপ্তম সংখ্যা প্রকাশের পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। তিন বছর পর পুনরায় এটি আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু তারপরেও পত্রিকাটি বেশি দিন চলেনি।

১৯১২ সালে যেসব পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—সুখী পাখী ও প্রভাত। চট্টগ্রাম থেকে প্যারিমোহন চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সুখী পাখী' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্যারিমোহন ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী একজন স্বদেশী বিপ্লবী ছিলেন। তার জন্ম ১৮৫০ সালে। ১৯২০ সালে তিনি মৃত্যুবরণ যান। তিনি ব্রাহ্মধর্মের ওপর ২৫টি পুস্তক রচনা করেছেন। চট্টগ্রাম থেকে কবি নবীনচন্দ্র দাসের সম্পাদনায় 'প্রভাত' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। নবীন চন্দ্র কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি ছিলেন। সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র হিসাবে ১৯১২ সালের নবেম্বরে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এটি একটি উন্নতমানের সাহিত্য

www.pathagar.com

পত্রিকা ছিল। ছাপাও হত উন্নতমানের কাগজে। পত্রিকাটির মুদ্রাকর ছিলেন ইম্পেরিয়াল প্রেসের শৈলেন্দ্রভূষণ দত্ত। ১৯১৪ সালের কবি গুণাকর নবীনচন্দ্র দাসের মৃত্যুর পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

১৯১৩ সালে হিতবার্তা ও ইসলাম আভা এই দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। চট্টগ্রাম থেকে বীরেন্দ্র দাস গুপ্তের সম্পাদনায় 'হিতবার্তা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ছাপা হত ইম্পোরিয়াল প্রেসে, মুদ্রাকর ছিলেন শৈলেন্দ্রভুষণ দত্ত। ময়মনসিংহ থেকে শেখ আবদুল মজিদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'ইসলাম আভা'। মুন্সি মোহাম্মদ পানাউল্লাহ কর্তৃক ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের প্রেস থেকে পত্রিকাটি ছাপা হত। পৃষ্ঠা ১৬, মূল্য দুই আনা প্রচার সংখ্যা ছিল এক হাজার। ১৯১৪-১৫ সালে সিলেট থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'দেশ বন্ধ'। সম্পাদক ছিলেন হরেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী।

১৯১৬ সালে চট্টগ্রাম থেকে খানবাহাদুর আমান আলীর সম্পাদনায় 'সুনীতি' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ছিল সরকার সমর্থক। খান বাহাদুর মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, মুসলমানদের সরকার বিরোধী হবার সময় এখনো হয়নি। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি সরকার সমর্থক পত্রিকা বের করেন। পত্রিকায় তিনি সরকারি ইশতেহার ছাপতেন। লালদীঘির কোণায় সুনীতির অফিস ছিল। খানবাহাদুর আমান আলীর মৃত্যুর পর তার পুত্র ব্যারিস্টার আনোয়ারুল আজিম পত্রিকার প্রকাশনা অব্যাহত রাখেন। পত্রিকাটি চল্লিশ বছর চালু ছিল। কিন্তু পাঠক সমাজে তা সমাদর লাভ করেনি। সরকারি কৃপা কুড়ানোর জন্য সব সময়ই পত্রিকায় সরকারের গুণগান গাওয়া হত বলে সবার বিশ্বাস। ঠাকুরগাঁ থেকে হেমায়েত আলীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'আভাস'। দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত হত মাসিক 'ফুলহার'।

১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয় মসজেদ, সাপ্তাহিক দেশবার্তা এবং 'দ্যা হেরাল্ড'। 'দ্যা হেরাল্ড' বাংলাদেশ ভূখন্ডের প্রথম দৈনিক ইংরেজি। ঢাকা থেকে প্রকাশিত এই ইংরেজি দৈনিকটির মালিক ও সম্পাদক ছিলেন পি. সেন এন্ড ব্রাদার্স। সিলেট থেকে অনঙ্গ মোহন দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'দেশবার্তা'। খুলনা সাতক্ষীরা থেকে ১০ মে ১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয় মাসিক 'মসজেদ'। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আহমদ সোবহান। প্রকাশক মুনশি গোলাম রহমান এবং মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ কর্তৃক রেয়াজ-উল ইসলাম প্রেস ১৫৯ কড়েয়া রোড কলকাতা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪০, মূল্য তিন আনা। প্রচার সংখ্যা সাত'শ।

১৯১৯ সালে যে সব পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—আল হক, মুসলমান শিক্ষা সমবায়, এবং মাসিক সাধনা। রংপুর থেকে মনিরুদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় 'আল হক' নামে একটি দ্বিমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি বশীরুজ্জামান কর্তৃক বাঁশরী প্রেস ২৩/১ তাঁতি বাগান লেন কলকাতা থেকে মুদ্রিত। ১৯২০-এর জুন মাসে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। রাজশাহী থেকে এ বছর এপ্রিলে মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় চতুর্মাসিক পত্রিকা 'মুসলমান শিক্ষা সমবায়'। এটি ছিল মুসলমান শিক্ষা সমবায় সমিতির মুখপত্র। পত্রিকাটির আয়ুস্কাল ছিল

www.pathagar.com

এক বছর। চট্টগ্রামের আন্দর কিল্লা থেকে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও আবদুর রশীদ সিদ্দিকীর যৌথ সম্পাদনায় 'সাধনা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি পরে আবদুর রশীদ সিদ্দিকী একাই সম্পাদনা করেন। আন্দর কিল্লার কোহিনূর লাইব্রেরির ওপর তলায় ছিল সাধনার কার্যালয়। হাজারী লেনের হার্ডিঞ্জ প্রেস এবং আন্দরকিল্লার মিন্টো প্রেস থেকে পত্রিকাটি ছাপা হত। এটি ছিল একটি উন্নতমানের সাহিত্য পত্রিকা।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে মুসলিম নেতাদের মধ্যে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির অভাব থাকা সত্ত্বেও তারা মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করতে সক্ষম হন। বাংলাদেশে মুসলিম লীগের কোন জনপ্রিয় কর্মসূচী ছিল না। ১৯২০ সালে আট আগস্ট থেকে অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফত আন্দোলন শুরু হয়। বাংলাদেশে এ আন্দোলন প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। মদের দোকানের সম্মুখে সত্যাগ্রহীদের পিকেটিং, বিলেতি বস্ত্র ও সরকারি স্কুল কলেজ বর্জন, তাতের কাপড় ব্যবহার প্রভৃতি কাজে স্বাধীনতার প্রেরণা ও আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে। বাংলাদশের গৃহিণীদের মধ্যে চরকায় সূতাকাটা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। স্বদেশ প্রেমের ধারণা জেগে ওঠে জনসাধারণের মনে। ১৯২২ সালে চৌরিচৌরায় জনতার আক্রমণে ২১ জন পুলিশ নিহত হয় ফলে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন মহাত্মা গান্ধী।

১৯২৩ সালের ১ জানুয়ারি স্বরাজ পার্টি গঠন করা হয়। এই পার্টির উদ্দেশ্য ছিল মন্টেগু-চেমসফোর্ড আন্দোলনকে ভেতর থেকে বানচাল করা। ওই বছরই (১৯২৩) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, এ, কে, ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী এবং অন্যান্য বাঙালি মুসলমান নেতারা এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এই চুক্তিটি 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে পরিচিত। চুক্তির প্রধান শর্ত ছিল বিধান পরিষদসহ সকল নির্বাচনে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব সংখ্যানুপাতে হবে। সমতা লাভ না করা পর্যন্ত সরকারি এবং অন্যান্য সংস্থার চাকুরিতে মুসলমানদের নিয়োগ অব্যাহত থাকবে। স্বরাজ্য দল কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে বেঙ্গল প্যাক্টের শর্তানুযায়ী সব বিষয়ে মুসলমানরা হিন্দুদের সমকক্ষতা অর্জন করে।

১৯২৫ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের তিরোধানের ফলে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯২৬ সালে প্রথমে কলকাতায় এবং তারই ধারাবাহিকতায় ঢাকা, কিশোরগঞ্জ, ফরিদপুর ও বরিশালে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দেশবন্ধুর ঐক্যনীতির ভিত্তিমূলে ফাটল ধরে। ১৯২৭ সালে স্ট্যাটুটরি কমিশন ঘোষিত হয়, যা সাইমন কমিশন নামে পরিচিত। ১৯২৮ সালে কমিশন ভারতে পদার্পণ করে। তাঁরা শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়সমূহ ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাইলেন। কিন্তু কমিশনে কোন ভারতীয় সভ্য না থাকায় এই কমিশন বর্জন করা হয়। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে দিল্লীতে মুসলিম নেতাদের এক বৈঠক বসে। ১৯২৯ সালের মার্চে নেহেরু রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। মুসলিম নেতৃবৃন্দ এই রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর হিন্দু মুসলমান ঐক্য ও সমঝোতার আর কোন চেষ্টা না করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মধ্যেই মুসলমানদের স্বার্থসংরক্ষণ ও নিরাপত্তার পথ অনুসরণ করতে হয়।

www.pathagar.com

বাংলার মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত পত্রপত্রিকাগুলিও এই পন্থা অনুসরণ করেন। ১৯২১ সালে ঢাকায় প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এর আট বছরের মধ্যেই পূর্ব বাংলার সচেতন মুসলিম মধ্যবিত্ত-সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকেই নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের উপায় খুঁজতে থাকে। মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত পত্রপত্রিকাগুলোতে মুসলিম মধ্যবিত্তের ইচ্ছার অনুবর্তী সুর ফুটে ওঠে।

১৯২০ সালে যে সব পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—জনশক্তি, নূর, ভাস্কর ও ধ্রুবতারা। এ বছর ২৮ জুন সিলেট থেকে সতীশচন্দ্র দেবের সম্পাদনায় 'জনশক্তি' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'জনশক্তি' ছিল জন্মলগ্ন থেকেই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম। সরকারের সংবাদপত্র সংকোচন নীতির ফলে ১৯২৪ সালে পত্রিকাটি মারাত্মক আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়। এ সময় পাইল গাঁওয়ের জমিদার ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী পত্রিকার স্বত্ব ক্রয় করেন। ১৯৪৭-এর পর কয়েক বছর জনশক্তির প্রকাশনা বন্ধ ছিল। ১৯৫৪ সালের অক্টোবরে পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশিত হয়। এ সময় নীরেন্দ্রনাথ দেব সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন জারি হলে নীরেন্দ্র দেব সম্পাদকের দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করেন। নিকুঞ্জ বিহারী সম্পাদকের দায়িত্ব নেন। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধকালে নিকুঞ্জ বিহারীকে গ্রেফতার করা হয়। ফলে পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭১ সালে পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৯৭৫ এ পত্রিকাটি আবারও বন্ধ হয়ে যায়।

এ বছর ফেব্রুয়ারি (১৯২০) মাসে সিরাজগঞ্জ থেকে ইসমাইল হোসেন সিরাজীর সম্পাদনায় 'নূর' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি স্বল্পায়ু ছিল। ঢাকার দেওয়ান নগর হাবিলি থেকে নূরুল হোসেন কাশিমপুরীর সম্পাদনায় 'ভাস্কর' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ঢাকার ইসলামিয়া প্রেসে এটি ছাপা হত, পৃষ্ঠা ৭৪, মূল্য ছ'আনা, প্রচার সংখ্যা ছয়শত। যশোর আলফাডাঙ্গা থেকে মোহাম্মদ আবদুর রশিদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ষান্মাসিক পত্রিকা 'ধ্রুবতারা'। এটি ছিল আলফাডাঙ্গা ছাত্র সমিতির মুখপত্র। পত্রিকাটির প্রকাশক খান বাহাদুর আসাদুজ্জামান। মিহির চাঁদ ঘোষ কর্তৃক নিউ সরস্বতী প্রেস, ২৫-এ মেছুয়া বাজার স্ট্রিট, কলকাতা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৪০, মূল্য পাঁচ আনা, মুদ্রণ সংখ্যা-পাঁচশত।

১৯২১ সালে যে সব পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—পাঞ্চজন্য, আন্নেসা, জ্যোতি, আল বুশরা, সিলেট ক্রনিকল ইত্যাদি। এ বছর ৫ আগস্ট চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'জ্যোতি'। এটি শুধু চট্টগ্রামের নয়, বাংলাদেশে ভূখন্ডের প্রথম বাংলা দৈনিক। ১৯১৭ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত অত্যন্ত ক্ষণজীববী দৈনিক The Hcrald কে বাংলাদেশ ভূখন্ডের প্রথম দৈনিক ধরলে জ্যোতি হয় দ্বিতীয় দৈনিক। তৎকালীন জেলা কংগ্রেসের দুঃসাহসী সিদ্ধান্তের ফলে দৈনিক জ্যোতি প্রকাশিত হয়। ১৯২১ সাল সারা ভারতে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কাল। কংগ্রেস ও খেলাফত কমিটির যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ব্রিটিশ বিরোধী ভয়ঙ্কর আন্দোলনে উপমহাদেশ

www.pathagar.com

কম্পমান। চট্টগ্রামের তরুণ সমাজ তখন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে। এই প্রেক্ষাপটে দৈনিক জ্যোতির আত্মপ্রকাশ। জ্যোতির সম্পাদক ছিলেন কালীশঙ্কর চক্রবর্তী। এটি ছিল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের মুখপত্র। জ্যোতি তার রাজনৈতিক ভূমিকার জন্য রাজরোষে পতিত হয়। ব্রিটিশ সরকার পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে ১৯২৯ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

এ বছর ১৯২১ চট্টগ্রাম থেকে কংগ্রেস নেতা মহিমচন্দ্র দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'পাঞ্চজন্য'। একজন স্কুল শিক্ষক হিসাবে কর্ম জীবন শুরু করলেও মহিমচন্দ্র দাস পরে নিজেকে আইন পেশায় নিয়োজিত করেন। তিনি চট্টগ্রাম সাহিত্য পরিষদেরও একজন প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। ১৯০৫ সালে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন। লেখালেখির ঝোঁক থেকেই তিনি পত্রিকা সম্পাদনায় হাত দেন। ১৯২৯ সালে 'পাঞ্চজন্য' দৈনিকে পরিণত হয়। এ বছর (১৯২১) ১ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম থেকে বেগম সাফিয়া খাতুনের সম্পাদনায় 'আন্নেসা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি সম্ভবতঃ মুসলমান মহিলা সম্পাদিত প্রথম সাময়িকী। ১২ পৃষ্ঠার এই পত্রিকার বার্ষিক চাঁদার হার ছিল আড়াই টাকা। প্রচার সংখ্যা পাঁচ'শ।

সিলেট থেকে Sylhet Chronicle নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন নবীনকুমার গুপ্ত, যোগেন্দ্র চৌধুরী ও কালীকৃষ্ণ দেব। এ বছর ১ জুন ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক সাময়িকী 'আল বুশরা'। এটি ছিল আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মুখপত্র। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮, মূল্য পাঁচ আনা। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন গোলাম সামদানী।

১৯২২ সালে হবিগঞ্জ থেকে যোগেন্দ্রচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় 'শ্রী শ্রী সোনার গৌরাঙ্গ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল হিন্দু ধর্মবিষয়ক একটি পত্রিকা। ১৯২৩ সালে ঢাকা থেকে চৌধুরী জাহেদুল হকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'আইনুল ইসলাম।' '৭ জুমরাইল লেন, বাবুবাজার ঢাকা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। ৩২ পৃষ্ঠার এই পত্রিকার মূল্য ছিল পাঁচ আনা। ১৯২৩ সালের মে মাস থেকে এটি মাসিকে রূপান্তরিত হয়।

১৯২৪ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—সংসারী, রওশন, হেদায়েত, দেশের কথা, হাফেজ শক্তি এবং যুগবাণী। এ বছর মে মাসে ঢাকা থেকে সৈয়দ আবদুল করিমের সম্পাদনায় 'সংসারী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আট পৃষ্ঠার এই পত্রিকার মূল্য ছিল এক আনা, প্রচার সংখ্যা এক হাজার। জুলাই মাসে পাবনা থেকে মুহাম্মদ ইব্রাহিমের সম্পাদনায় 'রওশন হেদায়েত' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ছিল বঙ্গীয় আলেম সমাজের মুখপত্র। পৃষ্ঠা ২০, মূল্য চার আনা। হানাফি মতের প্রচারণা ছিল এই পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য। অন্যদিকে এটি স্বরাজ ও খেলাফত আন্দোলনের চরম বিরোধী ছিল। আগস্ট ২২, বগুড়া থেকে নূরুল হোসেন কাশেমপুরীর সম্পাদনায় 'দেশের কথা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত

www.pathagar.com

হয়। ৭ নভেম্বর ময়মনসিংহ থেকে হাফেজ খোন্দকার তাহের উদ্দিন এবং হাফেজ খোন্দকার ফজলুর রহমানের যৌথ সম্পাদনায় 'হাফেজ শক্তি' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সিলেট থেকে মকবুল হোসেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'যুগবাণী'।

১৯২৫ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—শিক্ষা পত্রিকা, তরুণপত্র এবং নাজাত। জানুয়ারি মাসে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'শিক্ষা পত্রিকা'। গুরুদাস ভট্টাচার্য ও হরিদয়াল গুপ্ত যৌথভাবে এ পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন। এটি ছিল চট্টগ্রাম 'টিচার্স গিল্ডের' মাসিক মুখপত্র। ৯ জুন ঢাকা থেকে 'তরুণপত্র' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মুহম্মদ ফজলুল করিম মল্লিক এবং আহমদ হোসেন যৌথভাবে পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন। নভেম্বরে কুমিল্লা থেকে মোহাম্মদ সেকান্দর আলীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'নাজাত'। এটি ছিল ত্রিপুরা খেলাফত কর্মী সংঘের মুখপত্র। বাংলা ১৩৩৩ সালে সিলেট থেকে তিনটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এগুলি হচ্ছে—শ্রীহট্ট ব্রাহ্ম পরিষদ পত্রিকা, 'সাহিত্য পরিষৎ' পত্রিকা এবং সমবায়। শ্রীহট্ট ব্রাহ্ম পরিষদ পত্রিকাটি কালীজয় ভট্টাচার্য এবং প্রণব চৌধুরী যৌথভাবে সম্পাদনা করতেন। এটি ছিল ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণবিহারী রায়চৌধুরী এবং সমবায় পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন রমনীমোহন দাস।

১৯২৬ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয় তার মধ্যে রয়েছে—উন্মেষ, যুগের আলো, নকীব, দরদী, বেপরোয়া, সবুজ পল্লী এবং অভিযান। জানুয়ারিতে চট্টগ্রাম থেকে কবি দিদারুল আলমের সম্পাদনায় 'যুগের আলো' নামে একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। দিদারুল আলম খুব অল্প বয়সে কবি খ্যাতি অর্জন করেন। পড়ালেখা করেছিলেন খুব অল্প। কিন্তু ব্যক্তিগত মেধাও মননশীলতার গুণে যুগের আলোকে তিনি একটি উন্নতমানের সাহিত্য পত্রিকায় পরিণত করেন। পত্রিকা প্রকাশের দশ মাস পরে এটি রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত এবং মাসিকে রূপান্তরিত হয়। ১৯২৯ সালে কবি দিদারুল আলম অসুস্থ হয়ে দেশে ফিরে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে যুগের আলোও নিভে যায়। সুনামগঞ্জ থেকে 'উন্মেষ' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। জিতেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, অনন্তচরণ বিশ্বাস এবং অশ্বিনী কুমার শর্মা ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক।

১৯২৬-এর ২৬ জানুয়ারি বরিশাল থেকে নূর আহমদের সম্পাদনায় 'নকীব' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ২৮ এপ্রিল ঢাকা থেকে সৈয়দ জাহেদুল হক চৌধুরীর সম্পাদায় প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'দরদী'। সিলেট থেকে বিনোদবিহারী চক্রবর্তীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বেপরোয়া'। ২৬ নভেম্বর ঢাকা থেকে মোহাম্মদ জাফর আলীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'সবুজপল্লী'। ১২ আগস্ট মোহাম্মদ কাশেমের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'অভিযান' নামে একটি স্বল্পায়ু মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

১৯২৬ সালে আবুল হোসেন এবং কাজী আবদুল ওদুদের নেতৃত্বে একটি সাহিত্য সংসদ গঠিত হয়। এটি 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামে পরিচিত ছিল। এদের

www.pathagar.com

আদর্শ ছিল বুদ্ধি ও বিবেকের মুক্তির জন্যে একটি আন্দোলন সৃষ্টি করা এবং মুসলিম বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে যুক্তিবাদী মননশীল সাহিত্য চর্চায় উৎসাহিত করা। এর উদ্যোক্তারা ধর্ম প্রচারকদের অনুরূপ উদ্দীপনা, সাহস আর বিশ্বাস নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করেন। নিছক যুক্তিবাদী আন্দোলন হলেও এর নেতারা ঢাকার নবাবের নির্দেশে মূর্খ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন কিছু মানুষের হাতে নিগৃহীত হন।

ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ ১৯২৭ সালে 'শিখা' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করে। পত্রিকার মটো-'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'। পত্রিকা প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্য—'বর্তমান মুসলমান সমাজের জীবন ও চিন্তাধারার গতি পরিবর্তন সাধন।' মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে বহু যুগ প্রচলিত বিশ্বাস ও ধারনার ভিত্তিমূলে 'শিখা' প্রবল আঘাত হানে এবং মুক্তবুদ্ধি আন্দোলনের প্রসার ঘটায়। পত্রিকাটি সে সময়ে বিভিন্ন মহলে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে।

'শিখা' ছিল মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ৮ এপ্রিল ১৯২৭। মুসলিম হল ঢাকা থেকে আবদুল কাদের পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। মুদ্রাকর ছিলেন আহমদ আলী। ইসলামিয়া প্রেস, সাতরওজা ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত হত। ১৪৪ পৃষ্ঠার এই পত্রিকার মূল্য ছিল আট আনা। মুদ্রিত কপির সংখ্যা ছিল এক হাজার। পরবর্তী সংখ্যাসমূহ সৈয়দ ইমামুল হোসেন কর্তৃক মডার্ন লাইব্রেরী, ৭৪, নবাবপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত পত্রিকার পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রথম বর্ষের সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক আবুল হোসেন। পরবর্তী দুবছর সম্পাদনা করেন কাজী মোতাহার হোসেন। শেষ দু'বছর পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন যথাক্রমে মোহাম্মদ আবদুর রশিদ ও আবুল ফজল।

শিখা সম্পর্কে কাজী আবদুল ওদুদ লিখেছেন—'১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর অভ্যুদয় হয়। তাদের প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল "মুসলিম সাহিত্য সমাজ", মুখপত্রের নাম ছিল 'শিখা', আর তাদের মন্ত্র ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি—Emancipation of the intellect' এই সাহিত্য সমাজ পূর্ণ উদ্যমে কাজ করতে পেরেছিল তিন বৎসর। এর প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশনে নজরুল যোগ দিয়েছিলেন এবং আদর্শ ও আবেদনের অর্থপূর্ণতা উপলব্ধি করে উল্লসিত হয়েছিলেন। তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের পরে এর সাধারণ ও বার্ষিক সব অধিবেশনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মুসলিম হলে' নিষিদ্ধ হয়। অভিযোগ দাঁড়িয়েছিল যে, এই সাহিত্য সমাজ মুসলমান ধর্ম বিরোধী। ধর্মের বিরোধিতা বলতে যা বোঝায় এ সমাজ অবশ্য তার কিছুই করেনি।' কিন্তু তারপরও শুধু ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে পাঁচ বছর পরই 'শিখা'র প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

শিখা ছাড়া ১৯২৭ সালে অন্যান্য যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয় তার মধ্যে রয়েছে—কাসেদ, ইসলামাবাদ, সুরমাভ্যালি ম্যাগাজিন, The Citizen-ইত্যাদি। দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জের ভাগবী গ্রাম থেকে ইউসুফ আলী ভাগবীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'কাসেদ'। এটি দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র। দিনাজপুরে প্রথম সংবাদপত্রের বীজ উপ্ত হয়েছিল গ্রামাঞ্চলে। বিচিত্র সংবাদ বহন করে

www.pathagar.com

পত্রিকাটি পাঁচ বছর টিকে ছিল। পত্রিকাটির প্রকাশক ছিলেন মৌলীবী দেলোয়ার হোসেন। চট্টগ্রাম থেকে ফররোখ আহমদ নেজামপুরীর সম্পাদনায় 'ইসলামাবাদ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আন্দরকিল্লার ইসলামাবাদ প্রেস থেকে এটি মুদ্রিত হত। নেজামপুরী ছিলেন মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর ভাবশিষ্য। তিনি স্বরাজ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। পত্রিকা প্রকাশের পূর্বে তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশিত মাসিক আল ইসলাম পত্রিকার সহকারি সম্পাদক ছিলেন। সাপ্তাহিক ইসলামাবাদ বেশিদিন চলেনি। এ বছর সিলেট থেকে দুটি ইংরেজি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এগুলো হচ্ছে—সুরমা ভ্যালি ম্যাগাজিন এবং দি সিটিজেন। প্রথম পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন রেভারেন্ড ডব্লিউ এএইচ এস উড এবং দ্বিতীয় পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন তোফাজ্জল হোসাইন। ১৩৩৫ বাংলা সালে সিলেট থেকে বরদা প্রসাদ বিশ্বাসের সম্পাদনায় 'সন্ধানী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

১৯২৮ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—আল কাদেরী, সুরমা উপত্যকা, তাইদে এছলাম, বাসন্তী, জাগরণ, জনশক্তি, মোয়াজ্জিন, সঞ্চয়, তরুণ, বাণী ইত্যাদি। জানুয়ারিতে রংপুর থেকে প্রকাশিত হয় মাসিকপত্র 'আল কাদেরী'। সিলেট থেকে ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সুরমা উপত্যকা'। ৩১ জানুয়ারি রংপুর থেকে শাহ সৈয়দ আবুল কাছেম হানাফী আল কাদেরীর সম্পাদনায় 'তাইদে এছলাম' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক পত্রিকা। গনেশচন্দ্র সরকার কর্তৃক আর্ট প্রেস, রংপুর থেকে এটি মুদ্রিত হত। ১৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার বার্ষিক চাঁদার হার ছিল একটাকা। মুদ্রণ সংখ্যা এক হাজার। সিলেট থেকে হরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বাসন্তী'। ১৪ এপ্রিল ঢাকা থেকে এম, আহমদ আলীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'জাগরণ'। ঢাকার ইসলামিয়া প্রেসে এটি ছাপা হত। ৪০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল তিন আনা। এক বছর চলার পরই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

এ বছর সিলেট থেকে সাপ্তাহিক 'জনশক্তি' পুনঃপ্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী ও সতীশচন্দ্র দেবের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৯২০ সালে সতীশচন্দ্র দেব পত্রিকাটি প্রথম বের করেন। কিন্তু অল্পকাল চলার পরই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। তবে পুনঃপ্রকাশের পর জনশক্তির পূর্বের নীতি আমূল পাল্টে যায়। ফরিদপুর থেকে সৈয়দ আবদুর রবের সম্পাদনায় 'মোয়াজ্জিন' নামে একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র প্রকাশিত হয়। এটি ছিল খাদেমুল এহসান সমিতির মুখপত্র। বাঙালি মুসলমানের জাগরণ এবং মুসলিম বাংলা সাহিত্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে এ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ইউসুফ আলী চৌধুরী। এনসি মজুমদার কর্তৃক অম্বিকা প্রেস ফরিদপুর থেকে মুদ্রিত। এটি কিছু দিন দ্বিমাসিক রূপেও প্রকাশিত হয়। এগার বছর পত্রিকার প্রকাশনা অব্যাহত ছিল।

অক্টোবর মাসে ঢাকা থেকে কেএম আবদুর রহমানের সম্পাদনায় 'সঞ্চয়' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বাঙালি মুসলমান সমাজের মধ্যে মুক্ত চিন্তার প্রসার

www.pathagar.com

ঘটানোই ছিল পত্রিকাটির প্রকাশের মূল লক্ষ্য। পত্রিকাটি ঢাকার বাণী প্রেস থেকে মুদ্রিত হত। অক্টোবর মাসে বগুড়া থেকে এম, মেহের আলীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় দ্বিমাসিকপত্র 'তরুণ'। সিলেট থেকে কৃষ্ণময় ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'বাণী'। বাংলা ১৩৩৬ সালে বৃহত্তর সিলেট থেকে তিনটি এবং ঢাকা থেকে একটিসহ মোট চারটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। হবিগঞ্জ থেকে দিগিন্দ্র নাথ মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'স্বাধিষ্ঠান'। সিলেট থেকে সুধাংশু কুমার শর্মার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'মৈত্রী'। হবিগঞ্জ থেকে সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'বোধন' এবং ঢাকা থেকে আবুল মওলা মোহাম্মদ শামসুল হুদার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'দীন দুনিয়া'।

১৯২৯ সালে আল হক ম্যাগাজিন ও দৈনিক পাঞ্চজন্য নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ বছর সরকারি নিষেধাজ্ঞায় চট্টগ্রামের দৈনিক জ্যোতি বন্ধ হয়ে যাবার পর স্থানীয় কংগ্রেস নেতা মহিম চন্দ্র দাস তার সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'পাঞ্চজন্য'কে দৈনিকে রূপান্তরিত করেন। ৭ সেপ্টেম্বর পাঞ্চজন্য দৈনিক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। অম্বিকাচরণ পত্রিকা সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। এটি বাংলাদেশ ভূখন্ডের দ্বিতীয় বাংলা দৈনিক। নিজস্ব প্রেসে পত্রিকাটি ছাপা হত, প্রেসের নাম দি চিটাগাং প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস। পত্রিকাটি গান্ধী অনুসারিদের মুখপত্র ছিল। এতে সমসাময়িক সংবাদ, বিশেষ করে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ বস্তুনিষ্ঠতার সঙ্গে পরিবেশন করা হত। ৯ নবেম্বর ময়মনসিংহের পাকুন্দিয়া থেকে মহিউদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় 'আল হক ম্যাগাজিন' নামে একটি বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল আল হক সাহিত্য সমিতির মুখপত্র। পত্রিকাটি ইউনিভার্সাল প্রেস ইসলামপুর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। পৃষ্ঠা-৭২, মূল্য আট আনা ও মুদ্রণ সংখ্যা ছিল পাঁচশ। বাংলা ১৩৩৭ সালে প্রদীপ, পাঞ্চজন্য, দামিনী নামে তিনটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সুনামগঞ্জ থেকে সুরেশরঞ্জন গোস্বামীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক 'প্রদীপ'। করিমগঞ্জ থেকে সুবোধ কুমার রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'পাঞ্চজন্য' এবং সুনামগঞ্জ থেকে জিতেন্দ্র নাথ দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'দামিনী'।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শুরুতে অর্থাৎ ১৯২১ সালে ইংরেজ সরকার তেজ বাহাদুর সাপ্রুকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করে ভারতের সংবাদপত্র ও ছাপাখানা সংক্রান্ত আইন পর্যালোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। তদন্তের জন্য কমিটি লিখিত বিবৃতি ও ব্যক্তিগত সাক্ষ্য গ্রহণ করে। কয়েকজন খ্যাতনামা সাংবাদিক বিবৃতি ও সাক্ষ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানান, তা সত্ত্বেও কমিটি আটটি লিখিত বিবৃতি পনেরজন সম্পাদকসহ ১৮ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। এই তদন্তে সাপ্রু লক্ষ্য করেন, সংবাদপত্রগুলো আয়ের জন্য বিজ্ঞাপন অপেক্ষা বিক্রির ওপর বেশি নির্ভরশীল। তাছাড়া, বিভিন্ন সাক্ষ্য থেকে যে সব তথ্য বেরিয়ে আসে তার মধ্যে রয়েছে—১. সংবাদপত্রের মালিকানা কখনো কখনো ছাপাখানার হাতে থাকে। সেখানে সম্পাদক বেতনভুক্ত কর্মচারি মাত্র। ২. বৃহৎ ছাপাখানাগুলো সরকারি আইন ভাঙতে উৎসাহী নয়। ৩. পত্রিকার প্রকাশক ও মুদ্রক

www.pathagar.com

অধিকাংশ সময়ই পত্রিকার নীতি, প্রকাশিত রচনার গুরুত্ব এবং সরকারি আইন সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিবহাল নয়। ৪. সম্পাদক ও মুদ্রকরা সাধারণভাবে মালিকের হাতের পুতুল মাত্র।

সাপ্রু কমিটি তদন্ত শেষে তার রিপোর্টে ১৯০৮ ও ১৯১০ সালের সংবাদপত্র সংক্রান্ত আইন বাতিল করার সুপারিশ করেন। তার পরিবর্তে 'রেজিস্ট্রেশন অব দি প্রেস এন্ড বুকস অ্যাক্ট (১৮৬৭)' সংশোধনের কথা বলেন। আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে সাপ্রু তিনটি বিষয়ে সুপারিশ করেন। ১. শাস্তি হিসাবে কারাদন্ডের মেয়াদ হবে সর্বাধিক ছয় মাস। ২. রাজদ্রোহমূলক সাহিত্য বাজেয়াপ্ত করা। ৩. প্রতিটি সংবাদপত্রের প্রতি সংখ্যায় সম্পাদকের নাম অবশ্যই ছাপতে হবে।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক বাংলা সংবাদপত্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়কালে রুশ বিপ্লবের সাফল্যে শোষিত মানুষ মাথা তুলে দাঁড়ায়। সামাজিক পরিবর্তনের অর্গল মুক্ত হয়ে যায়। মানুষের মনে বিশ্বাস জাগে যে, শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার কথা কেবল স্বপ্ন নয়। দেশপ্রেম আন্তর্জাতিক চেতনায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নারীর সমঅধিকারের দাবী প্রাণশক্তি অর্জন করে। স্বাধীনতা সংগ্রামে কৃষক শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের অংশ গ্রহণের অপরিহার্যতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এসব ঘটনা সংবাদপত্রের পাতায় গভীরভাবে ছায়াপাত করতে শুরু করে। সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলে সৃষ্টি হয় নতুন আবহ।

ত্রিশের দশকে বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, গান্ধীর নেতৃত্বে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন মুসলমানদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়েছে। এ সময়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা অংশ জামালউদ্দিন আফগানীর প্যান ইসলামী আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হন। অন্যদিকে অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ায় বাংলাদেশে অনুশীলন ও যুগান্তর দলের কার্যকলাপ বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' নামে একটি সংগঠন বাংলার বিভিন্ন জেলায় তাদের কার্যক্রম জোরদার করে। ঢাকা শহর হয়ে ওঠে তাদের কার্যকলাপের কেন্দ্রস্থল। সাধারণ মানুষ তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। বিপ্লববাদীদের হাতে প্রকাশ্য দিবালোকে ঢাকা শহরের রাজপথে পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল লোম্যান প্রাণ হারান। তিনজন বিপ্লববাদী রাইটার্স বিল্ডিং-এ প্রবেশ করে কারাগারসমূহের ইন্সপেক্টর জেনারেল সিম্পসনকে হত্যা করে। শান্তি ও সুনীতি নামে দুজন স্কুল ছাত্রীর হাতে খুন হন কুমিল্লার জেলা প্রশাসক। বরিশালের এক স্কুল ছাত্র জেলা প্রশাসককে লক্ষ্য করে গুলি করেন। অল্পের জন্য জেলা প্রশাসক ভেনোভান প্রাণে বেঁচে যান। কিন্তু অন্য এক ছাত্রের অব্যর্থ গুলিতে নিহত হন বরিশালের একজন ওসি।

১৯৩০ সালের ২৮ এপ্রিলের গুড ফ্রাইডে'র রাত্রিতে সূর্য সেনের নেতৃত্বে এক দল বিপ্লবী চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারে লুট করেন। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর তারা পাহাড়ের অন্তরালে আত্মগোপন করেন। কিন্তু দলীয় একজন বিপ্লবীর বিশ্বাস ঘাতকতায় শেষ পর্যন্ত তারা ধরা পড়েন। দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় সূর্য সেন ও তার বিপ্লবী সহচর তারেকশ্বর দস্তিদারের

www.pathagar.com

ফাঁসি হয়। ১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারি এ দুজনের ফাঁসি কার্যকর হয়। কল্পনা দত্ত ও অন্যদের যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়। ইতিপূর্বে প্রীতিলতার নেতৃত্বে আর একটি দল ২৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যার পর পাহাড়তলীর রেলওয়ে ক্লাব আক্রমণ করেন। ক্লাবে ইউরোপীয়দের প্রমোদ অনুষ্ঠান চলছিল। উভয়পক্ষে গুলি বিনিময় হয়। এ সময় প্রীতিলতা গুলিবিদ্ধ হন। গ্রেফতার এড়ানোর জন্য তিনি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন।

এ অবস্থায় ভারতকে স্বাধীনতা দেবার কথা বাধ্য হয়ে ইংরেজ সরকারকে ভাবতে হয়। বিলেতি দ্রব্য বর্জন করায় ইংরেজ সরকার স্বাভাবিকভাবেই এ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাইলেন। বাংলার বিপ্লববাদী তৎপরতা ইংরেজের সেই ভাবনাকে ত্বরান্বিত করে। সাইমন কমিশনের রিপোর্টের ফলে ১৯৩১-৩২ সালে গোল টেবিল বৈঠক ডাকা হয়। ১৯৩৩ সালে শ্বেতপত্র এবং ১৯৩৪ সালে জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন পাস হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৩২ সালে ব্রিটেনে শ্রমিকদল নেতা রামজে ম্যাকডোনাল্ড জাতীয় সরকার গঠন করেন। তিনি ভারতের জন্য নতুন শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের সুপারিশ করেন। ১৯৩২ সালে ম্যাকডোনাল্ড Communal Award বা 'সাম্প্রদায়িক বন্টন' নীতি ঘোষণা করেন। এতে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন এবং বিধান পরিষদগুলোতে সংখ্যালঘুদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়। তারই ফল হচ্ছে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন। ১৯৩৭ সালে এ আইন বলবৎ হয়।

১৯৩৭ সালের নির্বাচন বাংলার ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। নির্বাচন যুদ্ধে অসাম্প্রদায়িক কৃষক প্রজা পার্টি এবং মুসলিম মধ্যবিত্ত ও অভিজাত শ্রেণীর দল মুসলিম লীগ অংশ গ্রহণ করে। মুসলিম লীগের পত্রিকা, দৈনিক 'আজাদ' এবং 'স্টার অব ইন্ডিয়া' নিজ দলের পক্ষে জোর প্রচারণা চালায়। নির্বাচনে তীব্র প্রতিযোগিতা হয়। তারপরও প্রজাপার্টি পায় ৩৯টি আসন এবং মুসলিম লীগ ৩৮টি আসনে জয়লাভ করে। এই নির্বাচনে বাংলার রাজনীতিতে জমিদার ও অভিজাত শ্রেণীর প্রভাব হ্রাস পায় এবং শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের পর ফজলুল হকের নেতৃত্বে বাংলায় কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই সরকারের কৃতিত্ব হচ্ছে—১৯৩৮ সালে তারা 'ঋণ সালিশী বোর্ড" স্থাপন করেন। ১৯৩৯ এবং ১৯৪০ সালে মহাজনী আইন পাশ হয়। ঋণ সালিশী বোর্ড, প্রজাস্বত্ব আইন এবং মহাজনী আইন-এর ফলে বাংলার কৃষক প্রজা ও কৃষি খাতকদের জীবনে এক শুভ সূচনা হয়। ১৯৩৯ সালে জিন্নাহ তার বিতর্কিত দ্বিজাতিতত্ত্ব ঘোষণা করেন।

বিশ শতকের তৃতীয় দশকে সংবাদপত্র জগতে বিস্তৃতির লক্ষণ সুস্পষ্ট। সশস্ত্র আন্দোলন, অসহযোগ ও অহিংস আন্দোলনের ক্ষেত্রে ওই সব পত্র-পত্রিকার প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের এই সুবর্ণ ক্ষণে দেশের অভ্যন্তরে বিদেশি সরকারের বিরুদ্ধে একদিকে যেমন হিংসাত্মক কার্যকলাপ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তেমনি অহিংস পথেও ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঘৃণা বিদ্বেষ সাংঘাতিকভাবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এ অবস্থায় ইংরেজ সরকার বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যায়। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

বিবিধ অর্ডিন্যান্স জারি করে নিষ্পেষণ শুরু হয়। নিরাপত্তার প্রয়োজনে জনমত দমনের সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে অনেকগুলো পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, ১৯২৩ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ভারতীয় সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ওপর কোন রূপ কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপিত ছিল না। ১৯৩০-এর ২৩ এপ্রিল জারি করা হয় নতুন প্রেস অর্ডিন্যান্স। এই অর্ডিন্যান্স ১৯১০-এর সংবাদপত্র আইনকে জাগিয়ে তোলে। সেই সঙ্গে আরো ছয়টি অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। নতুন অর্ডিন্যান্স-এর ক্ষমতা বলে ভারতের ১৩১টি সংবাদপত্রকে সিকিউরিটি জমা দিতে বলা হয়। সরকারি তহবিলে প্রায় দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা জামানত জমা পড়ে। নয়টি সংবাদপত্র বন্ধ হয়ে যায়। এই অর্ডিন্যান্সের প্রতিবাদে দু'দিন পত্রিকা বন্ধ থাকে। অর্ডিন্যান্সের ফলে ফ্রি প্রেস-এর কাজে বিঘ্ন ঘটে।

১৯৩০-এর প্রেস অর্ডিন্যান্স জারি হবার পর বঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার-এর সভাপতিত্বে ভারতীয় সম্পাদকদের সর্বপ্রথম এক ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সংবাদপত্র দমনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। কিন্তু এ প্রতিবাদ উপেক্ষা করেই সরকার সংবাদপত্র দমন নীতি বহাল রাখে। ১৯৩১ সালে নতুন করে এক বছরের জন্য Press Emergency power Act 1931-সংবাদপত্র জরুরি ক্ষমতা আইন ১৯৩১ জারি করা হয়। ওই আইনে যে কোন সংবাদপত্র ও পুস্তকে উত্তেজনা সৃষ্টি বা খুনের অনুমোদন অথবা হিংসাত্মক কাজে উস্কানি দেওয়া ছাড়াও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ সরকারের কোন সেনা বা পুলিশকে প্ররোচিত করা বা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বা সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণার উদ্রেক করার বা কাউকে ভয় দেখানোর, সরকারি কর্মচারিকে তার কাজ করতে বাধা দেয়া ইত্যাদি সম্পর্কে সামান্যতম ইঙ্গিত থাকলেও কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হয়। ওই আইনে ডিক্লারেশন বাতিল, জামানত বা প্রেস বাজেয়াপ্ত ছাড়াও কারাদন্ডের ব্যবস্থা আরোপিত হয়।

ত্রিশের দশকের প্রথম বছর ১৯৩০ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—বগুড়ার কথা, মাদ্রাছা ম্যাগাজিন, মকতব, সেবকের বাণী, যুগভেরী, মুক্তি, সিলেট বার্তা, আওয়াজ, রাষ্ট্রবার্তা প্রভৃতি। বগুড়া থেকে ডাঃ মফিজউদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বগুড়ার কথা'। ইসলামি আদর্শ প্রচারের লক্ষ্যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এটি ৪০ বছর টিকে ছিল। ২৮ ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহ থেকে আবুল মওলা মোহাম্মদ শামসুল হুদার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় দ্বিমাসিক 'মাদ্রাছা ম্যাগাজিন'। পত্রিকাটির প্রকাশক কায়কোবাদ এবং মুদ্রক এম সাইফুদ্দিন। এটি পাঁচবাগ ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত এবং নকভী প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত, পৃষ্ঠা ১৬, মূল্য ছয় পয়সা, মুদ্রণ সংখ্যা দুই হাজার। মে মাসে ঢাকা থেকে সাখাওয়াত হোসেনের সম্পাদনায় 'মকতব' নামে একটি কিশোর পাঠ্য মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা ৬৪, মূল্য চার আনা। ২৪ আগস্ট যশোর থেকে কাজী নুরুল ওসমানের সম্পাদনায় 'সেবকের বাণী' নামে একটি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি যশোর কল্যাণী প্রেসে ছাপা হত। পৃষ্ঠা ১৬, মূল্য চার আনা।

www.pathagar.com

১০ নভেম্বর সিলেট থেকে মৌলবী আবদুর রশিদ চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'যুগভেরী'। এটি সিলেট অঞ্চলের একটি ঐতিহ্যবাহী পত্রিকা। যুগভেরী তার দীর্ঘ যাত্রায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, পাকিস্তান আমলে সামরিক জান্তা বিরোধী আন্দোলন এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছে। সিলেট অঞ্চলের ইতিহাস ঐতিহ্য তুলে ধরতে পত্রিকাটি কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। পত্রিকাটি প্রথমে মির্জা জাঙ্গালস্থ কোর্ট চাঁদ প্রেস থেকে ছাপা হত। পরে মিনার প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোম্পানি লিমিটেড থেকে পত্রিকাটি ছাপার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৩০ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত যুগভেরী পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক হাত বদল হয়। ১৯৫০ সালের ১১ নভেম্বর পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ১৮ দিন বন্ধ থাকার পর ২৯ নভেম্বর পত্রিকা পুনঃপ্রকাশিত হয়। আমিনুর রশীদ চৌধুরী পত্রিকার স্বত্ব ক্রয় করেন। ১৯৬০ সালে তিনি যুগভেরী সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৭১-এর ২১ মার্চে যুগভেরীর প্রকাশনা স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭২-এর ২৬ মার্চ 'যুগভেরী' পুনরায় প্রকাশিত হয়। ১৯৭৫ সালের ১৬ জুন তৎকালীন সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশের অন্যান্য পত্রিকার সাথে যুগভেরীর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ৭৫-এর ২৮ নভেম্বর আবার প্রকাশিত হয়। ১৯৮৫ সালে ৩০ আগস্ট আমিনুর রশিদ চৌধুরীর মৃত্যুর পর তার সহধর্মিনী ফাহমিদা রশিদ চৌধুরী সম্পাদক হন। ১৯৯৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে যুগভেরী দৈনিকে পরিণত হয়। দৈনিক যুগভেরী সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করছেন ফাহমিদা রশিদ চৌধুরী। দৈনিক হবার পর যুগভেরীর সঙ্গে যে সব সাংবাদিক সংশ্লিষ্ট রয়েছেন তার মধ্যে রয়েছেন—আজিজ আহমদ সেলিম, তাপসদাস পুরকায়স্থ, শামসাদ হুসাম, বাবর হোসেন, দুলাল আহমদ চৌধুরী, গোলাম রব্বানী, রাজু আহমেদ প্রমুখ।

১৯৩০ সালে হবিগঞ্জ থেকে হরনারায়ণ সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'মুক্তি'। সিলেট থেকে হিমাংশু শেখর ধরের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সিলেট বার্তা' এবং আবদুল মান্নানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'আওয়াজ'। মার্চ মাসে চট্টগ্রাম থেকে লোকমান খান শেরোয়ানীর সম্পাদনায় 'রাষ্ট্রবার্তা' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত তৃতীয় দৈনিক। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন জেলা কংগ্রেসের দফতর সম্পাদক রফিকউদ্দিন সিদ্দিকী। সম্পাদক লোকমান খান ছিলেন কবি ও কংগ্রেস কর্মী। জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল রাজনীতির ক্ষেত্রে ছিল তার বিচরণ। তার সাংবাদিক জীবন ছিল দীর্ঘ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। রাষ্ট্রবার্তা সম্পাদনা ছাড়াও তিনি অর্ধসাপ্তাহিক সুনীতি পাক্ষিক অধিকার ও দৈনিক আমানে কাজ করেছেন। কলকাতার 'নবযুগ' ও দৈনিক কৃষকের পরিচালনা বোর্ডের সদস্য ছিলেন তিনি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সংবাদপত্রের সঙ্গে সংশ্রব রক্ষা করে চলেন। ১৯৬৯ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বাংলা ১৩৩৮ সালে সিলেট থেকে তিনটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এগুলি হচ্ছে—মৈত্রী, আল বালাগ, আল আমান। এছাড়া, বাংলা ১৩৩৯ সালে 'রংমহল' নামে

www.pathagar.com

আরো একটি মাসিক পত্রিকা সিলেট থেকে প্রকাশিত হয়। মৈত্রীর সম্পাদক ছিলেন বিধুভূষণ চৌধুরী, আল বালাগ এবং আল আমান-এর সম্পাদক ছিলেন আবদুর রহমান সিংকাপনী। মাসিক রংমহল-এর সম্পাদক ছিলেন গিরিজাভূষণ দে। ১৯৩১ সালে সিলেট থেকে রমণীমোহন দাস ও অচ্যুতচরণ চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'রংমহল'।

১৯৩২ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—পুরবী, আল-ইসলাহ, মনিপুরী, শান্তি, হরুফুল কোরান, অঞ্জলি এবং পল্লীমঙ্গল। এর মধ্যে পুরবী, আল-ইসলাহ, মনিপুরী এবং শান্তি এই চারটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় সিলেট থেকে। সাপ্তাহিক পূরবীর সম্পাদক ছিলেন নিস্তারণ গুপ্ত। মাসিক আল-ইসলাহ-এর সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ নুরুল হক দশমরী। এই পত্রিকার পূর্বনাম ছিল অভিযান। আলেম সমাজকে বাংলা ভাষা চর্চার দিকে আকর্ষণ করা এবং মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে ইসলামি সংস্কৃতি ও তমদ্দুনের বিকাশ ঘটানোই ছিল আল-ইসলাহ-এর মূল উদ্দেশ্য। পত্রিকাটি দীর্ঘ দিন চালু ছিল। মাসিক মনিপুরীর সম্পাদক ছিলেন অশ্বিনী কুমার শর্মা। সাপ্তাহিক শান্তির সম্পাদক ছিলেন ক্ষেত্রমোহন শ্যাম। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক হরুফুল কোরান এবং ত্রৈমাসিক অঞ্জলী।। হরুফুল কোরান-এর সম্পাদক ছিলেন মৌলবী জুলফিকার আলী। হরুফুল কোরান অর্থ কোরানের অক্ষর অর্থাৎ আরবী হরফ। আরবী হরফে লেখা বাংলা ভাষায় এই পত্রিকাটি প্রকাশ করা হয়। আরবী হরফে বাংলা লেখার এটি প্রথম প্রচেষ্টা। তৎকালীন আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের সাহিত্যানুরাগী কর্মচারিদের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক 'অঞ্জলী'। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সুকুমার চট্টোপাধ্যায়। রেলওয়ে প্রেস থেকে এটি ছাপা হত। পত্রিকাটি দু'বছর টিকে ছিল। বগুড়া থেকে আবদুল বারী বিএল-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'পল্লী মঙ্গল'।

১৯৩৩ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—মুকুলিকা, অভিযান ও জনমত। চট্টগ্রাম থেকে কবি আবদুস সালামের সম্পাদনায় 'মুকুলিকা' নামে একটি বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মৌলবী বাজার থেকে দ্বিজেন্দ্র মোহন দাসগুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'অভিযান'। হবিগঞ্জ থেকে ব্রজেন্দ্র লাল রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক জনমত। বাংলা ১৩৪১ সালে সিলেট থেকে হরেন্দ্র কুমার চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'স্বাধিকার'। ১৯৩৪ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—উদয়কাল, পল্লী দীপিকা, কৃষিবিজ্ঞান, সত্যবার্তা, ইসলাম প্রচার, যুগধর্ম, ও যুগশঙ্খ। হবিগঞ্জ থেকে উদয় চাঁদ রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'উদয়কাল'। দিনাজপুর থেকে এডভোকেট সৈয়দ তোজাম্মেল আলীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'পল্লী দীপিকা'। নিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক এই পত্রিকাটি ছিল দিনাজপুরের প্রথম সাপ্তাহিক।

সিলেট থেকে প্রতুল চন্দ্র সোম-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'কৃষি বিজ্ঞান'। চট্টগ্রাম থেকে গোলাম সোবহান মাস্টারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সত্যবার্তা'। এই পত্রিকার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন 'ডন' পত্রিকার সাবেক সম্পাদক এবং

www.pathagar.com

পাকিস্তানের এককালীন শিল্পমন্ত্রি আলতাফ হোসেন। তখন তিনি চট্টগ্রাম ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। সোবহান মাস্টারের পর মোহাম্মদ ওমর এবং কাজী কবির উদ্দিন পত্রিকার সম্পাদক হন। চট্টগ্রাম থেকে মৌলবী আবদুল ফরাহ্-এর সম্পাদনায় 'ইসলাম প্রচার' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ছিল আনজুমানে এহ্‌লাহুজ্জমীর নামে একটি ইসলামি সংগঠনের মুখপত্র।

জানা যায়, ত্রিশের দশকের প্রথম ভাগে কাদিয়ানী মতালম্বী কয়েকজন পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা চট্টগ্রামে বদলি হয়ে আসেন। তাদের উদ্যোগে চকবাজারের নিকট স্থাপিত হয় চট্টগ্রামের প্রথম কাদিয়ানী মসজিদ। কাদিয়ানীদের প্রভাবে বিচলিত হয়ে ওঠেন চট্টগ্রামের সুন্নী সমাজ। তাই কাদিয়ানীদের প্রভাব খর্ব এবং এই মতবাদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাবার লক্ষ্যে হাটহাজারী মাদ্রাসার মওলানা আবদুল ওহাব, মওলানা ওবায়দুর রহমান চৌধুরী, মিয়া খান সওদাগর, আবদুল লতিফ ও আবদুল মান্নান উদ্যোগী হয়ে আনজুমানে এসলাহুজ্জমী গঠন করেন। সংগঠনের সেক্রেটারি আবদুল লতিফের আর্থিক সহায়তায় মাসিক 'ইসলাম প্রচার' প্রকাশ করা হয়।

এ বছর চট্টগ্রাম থেকে সাপ্তাহিক যুগধর্ম ও মাসিক যুগশঙ্খ নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। জানুয়ারি মাসে মীরসরাই থানার করের হাটের জ্যোতিষচন্দ্র করের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'যুগধর্ম'। এটি চট্টগ্রামের প্রথম দ্বিভাষিক পত্রিকা। কোহিনূর প্রেস থেকে পত্রিকাটি ছাপা হত। এটি ছিল আট পৃষ্ঠার পত্রিকা। কোন কোন সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠা হত। এতে সংবাদ, নিবন্ধ, গল্প, কবিতা ছাপা হত। ১৯৫৪ সালে পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। আশুতোষ ঘোষ এবং উমেশ চন্দ্র চৌধুরীর যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হত মাসিক 'যুগশঙ্খ'। কবি আবদুস সালাম পত্রিকার সম্পাদনা সহযোগী হিসাবে কাজ করেছেন। চিন্তাশীল গবেষণা কর্মকে উৎসাহিত করা, সাম্প্রদায়িকতা দূর করা এবং ধর্মের নামে ভন্ডামি থেকে নবীনদের রক্ষা করার লক্ষ্যেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। আন্দরকিল্লার কোহিনূর প্রেস থেকে পুত্রিকাটি ছাপা হত। পত্রিকাটির আয়তন ২০ থেকে ৮০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত করা হত। প্রতি কপির মূল্য ছিল দু' আনা। ১৯৪৯ সালে যুগশঙ্খ-এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৩৫ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে— দেশপ্রিয়, প্রতিভা, আজান এবং খ্রিস্টান জগত। মার্চ মাসে চট্টগ্রাম থেকে হীরেন্দ্রলাল রায় চৌধুরী এবং সুব্রত দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'দেশপ্রিয়'। চিটাগং প্রিন্টিং প্রেস এন্ড পাবলিশিং হাউস থেকে পত্রিকাটি ছাপা হত। পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক ছিলেন সুব্রত দাস। এটি ছিল সচিত্র সাপ্তাহিক। 'দেশপ্রিয়' যথার্থ সংবাদচিত্র প্রকাশের রেওয়াজ চালু করে। এ সময় চট্টগ্রামের জনপ্রিয় কংগ্রেস নেতা ব্যারিস্টার যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের উপাধি ছিল 'দেশপ্রিয়'। এ জন্য পত্রিকাটির নামকরণ 'দেশপ্রিয়' করা হয়। সম্ভবতঃ আগস্ট অথবা সেপ্টেম্বর মাসে চট্টগ্রাম থেকে কবি আবদুস সালামের সম্পাদনায় 'প্রতিভা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার পরিচালক ছিলেন মোহাম্মদ আইয়ূব খান এবং এ কে এম ওবায়দুল্লাহ।

www.pathagar.com

এ বছর চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'আজান'। এটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আহমদ সগীর চৌধুরী। পৌরসভা চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী নূর আহমদের নির্বাচনী প্রচারকার্য চালানোর উদ্দেশ্যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। সীতাকুণ্ডের ফকির আহমদ ছিলেন সম্পাদক। কবি আবদুস সালাম এবং লোকমান খান শেরওয়ানী ছিলেন তার সহকারি। 'আজান' ছিল ফুলস্কেপ আকারের চারপৃষ্ঠার ট্যাবলয়েড পত্রিকা। ছাপা হত পুরাতন গির্জা রোডের ইম্পেরিয়াল প্রেস থেকে। মৌলবী বাজার থেকে নবকুমার পাত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'খ্রিস্টান জগত'। বাংলা ১৩৪৩ সালে সিলেট থেকে হরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরীর সম্পাদনায় 'জয়ন্তী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

১৯৩৬ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—জনমত, পুরবী ও করতোয়া। ১১ আগস্ট চট্টগ্রাম থেকে আবদুল মোনএম-এর সম্পাদনায় 'জনমত' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার কার্যালয় ছিল আন্দরকিল্লা এবং এটি কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেস থেকে ছাপা হত। ক্রাউন আকারের ছয় পৃষ্ঠার এ পত্রিকার মূল্য ছিল এক আনা। সম্পাদক আবদুল মোনএম ছিলেন উদার ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার মানুষ। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ব্যাপক প্রসারের যুগে 'জনমত' নির্ভিকভাবে তার আদর্শ উচ্চে তুলে ধরে।

চট্টগ্রাম থেকে আশুতোষ চৌধুরী ও ওহিদুল আলমের যৌথ সম্পাদনায় 'পুরবী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকা অফিস ছিল আন্দরকিল্লা এবং কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেস থেকে এটি ছাপা হত। এটি সাহিত্য পত্রিকা হওয়া সত্ত্বেও জোরালো ও সাহসী রাজনৈতিক বক্তব্য উপস্থাপনে পিছপা হয়নি। চিন্তার উদারতা এবং বুদ্ধির মুক্তি ছিল পুরবীর মূলমন্ত্র। পত্রিকাটি ছিল ঘোর সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী। বগুড়া থেকে সুরেশচন্দ্র দাসগুপ্তের সম্পাদনায় 'করতোয়া' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন সুখদরঞ্জন কবিরাজ। পত্রিকাটি কংগ্রেসী রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিল। সাপ্তাহিক করতোয়া ২৫ বছর টিকে ছিল।

বাংলা ১৩৪৪ সালে সিলেট থেকে চারটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এগুলি হচ্ছে—বলাকা, যুবশক্তি, সারথী এবং ইলেকসন। কালী প্রসন্ন দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'বলাকা'। সুবোধচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'যুব শক্তি'। প্রফুল্ল চন্দ্র দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় অর্ধ-সাপ্তাহিক ইলেকশন এবং অনিল কুমার রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সারথী'।

১৯৩৭ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—নকীব, বাঁশ ও বাঁশী, এবং আত্রাই। কুলাউড়া থেকে মোহাম্মদ ছানওয়ার আলীর সম্পাদনায় 'নকীব' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। চট্টগ্রাম থেকে উকিল হিমাংশু বিমল মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বাঁশ ও বাঁশী'। এটি ছিল একটি ক্ষণজীবী পত্রিকা। দিনাজপুর থেকে সুশীল গুহ খাশনবীশের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'আত্রাই'। বাংলা ১৩৪৫ সালে প্রকাশিত হয়—নয়া দুনিয়া, জাগৃতি, দামিনী ও পরিব্রাজক। এর মধ্যে শুধুমাত্র দামিনী সুনামগঞ্জ থেকে এবং অপর তিনটি সিলেট থেকে

www.pathagar.com

প্রকাশিত হয়। জ্যোতির্ময় নন্দী মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'নয়া দুনিয়া'। কনকপ্রভা দেবের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'জাগৃতি'। জিতেন্দ্র নাথ দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক দামিনী এবং লালা প্রসন্ন কুমার দের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'পরিব্রাজক'।

১৯৩৮ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—জাগরণ, অরুণ, প্রভাতী, অভিযান, অধিকার, পার্বণী এবং খোশরোজের সওগাত। সিলেট থেকে মোহাম্মদ আজিজুর রহমানের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক জাগরণ এবং বিধু কৃষ্ণ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'অরুণ'। সেপ্টেম্বর মাসে চট্টগ্রাম থেকে মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস ও মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ এর যৌথ সম্পাদনায় 'প্রভাতী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছাপা হত ফেনীর ইউনিয়ন প্রেস থেকে। ২৭ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম থেকে কবি আবদুস সালামের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'অভিযান'।

এছাড়া, চট্টগ্রাম থেকে ননী গোপাল সেনগুপ্তের সম্পাদনায় পাক্ষিক 'অধিকার' ও সুবোধ রঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় বার্ষিক পার্বণী ও মীরসরাইর আলী আজম নেজামপুরীর সম্পাদনায় ত্রৈমাসিক খোশরোজ নামে তিনটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অধিকার ছিল চট্টগ্রামের বামপন্থি রাজনীতির মুখপত্র। পত্রিকা পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন লোকমান খান শেরোয়ানী। কমিউনিস্ট পার্টির নেতা বঙ্কিম সেন, কল্পতরু সেনগুপ্ত, আবদুস সাত্তার প্রমুখ এ পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। লয়েল রোডে আমির প্রেসে পত্রিকাটি ছাপা হত। পত্রিকাটি চার বছর চালু ছিল। চট্টগ্রাম 'বানী বাসর' নামে একটি হিন্দু সংগঠনের পত্রিকা ছিল বার্ষিক 'পাটনী'। পর্ব উপলক্ষ্যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। চট্টগ্রাম মাইজভান্ডারী তরিকার পত্রিকা ছিল 'খোশরোজ সওগাত'। বাংলা ১৩৪৬ সালে তিনটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মৌলবীবাজার থেকে রনধীর দাসগুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় বার্ষিক 'আবাহনী'। সিলেট থেকে গিরিজা ভূষণ দের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়—বার্ষিক রসরঙ্গিনী এবং হরেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'অগ্রগতি'।

১৯৩৯ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—বলাকা, মোজাহিদ, যুগের আলো, দি আসাম হেরাল্ড, নিউ এজ, আসাম লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট রিভিউ এবং তৌহিদ। ৮ জুলাই সিলেট থেকে কালী প্রসন্ন দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় দৈনিক 'বলাকা'। পত্রিকাটির আয়ু, ছিল মাত্র একদিন। সিলেট থেকে আবদুল লতিফ ও প্যারিমোহন গোস্বামীর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'মোজাহিদ', আবদুল মতিন চৌধুরীর সম্পাদনায় ইংরেজি সাপ্তাহিক দি আসাম হেরাল্ড, রাজিউর রহমানের সম্পাদনায় ইংরেজি সাপ্তাহিক নিউএজ এবং মতিলাল দেবের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক যুগের আলো এই চারটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মৌলবী বাজার থেকে দ্বিজেন্দ্র মোহন দাসগুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ইংরেজি মাসিক 'আসাম লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট রিভিউ'। সেপ্টেম্বর মাসে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থেকে শাহাজাদা সৈয়দ মাহবুবুল বশর-এর

www.pathagar.com

সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক 'তৌহিদ'। এটি ছিল ফটিকছড়ি মাইজভান্ডার শরীফের মুখপত্র। বাংলা ১৩৪৭ সালে সিলেট থেকে হরেন্দ্র কুমার চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক সম্পদ।

ত্রিশের দশকে পত্র-পত্রিকাগুলো অঙ্গসজ্জার দিকে নজর দিতে শুরু করে। এ সময় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন ব্যবহারে শিল্পজ্ঞান ও রুচিবোধ ফুটে ওঠে। পূর্বে পত্রিকার সাজসজ্জা বলে কিছু ছিল না। গতানুগতিক ধারায় পত্রিকার পৃষ্ঠা সাজানো হত। প্রতিযোগিতার সম্ভাবনায় এ সময় থেকেই তাই সাজসজ্জার প্রশ্ন দেখা দেয়। দেশের সকল জায়গায় সংবাদপত্রের প্রতি আগ্রহ দেখা দিতে থাকে। ফলে প্রথম সারির সংবাদপত্রের মফস্বল সংস্করণ প্রকাশ শুরু হয় এবং গ্রামাঞ্চলে ও জেলায় জেলায় স্থানীয় সংবাদদাতা নিয়োগ শুরু হয়।

১৯৩৯-এর ১ সেপ্টেম্বর হিটলারের পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ভারতীয়দের সম্মতির অপেক্ষা না করেই ব্রিটিশ সরকার ভারতকে এই যুদ্ধে টেনে নামায়। যুদ্ধকালীন সময়ে ব্রিটিশ শাসকদের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বাংলা তথা ভারতে জিনিসপত্র দুর্মূর্ল্য হয়ে ওঠে। যুদ্ধের অজুহাতে মানুষের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়। সর্বত্র দমননীতি চলতে থাকে। এদেশের মানুষের ক্ষুধার অন্ন হরণ করে ব্রিটিশ সৈন্যদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এ সময় বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ৫০ লাখ লোক এই দুর্ভিক্ষের শিকার হয়।

এই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী পটভূমিতে দাঁড়িয়ে চল্লিশের দশকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করে। সুভাষচন্দ্র ও তার দল ফরোয়ার্ড ব্লক সরকারের যুদ্ধোদ্যমে বাধা দিতে সংকল্পবদ্ধ হয়। তারা ভারতের ব্রিটিশ সরকারকে কোন প্রকার সহায়তা না করে ব্রিটেনের শত্রু শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে ব্রিটিশ শক্তিকে পর্যুদস্ত করে ভারতের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার চেষ্টা শুরু করে। ১৯৪০ সালে জিন্না পরিস্কার জানিয়ে দেন, 'পৃথিবীর কোন শক্তিই পাকিস্তানের জন্ম রোধ করতে পারবে না।' অন্যদিকে ১৯৪০-এর মার্চে রামগড়ে কংগ্রেস সভাপতি আবুল কালাম আজাদ ঘোষণা করেন—'ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।' ভারতের স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেস সত্যাগ্রহে নামবার সিদ্ধান্ত নেয়। এই পরিস্থিতিতে ভারত সচিব জেটল্যান্ড এবং ভাইসরয় লিনলিথগো উভয়েই সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়ে ভারতে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রচেষ্টা চালান।

ভারতের মুসলমান প্রধান অংশকে বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে জিন্নাহ ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে মুসলিম লীগের এক অধিবেশন আহ্বান করেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রি এ. কে. ফজলুল হক লাহোর অধিবেশনে ভারত বিভাগের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। 'লাহোর প্রস্তাব' খ্যাত এই প্রস্তাব পরে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' বলে আখ্যায়িত হয়। এর সারমর্ম ছিল ভারতের উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিমাংশে স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ স্থাপিত হবে। পরবর্তী বছরে মুসলিম লীগ এই প্রস্তাব স্থির

www.pathagar.com

লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করে। মানবেন্দ্র রায়ের র‍্যাডিকাল ডেমোক্রেটিক পার্টি ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের এ নীতিকে সমর্থন করে।

১৯৪০ সাল থেকেই বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী মুসলিম লীগের সঙ্গে তাদের ভাগ্য জড়িয়ে ফেলে। ১৯৪১ সাল থেকে ক্রমবর্ধমান সামাজিক চাপে তারা পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে। এ সময় কংগ্রেস পাকিস্তান আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। মুসলিম লীগের সাথে কোন রকম আলোচনা ছাড়াই ইংরেজদের ভারত ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে কংগ্রেস ১৯৪১ সালে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। তারপর গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১৯৪২ সালের আগস্ট মাস থেকে শুরু হয় গণ-বিক্ষোভ, হাজার হাজার লোক কারারুদ্ধ হয়। মুসলমানরা মনে করে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন তাদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হচ্ছে। এ আন্দোলনের দ্বারা পাকিস্তানের দাবী বানচাল করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য।

১৯৪২ সালে কংগ্রেস পরিচালিত 'ভারত ছাড়' আন্দোলন মুসলিম লীগকে একটি গণসংগঠন রূপে দাঁড় করানোর কাজ ত্বরান্বিত করে। কংগ্রেস নেতারা তখন কারা প্রাচীরের অন্তরালে, কংগ্রেস বেআইনি বলে ঘোষিত, সংগঠনিক কার্যক্রম নিশ্চল, সেই শূন্যতায় মুসলিম লীগ জনসাধারণের ধর্ম প্রবণতার কাছে আবেদন করে এবং তাদের সমস্যাগুলো তুলে ধরে একটি গণপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে সারা ভারতে এর সদস্য সংখ্যা হল বিশ লাখ, এর মধ্যে দশ লাখ সদস্য হল বাংলার। এর ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পরই মুসলিম লীগ পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েমের পক্ষে জোর দাবী পেশ করতে সক্ষম হয়।

পাকিস্তান আন্দোলন ছিল হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আন্দোলন। পাকিস্তান আন্দোলনের নেতাদের অভিপ্রায় ছিল, একটি গণতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান কায়েম করা। কিন্তু সহসাই তা সাম্প্রদায়িক রূপ ধারণ করে। কারণ প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্রগুলো এর ধর্মনিরপেক্ষতার দিকটা ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে এর ওপর ধর্মের রং চড়ায়। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ১৯৪১ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত প্রতি বছর এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। দাঙ্গার উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের অগ্রদূত ঢাকার মুসলিম ছাত্র সমাজের শক্তি বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। এই দাঙ্গায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা এবং 'পাকিস্তান' পত্রিকার সম্পাদক নাজির আহমদ দাঙ্গাকারীদের হাতে ছুরিকাহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

১৯৪৩ সালের শেষের দিকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন আবুল হাশিম। সম্পাদকের পদ গ্রহণের পর তিনি ঘোষণা করেন যে, প্রতিক্রিয়াশীল ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের কবল থেকে তিনি বাংলার বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে মুক্ত করবেন। ঢাকার নবাব-গোষ্ঠি, দৈনিক আজাদের সম্পাদক মৌলানা আকরম খাঁ এবং ইস্পাহানি পরিবারকে তিনি বাংলার চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বলে উল্লেখ করেন। এই সর্বপ্রথম বাংলার মুসলিম রাজনীতিতে বাম ও দক্ষিণপন্থির সংগ্রাম চক্রান্তের রূপ পরিগ্রহ করে।

www.pathagar.com

এদিকে ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির শক্তি ক্রমাগত বেড়ে চলে। ফজলুল হকের ক্ষমতা আইন সভার ভিতরে বাইরে হ্রাস পায়। মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রের ফলে মার্চ মাসে বাংলায় ফজলুল হক মন্ত্রি সভার পতন হয়। লীগ মনোনীত নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এ সময় চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষে ১৫ লাখ লোক প্রাণ হারায়। ১৯৪৩ সালে প্রাচ্য রণাঙ্গনের সেনাপতি ওয়াভেল ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন। ১৯৪৫ সালে পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ স্তব্ধ হয়ে এল। জুনে ওয়াভেল ইংল্যান্ড ঘুরে এসে কংগ্রেস ও লীগের দশজন নিয়ে সিমলায় এক বৈঠক করলেন। ২৫ জুন থেকে ১৪ জুলাই এই বৈঠক চলে। শেষ পর্যন্ত বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের পরাজয় ঘটে, শ্রমিক দল পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচনে বিজয়ের পর শ্রমিক দল ভারতের সঙ্গে শান্তি স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করে। ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৪৬ সালের মার্চে ব্রিটেন সরকার স্যার পেথিক লরেন্স, স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এবং এ. ভি আলেকজান্ডারকে নিয়ে গঠিত কেবিনেট মিশন ভারতে পাঠায়। এ মিশনও সম্পূর্ণ সফল হল না। তবে কেবিনেট মিশন কয়েকটি প্রস্তাব করে। প্রস্তাবে বলা হয়, একটি সম্মিলিত গণপরিষদ গঠিত হবে। সেই গণপরিষদ যতদিন না নতুন সংবিধান প্রস্তুত, নতুন শাসন সংস্থা গঠন ও কার্যকর করতে পারবে, ততদিন অন্তর্বর্তী সরকার শাসনকার্য চালাবে। এ ব্যবস্থার ফলে সরাসরি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র না পেয়ে মুসলিম লীগ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট তারা 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' বা 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' শুরু করে। ওই দিন কলকাতায় এক ভয়াবহ দাঙ্গায় হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। কেবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুসারে লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৬ সালের ২২ জুলাই অন্তর্বর্তী পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ ওই পরিষদে যোগ দেয়। ১৯৪৭ সালের ৩ জুন ঘোষণা করা হয় যে, ১৪ এবং ১৫ আগস্ট ভারত বিভক্ত হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা থেকে ভারত বিভক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই রাজনৈতিক পরিবেশ ও পরিমন্ডলের মধ্য দিয়ে এদেশে সংবাদপত্র পরিচালিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব জনমত ও সংবাদপত্রকে বিভ্রান্ত করে তোলে। সংবাদপত্র জগতের কাছে এ সময়টি খুবই ঘটনাবহুল হয়ে ওঠে। যুদ্ধ ঘোষণার পর 'ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট' গৃহীত হয়। এ আইনে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের কথাও বলা হয়। সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে সেন্সর আদেশ জারি করা হয়। শত্রুর সুবিধা হতে পারে এমন সংবাদ বা তথ্য এবং আপত্তিজনক সংবাদ প্রকাশ নিষেধ করা হয়। ১৯৩৯ সালে সংবাদপত্রের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার জন্য সংবাদপত্র মালিকদের সংস্থা ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন নিউজ পেপার সোসাইটি (আই.এ.এন.এস) গঠিত হয়। তার আগেই অল ইন্ডিয়া নিউজ পেপারস এডিটরস কনফারেন্স গঠিত হয়।

যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের সামনে প্রথম যে বিপর্যয় দেখা দেয় তা হল ছাপার কাগজ বা 'নিউজপ্রিন্ট'-এর অভাব। কয়েকটি বড় সংবাদপত্র ছাড়া কেউ আগে থেকে

www.pathagar.com

আপতকালীন সময়ের কাজ চালাবার জন্য নিউজপ্রিন্ট মজুদ রাখতে পারেনি। এদিকে সরকার চলতি কাগজগুলোর জন্য মোট সরবরাহকৃত নিউজপ্রিন্টের মাত্র দশ শতাংশ বরাদ্দ করে এবং বন্টনেও কঠোর নিয়ন্ত্রণ চালু হয়। এ অবস্থায় কোন কাগজের অভাবই পূরণ হয়নি। তদুপরি কাগজের কোটা নির্ধারণের ক্ষমতা ছিল সরকারি আমলাদের হাতে। ফলে অধিকাংশ পত্রিকার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা দায় হয়ে পড়ে। ১৯৪০ সালের নবেম্বরে বেঙ্গল প্রেস অ্যাডভাইসরি কমিটি গঠিত হয়। চল্লিশের দশকে অসাংবাদিক পদ্ধতিতে কতগুলি সংবাদপত্রের আর্থিক উন্নতি ঘটে। এ সব সংবাদপত্রের সম্পাদকরা ক্রমে প্রতিষ্ঠানকে বাণিজ্যিক সংগঠনে রূপান্তরিত করেন।

১৯৪০ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—সূর্যোদয়, আল জালাল, কাল বৈশাখী, ত্র্যহস্পর্শ, এবং সংহতি। সব পত্রিকাই প্রকাশিত হয় বৃহত্তর সিলেট থেকে। রমণীরঞ্জন শর্মার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় দৈনিক 'সূর্যোদয়'। কিন্তু পত্রিকাটি খুব বেশি দিন পৃথিবীর মুখ দেখতে পারেনি। মোহাম্মদ সিকান্দর আলীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'আল জালাল'। সতীন্দ্র দেবের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'কাল-বৈশাখী'। যোগেন্দ্র চন্দ্র সেনের (মৌলবী বাজার) সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ত্র্যহস্পর্শ'। জ্যোর্তিময় নন্দীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সংহতি'। বাংলা ১৩৪৮ সালে সিলেট থেকে আজান, বিবর্তন এবং স্মৃতি নামে তিনটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়, সালাহউদ্দিন ইউসুফের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'আজান'। বিনোদবিহারী চক্রবর্তীলর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক বিবর্তন। হিন্ময় দাসগুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় বার্ষিক 'স্মৃতি'।

১৯৪১ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—সাহিত্য, নওরোজ, কণিকা, ঠাকুরগাঁ দর্পণ, দি এওয়েকিং। সিলেট থেকে আমিনুল হকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক 'সাহিত্য'। দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'নওরোজ'। পত্রিকাটির প্রকাশনা ও সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন হেমায়েত আলী। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন সাবেক মন্ত্রি হাসান আলী। এটি ছিল মূলত সাহিত্য পত্রিকা। তবে এতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমীক্ষাও প্রকাশ করা হত। এটি ছিল মুসলিম তমদ্দুনের কণ্ঠস্বর। মুসলমান সমাজের মধ্যে সৃজনশীল সাহিত্য চেতনার উন্মেষ ও সাহিত্য অনুশীলনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যেই নওরোজের আবির্ভাব। দিনাজপুরে একটি সাহিত্য গোষ্ঠী সৃষ্টির পেছনে নওরোজ-এর অবদান অবিস্মরণীয়। ১৯৪৭-এ ভারত বিভক্তির পর চার বছর নওরোজ বন্ধ থাকে। ১৯৫১ সালে এটি পুনঃপ্রকাশিত হয়। তবে ১৯৫৮ সালে এটি সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয় এবং সরকারি ইশতেহারে পরিণত হয়।

দিনাজপুর থেকে অমিয়কুমার সেনের সম্পাদনায় 'কণিকা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ঠাকুরগাঁ থেকে ইসমাইল মোক্তারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'ঠাকুরগাঁ দর্পণ'। পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তদানিন্তন মহকুমা প্রশাসক মিজানুর রহমান। তিন বছর পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। সিলেট থেকে এম, এ,

www.pathagar.com

ওসমানির সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ইংরেজি ত্রৈমাসিক 'দি এওয়েকিং'। বাংলা ১৩৩৯ সালে সিলেট থেকে মোহাম্মদ এ, সাত্তারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'আল-আমান'।

১৯৪২ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—প্রভাতী, তকবীর, জালালাবাদ, নবারুণ, প্রলুব্ধ ভারত, অভিযাত্রিক, বন্যা এবং ভবানীপুর পল্লী মঙ্গল পত্রিকা। সিলেট থেকে রাজিউর রহমানের সম্পাদনায় মাসিক জালালাবাদ ও প্রভাতী, মোহাম্মদ এ, সাত্তারের সম্পাদনায় মাসিক তকবীর, খায়রুল আমিন মঞ্জুর সম্পাদনায় মাসিক নবারুণ এই চারটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। হবিগঞ্জ থেকে অশোকানন্দের সম্পাদনায় মাসিক প্রলুব্ধ ভারত এবং আবু আবদিল্লা মোঃ ইসমাইলের সম্পাদনায় মাসিক অভিযাত্রিক এই দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এছাড়া, মৌলবী বাজার থেকে সুনির্মল কুমার দেব মীন-এর সম্পাদনায় 'বন্যা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। দিনাজপুরের বিরল থানার ভবানীপুর গ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় 'ভবানীপুর পল্লী মঙ্গল' পত্রিকা। সম্পাদক মেহরাব আলী, পরিচালক আলতাফ উদ্দিন আহমদ। পাহাড়পুরস্থ অমিয় প্রেস থেকে এটি মুদ্রিত হত। আর্থিক সংকটের কারণে পত্রিকাটি খুব বেশি দিন চলেনি।

১৯৪৩ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—সুরমা উপত্যকা, অগ্রদূত ও পল্লীবাণী। সিলেট থেকে আবদুল মতিনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সুরমা উপত্যকা'। মৌলবীবাজার থেকে আবদুর রউফের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'অগ্রদূত'। দিনাজপুরের ফখরাবাদ থেকে প্রকাশিত হয় 'পল্লীবাণী'। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন রিয়াজুদ্দিন আহমদ এবং প্রকাশক ছিলেন ইউসুফ আলী। ইউসুফ আলী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রি ছিলেন। ১৯৪৪ সালে দিনাজপুর থেকে বরদা চক্রবর্তীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'সন্ধানী'। পত্রিকাটি বাম রাজনীতির সমর্থক ছিল। এতে সরকারের শ্যেণ দৃষ্টি এর ওপর পড়ে, ফলে পত্রিকাটি দীর্ঘায়ূ হতে পারেনি।

১৯৪৬ সালের জুনে চট্টগ্রাম থেকে কবি আবদুস সালামের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় দৈনিক 'পূর্ব-পাকিস্তান'। তখন ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান গঠনের জল্পনা-কল্পনা চলছিল। সম্পাদকের ভাবনা ছিল যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের দুটি শাখা হবে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। তাই পূর্ব-বাংলা থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির নাম রাখা হয় 'পূর্ব-পাকিস্তান'। পত্রিকাটি ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত চালু ছিল।

১৯৪৭ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—আজান, যুদ্ধবার্তা, সেবক, শান্তি, আশা, দেশের কথা এবং প্রজাবাহিনী। সিলেট থেকে ফারুক চৌধুরীর সম্পাদনায় মাসিক 'আজান', আবদুল মালিক চৌধুরীর সম্পাদনায় পাক্ষিক যুদ্ধবার্তা এবং জে. ই. চৌধুরীর সম্পাদনায় পাক্ষিক 'সেবক' এই তিনটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। চট্টগ্রাম থেকে অতুলচন্দ্র রায় চৌধুরীর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'শান্তি' ও প্রসন্ন কুমার চৌধুরীর মাসিক 'আশা' সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। বগুড়া থেকে ললিত মোহন সেনের

www.pathagar.com

সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'দেশের কথা' এবং এসহাক গোকুলীর সম্পাদনায় সাপ্তাহিক প্রজাবাহিনী প্রকাশিত হয়।

ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলাদেশ ভূখন্ড থেকে ন্যূনপক্ষে নয়টি দৈনিকসহ মোট ৪১৫টি সংবাদ ও সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। তবে এসব সংবাদপত্রকে বাংলার অন্যান্য অঞ্চল বিশেষত কলকাতা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার কোন সুযোগ নেই। কারণ সংবাদপত্রের প্রকাশক এবং পাঠক বাংলার যে অঞ্চলেই থাকুন, তাদের জীবনাচরণ, মূল্যবোধ ও সামাজিক অবস্থান এবং রাজনৈতিক চেতনার খুব একটা ব্যবধান ছিল না। বিরাজমান এই সমাজ বাস্তবতার কারণে পূর্ব-বাংলার সংবাদপত্রের কোন ব্যতিক্রমী চরিত্র গড়ে ওঠেনি। বিদেশি শাসন থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার ব্যাপারে বাংলা সংবাদপত্র এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। পূর্ব বাংলা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলো এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল না।

ঔপনিবেশিক বাংলায় সংবাদপত্রের বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণে বার বার অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে, সংবাদপত্রের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেরার চেষ্টা চলেছে। রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালনের কারণে সংবাদপত্র প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গ বহুবার শাস্তি ভোগ করেছেন। ১৯২৩ সালে আপত্তিকর লেখা মুদ্রণের অভিযোগে ছয় মাসের কারাদন্ড দেয়া হয় কুষ্টিয়ার সাপ্তাহিক 'জাগরণ' পত্রিকার সম্পাদক নিশিকান্ত পাত্র, প্রকাশক সতীশ চন্দ্র সাহা এবং মুদ্রক শরৎচন্দ্র কুন্ডুকে। ১৯২৬ সালে নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'দেশের বাণী'-এর সম্পাদক কে, সি, রায় চৌধুরীর কাছ থেকে চারশ টাকা জরিমানা দাবী করা হয়। অনাদায়ে চার মাস কারাদন্ডের বিধান দেওয়া হয়। একই পত্রিকার পরবর্তী সম্পাদক মথুরা নাথ চক্রবর্তীকে ১৯৩১-এর ৯ সেপ্টেম্বর নয় মাসের সশ্রম কারাদন্ড, দু'শ পঞ্চাশ টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে তিনমাস সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়। ১৯২৬ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে কম করে হলেও পনেরো বার পত্রিকাটিকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। প্রায় সমান সংখ্যক বার কারাদন্ড, অর্থদন্ড, এবং সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে কুষ্টিয়ার জাগরণ, বরিশালে হিতৈষী এবং চট্টগ্রামের পাঞ্চজন্য পত্রিকাকে। এ ছাড়া, চট্টগ্রামের দৈনিক জ্যোতি, বগুড়ার 'কথা', ময়মনসিংহের 'ইস্ট বেঙ্গল টাইমস', চট্টগ্রামের অর্ধ-সাপ্তাহিক সুনীতি, ফরিদপুরের সাপ্তাহিক ফরিদপুর হিতৈষিনী, প্রভৃতি পত্রিকাও বিভিন্ন সময়ে ঔপনিবেশিক শাসকদের রুদ্র রোষের শিকার হয়েছে।

www.pathagar.com

অধ্যায় : চার

পাকিস্তান আমলে এক দশকের সংবাদপত্র

বিশ শতকের চল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ এই কয়টি বছর বাংলা এবং বাঙালির ইতিহাসে মহাভাঙ্গনের কাল হিসাবে চিহ্নিত। ঝড়, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ, রক্তাক্ত কৃষক আন্দোলন, একের পর এক বাঙালির বুকের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। পুরো দেশকে দ্বিখন্ডিত করে ঔপনিবেশিক অধীনতার অবসান হয়েছে। '৪৭-এর দেশ বিভাগে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা লাভের আনন্দে যেমন উল্লসিত হতে পারেনি, তেমনি বিভাজনকে প্রত্যাখ্যানও করতে পারেনি। কারণ, বাংলার বিভক্তি বাঙালির চৈতন্য প্রবাহে এক বেদনাদায়ক বিচ্ছেদ এবং মানবিক মূল্যবোধের অবনয়নের মধ্যে দিয়ে অন্য এক বাংলাদেশ অস্তিত্বশীল হয়েছে। এক ভৌগলিক সত্তার পরিবর্তে অন্য এক ভৌগলিক সত্তা, এক মানুষের পরিবর্তে অন্য এক মানুষ, জীবনের সাবেকীবোধের পরিবর্তে অন্য এক বোধের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। সংবাদপত্র জগতেও এ অবস্থার প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়েছে।

'৪৭ পূর্ববর্তী পূর্ব-বাংলার অধিকাংশ পত্রিকার মালিক সম্পাদক ছিলেন হিন্দু। দেশ বিভাগের ফলে এদের অনেকেই ভারতে চলে যান। এর ফলে পূর্ব-বাংলার সংবাদপত্র জগতে দেখা দেয় শূন্যতা। ঢাকায় তখন কোন দৈনিক পত্রিকা ছিল না। ঢাকা এবং পূর্ব-বাংলার অন্যান্য অঞ্চল থেকে প্রকাশিত কিছু সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্রিকা এই অঞ্চলের মানুষের সংবাদপত্রের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হত না। সেই শূন্যতা পূরণের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করত কলকাতা থেকে প্রকাশিত কিছু পত্র-পত্রিকা।

মুসলমান সমাজের অভাব অভিযোগ এবং নানা বিষয় তুলে ধরার জন্য ১৯০৩ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক সোলতান এবং মাসিক মোহাম্মদী। ১৯০৮ সালে মওলনা আকরাম খাঁর সম্পাদনায় মোহাম্মদী সাপ্তাহিক হিসাবে প্রকাশিত হয়। ১৯১২ সালে মোহাম্মদী দৈনিক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯২৩ সালে নবপর্যায়ে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক সোলতান। এ সময় পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী। মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী একজন প্রতিভাধর সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন। তার 'ভারতে মুসলমান সভ্যতা' শীর্ষক গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। ১৯১৮ সালে মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন 'সওগাত' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। তিনি অল্প দিনের মধ্যে প্রগতিশীল ও সংস্কারমুক্ত সাহিত্য আন্দোলনের মধ্যমণি হয়ে

www.pathagar.com

উঠেন। সওগাত প্রকাশের প্রথম দিকে নাসিরুদ্দিনের নাম সম্পাদক হিসাবে ছাপা হত না। ছাপা হত, ম্যানেজার এম নাসিরুদ্দিন। তখন পত্রিকা সম্পাদনা করতেন কবি আবদুল কাদির।

মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন তার মাসিক সওগাত, শিশু সওগাত, সাপ্তাহিক সওগাত, মহিলা সংখ্যা সওগাত, সাপ্তাহিক দেশের কথা, বেগম প্রভৃতি সাময়িকী ও সংবাদপত্রের দ্বারা বাংলা সাহিত্য ও সাংবাদিকতার বিভিন্ন শাখাকে নতুন নতুন সৃজনশীল সম্পদে ভরে দিয়ে গেছেন। বহু সাহিত্যিক ও সাংবাদিক তৈরি করেছেন। কলকাতায় তিনি শুরু করেন মুদ্রণ ও প্রকাশনা ব্যবসা। ১৯১৮ সালে তিনি প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক সওগাত। ১১ নম্বর ওয়েলেসলি স্ট্রিটে ছিল তার ছাপাখানা, এটির নাম ছিল 'দি আর্ট প্রেস'। এই প্রেস থেকেই সব সাময়িকী ও পত্রিকা ছাপানো হত। দেশ ভাগ হওয়ার পর তিনি কলকাতার বাড়ি ও প্রেস ঢাকার বিজয়া প্রেসের মালিকের বাড়ি ও প্রেসের সঙ্গে বিনিময় করে চলে আসেন। ঢাকার পাটুয়াটুলীতে লয়াল স্ট্রিটে বিজয়া প্রেসটিকেই তিনি নতুন নাম দেন সওগাত প্রেস।

মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন ব্যক্তিগত জীবনে যেমন ছিলেন সকল ধর্মীয় কুসংস্কার ও প্রথা বিরোধী, তেমনি সম্পাদক হিসাবেও ছিলেন সকল রক্ষণশীলতার উর্ধ্বে। সমাজে রক্ষণশীলতার দুর্গভাঙ্গা এবং আধুনিকতার আলো হাওয়ায় তিনি সারা জীবন এক নীরব বিপ্লবীর ভূমিকা পালন করেছেন। অবিভক্ত বাংলার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে সকল ভয়-ভীতির মুখেও নাসিরউদ্দিন যুক্ত ছিলেন, পাকিস্তান আমলে 'তমুদ্দুনী সাহিত্যের' হামলার যুগেও তিনি ছিলেন প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। বাংলা ভাগের পর ঢাকা কেন্দ্রিক যে বাংলা সাহিত্য গড়ে ওঠে তাকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন সওগাত যুগ, সমকাল যুগ ও অগত্যা যুগ। সওগাত যুগই এর মধ্যে আদি এবং বিরাট। সওগাত যুগের আদিপর্ব কলকাতা কেন্দ্রিক। সওগাত যুগের বিস্তৃতি ও প্রবাহমানতা কত বিশাল তা উপলব্ধি করা যাবে এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ত্রিশের, চল্লিশের, পঞ্চাশের এমনকি ষাটের দশকের কবি ও সাহিত্যিকদের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করলেই। সুদীর্ঘ চার দশক জুড়ে সওগাত যুগের বিস্তৃতি।

সওগাত সম্পাদক নাসিরউদ্দিন সারা জীবন যুদ্ধ করেছেন, প্রথমে অভাবের সঙ্গে। কর্মজীবনে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের বিরুদ্ধে। যুদ্ধ করেছেন কূপমণ্ডুকতা ও নারী সমাজে অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে। আজীবন সংগ্রাম করেছেন মুক্তবুদ্ধি চর্চা ও প্রসারের জন্য। তিনি বাংলা ১২৮৫ সালে ৩ অগ্রহায়ণ কুমিল্লা জেলার চাঁদপুর থানার পাইকারদি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাংলা ১৪০১ সালে ৭ জ্যৈষ্ঠ মৃত্যুবরণ করেন।

১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয় ইংরেজি সাপ্তাহিক 'দি মুসলমান'। ১৯২৭ সালে 'দি মুসলমান' সপ্তাহে তিনদিন প্রকাশিত হত। এবং ১৯২৯ সালে এটি দৈনিক হিসাবে বের হয়। বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা ব্যারিষ্টার আবদুর রসুল এ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আবুল কাশেম। তিনি আবুল হাশেম-এর পিতা। পরে মৌলবী মুজিবর রহমানকে পত্রিকার সম্পাদক করা হয়। তার চেষ্টায় পত্রিকাটি দৈনিকে

www.pathagar.com

রূপান্তরিত হয়। মুজিবর রহমান ছিলেন সত্যকার দেশব্রতী, সমাজ প্রেমিক ও আদর্শ সাংবাদিক। মিথ্যা ও অসত্যের তিনি ছিলেন ঘোরতর শত্রু। অকৃতদার এই জ্ঞান তাপস সাংবাদিকতাকে তার সাধনার ক্ষেত্র করে তুলেছিলেন। ১৯২৬ সালে মুজিবর রহমানের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক খাদেম প্রকাশিত হয়। এই বাংলা পত্রিকাটি বিভিন্ন মহলে প্রচুর সমাদর লাভ করে। কিন্তু ব্যবসায়িক বুদ্ধির অভাবে 'দি মুসলমান' তার হাতছাড়া হয়ে যায় এবং 'খাদেমে'র মৃত্যু ডেকে আনে। এতে তিনি মানসিক আঘাত পান এবং ধীরে ধীরে তার জীবনী শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসে। ১৯৪০ সালের ২৬ এপ্রিল চিরকুমার মৌলবী মুজিবর রহমানের জীবনাবসান হয়।

কলকাতা থেকে শ্রমিক কৃষকের আন্দোলনের খবর নিয়ে ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয় সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ'। সম্পাদক ছিলেন মুজফফর আহমদ ও কাজী নজরুল ইসলাম। প্রথম জন পূর্ব-বাংলার সন্দ্বীপের সন্তান, ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা। দ্বিতীয় জন বাংলাদেশের জাতীয় কবি। তারা উভয়েই চেয়েছিলেন শ্রমিক কৃষকদের সংগঠিত করে বিপ্লবী যুব সমাজকে সমাজতন্ত্রের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলধারার সঙ্গে যুক্ত করতে। স্বাধীনতার দাবীর সঙ্গে সমাজতন্ত্রের চেতনাকে মিলিয়ে দিতে।

নবযুগ শ্রমিক কৃষকের সংবাদ ও সংগঠনের কথা লিখতে থাকে। নবযুগের লেখা ও মতামত পাঠকের ভাল লাগলেও ব্রিটিশ সরকার তা আপত্তিজনক বিবেচনা করে। সম্পাদকদ্বয়ের পেছনে গোয়েন্দা লাগানো হয়, পত্রিকার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। নবযুগের মালিক ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। প্রথম জামানতের টাকা তিনি দিয়ে দেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার জামানত তলব করলে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। স্বল্পায়ূ হলেও নবযুগ জনগণের সংবাদপত্র রূপে পরিচিত হয়।

নবযুগ বন্ধ হয়ে যাবার পর ১৯২২ সালে কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় অর্ধ সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'। মুজফফর আহমদ এই পত্রিকায় 'দ্বৈপায়ন' নামে নিয়মিত লিখতেন। পত্রিকা যুগান্তর বিপ্লবী দলের সমর্থন ছিল। ধূমকেতু বাংলার যুব মানসে বিপ্লবী প্রেরণা সৃষ্টি করে। সাম্যবাদী চিন্তাধারা প্রচারে অগ্রগামী ভূমিকা গ্রহণ করে ধূমকেতু। ধূমকেতুতে 'আনন্দময়ীর আগমন' নামে একটি কবিতা লেখার জন্য রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হয়ে নজরুলের এক বছরের কারাদন্ড হয়। এ সময় রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদার দাবীতে তিনি ৩৯ দিন অনশন ধর্মঘট করেন। এ ঘটনায় সারা দেশ আলোড়িত হয়।

১৯২৩ সালে মুজফফর আহমদকে কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার করা হয়। ১৯২৫ সালে তিনি মুক্তি লাভ করেন। মুক্তির পর কলকাতায় এসে তিনি 'লাঙ্গল' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি 'ওয়ার্কার্স এন্ড পেজেন্টস অব বেঙ্গল'-এর মুখপত্র ছিল। লাঙ্গল ছিল বাংলার বঞ্চিত সম্প্রদায়ের জাগরণশীল শ্রেণী চৈতন্যের প্রথম মুখপত্র। এর সম্পাদক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। ১৯২৬ সালে লাঙ্গল পত্রিকার নাম পরিবর্তন করে 'গণবাণী' করা হয়। 'গণবাণী' এর সম্পাদক হন মুজফফর আহমদ। এ পত্রিকাটি ছিল কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র। কমরেড মুজফফর আহমদের

www.pathagar.com

উদ্যোগে ১৯৪৫ সালে 'স্বাধীনতা' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি খুবই জনপ্রিয় পত্রিকা হয়েছিল। গ্রাম বাংলার জীবন ও সংগ্রাম, খনি অঞ্চলের অন্ধকারে থাকা মানুষদের আলোয় তুলে আনা, তেভাগা সংগ্রামের সচিত্র খবর প্রকাশ, চা বাগানের শ্রমিকদের কথা দেশবাসীর গোচরে আনা, দিকে দিকে জনবিদ্রোহের খবর প্রকাশে 'স্বাধীনতা' সাহসী ভূমিকা পালন করেছে। এই পত্রিকার রিপোর্টারদের জ্ঞান, চেতনা এবং তীক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মুসলমান সমাজের অভাব অভিযোগ তুলে ধরবার জন্য ১৯২৮ সালে মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় দৈনিক 'আমীর'। দুর্বল আর্থিক ভিত্তির কারণে পত্রিকাটির অকাল মৃত্যু ঘটে। আমীর বন্ধ হয়ে যাবার পর মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী আরেকটি নতুন দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। চট্টগ্রামের সিদ্দিক আহমদ চৌধুরী নামে একজন ব্যবসায়ীর অর্থানুকূল্যে ১৯৩০ সালে সাপ্তাহিক 'সোলতান' দৈনিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী। এই পত্রিকাটি ঘিরে অনেক সাংবাদিক সৃষ্টি হয়। আবুল কালাম শামসুদ্দিন, চৌধুরী শামসুর রহমান, মকবুল হোসেন চৌধুরী প্রমুখ দৈনিক সোলতান-এ কাজ করতেন। পত্রিকাটি স্বল্পায়ু হলেও তা সমাজের যথেষ্ট সেবা করেছে।

১৯৩৪ সালে সত্য বকশির সম্পাদনায় 'ফরোয়ার্ড' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল স্বরাজ পার্টির মুখপত্র। মুসলিম ফ্রন্টের রাজনীতিতে তখন নানা ধরনের কলহ-কোন্দল ছিল। 'ফজলুল হকের সঙ্গে স্যার আবদুর রহিমের মধ্যে এক ধরনের কোন্দল, ঢাকার নবাব পরিবারের দু'ধারার রাজনৈতিক কোন্দল, মওলানা আকরাম খাঁ এবং খান বাহাদুর আবদুল মোমেনের মধ্যে নানা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। এসব খরর ফরোয়ার্ড-এ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ছাপা হত। তাই পত্রিকাটি মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

১৯৩৫ সালে ফজলুল হক বাংলার প্রধানমন্ত্রি হবার পর বিরোধী দলের দৈনিক পত্রিকাগুলি তার বিরুদ্ধে আদাজল খেয়ে লেগে যায়। কিন্তু তার সমর্থক কোন বাংলা দৈনিক পত্রিকা ছিল না। এ অভাব পূরণের জন্য ফজলুল হক তার ভাগ্নে সৈয়দ আজিজুল হক এবং বন্ধু ওয়াহিদুজ্জামানের পরামর্শে একটি বাংলা দৈনিক বের করার পরিকল্পনা করেন। এ কাজের জন্য তিনি মওলানা আকরাম খাঁকে প্রথম দফায় নগদ ত্রিশ হাজার টাকা দেন। সেই সঙ্গে ওই পত্রিকায় পর্যাপ্ত সরকারি বিজ্ঞাপন দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। ফজলুল হকের এই সাহায্য ও সহায়তার কারণে মুসলিম বাংলার আধুনিক সাংবাদিকতার সিংহদ্বার খুলে যায়, ১৯৩৬ সালের ৩১ অক্টোবর দৈনিক আজাদ প্রকাশিত হয়। নজির আহমদ চৌধুরী আজাদ-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এবং মোহাম্মদ মোদাব্বের পত্রিকার বার্তা সম্পাদক হন। আটজন সহকারি সম্পাদক ও চারজন প্রুফরিডার নিয়ে আট পৃষ্ঠার এই দৈনিকটি বের হয়।

শুরুতে যারা আজাদে সহকারি সম্পাদক হিসাবে নিয়োগ পান তার মধ্যে ছিলেন মনীন্দ্র দত্ত, মন্মথ সরকার, মনোজ ভক্ত, সুধীর সেন, ফজলুল করিম খাঁ, খায়রুল ইসলাম

www.pathagar.com

ও সুকুমার মিত্র। পরে ওয়ালীউল্লাহ ও মুজিবর রহমান খাঁ সহসম্পাদক হিসাবে যোগ দেন। কয়েক মাস পরে আজাদের সম্পাদকীয় বিভাগে আকস্মিক ও অভাবনীয় পরিবর্তন হয়। কোন কারণ না দেখিয়েই নজির আহমদ চৌধুরীকে বরখাস্ত করা হয় এবং সহকারি সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিনকে প্রধান সম্পাদক করা হয়। এটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল আজাদের ঐতিহ্য। এ ধরনের পদক্ষেপ এখনও কোন কোন পত্রিকায় গ্রহণ করতে দেখা যায়। পরে আজাদে আরো কয়েকজন সাংবাদিক নিয়োগ করা হয়। এরা হচ্ছেন, সিরাজুদ্দিন হোসেন, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, শাহজাহান সিদ্দিক, রুহুল কুদ্দুস, আবদুল হাই, কে, জি, মুস্তাফা। এদের পরে সৈয়দ সাদেকুর রহমান ও খায়রুল কবিরকে নিয়োগ দেয়া হয়।

দেশের সংবাদ ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী আজাদে বেশ ফলাও করে ছাপা হচ্ছিল। প্রথম দিকে মফস্বল সংবাদ তেমন থাকত না। তাই আজাদ কর্তৃপক্ষ বাংলার বিভিন্ন জেলায় সংবাদদাতা নিয়োগ করেন। এদের মধ্যে বদরুদ্দিন আহমদ (ঢাকা), বশারতুল্লাহ (কুমিল্লা), নুরুল ইসলাম (চট্টগ্রাম), ডাঃ জিকরুল হক (রংপুর), আবু সাইদ (রাজশাহী), সিরাজুদ্দিন আহমদ (বগুড়া)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা দেশের মফস্বল সাংবাদিকতার পথিকৃত। সংবাদ পাঠানোর বিনিময়ে কর্তৃপক্ষ এদের এক কপি পত্রিকা, ডাকটিকিট, খাম ও কাগজ সরবরাহ করতেন।

আজাদ পত্রিকার জনপ্রিয়তার পিছনে ফজলুল হকের অবদান ছিল অনেকখানি। লীগ প্রজা কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের পর মুসলিম স্বার্থ তিনি যেভাবে তুলে ধরেছিলেন, আর তার সুষ্ঠু প্রচারণা যেভাবে আজাদ পত্রিকায় করা হচ্ছিল, তাতে ফজলুল হকের জনপ্রিয়তা যেমন বেড়েছিল তেমনি আজাদের চাহিদাও অচিন্তনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। আজাদ ফজলুল হকের প্রতিটি কাজ এমনভাবে প্রকাশ করত যে, বাংলার মুসলমানরা মনে করত, ফজলুল হক বাংলার মুসলমানের একমাত্র নেতা। অন্যদিকে আজাদ হয়ে ওঠে মুসলিম বাংলার একমাত্র মুখপত্র। প্রথমে আজাদ অফিস ছিল কলকাতার ৯২ আপার সার্কুলার রোডে, পরে তা ৮৬ লোয়ার সার্কুলার রোডে স্থানান্তরিত করা হয়।

মওলানা আকরাম খাঁ ছিলেন এক বিস্ময়কর ও বিরল প্রতিভা। তিনি একটি সাপ্তাহিক ও তিনটি দৈনিকের জন্ম দিয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদী দমন নীতির খড়গ, একটি কাগজের কণ্ঠরোধ করলে প্রায় রাতারাতি আরেকটি কাগজ বের করেছেন। সংগ্রামের পথকে কখনো নিস্প্রদীপ হতে দেননি। সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, দৈনিক জামানা, দৈনিক সেবক এবং সর্বশেষে আজাদ জাগ্রত সাংবাদিক চেতনার অগ্নিফসল। আকরাম খাঁ ব্যক্তিগত জীবনে উদার, অসাম্প্রদায়িক, মননশীল এবং মুক্তবুদ্ধির মানুষ ছিলেন। গোটা যৌবনকাল তিনি কংগ্রেসী রাজনীতির অনুসারি এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও মওলানা আবুল কালাম আজাদের ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন। দেশবন্ধুর অনুপ্রেরণায় এবং সাহায্যে তিনি দৈনিক সেবক নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। উদার ও অসাম্প্রদায়িক ভূমিকার জন্য দৈনিক সেবককে হিন্দু মুসলমানের মিলনের বাহক বলা হত। অথচ কলকাতার

www.pathagar.com

আনন্দবাজার, দৈনিক বসুমতি প্রভৃতি কংগ্রেস সমর্থক দৈনিকও তখন কট্টর সাম্প্রদায়িক ভূমিকা পালন করেছে।

আকরাম খাঁর সাংবাদিকতা শুরু সাপ্তাহিক মোহাম্মদী নামে মযহাবি ঝগড়ার এক কাগজে। হানাফি মযহাবের কাগজ ছিল সাপ্তাহিক 'হানাফি'। এই হানাফি ও মোহাম্মদী পত্রিকার মধ্যে মযহাবি ঝগড়া ও খিস্তি খেউর লেগেই থাকত। মোহাম্মদীর মালিক তার কাগজে মওলানা আকরাম খাঁকে চাকরি দিয়েছিলেন সাপ্তাহিক হানাফির বক্তব্য ও খিস্তি খেউরের জবাব লেখার জন্য। তিনি কিছু দিনের মধ্যে মযহাবি ঝগড়া নিয়ে লেখালেখি বন্ধ করে সাপ্তাহিক মোহাম্মদীকে ব্রিটিশ বিরোধী তীব্র এবং শাণিত লেখা শুরু করেন। ফলে পত্রিকাটি রাজরোষে পড়ে। পত্রিকার মালিক মোহাম্মদী বন্ধ করে দিতে চাইলে তিনি কাগজটির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

আকরাম খাঁর রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা দেশবন্ধুর মত অসাম্প্রদায়িক নেতার দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ব্যক্তিগত জীবনেও আনুষ্ঠানিক ধার্মিকতার ধার তিনি ধারতেন না। অথচ এই তিনিই বাঙালি মুসলমানের নব জাগরণের যুগে এক শ্রেণীর অজ্ঞ মোল্লা ও কট্টর মৌলবীদের নেতা সেজে বুদ্ধি মুক্তির আন্দোলন, শিখা, জয়শ্রী, সওগাত গ্রুপের প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন। দৈনিক আজাদ ও সাপ্তাহিক মোহাম্মদী এই দুটি পত্রিকাকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা প্রচারে বিনা দ্বিধায় ব্যবহার করেছেন। এককালে তিনি ছিলেন মওলানা আবুল কালাম আজাদর ভাবশিষ্য। পাকিস্তান আন্দোলন চলাকালে সেই মওলানা আজাদকে আকরাম খাঁর কাগজে শুধু সমালোচনা নয়, আশাভন নাম দেওয়া হয়, মওলানা অবলাকান্ত অযোধ্যা। ১৯৪৫-৪৬ সালের দিকে জিন্নাহর চক্রান্তে যখন কলকাতার গড়ের মাঠে ঈদের নামাজের ইমামতিত্ব করা থেকে মওলানা আবুল কালাম আজাদকে বাদ দিয়ে মওলানা আজাদ সোবহানী নামে জিন্নাভক্ত এক মওলানাকে ইমামতিত্ব করার দায়িত্ব দেওয়া হয়, তখন দৈনিক আজাদ এ চক্রান্ত সমর্থন করে।

আকরাম খার ব্যক্তিগত যোগ্যতাও দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত, কিন্তু তিনি জাগতিক লোভও মোহের উর্ধে ছিলেন না। সম্ভবতঃ ১৯৪৫ সালের দিকের ঘটনা। বাংলার অনেক কবিরাই পাকিস্তানের পক্ষে গান কবিতা রচনা করতে শুরু করেন। এ সময় কবি ফররুখ আহমদ 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' কবুল মোদের জান পরাণ এই শিরোনামে একটি গান লেখেন। গানটি লেখার পর তা আকরাম খাঁকে দেখতে দেয়া হয়। আকরাম খাঁ গানের কয়েকটি শব্দ পরিবর্তন করে তা আজাদে নিজ নামে ছেপে দেন। এ ঘটনার প্রতিবাদে ফররুখ আহমদ-মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান। এরপর আরো একটি দুর্ঘটনা ঘটে। বিখ্যাত পুঁথি সাহিত্য বিশারদ ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী পাকিস্তাননামা নামে একটি পুঁথির পান্ডুলিপি আকরাম খাঁর হাতে দেন মোহাম্মদী পাবলিশিং কোম্পানি থেকে প্রকাশের জন্য। তিন মাস পর ওই পুঁথিটি আকরাম খাঁর নামে ছাপানো হয়। প্রায় পঞ্চাশ হাজার পুঁথি ছাপানো হয় এবং স্বল্প সময়ে তা বিক্রি হয়ে যায়। কিন্তু গফুর সিদ্দিকী এর জন্য নাম এবং দাম কোনটিই পাননি।

www.pathagar.com

আকরাম খাঁর অর্থলোলুপতার একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন, মোহাম্মদ মোদ্দাব্বের তার 'সাংবাদিকের রোজনামা' গ্রন্থে। ঘটনার সারসংক্ষেপ হচ্ছে এরূপ—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিপর্যয় কাটতে না কাটতেই চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠে কাহারপাড়া বস্তিতে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। এখানে কাহার, বিহারী ও মুচি শ্রেণী লোকেরা বাস করত। যুদ্ধের সময় এখানে একটি সেনা ছাউনি ছিল। যুদ্ধ শেষে কাহারপাড়া বস্তি অগ্নিদগ্ধ ও বিধ্বস্ত হয়। শুধু তাই নয়, সৈন্যদের অত্যাচারে বহু মানুষ সেখানে হতাহত হয়। বস্তি অঞ্চল পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার ফলে সেখানে লোকদের মাথা গোজারঠাই টুকু হারিয়ে ফেলে। এ সংবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ তুমুল বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। পত্র-পত্রিকা সর্বহারা মানুষের ওপর এই জুলুমের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। এছাড়া, জনসাধারণের কাছে অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন জানানো হয়। আজাদ কর্তৃপক্ষ 'কাহারপাড়া ফান্ড' খুলে তাতে অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন জানায়, এ আবেদনে অভূতপূর্ব সাড়া মেলে। প্রতিদিন বিপুল অর্থ সাহায্য আসতে শুরু করে। আজাদে এই অর্থ প্রাপ্তির স্বীকারোক্তি ছাপা হতে থাকে। অল্পদিনে রিলিফ ফান্ডে সোয়া লাখটাকা টাকার অধিক জমা হয়। কিন্তু দুর্গতদের মধ্যে মাত্র ৩২ হাজার টাকা আজাদ কর্তৃপক্ষ বিলি করে। অবশিষ্ট টাকা দিয়ে কি করা হয়েছিল কেউ তা জানতে পারেনি।

মওলানা আকরাম খাঁ এবং তার গ্রুপ প্রকাশনা সাহিত্য ও সংস্কৃতি আন্দোলনের ক্ষেত্রে গোঁড়ামি ও প্রতিক্রিয়াশীলতাকে সমর্থন করেছেন। অথচ বিনাদ্বিধায় প্রকাশনায় নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শান্তিরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, বসুধা চক্রবর্তীর মত বাম-ঘেষা প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের চাকুরি দিয়েছেন। রাজনীতিতেও তার ভূমিকা বিতর্কিত। মুসলিম লীগের রাজনীতিতে তিনি আবুল হাশিম, সোহরাওয়ার্দীর প্রগতিশীল ধারার নন, খাজা নাজিমুদ্দিনের প্রতিক্রিয়াশীল পশ্চাৎমুখী ধারার সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। অথচ ত্রিশের দশকে তিনি সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থের ঘোর বিরোধী ও কৃষক আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। চল্লিশের দশকে মওলানা আকরাম খাঁ যদি তার বিপুল জনপ্রিয়তা ও প্রভাবশালী দৈনিক আজাদ পত্রিকার মাধ্যমে মুসলিম লীগের কোটারি স্বার্থকে সমর্থন না জানাতেন, তাহলে বাংলার ইতিহাস বহু আগে অন্যভাবে তৈরি হত।

মুসলিম লীগের বিরোধিতা এবং অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে ১৯৩৮ সালে ডিসেম্বরে 'দৈনিক কৃষাণ' নামে একটি নতুন বাংলা দৈনিক প্রকাশিত হয়। পত্রিকা পরিচালনার জন্য অধ্যাপক হুমায়ূন কবিরকে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং মৌলবী শামসুদ্দিন আহমদ, মৌলবী সৈয়দ নওশের আলী, নওয়াবজাদা সৈয়দ হাসান আলী, খানবাহাদুর মোহাম্মদ জান ও ডাঃ আর আহমদকে ডাইরেক্টর করে একটি লিমিটেড কোম্পানি গঠন করা হয়। আবুল মনসুর আহমদ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হন। ডালহৌসী স্কোয়ারের নিকট ৫ নং ম্যাংগো লেনে অফিস এবং নিজস্ব ছাপাখানা স্থাপিত হয়। আদর্শনিষ্ঠায়, স্বাধীন মতবাদে এবং নিরপেক্ষ সমালোচনায় 'কৃষক' অল্প সময়ে বিভিন্ন মহলে সমাদৃত হয়। এক বছর চলার পর পত্রিকাটি আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়। এ সময় কলকাতা কমার্শিয়াল ব্যাংকের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হেমেন্দ্রনাথ দত্ত

www.pathagar.com

পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু তার সাথে মতের মিল না হওয়ায় ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে আবুল মনসুর আহমদ পত্রিকা ছেড়ে চলে যান। এর পরপরই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে ফজলুল হকের পৃষ্ঠপোষকতায় দৈনিক নবযুগ পুনঃপ্রকাশিত হয়। কাজী নজরুল ইসলামকে সম্পাদক করা হলেও পত্রিকার বেনামী সম্পাদক ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। পত্রিকা প্রকাশের আড়াই মাস পরে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বরে ফজলুল হক মুসলিম লীগ ত্যাগ করে প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টিতে যোগ দেন। তিনি কংগ্রেস, হিন্দু সভা, কৃষক-প্রজা পার্টি নিয়ে নয়া মন্ত্রিসভা গঠন করেন। যেহেতু ফজলুল হক মন্ত্রিসভার রাজনৈতিক সাফল্য ব্যর্থতার সাথে নবযুগের মরা বাঁচার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল তাই নবযুগ স্বতস্ফূর্তভাবে ফজলুল হককে সমর্থন করে। কিছু দিন পত্রিকাটি চলার পর ফজলুল হক হেমেন্দ্র নাথ দত্তকে নবযুগ পরিচালনার দায়িত্ব দেন। তার সাথে আবুল মনসুর আহমদের বনিবনা না হওয়ার কারণে সম্পাদকীয় দায়িত্ব থেকে তিনি সরে দাঁড়ান। এর অল্প দিন পরই নবযুগ বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৪৬ সালের মে মাসে ভারতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার আইন সভায় মুসলিম লীগ ১১১টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ২৪ এপ্রিল শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নতুন মন্ত্রিসভা শপথ নেয়। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোহরাওয়ার্দী একটি নতুন বাংলা দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। ১৯৪৬-এর ১৯ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেহাদ প্রকাশিত হয়। আবুল মনসুর আহমদ পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নবাবজাদা হাসান আলী চৌধুরী পত্রিকার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও ফারুকুল ইসলাম এসিস্টেন্ট ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হন। পত্রিকাটির শুরুতে বহু প্রতিভাবান সাংবাদিকের সমাবেশ ঘটে। এরা হচ্ছেন—ওয়ালীউল্লাহ, মোহাম্মদ মোদাব্বের, জনাব আলী, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, কে, জি, মুস্তাফা, সিরাজুদ্দিন হোসেন, রশীদ করীম প্রমুখ। হাজেরা খাতুন (হাজেরা মাহমুদ) ও মরিয়ম খাতুন (মরিয়ম হাসিমুদ্দিন) মহিলা পাতা সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। কবি আহসান হাবীব সাহিত্য এবং রোকনুজ্জামান খান শিশু পাতা পরিচালনা করতেন। কাজী মোহাম্মদ ইদরিশ, তালেবুর রহমান, খোন্দকার আবদুল হামিদ, জহুরুল হক, কবি গোলাম কুদ্দুস, সাহাবুদ্দিন প্রমুখ সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

অল্পদিনে ইত্তেহাদ কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর বাংলা দৈনিকে পরিণত হয়। ইত্তেহাদ অফিস বাংলার মুসলিম তরুণ চিন্তা নায়কদের পীঠস্থানে পরিণত হয় এবং মুসলিম বাংলার প্রগতিপন্থিদের মুখপত্রে পরিণত হয়। '৪৭-এর ১৪ আগস্ট ভারত বিভক্ত হয়। এ অবস্থায় কলকাতা ছেড়ে চলে আসা বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়ে। কিন্তু বাস্তব অসুবিধার কারণে কলকাতা ছেড়ে আসা সম্ভব হচ্ছিল না। এ সময় কলকাতায় ইত্তেহাদের প্রচার কমে যায়। কারণ মুসলমান শিক্ষিত সমাজের বারো আনা লোকই তখন পূর্ব-বাংলায় চলে আসে। কিন্তু এ সময় ঢাকায় ইত্তেহাদের প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ওরিয়েন্টাল এয়ার ওয়েজের ভোরের ফ্লাইটে ঢাকায় ইত্তেহাদ পাঠানো হত। পত্রিকা পেতে পাঠকদের দেরী

www.pathagar.com

হত। কিন্তু তারা ইত্তেহাদের জন্য অপেক্ষা করত। এ সময় ঢাকায় আজাদ অপেক্ষা ইত্তেহাদ অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

ইত্তেহাদ কলকাতা থেকে প্রকাশ করা হলেও পূর্ব-বাংলার সংবাদই বেশি কভার করা হত এবং গঠনমূলক সমালোচনা প্রকাশ করা হত। পূর্ব-বাংলার তদানিন্তন সরকারের কাছে সমালোচনা আপত্তিকর মনে হওয়ায় তারা পূর্ব-বাংলায় ইত্তেহাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন। পত্রিকার বার্তা সম্পাদক মোহাম্মদ মোদাব্বের প্রথমবার দেন দরবার করে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করেন। ইত্তেহাদ পুনরায় পূর্ব বাংলার বিভিন্ন মহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এ সময় খাদ্য চোরাচালান ও মজুদদারীর বিরুদ্ধে এক কড়া সম্পাদকীয় প্রকাশ করা হয়। সরকারি কর্মকর্তাদের ষড়যন্ত্রে আবারো ইত্তেহাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়। এবারও আলাপ আলোচনা সাপেক্ষে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৪৯ সালের জুনে পূর্ব-বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে এক কড়া সম্পাদকীয় ছাপা হলে পূর্ব-বাংলায় ইত্তেহাদের প্রবেশ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এরপর নবাবজাদা হাসান আলী চৌধুরী পত্রিকাটি ঢাকায় স্থানান্তরে চেষ্টা চালান। কিন্তু সরকারি অসহযোগিতার কারণে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৯৫০ সালের গোড়ার দিকে ইত্তেহাদের অপমৃত্যু ঘটে।

১৯৪৫ সালের ১৬ নবেম্বর কলকাতা থেকে মিল্লাত নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কাজী মোহাম্মদ ইদরিস 'মিল্লাত' সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। মিল্লাত মুসলিম লীগের বামপন্থিদের মুখপত্র ছিল, সোহরাওয়ার্দীর পৃষ্ঠপোষকতায় আবুল হাশিম এ পত্রিকা প্রকাশে নেপথ্য ভূমিকা পালন করেন। এটি একটি স্বল্পায়ু পত্রিকা ছিল।

এছাড়াও কলকাতা থেকে মর্নিং নিউজ নামে একটি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশিত হত। পূর্ব-বাংলার শিক্ষিত জনমানসের ওপর কলকাতা থেকে প্রকাশিত এসব পত্র-পত্রিকার প্রভাব ছিল অপরিসীম। বাংলা ভাগের অব্যবহিত পরে অনেক পত্র-পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। গুরুত্বপূর্ণ দুটি দৈনিক আজাদ ও মর্নিং নিউজ পূর্ব-বাংলায় স্থানান্তরিত হয়। বিভক্ত বাংলার কলকাতা থেকে পাকিস্তান সমর্থক পত্রিকাগুলির স্বাধীন মত প্রকাশে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা ছিল। বিশেষতঃ কাশ্মীর সমস্যা, বাংলার দেনা-পাওনা এবং অন্যান্য যে সব প্রশ্নে ভারত-পাকিস্তানের মতানৈক্য ছিল-সে সব বিষয়ে নিজস্ব বক্তব্য উপস্থাপনে সমস্যা ছিল। একদিকে ছিল সরকারি নীতির প্রতি সমীহ প্রকাশের দায় অন্যদিকে কলকাতার উপর্যুপরি দাঙ্গা। এ প্রেক্ষিতে পূর্ব-বাংলার কথা বলবার জন্য পূর্ব-বাংলার পত্রিকার ওপরই দায় বর্তে। সেই প্রস্তুতি শুরু হয় বাংলার পূর্বাঞ্চলে।

দুই

ভৌগলিক অসামঞ্জস্যপূর্ণ অঞ্চল নিয়ে ১৯৪৬-৪৭ এর রক্তবন্যা থেকে পাকিস্তানের অভ্যুদয় ঘটে। সমগ্র পাকিস্তানের এক ষষ্ঠাংশ পূর্ব-পাকিস্তান, কিন্তু মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ জনই এই অঞ্চলের বাসিন্দা। উভয় প্রদেশের গাছপালা, জীবজন্তু এবং জলবায়ুর মধ্যে যেমন সাদৃশ্যের অভাব, তেমনি ফারাক ছিলো দুই প্রদেশের অধিবাসীদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আর অর্থনৈতিক স্বার্থের। শিল্পায়নে ক্রমাগ্রসর,

www.pathagar.com

বর্ধিষ্ণু কৃষি প্রধান অঞ্চল ছিল পূর্ব-পাকিস্তান। '৪৭-এ বাংলা বিভাগের পর থেকেই এ অঞ্চলের মানুষ আত্মপরিচয়ের নানা পথ খুঁজতে থাকে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ভাষা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক দিক থেকে বিদ্রোহের পথ অবলম্বনে বাধ্য হয়।

'৪৮-এর মার্চে প্রথম ভাষা আন্দোলন, '৪৯-এ টাঙ্গাইলের উপনির্বাচন মুসলিম লীগ বিরোধী প্রথম বৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগের জন্ম এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্ন বেতনভুক কর্মচারিদের সাথে ছাত্র আন্দোলন এবং পঞ্চাশের শাসনতন্ত্রের রূপরেখা সম্বলিত মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট বিরোধী আন্দোলন ঢাকাসহ প্রদেশের সর্বত্র রাজনৈতিক চেতনা ও চিন্তাধারা বিস্তারের পথ উন্মুক্ত করে। এ অবস্থায় বিরোধী দলকে দমনের উদ্দেশ্যে সরকার জননিরাপত্তা আইনসহ বহু নিবর্তনমূলক আইন প্রবর্তন করেন। ১৯৫০ সালের ৫ জানুয়ারি ইলামিত্রের নেতৃত্বে নাচোলে সাওতালরা বিদ্রোহ করে। ২৪ এপ্রিল রাজশাহী জেলের খাপড়া ওয়ার্ডে রাজবন্দিদের ওপর গুলি চালানো হয়। এতে সাতজন বন্দি নিহত ও ৩১ জন আহত হন। এ ঘটনায় পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বত্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

তার আগেই সরকার বাক, ব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করার জন্য ১৯৪৮ সালের ৯ জুন পূর্ব-বাংলা সরকার 'বিশেষ ক্ষমতা অর্ডিন্যান্স' নামে একটি নতুন অর্ডিন্যান্স জারি করেন। ১৯৪৮ সালের ১৬ মার্চ এ আইন বলবৎ হবে বলে সরকারিভাবে জানানো হয়। এই অর্ডিন্যান্স-এর সাথে একটি ধারা সংযোজন করে পূর্ব-বাংলার সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা, পুস্তিকা ও অন্যান্য মুদ্রিত কাগজপত্রাদির আমদানি নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। এই আইন অমান্য করলে তার পাঁচ বছর কারাদন্ড, অর্থদন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডের ব্যবস্থাও রাখা হয়।

এই আইনবলে ১৯৪৯ সালের মে মাসে নওবেলাল-এর প্রকাশনা বন্ধ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু এ নির্দেশ অমান্য করে 'নওবেলাল' আগস্ট মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। এর পর ১৮ আগস্ট সরকার ১৯৪৫ সালের পেপার কন্ট্রোল অর্ডারের ৯ (ক) ধারা অমান্য করার অপরাধে নওবেলালের প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়। চারমাস পর সরকার এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করলে ১৯৪৯ সালের ৯ ডিসেম্বর পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশিত হয়। ১৯৪৮ সালের মে মাসে পূর্ব বাংলা সরকার একটি আদেশ জারি করে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, আনন্দবাজার পত্রিকা, ইত্তেহাদ ও দি নিউ নেশন এই চারটি ভারতীয় পত্রিকার পূর্ব-বাংলায় প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এ মাসেই সরকার চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক পূর্ব-পাকিস্তানের নিকট তিন হাজার টাকা জামানত তলব করে এবং উত্তেজনাপূর্ণ সম্পাদকীয় এবং সংবাদ প্রকাশের ওপর প্রিসেন্সরশীপের নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশের প্রতিবাদে পত্রিকার সম্পাদক আবদুস সালাম ১ জুন থেকে আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করেন।

১৯৪৯-এর ১০ জুন ফরিদপুর জেলার পাংশা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'খাতক' পত্রিকায় 'আমাদের ফরিয়াদ' শীর্ষক এক সম্পাদকীয়, তাতে সরকারের কিছু সমালোচনা করা হয়। এই সম্পাদকীয় প্রকাশের অপরাধে ৭ আগস্ট ৭৭ বছর বয়স্ক সম্পাদক

www.pathagar.com

খোন্দকার নাজির উদ্দিন আহমদকে গ্রেফতার করা হয়। পরদিন তাকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়। '৪৯-এর নভেম্বরে পুলিশ ঢাকা থেকে প্রকাশিত ইংরেজি দৈনিক 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকার কার্যালয় ও আল হেলাল প্রেসে দুই ঘণ্টাব্যাপী তল্লাসী চালায় এবং কিছু কাগজপত্র নিয়ে যায়। এ মাসেই সিলেট থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'অভিযান' পত্রিকার সম্পাদককে পুলিশ গ্রেফতার করে। ১৯ নভেম্বর পুলিশ সিলেট থেকে প্রকাশিত 'আজান' পত্রিকার অফিস ও প্রেসে খানা তল্লাসী চালায়। তারা প্রেস থেকে কিছু কম্পোজ ম্যাটার নিয়ে যায়।

সংবাদপত্রের ওপর এ ধরনের নগ্ন হামলা ও হস্তক্ষেপ রোধ করার লক্ষ্যে ১৯৫০ সালের ২১ জানুয়ারি পূর্ব-বাংলার কিছু সংখ্যক সাংবাদিক ঢাকায় এক সভায় মিলিত হন। সভায় তারা সাংবাদিক সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৫ মে পূর্ববাংলার ৬৯ টি সংবাদপত্র ও সামায়িকপত্রিকার সম্পাদক ঢাকায় এক বৈঠকে মিলিত হন। এ বৈঠকটি 'পূর্ব পাকিস্তান সম্পাদক সম্মেলন' নামে পরিচিত। সম্মেলনে আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীনকে সভাপতি এবং মর্নিং নিউজ পত্রিকার সম্পাদক মোহসীন আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি গঠন করার পরও ১৯৫০-এর অক্টোবরে সরকার ফেনী থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সংগ্রামের সম্পাদক ফায়েজ আহমদকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে। ১৯৫১ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় পূর্ব-পাকিস্তান সম্পাদক সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সরকারি নির্যাতন ও জুলুমের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়।

এদিকে ১৯৫০ সালের ১০ মে পাকিস্তান স্বরাষ্ট্র ও প্রচার বিভাগ কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র পরামর্শক কমিটি গঠন করে। কিন্তু ওই কমিটিতে পূর্ব-বাংলা থেকে কোন সদস্য নেয়া হয় নি। পূর্ব-পাকিস্তান সাংবাদিক সমিতি এই স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায়। ১৯৫১ সালের অবজারভার Cripto Fascism শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এতে হযরত ওসমানের আত্মীয় প্রীতির কথা উল্লেখ করে বলা হয় যে, খাজা নাজিমুদ্দিন যেন তার মত না করেন। এ সম্পাদকীয় প্রকাশের জন্য সরকার ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। পত্রিকার মালিক সাবেক মন্ত্রি হামিদুল হক চৌধুরী এবং সম্পাদক আবদুস সালামকে তাদের বাসভবন থেকে গ্রেফতার এবং পরে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। একই দিন আলহেলাল প্রেসটিও সীল করে দেয়া হয়।

১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের সাংবিধানিক রূপ কাঠামো নির্ধারণের জন্য গঠিত মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়। রিপোর্ট প্রকাশের পর দেখা যায় যে, এতে পূর্ব-বাংলার জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশীদারিত্বের দিকটি চরমভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। ফলে রিপোর্টটি বাতিল করার জন্য পূর্ব-বাংলায় ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। পাশাপাশি পূর্ব-বাংলার সবকটি প্রধান পত্রিকা, বিশেষত, আজাদ, অবজারভার, এবং ইত্তেফাক এ রিপোর্টের প্রতিবাদ জানায়, তবে মর্নিং নিউজ এই রিপোর্টের কোন প্রতিবাদ জানায়নি। তা সত্ত্বেও একদিকে জনগণ

www.pathagar.com

অন্যদিকে প্রধান পত্র-পত্রিকাগুলোর তীব্র বিরোধিতার কারণেই শেষ পর্যন্ত রিপোর্টটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

১৯৫২ সালের প্রথম দিকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন তীব্র রূপ ধারণ করে। একুশে ফেব্রুয়ারি পুলিশ ঢাকায় ছাত্র-জনতার মিছিলে গুলিবর্ষণ করে। এই ঘটনায় জনমনে যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে তার প্রতিফলন ঘটে সংবাদপত্রে। দৈনিক আজাদ, সংবাদ, মিল্লাত, সাপ্তাহিক ইত্তেফাকে, সৈনিক; নওবেলাল, ইনসাফ, জিন্দেগী ইত্যাদি পত্রিকায় যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে একুশের সংবাদ পরিবেশন করা এবং উপসম্পাদকীয় ছাপা হয়। দৈনিক আজাদ একুশে সন্ধ্যায় গুলিবর্ষণ ও আহত-নিহতদের তালিকা ও ঘটনাবলীসহ 'টেলিগ্রাম' প্রকাশ করে। ব্যানার হেডিং ছিল—ছাত্রদের তাজা খুনে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত।' মুসলিম লীগ সরকার দৈনিক আজাদের এই সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেছিল।

২২ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা আজাদ ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তেইশ তারিখের সংখ্যাটিও ছিল একই চরিত্রের। এ তিন দিনের শিরোনামগুলো ছিল পাঠকদের চমকে দেবার মত। এছাড়া পত্রিকার উপসম্পাদকীয় নিহত ও আহতদের তালিকাসহ বেশ কিছু সংবাদের উপস্থাপনা জনমনে বিপুল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। দৈনিক আজাদের প্রতিবেদনের চমকপ্রদ দিক ছিল একুশের ঘটনাবলীর কিছুটা বিস্তৃত ক্যানভাসে ধরে রাখার চেষ্টা। যেমন, গ্রেফতারকৃত বহু সংখ্যক ছাত্রকে ট্রাকে করে তেজগাঁ নিয়ে ছেড়ে দেয়া, পথচারী ও দোকান কর্মচারিদের মিছিলে মিশে যাওয়া, ছাত্রদের দিকে পুলিশের পাল্টা ইট-পাটকেল ছুঁড়ে মারা, মেডিকেল ব্যারাকের ভিতরে ঢুকে ও রাস্তায় দাঁড়িয়ে পুলিশের গুলিবর্ষণ, বেলা চারটা থেকে ব্যারাকের মাইকে পর দিন শহীদদের জানাজায় যোগ দেবার আহ্বান, গুলিবর্ষণের পর ছাত্র এলাকায় সৈন্য মোতায়েন ইত্যাদি বিস্তারিত খবর পাঠকদের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনার খোরাক জোগায়। পাশাপাশি সরকারি প্রেসনোটের বিবরণও আজাদ তুলে ধরে।

বায়ান্ন-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি দৈনিক আজাদ-এ প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদ শিরোনাম এখানে উদ্ধৃত হল। যেমন 'পুলিশ ও সৈন্যদের গুলিতে ৪ জন নিহতঃ ৭ ঘণ্টার জন্য কারফিউ।' 'শুক্রবার শহরের অবস্থার আরো অবনতিঃ সরকার কর্তৃক সামরিক বাহিনী তলব।'—'পুলিশের জুলুমের প্রতিবাদে আজাদ সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিনের পরিষদ সদস্য পদে ইস্তফা।'—শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে শহরে স্বতস্ফূর্ত হরতাল পালন।' আজাদ পত্রিকার রাজনৈতিক চরিত্র প্রশংসার যোগ্য ছিল না। তবু দলীয় অন্তর্কলহের কারণে আজাদ অন্ততঃ কয়েকটি দিন প্রাদেশিক সরকারের বিরুদ্ধ ভূমিকায় নেমেছিল।

অন্যদিকে আবাঙালি স্বার্থের প্রতিনিধি মর্নিং নিউজ ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে অব্যাহত ধারায় বিষোদগার করে, শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে নির্লজ্জ মিথ্যাচার চালায়। দিনের পর দিন মিথ্যা খবর, সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় ছাপিয়ে মর্নিং নিউজ বাংলা ভাষা ও

www.pathagar.com

বাঙালি সংস্কৃতি বিরোধী ভূমিকা পালন করে। পূর্ব-বাংলা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর মধ্যে ভাষা আন্দোলনে সবচেয়ে ঘৃণ্য ও ন্যক্কারজনক ভূমিকা পালন করেছে এই পত্রিকাটি। এর জের হিসাবে ২২ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতার একটি ক্রুদ্ধ মিছিল পুরানো ঢাকায় পত্রিকার প্রেস (জুবিলী প্রেস) পেট্রোল দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। তখন এর সম্পাদক ছিলেন মহসীন আলী। ভাষা আন্দোলনের ভয়াবহ অবস্থা দেখে তিনি আজিমপুরের বাসভবন থেকে পালিয়ে গভর্নর ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

দৈনিক সংবাদ ভাষা আন্দোলনের তীব্র বিরোধিতা করেছিল। যদিও সাংবাদিক জগতের বেশ কয়েকজন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব তখন সংবাদে কর্মরত ছিলেন। কিন্তু তারপরও সংবাদ শাসকদের সঙ্গে গাটছড়া বেঁধে ফেলে। আন্দোলনের সময় পত্রিকাটি পক্ষপাতদুষ্ট খবর পরিবেশন করে। শাসককদের সমর্থনে চতুর সম্পাদকীয় লিখে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনা করে। এর জের হিসাবে ২২ ফেব্রুয়ারি ক্রুদ্ধ ছাত্র-জনতার একটি দল সংবাদ অফিসে হামলা চালায়। কিন্তু পুলিশের গুলিবর্ষণের ফলে জনতা পশ্চাদপসরণ করে। এদিকে ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে আজাদ পত্রিকার সুর পাল্টে যায়। এ সময় নারায়ণগঞ্জে একজন পুলিশ নিহত হলে মর্নিং নিউজ, সংবাদ পত্রিকার পাশাপাশি আজাদেও তা ফলাও করে ছাপা হয়। এই তিনটি পত্রিকা অভিন্ন সুরে ভাষা আন্দোলনকারীদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে। এমনকি ভাষা আন্দোলনে ভারতীয় অনুচর প্রবেশ করেছে বলেও অভিযোগ উত্থাপন করে।

তবে ভাষা আন্দোলনের সমর্থনে মিল্লাত, ইনসাফ ও আমার দেশ এই তিনটি দৈনিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মিল্লাতে ব্যানার করা হয়েছিল নিহতদের সংবাদ দিয়ে। সেদিন মিল্লাত-এ একটি সংবাদ শিরোনাম ছিল, 'রাতের আধারে এত লাশ যায় কোথায়?' ফলে মিল্লাত সম্পাদক মোহাম্মদ মোদাব্বেরের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। তিনটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ভাষা আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। পত্রিকাগুলো হচ্ছে ইত্তেফাক, সৈনিক ও নওবেলাল। সাপ্তাহিক ইত্তেফাকের ২৪ ফেব্রুয়ারি সম্পাদকীয় ছিল বিচার চাই। 'দেশের অযুত কণ্ঠের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আমাদের ঘোষণা এই জঘন্য হত্যাকান্ডের হোতা সরকারের বিচার চাই প্রকাশ্য গণআদালতে।' সাপ্তাহিক নওবেলাল ঢাকার তো বটেই, সিলেট ও আশপাশ অঞ্চলে গ্রামীণ স্কুলগুলোতে ছড়িয়ে পড়া আন্দোলনের খুটিনাটি তুলে ধরে। ট্যাবলয়েড সাইজের চার পৃষ্ঠার পত্রিকা সাপ্তাহিক সৈনিক সেদিন লালকালিতে ব্যানার করেছিল 'শহীদ ছাত্রের তাজা রক্তে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত, মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে ছাত্র সমাবেশে পুলিশের নির্বিচারে গুলি বর্ষণ।' সৈনিকের বলিষ্ঠ ভূমিকার জন্য ২৩ ফেব্রুয়ারি পুলিশ পত্রিকার সম্পাদক আবদুল গফুর এবং প্রকাশক প্রিন্সিপাল আবুল কাশেমকে গ্রেফতার করে। ফলে পত্রিকার প্রকাশনা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ২২ ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'চাষী' বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। পুলিশ ওইদিন রাতে পত্রিকা অফিস ঘেরাও করে সব পত্রিকা নিয়ে যায়। সব রকমের পুলিশী হয়রানির মধ্যেও ভাষা আন্দোলনে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরা সাহসী ও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন।

www.pathagar.com

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাজনীতির স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধের লক্ষ্যে পূর্ব-বাংলার রাজনীতিবিদরা ঐক্যের সূত্র খুঁজতে থাকে। ১৯৫৩ সালে ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ পূর্ব-বাংলার নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে ২ এপ্রিল ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ১৫ মে আদমজি মিলে বাঙালি অবাঙালি দাঙ্গায় সরকারি হিসাবে চারশ' এবং বেসরকারি হিসাবে ছয়শ' নিহত হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থ এই অজুহাতে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা বাতিল করে ২০ মে প্রদেশে ৯২ (ক) ধারা গভর্নরের শাসন জারি করা হয়। ১৯৫৫ সালের ২ ডিসেম্বর বগুড়ার মোহাম্মদ আলী কেন্দ্রে সরকার গঠন করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ওই মন্ত্রিসভায় আইনমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালে আতোয়ার রহমানকে মুখ্যমন্ত্রী করে পূর্ব-বাংলায় প্রাদেশিক সরকার গঠন করা হয়। ১৯৫৮ সালের ৩১ মার্চ আতাউর রহমান খান পদচ্যুত হন এবং মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আবু হোসেন সরকার শপথ গ্রহণ করেন। ১ এপ্রিল পুনরায় আতাউর রহমান মুখ্যমন্ত্রী, ১৮ জুন আতাউর রহমান মন্ত্রিসভার পতন, ২৩ সেপ্টেম্বর ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীর মৃত্যু ঘটে। ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের সংবিধান বাতিল, সামরিক শাসন জারি করা হয়।

পূর্ব-বাংলার এই অস্থির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে 'আজাদ' সবসময় যুক্তফ্রন্টের বিরোধিতা করেছে। পত্রিকাটির এই যুক্তফ্রন্ট বিরোধিতার কারণ হিসাবে তারা উল্লেখ করেছে যে, ফ্রন্ট হবে ক্ষণভঙ্গুর, ফ্রন্টের ওপর কমিউনিস্টদের প্রভাব এবং ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের প্রতি আজাদ কর্তৃপক্ষ ছিল আস্থাহীন। ইত্তেফাক ছিল আওয়ামী লীগের সমর্থক। অন্যদিকে পাকিস্তান অবজারভার, মিল্লাত ছিল কেএসপি-এর সমর্থক।

১৯৫৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর প্রাদেশিক পরিষদে সংঘটিত ঐতিহাসিক ও অসাধারণ ঘটনার রিপোর্ট করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন পূর্ব-বাংলার প্রায় সবকটি দৈনিক পত্রিকা। এর কারণ পঞ্চাশের দশকের শুরুতে ঢাকায় 'রিপোর্টার্স গিল্ড' নামে একটি সংগঠন ছিল। আবদুল ওয়াহাব এর সভাপতি এবং ফয়েজ আহমদ সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। রিপোর্টার্স গিল্ড গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল রিপোর্টারদের সুযোগ সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তা সমাধানের চেষ্টা করা। ১৯৫৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর জগন্নাথ হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদ কক্ষে মাত্র ১৪ জন রিপোর্টার বসার স্থান ছিল। কিন্তু নিজউ এজেন্সি, বেতার, পত্র-পত্রিকা সব মিলে রিপোর্টার ছিলেন ২০ জন। স্থান সংকুলানের সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমানের সঙ্গে রিপোর্টাররা কথা বলেন। কিন্তু বিষয়টি গুরুত্ব না পাওয়ায় রিপোর্টাররা ক্ষুব্ধ হন। গিল্ড ওই দিন সংসদ অধিবেশন বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ইত্তেফাক কর্তৃপক্ষের প্রচন্ড চাপের কারণে রিপোর্টার এম, আর, আখতার মুকুল সংসদে যান। তিনি প্রেস গ্যালারিতে না বসে দর্শক গ্যালারিতে অবস্থান নেন। অন্যদিকে অবজারভার-এর বার্তা সম্পাদক এ বি এম মুসা ছিলেন সদাসতর্ক। রিপোর্টারদের বয়কটের খবরে তিনিও দর্শক গ্যালারিতে এম, আর, আখতার মুকুলের পাশে বসে ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন।

বিকেলেই প্রেসক্লাবে দুঃসংবাদ পৌছে যে, পরিষদে অভূতপূর্ব গোলযোগ চলছে ও ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী নিহত হয়েছেন। অবশ্য তিনি তখনও মারা যাননি, একখণ্ড

www.pathagar.com

হাতলের আঘাতে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে সেখানে তার মৃত্যু ঘটে। এই ঐতিহাসিক ঘটনার রিপোর্ট করতে না পেরে রিপোর্টাররা ব্যথিত হন। পরে এ, বি, এম, মুসা, এম আর আখতার মুকুল, এ, এল, খতিব, মাহবুব জামাল জাহেদী, মাহবুবুল আলম প্রমুখ প্রেস ক্লাবে বসে একটি সম্মিলিত রিপোর্ট তৈরি করেন এবং নিউজ এজেন্সির মাধ্যমে তা রিলিজ করা হয়।

১৯৪৭-এর আগস্ট মাসের পর পূর্ব-বাংলা থেকে যে পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—দৈনিক জিন্দেগী, দৈনিক পয়গাম, সাপ্তাহিক ইনসাফ, পাক্ষিক তকবীর, মাসিক সীমান্ত, মাসিক কৃষ্টি, পাক্ষিক আনসার, সাপ্তাহিক ফরিয়াদ ও সাপ্তাহিক ছাত্রলীগ। এ বছর ১৮ আগস্ট চট্টগ্রাম থেকে ফয়েজ আহমদ চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় দৈনিক 'পয়গাম'। পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শামসুন নাহার চৌধুরী। বন্দর নগরী চট্টগ্রামের চট্টল প্রেস থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। পয়গাম-এর অফিস ছিল জামাল খান রোডে। চার পৃষ্ঠার এই পত্রিকার দাম ছিল এক আনা। ১৫ সেপ্টেম্বর ঢাকা থেকে কাজী জহিরুল হকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ইনসাফ'। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী। প্রকাশক কামরুল হাসান। ৪ রোকনপুর লেনে ছিল পত্রিকার অফিস। প্রতি সোমবার পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই আনা। পত্রিকাটি এক বছর চলেছিল। ৪ সেপ্টেম্বর ঢাকা থেকে এস, এম, বজলুল হকের সম্পাদনায় 'জিন্দেগী' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিভাগোত্তর কালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত এটি প্রথম দৈনিক পত্রিকা। প্রথমতঃ এটি ছিল অর্ধ-সাপ্তাহিক। ২৬৩ বংশাল রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত হত। কিছুকাল পর জিন্দেগীর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে এই ঠিকানা থেকেই দৈনিক সংবাদ প্রকাশিত হয়।

১০ অক্টোবর বগুড়া থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'তকবীর'। পত্রিকাটি ছিল ইসলামিক স্টাডি গ্রুপের মুখপত্র। এ সময় ড. শহীদুল্লাহ কিছুকালের জন্য বগুড়া কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। এ জন্য তাকেই পত্রিকার প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। পত্রিকাটির প্রকাশক ছিলেন আলহাজ হাবিবুর রহমান (বুলু মিয়া)। বগুড়া তালুকদার প্রেসে পত্রিকাটি মুদ্রিত হত। মূল্য ছিল দুই আনা।

বাংলা ১৩৫৪-এর কার্তিক মাসে চট্টগ্রাম থেকে মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী ও সুচরিত চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'সীমান্ত'। পত্রিকার অফিস ছিল যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ-এ এবং ইম্পেরিয়াল প্রেস থেকে এটি ছাপানো হত। ৭৪ পৃষ্ঠা পত্রিকার মূল্য ছিল আট আনা। তৃতীয়বর্ষের শুরু থেকে মাহবুব-উল আলম চৌধুরী একা পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বাংলা ১৩৫৪ সালের কার্তিক মাসে নারায়ণগঞ্জ থেকে 'কৃষ্টি' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি পরিচালনার সাথে জড়িত ছিলেন শুধাংশু রায়, প্রভাত সরকার, সাধন চ্যাটার্জী, কুলদা রায়, জীবন গোস্বামী। ৫০ পৃষ্ঠা পত্রিকার মূল্য ছিল আট আনা। এ বছর অগ্রহায়ন মাসে মওলানা সখওয়াতুল আম্বিয়ার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'আনসার'। ৪০টি সংখ্যা প্রকাশের পর

www.pathagar.com

পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৭-এর নভেম্বরে ঢাকা থেকে ফয়েজউদ্দিন হোসেনের সম্পাদনায় 'ফরিয়াদ' নামে একটি সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। এটি ছিল একটি রাজনীতি বিষয়ক পত্রিকা। প্রতি শুক্রবার এটি প্রকাশিত হত। এটি কাজী আবদুল রউফ রোড কলতাবাজার ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং ৫২ জনসন রোডের বি. প্রেস থেকে মুদ্রিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকাটির মূল্য ছিল দুই আনা। এ বছর রাজশাহী থেকে কাজী আবদুল মান্নান এবং একরামুল হকের সম্পাদনায় 'ছাত্রলীগ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তিন/চার সংখ্যা প্রকাশের পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

ভাষা আন্দোলনের সূচনা পর্ব ১৯৪৮ সালে যে সব নতুন পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয় তার মধ্যে রয়েছে—নওবেলাল, নতুন আলো, তাওহীদ, নওরোজ, তকবীর, নবনূর, জিহাদ, সৈনিক, সংকেত, মুকুল, যুগের দাবী, নয়াসড়ক ও নিশান। এছাড়া, মওলানা আকরাম খাঁর সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক আজাদ ১৯৪৮ সালের ১৯ অক্টোবর ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। মোহাজের পুনর্বাসনের অজুহাতে তৎকালীন পূর্ব-বাংলা সরকার দৈনিক আজাদ-এর অফিস ও প্রেস বসাবার জন্য সরকারি জমি লিজ হিসাবে বরাদ্দ করে। ঢাকায় স্থানান্তরের পর আবুল কালাম শামসুদ্দীন পত্রিকার সম্পাদক এবং খায়রুল কবির বার্তা-সম্পাদক হন।

বাংলা ১৩৫৪ সালের ১৬ পৌষ ঢাকা থেকে মাহমুদ আলীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'নওবেলাল'। অল্প দিনের মধ্যেই নওবেলাল পূর্ব-বাংলার একটি মর্যাদাশীল পত্রিকা রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সরকারি অন্যায় ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে 'নওবেলাল' বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। ফলে পত্রিকাটি সরকারের বিষ নজরে পড়ে। এ জন্য সম্পাদক মাহমুদ আলীকে কয়েকবার কারাবরণ করতে হয়। ভাষা আন্দোলনে পত্রিকাটি সাহসী ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারির পর পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৬৯ সালের ৭ সেপ্টেম্বর পত্রিকাটি পুনরায় চালু হয়। ১৯৭০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি এটি আবারও বন্ধ হয়ে যায়। ৫০ টিপু সুলতান রোডে পত্রিকার অফিস ছিল, ৪৮/১ লিয়াকত এভিনিউ-এর সাইন পুকুর আর্টস থেকে এটি ছাপা হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ২৫ পয়সা। নওবেলাল সম্পাদক মাহমুদ আলী প্রথমে যুবলীগের সভাপতি ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি গণতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হন। পূর্ব-বাংলার প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। কিন্তু ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি সামরিকজান্তাকে সক্রিয় সমর্থন দান করেন। বর্তমানে তিনি সপরিবারে পাকিস্তানে বসবাস করছেন।

১৯৪৮ সালের ১৫ জানুয়ারি কুমিল্লা থেকে অনন্তকৃষ্ণ ধরের সম্পাদনায় 'নতুন আলো' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল জেলা ছাত্র ফেডারেশনের মুখপত্র। কুমিল্লা বেঙ্গল প্রেস থেকে পত্রিকাটি ছাপা হত। এ বছর ২৬ জানুয়ারি হাসান ইমামের সম্পাদনায় কুমিল্লা থেকে 'তাওহীদ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ছিল পাকিস্তানী ভাবধারার সমর্থক। এটি ছাপা হত কুমিল্লা বেঙ্গল প্রেস থেকে। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই আনা। ১৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা থেকে আজিজুল

www.pathagar.com

হাকিমের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'নওরোজ'। ৩০ কাজী আবদুর রউফ রোড কলতাবাজার ছিল পত্রিকার অফিস। ঢাকার বলরাম প্রেসে এটি ছাপা হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল তিন আনা। ১২ মার্চ ময়মনসিংহ থেকে আজিজুর রহমানের সম্পাদনায় 'তকবীর' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রকাশক আকলিমা রহমান। এটি স্থানীয় রুবি প্রেস থেকে ছাপা হত। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটির প্রকাশনা অব্যাহত ছিল।

২১ মার্চ ফেনী থেকে মহিউদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় অর্ধ-সাপ্তাহিক 'নবনূর'। পত্রিকাটির প্রকাশক নুরুল গনি। এটি স্থানীয় ক্ষিরোদ প্রেস থেকে ছাপা হত। ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল তিন আনা। ১৫ এপ্রিল ঢাকা থেকে মুহম্মদ আবদুস সামাদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'জিহাদ'। এটি ছিল পূর্ব-পাকিস্তান ইসলাম মিশনের মুখপত্র। ৭৭ মালিটোলার নিউ মডেল প্রেস থেকে 'জিহাদ' ছাপা হত। অফিস ছিল ৮১ মালিটোলা। ১৪ নবেম্বর ঢাকা থেকে আবদুল গফুরের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক সৈনিক। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম। এটি ছিল তমুদ্দুন মজলিশের মুখপত্র। বার্তা সম্পাদক ছিলেন সানাউল্লাহ নূরী। আমাদের বিজ্ঞান প্রেস, ৩১/২ আজিমপুর ঢাকা থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত হত। ৫২-এর ভাষা আন্দোলনে সৈনিক বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। ১৯৭০ সালে আগস্টে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

বাংলা ১৩৫৫ সালের পৌষ মাসে সিরাজুর রমানের সম্পাদনায় 'সংকেত' নামে একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কুড়িটি সংখ্যা প্রকাশের পর এই পত্রিকাটি আর আলোর মুখ দেখেনি। ১৯৪৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর ঢাকা থেকে আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিনের সম্পাদনায় 'মুকুল' নামে একটি কিশোর পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি মুকুল ফৌজের কেন্দ্রিয় দফতর ৩৬ র‍্যাংকিন স্ট্রিট থেকে প্রকাশিত এবং জনসন রোডের চাবুক প্রিন্টিং প্রেস থেকে ছাপা হত। ১৯৬৫ সালের মার্চ মাস থেকে পত্রিকাটি মাসিকে রূপান্তরিত হয়। সেই সঙ্গে মুকুল ফৌজের সঙ্গে পত্রিকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়। এ সময় হোসেন কামাল পত্রিকা সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। প্রাদেশিক মন্ত্রি সুলতান আহমদ পত্রিকাটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শিরিণ প্রেস থেকে 'মুকুল' ছাপা হত।

বাংলা ১৩৫৫ সালের ২০ অগ্রহায়ণ ঢাকা থেকে খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াসের সম্পাদনায় 'যুগের দাবী' নামে একটি সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১১ নবরায় গলি ইসলামপুরে ছিল পত্রিকার অফিস। ছাপা হত হরিনাথ প্রেস থেকে। পত্রিকার মূল্য ছিল চার আনা। এ বছর (১৯৪৮) আবু জাফর শামসুদ্দীন ও মোহাম্মদ নাসির আলীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা 'নয়া সড়ক'। সাময়িকীটির প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী কামরুল হাসান। ১২৯ পৃষ্ঠার সাময়িকীর মূল্য ছিল দু'টাকা। বগুড়া থেকে মজির উদ্দিন আহমদ-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'নিশান'। স্থানীয় সিটি প্রেস থেকে এটি ছাপা হত। পত্রিকাটি ১৫ বছর টিকে ছিল।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত মর্নিং নিউজ ১৯৪৯ সালের ২০ মার্চ ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। ঢাকায় স্থানান্তরের পর এটি সাপ্তাহিক হিসাবে প্রকাশিত হয়। এ বছর ২৫ ডিসেম্বর

www.pathagar.com

মর্নিং নিউজ দৈনিক আকারে প্রকাশিত হয়। এ সময় এসজিএম বদরুদ্দীন পত্রিকার সম্পাদক হন। পত্রিকার বিভিন্ন বিভাগে যারা কাজ করতেন তাদের মধ্যে ছিলেন। মিঃ লুইস, মিঃ জনস্টোন, হাসানুজ্জামান, সাইয়িদ আতিকুল্লাহ, দেবপ্রিয় বড়ুয়া, রেজাউল হক, আশরাফ পয়াসী, তাহের মির্জা, কফিল আহমেদ প্রমুখ। পরবর্তীতে কবি শামসুর রাহমান মর্নিং নিউজে যোগদান করেন। জিন্না এভিনিউয়ে ছিল পত্রিকার অফিস।

১৯৪৯ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—ঝংকার, আজান, মাহেনও, মিনার, রেনেসাঁ, চন্দ্রবিন্দু, সুলতানা, অন্ন চাই আলো চাই, দিলরুবা, তানজীম, অগত্যা, নজরুলিকা, জনমত, পাকিস্তান, নওবাহার, ইমরোজ, দ্যুতি, প্রবাহ, তরজমানুল হাদিস, পাকিস্তান অবজারভার, ইত্তেফাক এবং দীপালী। এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা থেকে সাঈদ উর রহমানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় পূর্ব-বাংলার প্রথম কিশোর মাসিক পত্রিকা 'ঝংকার'। পত্রিকাটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন মিজানুর রহমান। ৩৬, চাঁদনী ঘাট থেকে 'ঝংকার' প্রকাশিত ও ১১ মাহুতটুলী ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। পৃষ্ঠা ৩০, মূল্য ছিল ছয় আনা। বাংলা ১৩৫৫ সালের ফাল্গুন মাসে ফারুক উদ্দিন চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'আজান'। এ বছর চৈত্র মাসে ঢাকা থেকে আবদুর রশিদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সচিত্র মাসিক 'মাহেনও'। পাকিস্তানের তাহজিব তমুদ্দুন-এর প্রচার প্রসার এবং পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ব্যবধান ঘুচিয়ে দেয়াই ছিল পত্রিকাটির মূল লক্ষ্য। পাকিস্তান পাবলিকেশন করাচীর পক্ষে আরশাদ হোসেন পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। ৫ নয়া বাজার ঢাকার শ্রীকান্ত প্রেস থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত হত। পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সম্পাদক আবদুর রশিদ, তবে পরবর্তীতে মিজানুর রহমান, মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন, আবদুল কাদির, কবি তালিম হোসেন প্রমুখ পর্যায়ক্রম সম্পাদনা করেন। ১৯৭১-এর নভেম্বরে পত্রিকাটির শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

বাংলা ১৩৫৫ সালের চৈত্র মাসে ঢাকা থেকে বেগম ফওজিয়া সামাদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় শিশু-কিশোর পত্রিকা মাসিক 'মিনার'। মিনারের অফিস ছিল ৬, ফোল্ডার স্ট্রিট, ঢাকা। ৫৫ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল আট আনা। দু' বছর নিয়মিত প্রকাশের পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৯-এর ২২ এপ্রিল চট্টগ্রাম থেকে দৌলতর রহমানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'রেনেসাঁ'। এটি একটি উৎকৃষ্টমানের সাহিত্য পত্রিকা ছিল। এটি আন্দরকিল্লা মিন্টু প্রেস থেকে ছাপা হত। পত্রিকাটির কার্যালয় ছিল নন্দন কাননে। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই আনা। বাংলা ১৩৫৬ সালের ১ বৈশাখ ঢাকা থেকে পেঙ্গুইন-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'চন্দ্রবিন্দু'। পত্রিকাটির অধিকাংশ লেখাই ছদ্ম নামে চাপা হত। এতে শ্লেষ ও বিদ্রুপপূর্ণ লেখা প্রকাশ করা হত। সমাজ থেকে দুর্নীতি দূরীকরণের লক্ষ্যে পত্রিকাটি প্রকাশ করা হয়। সর্দার জয়েনুদ্দিন কর্তৃক আল হেলাল প্রেস থেকে 'চন্দ্রবিন্দু' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল তিন আনা।

১৯৪৯-এর ২৪ জানুয়ারি বেগম সুফিয়া কামাল ও জাহানারা আরজুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সুলতানা'। এটি হচ্ছে পূর্ব-বাংলার প্রথম মহিলা সাপ্তাহিক

www.pathagar.com

পত্রিকা। মহিলাদের উন্নয়নের জন্য পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। মাত্র চার মাস চলার পর এটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

বাংলা ১৩৫৬-এর বৈশাখ মাসে মহিউদ্দিনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'অন্ন চাই আলো চাই'। পত্রিকাটি পাইওনিয়ার প্রেস ২. রমাকান্ত নন্দী লেন ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও বাঘরা ঢাকা থেকে প্রকাশিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল পাঁচ আনা। ১৯৪৯-এর মে মাসে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'দিলরুবা'। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ আলী আশরাফ। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে কাজী মোতাহার হোসেন, ইব্রাহিম খাঁ, সুফিয়া কামাল, আবুল হোসেন চৌধুরী, আবদুল কাদের প্রমুখ পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। সম্পাদক হিসাবে বিভিন্ন সংখ্যায় বিভিন্নজনের নাম ছাপা হলেও পত্রিকাটি ১৫ বছর পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় ইসলামি সাহিত্য সমৃদ্ধ, পূর্ব বাংলার সাহিত্যের গতিপথ নির্ধারণ এবং সমাজ সেবার উদ্দেশ্য নিয়ে দিলরুবা প্রকাশিত হয়। বাংলা ১৩৫৬ সালের ১২ জ্যৈষ্ঠ বরিশাল থেকে মওলানা আবদুর রহিম ও হেলাল উদ্দিনের যৌথ সম্পাদনায় 'তানজিম' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল পূর্ব-পাকিস্তান জামায়াতের অঘোষিত মুখপত্র। জামায়াত তখন পূর্ব-পাকিস্তানে কেবল ডানা মেলতে শুরু করেছে সেই মুহূর্তে 'তানজিম'-এর আত্মপ্রকাশ। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশনার মাধ্যমে জামায়াত এদেশে উগ্র ফ্যাসিবাদী ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে ধর্মীয় খোলস পরানোর চতুর অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তানজিম স্থানীয় ইসলামিয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে ছাপা হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই আনা।

বাংলা ১৩৫৬ সালের আষাঢ় মাসে ঢাকা থেকে ফজলে লোহানীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় বিচিত্র মাসিকপত্র 'অগত্যা'। প্রকাশক ছিলেন আবু সাঈদ নাসির। ছাপা হত রমাকান্ত নন্দী লেনের পাইওনিয়ার প্রেস থেকে। প্রেসের অন্যতম মালিক এমএ মুফিত নিজ দায়িত্বে পত্রিকা ছেপে দিতেন। পত্রিকা প্রকাশের অল্প দিনের মধ্যে এটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। প্রগতিশীল সাহিত্য রসিক তরুনদের কাছে পত্রিকাটি সমাদর লাভ করলেও প্রবীণদের কাছে পত্রিকাটি সমাদৃত হয়নি। কারণ বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি এ পত্রিকার আক্রমণের শিকার হয়েছেন। পত্রিকাটি কোন দলীয় মুখপত্র ছিল না। কিন্তু প্রতিষ্ঠান বিরোধিতায় ছিল খড়গহস্ত। ভাষা সাহিত্যের প্রশ্নে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরোধিতায়, বিনা খেসারতে জমিদারি উচ্ছেদের দাবিতে পাকিস্তানি দুঃশাসনের বিরোধিতায় অগত্যা ছিল আপোষহীন। এজন্য পত্রিকাটির বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, এটি বেহায়া পত্রিকা, ইয়ার্কি মারা পত্রিকা, এঁচড়ে পাকা বেয়াদপ, মুরুব্বিদের ইজ্জত মেরে বাহাদুরি ফলায়। পত্রিকার অফিস স্থাপিত হয়েছিল ১০৫ তাঁতি বাজার। অগত্যাতে যারা নিয়মিত লিখতেন তারা ছিলেন—মাহবুব জামাল জাহেদী, হাসান হাফিজুর রহমান, আনিস চৌধুরী, তসিকুল আলম খান, শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, মুস্তাফা নুরুউল ইসলাম প্রমুখ। মাসিক অগত্যা ছিল সোচ্চার কণ্ঠস্বর। ৬৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল আট আনা। ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে অগত্যার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

বাংলা ১৩৫৬ সালের ভাদ্র মাসে রংপুর থেকে নুরুল ইসলামের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'নজরুলিকা'। উত্তরবঙ্গের পল্লী অঞ্চলে সাহিত্য চর্চা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এটি ছাপা হত রংপুর সুলেখা প্রেস থেকে। ১৯৪৯-এর ২০ সেপ্টেম্বর ঢাকা থেকে সমর গুহের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'জনমত'। ২৯ পাটুয়াটুলির হরিনাথ প্রেস থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার এ পত্রিকার মূল্য ছিল দুই আনা। ১৯৪৯ সালের ১৫ আগস্ট ঢাকা থেকে প্রখ্যাত সাংবাদিক মোহাম্মদ মোদাব্বেরের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় অর্ধ-সাপ্তাহিক 'পাকিস্তান'। পত্রিকা প্রকাশিত হত প্রতি শুক্র ও সোমবার। ৩২ পুরানো মোগলটুলীর একতলায় প্রেস বসিয়ে তিনি নিজেই পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। তার পরিবারের সকল সদস্য তাকে একাজে সহায়তা করেন। স্ত্রী শিশু-সাহিত্যিক হোসনে আরা পত্রিকার নানা দিক দেখাশোনা করতেন। কলকাতার দৈনিক সত্যযুগ কেটে অর্ধ-সাপ্তাহিক পাকিস্তানের কপি তৈরি হত। সম্পাদকীয় ও ফিচার জাতীয় দু'একটি লেখা ছিল মৌলিক। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই আনা।

বাংলা ১৩৫৬ সালের ভাদ্র মাসে মাহফুজা খাতুনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সচিত্র মাসিক 'নওবাহার'। পত্রিকাটির পরিচালক ছিলেন কবি গোলাম মোস্তফা। এটি ছিল একটি সাহিত্য পত্রিকা। এ পত্রিকাটি কমিউনিজম প্রতিরোধ ও নারী প্রগতির স্বপক্ষে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন আবদুর রশিদ খান এবং মুদ্রাকর মহিউদ্দিন আহমদ। এটি ৪৬ জিন্দাবাহার ফার্স্ট লেন থেকে মুদ্রিত ও ৯৫ ইসলামপুর রোড ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। পত্রিকাটির মূল্য ছিল নয় আনা। বাংলা ১৩৫৬ সালের আশ্বিন মাসে মোহাম্মদ আসাদুল্লাহর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'ইমরোজ'। ৭৩, লক্ষ্মি বাজার, ঢাকার মালিক প্রেস থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। মূল্য ছিল নয় আনা। পঞ্চম বর্ষের শুরু থেকে কবি মঈনুদ্দীন পত্রিকার সম্পাদক হন।

বাংলা ১৩৫৬ সালের কার্তিক মাসে মোহাম্মদ কামারুজ্জামানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'প্রবাহ'। ১৯৪৯-এর অক্টোবর মাসে আবদুল্লাহ হেল কাফী আল কোরায়েশীর সম্পাদনায় পাবনা থেকে প্রকাশিত হয় হাদিস বিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'তর্জমানুল হাদিস'। এটি ছিল আহলে হাদিস আন্দোলনের মুখপত্র। অল বেঙ্গল এন্ড আসাম জমঈয়তে আহলে হাদিসের পাবনা অফিসের আল হাদিস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। পরবর্তীতে আফতাব আহমদ রহমানী, মোহাম্মদ আবদুর রহিম, মওলা বখশ নদভী পর্যায়ক্রমে পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন।

১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ঢাকায় কোন ইংরেজি দৈনিক ছিল না। ভাষার ভিন্নতা কারণে পাকিস্তানের উভয় অংশের মানুষের মধ্যে তেমন যোগাযোগ ছিল না। এ অবস্থায় পূর্বাঞ্চল থেকে একটি ইংরেজি দৈনিকের প্রকাশ ছিল সময়ের দাবী। তাছাড়া, এ সময় পূর্ব-বাংলায় একটি ইংরেজি দৈনিক প্রকাশিত হলে তার ব্যবসায়িক সাফল্যের সম্ভাবনাও ছিল প্রচুর। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিশিষ্ট রাজনীতিক, আইনজীবী ও প্রাদেশিক মন্ত্রী হামিদুল

www.pathagar.com

হক চৌধুরী একটি ইংরেজি দৈনিক প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রাজনীতিতে নিজের অবস্থান সংহত করার জন্য তিনি প্রথমে একটি বাংলা দৈনিক প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু বাংলা টাইপের সংকটের কারণে তিনি ইংরেজি কাগজ প্রকাশে উদ্যোগী হন। পত্রিকার ইংরেজি টাইপ আনা হয়েছিল লাহোর থেকে বিমান যোগে। ১৯৪৯ সালের ১১ মার্চ পাকিস্তান অবজারভার প্রকাশিত হয়। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ শেহাবউল্লাহ। তিনি বেশিদিন এ পত্রিকায় সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেননি। ১৯৫১ সালে শেহাবউল্লাহ 'অবজারভার' ছেড়ে আইন পেশায় যোগদান করেন। এ সময় আবদুস সালাম পত্রিকার সম্পাদক হন।

আবদুস সালাম ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন। অবজারভার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে তিনি অডিট এন্ড একাউন্টস সার্ভিসের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। বাঙালি অফিসারদের পীড়নের প্রতিবাদে তিনি ১৯৪৯ সালে চাকুরিতে ইস্তফা দেন। ১৯৫০-এর ৩ জুন তিনি অবজারভার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অবজারভারের মাধ্যমে তিনি এদেশে আধুনিক সাংবাদিকতা শুরু করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি রাজনীতির সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েন। যুক্তফ্রন্টের মনোনয়ন নিয়ে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদ লাভ করেন। ওই সময় অবজারভার সম্পাদকের কামরা ছিল শহরের এক প্রধান রাজনৈতিক কেন্দ্রস্থল। নুরুল আমিনের মন্ত্রিসভা থেকে হামিদুল হক চৌধুরী পদত্যাগ করার পর থেকেই অবজারভার পুরোপুরি বিরোধী দলীয় পত্রিকা হয়ে যায়। চুয়ান্ন সালে যুক্তফ্রন্টের ভাঙ্গনের দিনে 'প্রোদা' আইনে অভিযুক্ত ও রাজনৈতিক অধিকার বঞ্চিত হামিদুল হক চৌধুরী গোপন রাজনীতির অন্ধকারে পা ফেলে অগ্রসর হন। তিনি ভাসানী সোহরাওয়ার্দীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে যুক্তফ্রন্টের ভাঙ্গন রোধে সচেষ্ট হন। এ সময় যুক্তফ্রন্টের নাজুক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে আকরাম খাঁ ফ্রন্ট ভাঙ্গার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।

বিরোধী দলীয় পত্রিকার ভূমিকা পালনের কারণে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে নিরাপত্তা আইনে সরকার অবজারভারের প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৯৫৪ সালের ৯ মে যুক্তফ্রন্ট সরকার পাকিস্তান অবজারভারের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেন। ষাটের দশকের শুরুতে পত্রিকাটি পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যকার বৈষম্য এবং শাসকগোষ্ঠীর ভেদনীতিমূলক আচরণের বিরুদ্ধে জোরালো ভূমিকা গ্রহণ করলে সরকার পাকিস্তান অবজারভারকে কালো তালিকাভুক্ত করে বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেয়। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে 'অবজারভার' সাহসী ভূমিকা পালন করে। কিন্তু একাত্তরের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে 'অবজারভার' শুধু দখলদারদের পক্ষে প্রচারণাই চালায়নি, অবজারভার ভবনটি হয়ে ওঠে আলবদর ও রাজাকারদের অন্যতম ঘাঁটি। ১৯৭১-এর ২৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান অবজারভারের নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ অবজারভার করা হয়। ১৯৭২-এর জানুয়ারি থেকে অবজারভার, পূর্বদেশ, সাপ্তাহিক চিত্রালী সরকারি ব্যবস্থাপনায় নিয়ে আসা হয়। এ বছর ১৫ মার্চ The Suprem test সম্পাদকীয় লেখার জন্য আবদুস সালাম চাকুরি হারান এবং ওবায়েদ উল হক সম্পাদক হন। ১৯৮৪ সালের ২৩ জানুয়ারি এরশাদের সামরিক সরকার 'বাংলাদেশ' অবজারভার পুনরায় হামিদুল হক

www.pathagar.com

চৌধুরীর মালিকানায় ফিরিয়ে দেয়। অবজারভারের প্রথমদিকের সাংবাদিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন জহুর হোসেন চৌধুরী, এবিএম মূসা, সৈয়দ নুরুদ্দিন, মোহাম্মদ ইদরিস প্রমুখ।

১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক ইত্তেফাক। এ সময় পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। মওলানা ভাসানীর পর ইয়ার মোহাম্মদ খান পত্রিকার সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক হন। এরপর পত্রিকা সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন আবু জাফর শামসুদ্দীন। সাপ্তাহিক ইত্তেফাক এ সময় ৩/৪ পাটুয়াটুলি লেনের বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রেস থেকে মুদ্রিত হত। মুজাফফর আহমদও কিছু দিন সাপ্তাহিক ইত্তেফাক সম্পাদনা করেন, ১৯৫১ সালের ১৪ আগস্ট থেকে পত্রিকা সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া (১৯১১-১৯৬৯)।

১৯৫৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর মানিক মিয়ার সম্পাদনায় ইত্তেফাক দৈনিক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এ সময় ৯ হাটখোলা রোডের প্যারামাউন্ট প্রেস থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। প্রেসটির মালিক ছিলেন হাবিবুর রহমান। তখন পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক ছিলেন সিরাজউদ্দিন হোসেন। এছাড়াও ইত্তেফাকে প্রথম দিকে যারা কাজ করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, ফয়েজ আহমদ, এম, আর, আখতার মুকুল, আহমেদুর রহমান, আসাফুদ্দৌলা, আনোয়ার জাহিদ, কামরুন নাহার লাইলি, আবদুল গাফফার চৌধুরী, মঈদুল হাসান, আলী আকসাদ, মকবুলার রহমান প্রমুখ।

আনোয়ার জাহিদ একজন প্রতিভাবান সাংবাদিক। শুরুতে ছিলেন একজন প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী। এ সময় ইত্তেফাকে কর্মরত কামরুন নাহার লাইলি ছিলেন বাম রাজনীতি ও নারী আন্দোলনের একজন দ্যুতিময় নক্ষত্র। তিনি ইত্তেফাকের মহিলা পাতা সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন। বৃহত্তর বরিশালের পিরোজপুরের মেয়ে ছিলেন লাইলি। বাবা ছিলেন একজন আইন ব্যবসায়ী। পরিবারের বন্ধন, ভালবাসা সবকিছু উপেক্ষা করে লাইলি বেছে নিয়েছিলেন রাজনীতির ছন্নছাড়া জীবন। ইত্তেফাক অফিসে আনোয়ার জাহিদ তখন সম্পাদকীয় বিভাগের স্টাফ। একই কর্মক্ষেত্রে নিবিড় পরিচয়, রাজনৈতিক বিশ্বাসের অভিন্নতা তাদের আরো কাছাকাছি নিয়ে আসে। এরই মধ্যে ১৯৬২ সালের শেষের দিকে আনোয়ার জাহিদ নিরাপত্তা আইনে বন্দি হয়ে জেলে যান। কামরুন নাহার লাইলিকে একদিন কনে সাজিয়ে জেল গেটে নিয়ে যাওয়া হয়—এবং সেখানেই দু'জনের বিয়ের হয়। মানিক মিয়া এ বিয়েতে উকিল বাবার দায়িত্ব পালন করেন। জেল গেটে দু'জন সাংবাদিকের বিয়ের অনুষ্ঠান গোটা সাংবাদিকতার ইতিহাসে একটি বিরল ঘটনা।

তবে পরিণতির দিক বিবেচনা করলে এ ঘটনা অত্যন্ত বেদনাবহ। কারণ ষাটের দশকের বাম বিপ্লবী আনোয়ার জাহিদ সত্তরের দশকে পাক হানাদার বাহিনীর সহযোগী হয়ে যান। আশির দশকে তিনি হন স্বৈরশাসক এরশাদের মন্ত্রী। আর নব্বইয়ের দশকে তিনি জামাতের দোসর হয়ে যান। কামরুন নাহার লাইলির ভালবাসার মর্যাদাও তিনি

www.pathagar.com

রাখেননি। দু'জন বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। এ ঘটনার অব্যবহিত পরেই লাইলি পেশা পরিবর্তন করেন। ইত্তেফাক ছেড়ে দিয়ে তিনি আইন পেশায় যোগদান করে এবং এ ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেন।

দৈনিক ইত্তেফাকের ইতিহাস বিচিত্র বর্ণিল, এবং বহু বন্ধুর রাজনৈতিক পথ অতিক্রমণের অভিজ্ঞতায় ভরপুর। পূর্ব-বাংলায় মুসলিম লীগ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা এবং আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক ভিত সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে পত্রিকাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যেকার বৈষম্য এবং কেন্দ্রীয় শাসকদের বিমাতা সুলভ আচরণের বিরুদ্ধে পত্রিকাটি সোচ্চার প্রতিবাদ জানায়। চুয়ান্ন সালে যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ বিজয়ে পত্রিকাটি অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে। পূর্ব-বাংলায় ৯২ (ক) ধারা জারি এবং যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়ার প্রতিবাদে ইত্তেফার সম্পাদকীয় কলাম লিখেছিল, "অদ্যকার সম্পাদকীয় প্রকাশ করা হইল না।" ষাটের দশকে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারি এবং তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রী মার্কা সংবিধানের বিরুদ্ধে ইত্তেফাক অব্যাহত প্রতিবাদ জানায়। ১৯৬১ সালে সরকার রবীন্দ্রনাথ বর্জনের সিদ্ধান্ত নিলে ইত্তেফাক ঘোষণা করে 'রবীন্দ্রনাথ আমার আত্মার আত্মীয়।' ১৯৬১ সালে আইয়ুব খাঁ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অ্যাক্ট জারি করে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মানিক মিয়া তার 'রাজনৈতিক মঞ্চ' কলামে লেখেন—'সংবাদপত্রের ওপর হামলা শুধু কয়েকজন সাংবাদিক, সম্পাদক ও সংবাদপত্রের মালিকের ওপর হামলা নয়। ইহা গোটা জাতির ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশ করে না, জনমত প্রতিবিম্বিত করে তোলাই উহার কাজ।'

'৬২-এর ছাত্র আন্দোলন, '৬৪-এর দাঙ্গাবিরোধী আন্দোলন, '৬৬-এর ছয় দফা কর্মসূচী এবং '৬৯-এর গণআন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে গিয়ে ইত্তেফাককে বহুবার সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়তে হয়েছে এবং এর প্রকাশনাও সাময়িকভাবে বন্ধ হয়েছে। ১৯৫৬ সালের ১৭ জুন থেকে ১১ জুলাই পর্যন্ত এবং ২৭ জুলাই থেকে ১৯৬৯-এর ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করে রাখা হয়। ইত্তেফাক সম্পাদক মানিক মিয়াকেও বহুবার কারাবরণ করতে হয়।

১৯৫০ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—ইস্ট বেঙ্গল স্কাউট, তাহজিব, মুকুল, নতুন সকাল, হোমিওপ্যাথ, মুফতি, ইনসাফ, খেদমত, হুল্লোড়, জিন্দা, তকবীর, মানসী, উদয়ন, কো-অপারেশন, সমবায়, তাবলীগ, কোহিনুর, সিনেমা, দিশারী ও তওফিক। এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে মুহম্মদ ওয়াজেদ আলীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'ইস্ট বেঙ্গল স্কাউট'। ৫০, লালবাগ-এর তমুদ্দুন প্রেস থেকে এটি মুদ্রিত হত। ইস্ট বেঙ্গল স্কাউটের শিক্ষা বিভাগ থেকে এটি প্রকাশিত হত। পত্রিকাটির মূল্য ছিল চার আনা। অষ্টম বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে পত্রিকার নাম পরিবর্তন করা হয় এবং নতুন নামকরণ করা হয় 'অগ্রদূত'। একাত্তরের মার্চ মাস থেকে পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭২ সালের জানুয়ারি থেকে অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউট-এর মাসিক মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়। মুহম্মদ ওয়াজেদ আলীর পর পর্যায়ক্রমে তরীকুল

www.pathagar.com

আলম, আজিজুল হক, এ, জেড, এম, শামসুল হক; ওসমান গণি; কে, বি, এম, এ, রশিদ, সৈয়দ মাহমুদ প্রমুখ পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন।

বাংলা ১৩৫৭ সালের বৈশাখ মাসে আবদুল মান্নানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'তাহজিব'। এ পত্রিকাটিও তমদ্দুন প্রেস থেকে ছাপা হত। এ বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে পশ্চিমবঙ্গের বাদুড়িয়া থেকে নাসির উদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'মুকুল'। এটি ছিল সাহিত্য সাময়িকী। প্রকাশের অল্পদিন পরেই পত্রিকাটি পূর্ববঙ্গের যশোহরে স্থানান্তরিত হয়। এ সময় পত্রিকার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'নতুন সকাল' এবং খাজা আবদুল মজিদ শাহ পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নতুন সকাল তিনটি সংখ্যা প্রকাশের পর পুনরায় পত্রিকার নাম পরিবর্তন করে 'মুকুল' রাখা হয়। এ সময় সাবেক সম্পাদক নাসিরুদ্দিন আহমদ পত্রিকা সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে ঢাকা থেকে ডাঃ এ, টি, এম, মুয়াজ্জাম এর সম্পাদনায় 'হোমিওপ্যাথ' নামে আরো একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ৭৭ পাটুয়াটুলির হোমিওপ্যাথ কার্যালয় থেকে প্রকাশিত এবং ইস্টার্ন পাকিস্তান প্রেস থেকে মুদ্রিত হত। পরে ডাঃ আবদুল ওয়াদুদ পত্রিকার সম্পাদক হন।

আষাঢ় মাসে আবদুল গণি হাজারী ও মাহবুব জামাল জাহেদীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় 'মুফতি'। এটি ছিল একটি মাসিক সাহিত্য সাময়িকী। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন সরদার জয়েনুদ্দীন। ৫০ বেগম বাজার, ঢাকা ক্যাপিটাল প্রেস থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত এবং ১ মনওয়ার খান বাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। ৬০ পৃষ্ঠা পত্রিকার মূল্য ছিল আট আনা। আটটি সংখ্যা প্রকাশের পর পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ভাদ্র মাসে সাইয়েদুল হকের সম্পাদনায় ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'খেদমত'। স্থানীয় হিতৈষী প্রেস থেকে 'খেদমত' ছাপা হত। শ্রাবণ মাসে ফয়েজ আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় শিশু-কিশোরদের জন্য মাসিক ম্যাগাজিন 'হুল্লোড়'। প্রকাশক মোহাম্মদ শফি খান। ৫০ বেগম বাজারের ক্যাপিটাল প্রিন্টিং প্রেস থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৪০ পৃষ্ঠার পত্রিকাটির মূল্য ছিল সাত আনা। পত্রিকাটি পৌনে দুই বছর টিকে ছিল।

১৯৫০-এর আগস্ট মাসে শরীফ আমজাদ হোসেনের সম্পাদনায় খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'তকবীর'। তকবীর ফেরিঘাট রোডের মুসলিম স্কলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস থেকে প্রকাশিত হত। বাংলা ১৩৫৭ সালের আশ্বিন মাসে কুমারি জ্যোৎস্নারানীর সম্পাদনায় পাবনা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'মানসী'। কার্তিক মাসে রুহুল আমিন নিজামীর সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় চলচ্চিত্র বিষয়ক মাসিক ম্যাগাজিন 'উদয়ন'। এটি ফিরিঙ্গী বাজার আর্ট প্রেস থেকে মুদ্রিত হত। ১৯৫০ সালের শেষের দিকে পূর্ব বাংলার সমবায় অধিদফতর থেকে এ, এম, সলিমুল্লাহর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'কো-অপারেশন'। এতে সমবায়, শিল্প ও কৃষি সম্পর্কিত সংবাদ ও নিবন্ধ প্রকাশ করা হত। ৪৫, বনগ্রাম লেন উয়ারি ঢাকা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত।

উল্লেখ্য, ১৯৬০ সালের জানুয়ারি মাসে সমবায় দফতর 'সমবায়' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে। এটি ছিল পূর্ব-বাংলার সমবায় আন্দোলনের মুখপত্র।

www.pathagar.com

সমবায় পত্রিকার সম্পাদক হন মতলুব হোসেন। এটি ৩ পিয়ারী দাস রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং ইডেন বিলডিং শেড ১০, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। মতলুব হোসেনের পর যথাক্রমে, মোজাম্মেল হক, মনিরুদ্দিন আহমদ এবং বদিউজ্জামান পত্রিকার সম্পাদক হন। পরবর্তীতে সমবায় অফিস ৯ ডি মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় স্থানান্তরিত হয়। প্রথমে সমবায় ছাপা ২৩ সমকাল মুদ্রায়ন মতিঝিল থেকে। পরে তা পলওয়েল প্রেসে ছাপা শুরু হয়।

১৯৫০-এ ছারছিনা মাদরাসা প্রেস দারুচ্ছুন্নত, বাকেরগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'তাবলীগ'। ছারছিনার পীর সাহেব এ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। এর সম্পাদক ছিলেন মুহম্মদ আজিজুর রহমান। ২০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ২৫ পয়সা। ২২ ডিসেম্বর মোহাম্মদ আবদুল খালেকের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'কোহিনুর'। কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেস থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। এ বছর মির্জা আশরাফ উদ্দিন হায়দারের সম্পাদনায় জামালপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'তওফিক'। আমিনা প্রেস থেকে এটি ছাপা হত।

১৯৫০ সালের জুলাই মাসে মহিউদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'ইনসাফ'। মহিউদ্দিন আহমদ কলকাতার কয়েকটি পত্রিকায় কাজ করেছেন, তিনি চমৎকার কবিতা লিখতেন। তিনি কুমিল্লার পয়ালগাছার বিখ্যাত মিয়া পরিবারের সন্তান ছিলেন। দেশ বিভাগের পর ঢাকায় এসে তিনি দৈনিক 'আমার দেশ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু আর্থিক সংকটে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ইনসাফ সম্পাদনায় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ঢাকার বিখ্যাত জমিদার বলিয়াদির সিদ্দিকী পরিবারের আবদুল লতিফ সিদ্দিকী ছিলেন ইনসাফ-এর প্রকাশক। ১৩৭ বংশাল রোডের বলিয়াদি প্রিন্টিং প্রেস থেকে ইনসাফ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। তখনকার প্রগতিশীল তরুণ সাংবাদিকদের প্রায় সকলেই এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। পাকিস্তানের একটি সংবিধান রচনার মূলনীতির খসড়া তৈরির জন্য লিয়াকত আলী খানের সরকার একটি কমিটি নিয়োগ করে। এই কমিটি একটি রিপোর্টও প্রকাশ করে। রিপোর্টটি 'বেসিক প্রিন্সিপাল কমিটিজ রিপোর্ট' বা মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট নামে পরিচিত হয়েছিল। খসড়া নীতিতে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অধিকার এমনভাবে খর্ব করা হয়েছিল যে তাতে সারা প্রদেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ইনসাফ এই মূলনীতি কমিটির বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনে সমর্থন দিয়ে প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইনসাফের জোরালো প্রচারের ফলে 'বিপিসি মুভমেন্ট' ছাত্র ও যুব সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সরকার প্রমাদ গোনে। তারা ইনসাফ-এর ওপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করে। মালিকপক্ষ প্রগতিশীল তরুণ সাংবাদিকদের বিদায় করে দেয়ার ষড়যন্ত্র করে। এ ঘটনা পত্রিকাটির পতন ডেকে আনে।

ইনসাফ এ এ সময় যারা কাজ করতেন তাদের মধ্যে ছিলেন সম্পাদকীয় বিভাগে কাজী মোহাম্মদ ইদরিস, খোন্দকার আবদুল হামিদ, মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ, হাসান হাফিজুর রহমান। বার্তা-সম্পাদক ছিলেন কে, জি, মুস্তাফা। স্টাফ-রিপোর্টার ছিলেন

www.pathagar.com

মুস্তাফা নুরুউল ইসলাম। আজাদ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় এরা বিদ্রোহ করে চলে এসেছিলেন এই নতুন কাগজে। প্রভাবশালী সাংবাদিক খোন্দকার তালেবও এদের সঙ্গে ছিলেন। ইনসাফ-এ এ সময় শিক্ষানবিশ সাব-এডিটর হিসাবে কাজ করতেন দাউদ খান মজলিশ, এ,বি,এম, মুসা, নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী প্রমুখ। এ ছাড়াও আরো কয়েকজন প্রতিভাবান সাংবাদিক এ কাগজে কাজ করেছেন। এরা হচ্ছেন, মওয়াহিদুল মওলা চৌধুরী, বাহাউদ্দিন চৌধুরী, আহমদ জামিল প্রমুখ।

১৯৫১ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—পাক হিতৈষী, পাক সমাচার, সবুজ নিশান, রূপছায়া, পরিচিতি, এলান, কাসেদ, পঞ্চায়েত, ইশারা, কাজের কথা এবং দৈনিক সংবাদ। এ বছর ৪ জানুয়ারি এ, কে, এম আজিজুল হকের সম্পাদনায় পাবনা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'পাক হিতৈষী'। ১১ মার্চ মাহমুদ হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'পাক-সমাচার'। পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের তথ্য বিভাগের উদ্যোগে পত্রিকাটি প্রকাশিত এবং সরকারি প্রেস থেকে মুদ্রিত হত। মাহমুদ হোসেনের পর খায়রুল কবির সম্পাদক হন। এ সময় পত্রিকাটি কিছুকাল বন্ধ থাকে। অতপর ১৯৬৩ স্যালের জানুয়ারিতে এটি পুনঃপ্রকাশিত হয়। এসময় আরশাদউজ্জামান পত্রিকার সম্পাদক হন। ১৬ পৃষ্ঠা পত্রিকার মূল্য দুই আনা। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

বাংলা ১৩৫৮ সালে তৈয়্যবুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'সবুজ নিশান'। এটি ছিল শিশু-কিশোরদের জন্য একটি চমৎকার পত্রিকা। এটি ৫০ লালবাগের তমুদ্দুন প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৪৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ছয় আনা। ১৬ মাস চলার পর পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫০-এর মে মাসে মিজানুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাহিত্য ও চলচ্চিত্র বিষয়ক মাসিক ম্যাগাজিন 'রূপচ্ছায়া'। পত্রিকাটি ৫২ জনসন রোডের চাবুক প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৬৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল আট আনা। ১৯৫৯ সালের জানুয়ারিতে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। এ বছর (১৯৫১) এপ্রিল মাসে মফিজুল হকের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'পরিচিতি'। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন মোসলেমউদ্দিন আহমদ। এটি ওয়াজিউল্লাহ রেলওয়ে ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত এবং প্রবর্তক প্রেস থেকে মুদ্রিত হত। ৬১ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল বারো আনা। পরবর্তীতে গোলাম রসুল, সিরাজুল ইসলাম, সমরেন্দ্র দত্ত পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

২৪ আগস্ট মোহাম্মদ মোকসেদ আলীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'এলান'। এটি ছিল রেডিও পাকিস্তানের অনুষ্ঠান সূচি সংক্রান্ত পাক্ষিক পত্রিকা। রেডিও পাকিস্তানের আঞ্চলিক পরিচালক কর্তৃক ৪৩, নওয়াব কাটরা থেকে 'এলান' প্রকাশিত এবং দি বেঙ্গল প্রিন্টিং প্রেস পাটুয়াটুলী থেকে মুদ্রিত হত। ৩২ পৃষ্ঠার মূল্য ছিল চার আনা। প্রতি মাসের ১ ও ১৬ তারিখে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। মোহাম্মদ মোকসেদ

www.pathagar.com

আলীর পর পর্যায়ক্রমে এ, এফ, এম, কলিমুল্লাহ, শামসুল হুদা চৌধুরী, আশরাফউজ্জামান, সৈয়দ জিল্লুর রহমান, মীর নুরুল ইসলাম, হেমায়েত হোসেন এলানের সম্পাদক হন। স্বাধীনতার পর পত্রিকার নামকরণ করা হয় বেতার বাংলা। সম্পাদক হন ফজলে খোদা। ১৪ আগস্ট সাদী আবদুল কুদ্দুসের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'কাসেদ'। ১৪৪ নবাবপুর রোডে ছিল কাসেদের অফিস, ১৪ আগস্ট ঢাকা থেকে 'পঞ্চায়েৎ' নামে আরো একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পঞ্চায়েৎ-এর সম্পাদক ছিলেন হাফিজুদ্দীন আহমদ। ১/১২ নবরায় লেন থেকে এটি প্রকাশিত হত। ডিসেম্বরে যশোর থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'ইসারা'। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ লাল মুহম্মদ, সৈয়দ আফজাল হোসেন, শেখ আমানুল্লাহ, শরীফ হোসেন ও আজিজ খান। স্থানীয় আনসার প্রেস থেকে এটি মুদ্রিত ও জিয়া রোড থেকে প্রকাশিত হত।

১৯৫১ সালের ১৭ মে খায়রুল কবিরের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক সংবাদ। তৎকালিন দৈনিক পত্রিকাগুলোর উর্দূ ও আরবি নামের ডামাডোলে, 'সংবাদ' নির্ভেজাল এই বাংলা নামটি সবাইকে চমৎকৃত করেছিল। কিন্তু নতুন দৈনিকের বাংলা নামকরণের ফলে আজাদ এবং মর্নিং নিউজ এই দুটি পত্রিকা একযোগে তার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। বলা হয়, মুসলমানি নাম বাদ দিয়ে হিন্দুয়ানি ঘেষা বাংলায় পত্রিকার নাম রাখা হয়েছে। সংবাদের পাতায় এ প্রচারণার কড়া জবাব দিয়েছিলেন তখনকার সহযোগী সম্পাদক জহুর হোসনে চৌধুরী। তিনি লিখেছিলেন, ইসলামি রাষ্ট্র পাকিস্তানে মর্নিং নিউজের মালিকের (খাজা নুরুদ্দিন) নিয়মিত কুত্তার রেস খেলা যদি ইসলাম বিরোধী কাজ না হয়, তাহলে 'সংবাদ'-এর মত একটি খাঁটি বাংলা নাম বাংলা কাগজের জন্য রাখায় ইসলাম কি খারিজ হয়ে গেল? আর আজাদের মালিক মওলানা আকরাম খাঁ তো প্রথম দৈনিক পত্রিকা বের করেছিলেন 'সেবক' এই বাংলা নাম দিয়ে। তিনি কি তখন হিন্দুয়ানি বাংলা ভাষার সেবাদাস ছিলেন? জহুর হোসেন চৌধুরী এই পাল্টা জবাবের পর আজাদ ও মর্নিং নিউজ আর কোন উচ্চবাচ্য করেনি।

দৈনিক সংবাদের মালিক ছিলেন কুমিল্লার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গিয়াসউদ্দিন আহমদ। তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাসিরউদ্দিন আহমদ ছিলেন পত্রিকার প্রকাশক ও জেনারেল ম্যানেজার। ইস্ট পাকিস্তান প্রেস, ২৬৩ বংশাল রোড ঢাকা থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। কিছু দিন চলার পর পত্রিকাটি আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়। সম্পাদক খায়রুল কবিরের মধ্যস্থতায় এক লাখ টাকার বিনিময়ে পাকিস্তান মুসলিম লীগ সংবাদ-এর মালিকানা ক্রয় করে। কথা ছিল একটি স্ট্রাটি বোর্ড গঠন করে সংবাদ পরিচালনা করা হবে। ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য থাকবেন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান, পূর্ব-বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন এবং দিনাজপুরের মুসলিম লীগ নেতা মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী। এ ব্যাপারে খায়রুল কবির উদ্যোগী হয়ে খসড়া দলিলপত্র তৈরি করেন। কিন্তু ১৯৫১ সালের ১৬ অক্টোবর রাওয়ালপিন্ডিতে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। ফলে সংবাদের ট্রাস্টি বোর্ড আর

www.pathagar.com

গঠন করা সম্ভব হয়নি। পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত এ ব্যবস্থা বলবৎ ছিল। এরপর সংবাদের মালিকানার হাতবদল হয়।

পত্রিকা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেন আহমেদুল কবির। এ সময় খায়রুল কবির ব্যাংকের চাকুরি নিলে পরবর্তী সম্পাদক হয়ে আসেন জহুর হোসেন চৌধুরী। ১৯৫৬ সালে গঠিত হয় কোম্পানি 'দি সংবাদ লিমিটেড'। ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমদুল কবির এবং নাসিরউদ্দিন আহমদ, জহুর হোসেন চৌধুরী আর সৈয়দ নুরুদ্দিন পরিচালক। সংবাদের প্রকাশনাকাল থেকেই উন্নত ও আধুনিক সাংবাদিকতার যুগ শুরু। আজাদের রক্ষণশীলতা এবং সাম্প্রদায়িকতার নীতিতে বিরক্ত হয়েই প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক খায়রুল কবির সংবাদ প্রকাশ করেন। দলনিরপেক্ষ পত্রিকা হিসাবে যাত্রা শুরু করলেও সংবাদ কিছু দিনের মধ্যেই তদানিন্তন মুসলিম লীগের মুখপত্রে পরিণত হয়। পূর্ব-পাকিস্তানে তখন মুসলিম লীগের অন্তিমকালের সূচনা পর্ব।

মুসলিম লীগের পত্রিকা হলেও খায়রুল কবির উদার, অসাম্প্রদায়িক এবং মুক্তবুদ্ধির মানুষ ছিলেন। খায়রুল কবিরের কক্ষ ছিল ঢাকার মুক্তবুদ্ধি অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের আড্ডাখানা। সাংবাদিকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিবাদী এবং বাঙালি নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি। সংবাদের বার্তা বিভাগে তখন কাজ করতেন সৈয়দ আবদুল মান্নান, সরলানন্দ সেন, খোন্দকার আবু তালেব, শৈলেন রায়, তোহা খান, কেজি মুস্তাফা এবং সিরাজুদ্দিন হোসেন। সাহিত্য সম্পাদক ছিলেন সিকান্দার আবু জাফর ও আবদুল গণি হাজারী। ছোটদের পাতার দায়িত্বে ছিলেন কবি হাবিবুর রহমান ও ফয়েজ আহমদ। সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপনে সরদার জয়েনউদ্দিন। লীডার রাইটার হিসাবে যোগ দেন ফজলুল হক সেলবর্ষী, কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস, মোহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ, মুস্তাফা নুরুউল ইসলাম, আনিস চৌধুরী, ফজলে লোহানী। রিপোর্টার ছিলেন তাসাদ্দুক আহমদ, আবদুর রাজ্জাক, আবদুল মতিন। বার্তা বিভাগে ছিলেন আবদুল গাফফার চৌধুরী, দাউদ খান মজলিস, সানাউল্লাহ নূরী, সৈয়দ মোস্তফা হোসেন, হামেদ শফিউল ইসলাম, লুৎফুল হায়দার চৌধুরী প্রমুখ। ১৯৫৪-এর নির্বাচন পরবর্তীকালে মুক্তিপ্রাপ্ত কমিউনিস্ট নেতা, কর্মী ও প্রগতিশীল ব্যক্তিরা সরাসরি সংবাদে এসে উপস্থিত হতেন। দীর্ঘ দিন পর জেল থেকে বের হয়ে অনেকেই কোন আশ্রয় বা আত্মীয় ঢাকায় খুঁজে পান না— তারা গৃহে ফেরার পূর্বে সংবাদ-এর কক্ষে বা ছাদে বাস করেছেন অনেক দিন। কমিউনিস্ট নেতা সত্যেন সেন, রণেশ দাসগুপ্ত, সন্তোষ গুপ্ত— এরা ক্রমে ক্রমে সংবাদের সাংবাদিক হিসাবে যোগদান করেন।

সংবাদ সম্পাদক খায়রুল কবির ছিলেন আধুনিক মনস্ক একজন সাংবাদিক। তিনি চেয়েছিলেন সাধারণ মানুষের সমস্যা এবং দুঃখ দুর্গতির কথা উঠে আসুক প্রতিবেদনে, সম্পাদকীয় নিবন্ধে আর চিঠিপত্র কলামে। চেয়েছিলেন সাহিত্য বিভাগ, মহিলা বিভাগ, শিশু-কিশোর বিভাগ, খেলাধূলা, চলচ্চিত্র ইত্যাদি সব বিভাগেই দৃষ্টি নন্দন গেট-আপ, মেকআপের পাশাপাশি সুরুচির প্রকাশ ঘটুক। লেখক এবং সাংবাদিকদের ব্যক্তিগত

www.pathagar.com

মতাদর্শ যাই হোক তারা ভাল লিখতে, অনুবাদ করতে আর পরিচ্ছন্ন মেকআপে কাগজ সাজাতে পারেন কিনা সেটিই ছিল খায়রুল কবিরের কাছে প্রধান বিবেচ্য। তিনি সাংবাদিকদের বিচার করতেন কাজ দিয়ে, অন্যকোন বিবেচনা দিয়ে নয়।

বায়ান্ন-এর ভাষা আন্দোলনে সংবাদের ভূমিকা জনধিকৃত। কিন্তু এরপর ষাট, সত্তর, একাত্তরে সংবাদ হয়ে ওঠে বাঙালির মুখপত্র। সেই ধারা এখনও অব্যাহত। দেশের শ্রেষ্ঠ লেখক চিন্তাবিদদের মননশীল ও সাহসী লেখা ছাপার মাধ্যমে সংবাদ অপহৃত বাঙালিত্ব পুনরুদ্ধারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। পাশাপাশি সংবাদ দেশের বাম রাজনীতিকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছে। অন্ধতা, মূঢ়তা এবং মৌলবাদের বিরুদ্ধে সাধ্যমত সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে।

১৯৫২ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—পাকিস্তানী খবর, মার্কিন পরিক্রমা, মাসিকপত্র আজকাল, সবুজপত্র, দৈনিক আমার দেশ, আলোর পথে, যাত্রিক এবং দৈনিক মিল্লাত। মার্চ মাসে ফকরুদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সচিত্র সাপ্তাহিক 'পাকিস্তানী খবর'। পত্রিকার প্রকাশক এবিএম শামসুল আলম। এটি ৬ পুরানা পল্টন থেকে প্রকাশিত এবং প্যারামাউন্ট প্রেস ৯ হাটখোলা রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠা পত্রিকার মূল্য এক আনা। ১৯৭১ সালের ২৭ নবেম্বর কফিল আহমদ পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় পত্রিকাটি ২ নম্বর সেগুন বাগিচা থেকে প্রকাশিত এবং ইডেন প্রেস ৪২/২ হাটখোলা রোড থেকে মুদ্রিত হত। এ সময় পত্রিকাটি কলেবর বৃদ্ধি করে ১২ পৃষ্ঠা করা হয় এবং মূল্য রাখা হয় ১৩ পয়সা।

এপ্রিল মাসে ঢাকাস্থ মার্কিন তথ্য-সরবরাহ কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় দ্বিভাষিক (বাংলা-ইংরেজি) সচিত্র পাক্ষিক 'মার্কিন পরিক্রমা'। জুলিয়ান এন্টনি গ্যারেটের তত্ত্বাবধানে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সার্বিক বিষয় তদারকি করতেন তদানিন্তন ইনফরমেশন অফিসার লিউ এস ডিশার। মার্কিন পরিক্রমার প্রথম সম্পাদক ছিলেন এএমজি মহিউদ্দিন। মার্কিন জীবনধারা এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে মার্কিন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বাঙালি পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার লক্ষ্যেই এ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। প্রথম দিকে পত্রিকাটি বিনামূল্যে বিতরণ করা হত, ১৯৫৪ সাল থেকে পত্রিকাটির মূল্য নির্ধারণ করা হয়। ছাত্রদের জন্য ছিল আট আনা এবং সাধারণ পাঠকদের জন্য এক টাকা। ১৯৫৬ সালে পত্রিকাটি সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। এ সময় পত্রিকার মূল্য ছাত্রদের জন্য একটাকা এবং সাধারণ পাঠকের জন্য দু'টাকা করা হয়। ১৯৫৭ সালে এটি পুনরায় পাক্ষিকে পরিণত হয়। ১৯৬০ সালে সকলের জন্য পত্রিকার মূল্য একটাকা করা হয়। ১৯৬২ সালে মার্কিন পরিক্রমার সঙ্গে 'আহরণী' নামে একটি সাহিত্যপত্র যুক্ত হয়। ১৯৬৬ সালে এটি পূর্ণ বাংলা পত্রিকায় পরিণত হয়।

১৯৫২ সালের ১ সেপ্টেম্বর মহিউদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'আমার দেশ'। এটি ১ মৌলবীবাজার ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং পাইওনিয়ার প্রেস ২ রমাকান্ত নন্দী লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা আট, মূল্য ছয় পয়সা। মে মাসে

www.pathagar.com

চৌধুরী জেবুন্নেসা খানমের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় 'মাসিকপত্র'। পত্রিকাটি গ্লোব আর্ট প্রেস, কেজিগুপ্ত লেন ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। জুন মাসে সাদী আবদুল কুদ্দুসের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় 'আজকাল'। পত্রিকাটি কারওয়ান প্রেস, ২৫৩ বংশাল রোড, নয়া বাজার ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

এ বছর মাঝামাঝি সময় ছমির আহমদের সম্পাদনায় খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'সবুজ পত্র'। এটি ফাইন আর্ট প্রেস বাগেরহাট থেকে মুদ্রিত এবং কেডি চক্রবর্তী রোড খুলনা থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫৪, মূল্য আট আনা। এ বছরের শেষের দিকে চাপাইনওয়াবগঞ্জ রাজশাহী থেকে মুজিবর রহমানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক আলোর পথে। বাংলা ১৩৫৭ সালের পৌষ মাসে আহমদ কবির ও আলীম চৌধুরীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'যাত্রিক'। ২৭ কাজী আলাউদ্দিন সড়ক থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। ৫০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল আট আনা।

১৯৫২ সালের জুন মাসে ঢাকা থেকে 'মিল্লাত' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মিল্লাতের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া)। মোহাম্মদ মোদাব্বের ছিলেন সম্পাদক। মোদাব্বের ছিলেন প্রবীণ চৌকস সাংবাদিক এবং একজন খ্যাতিমান শিশু সাহিত্যিক। তিনি ছিলেন বিশ ও ত্রিশের দশকের প্রখ্যাত সাংবাদিক মৌলবী মুজিবর রহমানের ছোট ভাইয়ের ছেলে। মুজিবর রহমান ছিলেন অসহযোগ খিলাফত আন্দোলনের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'দ্যা মুসলমান'-এর সম্পাদক এবং নিখিল বঙ্গ কংগ্রেসের সভাপতি মহাত্মা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সহচর। তিনি ব্রিটিশ বিরোধী লেখালেখির জন্য জেল খেটেছেন কয়েকবার। এই প্রবীণ সাংবাদিক ও রাজনীতিকের কাছে মোহাম্মদ মোদাব্বেরের সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি। এককালে তিনি ছিলেন ডাকসাইটে বিপ্লবী। ১৯৩৬ সালে তিনি কলকাতায় দৈনিক আজাদের বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব নেন। ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত একটানা দশ বছর তিনি কৃতি বার্তা-সম্পাদক হিসাবে কলকাতায় সুনাম অর্জন করেন।

দৈনিক মিল্লাত প্রকাশের অব্যবহিত পরেই মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের সঙ্গে মোহন মিয়ার ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়। মোহন মিয়া এ লড়াইয়ে পরাজিত হন। তিনি ধীরে ধীরে মুসলিম লীগ বিরোধী শিবিরের দিকে ঝুঁকতে থাকেন। মোহন মিয়ার রাজনৈতিক বিপর্যয়ে মিল্লাতেও অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। মোহাম্মদ মোদাব্বের মিল্লাত ছেড়ে দেন। এ সময়ে যথাক্রমে খোন্দকার আবদুল হামিদ, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সিকান্দার আবু জাফর সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বার্তা-সম্পাদকের দায়িত্বে থেকেছেন কখনো নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী, কখনো রহিম উদ্দিন সিদ্দিকী। মিল্লাতে সাংবাদিক কর্মচারিদের বেতন অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল। তবুও প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে নুরুল ইসলাম প্যাটোয়ারী পত্রিকাটিকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। তাকে ঘিরে মিল্লাতে একটি সাংবাদিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। যারা পরবর্তীকালে সবাই স্বনামখ্যাত হয়েছেন। যেমন—আহমেদুর রহমান, বদরুল হাসান, সিরাজুদ্দিন হোসেন, সানাউল্লাহ নূরী,

www.pathagar.com

আবদুর রহিম, হাসানুজ্জামান খান, কামাল লোহানী, আবদুল গাফফার চৌধুরী, সিরাজুল হুদা প্রমুখ।

মিল্লাতে তখন সম্পাদকীয় লেখার বাঁধাধরা কোন লোক ছিল না। এ বিভাগে কাজ চালাতেন নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী এবং আহমেদুর রহমান। মোহন মিয়ার অনুপস্থিতিতে পত্রিকা দেখাশোনা করতেন মোতাহার হোসেন সিদ্দিকী। তিনি ফরিদপুরের জমিদার বংশের সন্তান। ইউসুফ আলী চৌধুরী মোহন মিয়ার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং তার রাজনৈতিক সহচর। মোহাতার হোসেন সিদ্দিকী সাংবাদিক না হয়েও দীর্ঘকাল দৈনিক পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। রাজনীতিক না হয়েও পূর্ব-বঙ্গের রাজনীতিতে নেপথ্য ভূমিকা পালন করেছেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে পক্ষাবলম্বন করেও চিরকাল থেকেছেন অজাত শত্রু। বিপরীতমুখী তিন সম্পাদক মানিক মিয়া, আবদুস সালাম ও জহুর হোসেন চৌধুরী ছিলেন তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আবদুস সালাম পূর্ব-পাকিস্তানের দাবী দাওয়া ছাড়া আর সকল ব্যাপারে ছিলেন রক্ষণশীল ডান। জহুর হোসেন চৌধুরী বাম। মানিক মিয়া ছিলেন কখনো সেন্ট্রাল রাইট, কখনো সেন্ট্রাল লেফট। কিন্তু মোতাহার হোসেন সিদ্দিকী এদের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতেন।

মোতাহার হোসেন সিদ্দিকী ছিলেন মিল্লাতের স্টপগ্যাপ সম্পাদক। ১৯৫৪ সালের দিকে তিনি পুরোপুরি সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় মিল্লাতের একটি সম্পাদকীয় নিয়ে বিভিন্ন মহলে দারুন তোলপাড় হয়। তখন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের ধর-পাকড় চলছে। মেজর জেনারেল ইসকান্দার মির্জা ঢাকায় গভর্নর হয়ে এসেছেন। সেনাবাহিনী খোলা জীপে রাস্তায় টহল দিচ্ছে। চারদিকে ভীতি ও ত্রাসের ভাব। মোবাইল কোর্টে যখন তখন যাকে-তাকে ধরে সামান্য অপরাধে বেত মারা হচ্ছে, জেলে পাঠানো হচ্ছে। এ অবস্থায় মিল্লাতসহ সব জাতীয় দৈনিকের সাংবাদিকরা ভয়ে ভয়ে কাজ করছেন। তথ্য মন্ত্রণালয়ের অবাঙালি অফিসাররা সব সময় পত্রিকা অফিসে ঘুরে ঘুরে খবরদারি করছেন। পত্রিকায় খবর প্রকাশের ওপর কোন সেন্সর আরোপ করা হয়নি, কিন্তু এমন ভীতি সৃষ্টি হয়েছে যে, সব কাগজ সেলফ-সেন্সরশিপ মেনে চলছে।

কিছু দিন পর আর্মি গভর্নরের ৯২ (ক) ধারার শাসনের ভীতি কমে আসতেই যুক্তফ্রন্ট সমর্থক পত্রিকা ইত্তেফাক দাবী জানায় যে, স্বাধীনভাবে তাদের মত প্রকাশের অধিকার দিতে হবে। নইলে পত্রিকার সম্পাদকীয় কলাম খালি রাখা হবে। মিল্লাত তখন যুক্তফ্রন্টের সমর্থক পত্রিকা । সুতরাং মিল্লাতে সম্পাদকীয় কলাম একদিন খালি রাখা হয়। পর দিন সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয় যে, সম্পাদকীয় কলাম খালি রাখা যাবে না। এ নির্দেশ অমান্য করলে পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করে দেয়া হবে। সংবাদপত্রের অধিকার ও স্বাধীনতা খর্ব হওয়ায় সাংবাদিকরা ক্ষুব্ধ হন।

মিল্লাত সম্পাদক মোতাহার হোসেন সিদ্দিকী উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সম্পাদকীয় কলাম নিয়ে কি করা যায় তা নিয়ে যখন চিন্তা করছেন। তখন প্রতিবাদী সাংবাদিক আবুদল গাফফার চৌধুরী পরামর্শ দেন যে সম্পাদকীয় কলাম কুরআন ও হাদিসের বাণী দিয়ে

www.pathagar.com

ভরে দেয়া যেতে পারে। তার পরিকল্পনা নিয়ে মোতাহার হোসেন সিদ্দিকী তখুনি টেলিফোনে মানিক মিয়ার সঙ্গে কথা বলেন। মানিক মিয়া নিজেও এ পরিকল্পনা সমর্থন করেন। সেদিন মিল্লাতের সম্পাদকীয় কলাম কুরআন ও হাদিসের বাণী দিয়ে ভরিয়ে দেয়া হয়। ওই দিন যে সব বাণী ছাপা হয়েছিল—তার মধ্যে ছিল— 'অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা সর্বোত্তম জেহাদ।' 'একজন শহীদের রক্ত এক হাজার জ্ঞানী ব্যক্তির দোয়াতের কালির চাইতেও পবিত্র।' হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও এবং আল্লাহর রজ্জু ধারণ করো, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না ইত্যাদি। পর দিন তথ্য মন্ত্রণালয় মিল্লাত দেখে বিস্মিত, হতবাক ও ক্ষুব্ধ হয়। একজন কর্মকর্তা এ ব্যাপারে মিল্লাত কর্তৃপক্ষের প্রতি ক্ষুব্ধ মনোভাব প্রকাশ করলে মিল্লাত থেকে বলা হয় যে, যদি কুরআন ও হাদিসের বাণী পত্রিকায় ছাপা না যায় তাহলে সে ব্যাপারে আমাদের লিখিত নির্দেশ দিন, আমরা তা মেনে চলব। এ ঘটনার পর দিনই প্রেস কনসালটেটিভ বডির বৈঠক ডাকা হয়। বৈঠকে সম্পাদকদের সঙ্গে মত বিনিময়ের পর সংবাদপত্রের ওপর কড়াকড়ি অনেকটা শিথিল করা হয়।

মিল্লাতের আরেকটি স্মরণীয় সম্পাদকীয় লিখেছিলেন খোন্দকার আবদুল হামিদ। তিনি তখন ঢাকা রেডিওতে স্ক্রিপ্টরাইটারের চাকুরি করেন আর সন্ধ্যায় মিল্লাত অফিসে গিয়ে সম্পাদকীয় লিখতেন। এ সময় মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন বেতার ভাষণ দেবেন। বেতারের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ খোন্দকার হামিদকে বেতার ভাষণটি লেখার দায়িত্ব দেন। যে দিন বেতার ভাষণটি প্রচারিত হয়, সে দিন সন্ধ্যায় মিল্লাত অফিসে এসে খোন্দকার হামিদ দেখেন যে, পত্রিকার মালিক মোহন মিয়া সম্পাদকের কক্ষে বসে আছেন। মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের সঙ্গে তার রাজনৈতিক ঝগড়া তখন কেবল শুরু হয়েছে। খোন্দকার হামিদকে সামনে দেখেই মোহন মিয়া মুখ্যমন্ত্রীর বেতার ভাষণের পয়েন্ট বাই পয়েন্ট জবাব দিয়ে একটি কড়া সম্পাদকীয় লেখার নির্দেশ দেন। এ ব্যাপারে মোহন মিয়া তাকে কিছু ব্রিফ করেন। খোন্দকার হামিদ বিপদে পড়ে যান। যে ভাষণটি তিনি লিখেছেন, যে যুক্তি তিনি দাঁড় করিয়েছেন, তিনি নিজেই কিভাবে তার পাল্টা যুক্তি দাঁড় করাবেন। কিন্তু মোহন মিয়াকে তো সে কথা বলা যাবে না। তাই নিজের লেখা ভাষণের যুক্তি ও তথ্যের বিরুদ্ধে তিনি এমন যুক্তি ও তথ্য দাঁড় করালেন যে, পরদিন মিল্লাতের সম্পাদকীয় পড়ে সরকারি মহলে হৈ চৈ পড়ে যায়। এ ব্যাপারে খোন্দকার হামিদকে তার দু'জন সহকর্মী যখন বলেন যে, তিনি যে কাজটা করেছেন তাতে কি সাংবাদিকতার এথিকস-এর খেলাপ হয়নি। খোন্দকার হামিদ ঠোঁট উল্টে জবাব দিয়েছিলেন, যে গরীব সাংবাদিকের পেটে ভাত নেই, তার আবার এথিকস।

খোন্দকার আবদুল হামিদের কলম ছিল শাণিত। ১৯৫৫ সালে যুক্তফ্রন্টের ভাঙনের সময় প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য হিসাবে তিনি কখনো হক পন্থি, কখনো আতাউর রহমান পন্থি। আবার কফিল উদ্দিন চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত ১১ জন পরিষদ সদস্যের স্বতন্ত্র গ্রুপের তিনি ছিলেন অন্যতম সদস্য। তার রাজনৈতিক মতামতের কম্পাসের কাঁটার মত তার নিজের স্বার্থ-সুবিধামত ঘুরত। তিনি কখনো ছিলেন শেরে

www.pathagar.com

বাংলার ছায়া সহচর, কখনো শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভাবশিষ্য। কখনো বলেছেন মুজিব হচ্ছে জাতির একমাত্র দিশারী। আবার মুজিব হত্যার পরই দল ভারী করেছেন জিয়াউর রহমানের। বাঙালি জাতীয়তার মুন্ডুপাত করেছেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তার ভূমিকা ছিল বিতর্কিত।

মিল্লাতের প্রকাশক ছিলেন গাজী নজরুল ইসলাম। ১৭ কোর্ট হাউস স্ট্রিটের কামাল ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা ছয়, মূল্য দুই আনা। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান দেশে সামরিক আইন জারির পর মিল্লাতের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৫৩ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—চিত্রালী, প্রতিভা, স্পন্দন, মোহতাদী ও বিদ্যুত। এ বছর জানুয়ারি মাসে এস, এম, পারভেজের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়, সাপ্তাহিক 'চিত্রালী'। প্রকাশক ছিলেন এবিএম রুহুল আমিন। বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস ৩/৪ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত এবং কাওসার হাউস, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত হত। ৯০ পৃষ্ঠা পত্রিকার মূল্য ছিল দুই আনা। ১৯৫৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে পত্রিকাটি আল-হেলাল গ্রুপ প্রকাশনার অন্তর্ভুক্ত হয়। বাংলা ১৩৫৯ সালে অধ্যাপক হাবিবুর রহমান ও মোহাম্মদ মোখলেসুর রহমানের সম্পাদনায় কিশোরগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'প্রতিভা'। পত্রিকাটি ৭৯/৩ শোলাকিয়া রোড থেকে প্রকাশিত এবং জুবিলী প্রেস স্টেশন রোড কিশোরগঞ্জ থেকে মুদ্রিত হত। পত্রিকাটি স্বল্পায়ূ ছিল। বাংলা ১৩৬০ সালের বৈশাখ মাসে মহিউদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'স্পন্দন'। এটি ৯ হাটখোলা রোডের প্যারামাউন্ট প্রেস থেকে মুদ্রিত এবং ৪ ফোল্ডার স্ট্রিটের উয়ারি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। তিন বছর চলার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। বৈশাখ মাসে শেখ আহমদ উল্লাহ নুরীর সম্পাদনায় পাবনা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'মোহতাদী'। প্রকাশক ছিলেন আবদুর রশিদ খান। এটি পাবনার ভিক্টোরিয়া প্রেস থেকে ছাপা হত। ২০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল পাঁচ আনা। আষাঢ় মাসে মনিরুল হুদা ও মোশাররফ হোসেনের সম্পাদনায় বাগেরহাট খুলনা থেকে প্রকাশিত হয়—শিশু-কিশোর বিষয়ক মাসিক 'বিদ্যুৎ'। বিদ্যুতের প্রকাশক সাবদার রহমান। বাগেরহাট ফাইন আর্ট প্রেস থেকে এটি ছাপা হত। ৩৭ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ছয় আনা।

১৯৫৪ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—আলাপনী, নূর, জামানা ও অভিযান। আগস্ট মাসে কবি আজিজুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সচিত্র মাসিক 'আলাপনী'। এই শিশু-কিশোর বিষয়ক পত্রিকাটির প্রকাশক ছিলেন আবদুল ওয়াহেদ। মজিদ পাবলিশিং প্রেস ২/২ রাজার দেউরি থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। পত্রিকাটি ছোটদের কাছে সমাদৃত হয়েছিল। পত্রিকাটি ছয় বছর টিকে ছিল। আগস্ট মাসে ঢাকা থেকে 'নূর' নামে আরো একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এ এইচ এম মহিউদ্দিন। এটি ১৪২ গভর্নমেন্ট নিউমার্কেট আজিমপুর ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং আমাদের প্রেস ১৯ আজিমপুর থেকে এটি মুদ্রিত হত। নূর-এর প্রকাশক ছিলেন এন আর জামালী।

www.pathagar.com

২৮ নভেম্বর মাহবুব উল আলমের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'জামানা'। এটি প্রথমে চট্টগ্রাম চন্দনপুরার ইসলামিয়া লিথো প্রিন্টিং প্রেস থেকে ছাপা হত। ১৯৫৯ সালের ২৪ নভেম্বর জামানা দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। এ সময় পত্রিকাটি সদরঘাটের ইউনিটি পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল তিন আনা। এ বছর রাজশাহীর গুরুদাসপুর থেকে আকবর হোসেনের সম্পাদনায় অভিযান নামে একটি বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন এম, আর, পোদ্দার ও বি আর পোদ্দার। পত্রিকাটি দশ বছর টিকে ছিল।

১৯৫৫ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—সেতারা, ইত্তেহাদ, শাহীন, খেলাঘর, অনন্যা, বুনিয়াদ, জনমত, নতুন দিন, আমার বাংলা, আমোদ ও দেশের দাবী। ১ মার্চ সর্দার জয়েনউদ্দীনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'সেতারা'। এটি একটি শিশু-কিশোর বিষয়ক পত্রিকা। সেতারা আলহেলাল প্রেস থেকে মুদ্রিত ৩/৯ জনসন রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত, আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক আনা। ১ জানুয়ারি ১৯৫৬ সালে পত্রিকার নামের বানান সামান্য পরিবর্তন করে 'সিতারা' রাখা হয়। ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১ জানুয়ারি মোহাম্মদ ইদরিসের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'ইত্তেহাদ'। ইত্তেহাদের প্রকাশক ছিলেন ইসকান্দার আলী। তিনি কলকাতায় কাস্টমস বিভাগের প্রিভেনটিভ অফিসার ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ব্যবসা বাণিজ্য করে তিনি প্রচুর অর্থের মালিক হন। তার উদ্যোগেই এটি ঢাকা থেকে পুনঃপ্রকাশিত হয়। ইত্তেহাদ ছাপা হত পাতলা খার গলির ইডেন প্রেসে। ইডেন প্রেসের মালিক ছিলেন মৌলবী আবদুর রহমান। পত্রিকার মুদ্রণ অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে পড়ায় ইসকান্দার আলী পত্রিকার স্বত্ব বিক্রি করে দেন। এ সময় ইয়ার মোহাম্মদ খান পত্রিকার নামস্বত্ব ক্রয় করে নেন।

মালিকানা বদলের পর ইত্তেহাদ অফিস কারকুন বাড়ি লেনের একটি ভাড়া করা বাড়িতে স্থানান্তর করা হয়। ইয়ার মোহাম্মদ একটি পুরানো ডবল ডিমাই মেসিন ও কিছু পুরনো টাইপ ক্রয় করেন। এক বছর পর অর্থাৎ ১৯৫৬ সালে নরেন্দ্র বসাক লেনে ইত্তেহাদের অফিস স্থানান্তর করা হয়। পত্রিকা প্রকাশনার সাত বছর পর এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

৭ মার্চ সরদার জয়েন উদ্দিনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'শাহীন'। এটি ছিল একটি শিশু-কিশোর বিষয়ক পত্রিকা। পত্রিকাটি আলহেলাল প্রেস, ৩/১ জনসন রোড থেকে মুদ্রিত এবং ১২৫ মতিঝিল, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। ১২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই আনা। বাংলা ১৩৬২ সালে বেগম জেবউননিসা আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় কিশোর-কিশোরীদের জন্য সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'খেলাঘর'। প্রকাশক কাজী শামসুল ইসলাম। ১৩৪ নবাবপুর রোডের নারায়ণ মেসিন প্রেসে এটি ছাপা হত, এবং ৯ নয়াপল্টন ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত হত। ৩৮ পৃষ্ঠা পত্রিকার মূল্য ছিল পাঁচ আনা।

শ্রাবণ মাসে (১৩৫৬) লায়লা সামাদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মহিলাদের জন্য সচিত্র মাসিক 'অনন্যা'। পত্রিকার প্রকাশক শামসুল ইসলাম। এটিও

www.pathagar.com

আল হেলাল প্রেস থেকে ছাপা হত। চার বছর চলার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫৫ সালের ১৪ আগস্ট শাহেদ আলীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'বুনিয়াদ'। বুনিয়াদ-এর সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি ছিলেন ফজলুল হক শেলবর্ষী। প্রকাশক মইনুল আহসান সিদ্দিকী। ইডেন প্রেস থেকে এটি মুদ্রিত এবং ২৬ নবাবপুর রোড ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। প্রায় পাঁচ মাস প্রকাশনার পর ২৫ ডিসেম্বর পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ২০ অক্টোবর কাজি জহিরুল হকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় অর্ধ-সাপ্তাহিক জনমত। ৩/৪ পাটুয়াটুলি থেকে বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রেস থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই আনা।

১৪ অক্টোবর আবুল হাসান শামসুদ্দিনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'আমার বাংলা'। এর সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন আবদুল গাফফার চৌধুরী, হেমায়েত হোসেন, মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, জহুরুল হক, মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন, সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। ২৮ নবাবপুর রোডে ছিল পত্রিকার অফিস। ছাপা হত বেঙ্গল প্রেস থেকে। ২০ পৃষ্ঠা পত্রিকার মূল্য ছিল চার আনা।

১৯৫৫ সালের ৫ মে ফজলে রাব্বীর সম্পাদনায় কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'আমোদ'। প্রথমে এটি ছিল একটি খেলাধূলা বিষয়ক পত্রিকা। খেলাধূলা যেহেতু আমোদ স্ফূর্তির ব্যাপার তাই খেলাধূলা বিষয়ক এই পত্রিকার নামকরণ করা হয় 'আমোদ'। এটি কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত প্রথম ক্রীড়া বিষয়ক সাপ্তাহিক, তিন বছর প্রকাশের পর আমোদকে খেলাধূলার চৌহদ্দি থেকে বের করে সাধারণ সংবাদপত্ররূপে প্রকাশ করা হয়। কুমিল্লার আমোদ পারিবারিক ভিত্তিতে পরিচালিত একটি পত্রিকা। পত্রিকার মালিক ফজলে রাব্বী, তার স্ত্রী শামসুন্নাহার রাব্বী ছেলে বাকী মোহাম্মদ আবদে রাব্বী, মেয়ে আকিলা রাব্বী, ফাহমিদা রাব্বী ও তারিকা রাব্বী যৌথভাবে এ পত্রিকার বিভিন্ন বিভাগে কাজ করেন। আঞ্চলিক পত্রিকার মধ্যে এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি পত্রিকা। ১৯৫৫ সালে রাফিউর রহমানের সম্পাদনায় সিলেট থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক দেশের দাবী।

১৯৫৬ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—শিক্ষক সুহৃদ, হামদর্দ, খাদেম, পারমিতা, শতদল, চাষী, সচিত্র সন্ধানী, জনতা, কিশোর সাহিত্য, পাকসরজমীন, দেশের দাবী, মুজাহিদ, নিশানা, দিগন্ত, জনমত, রমনা, নতুন খবর, প্রবাহ, পল্লীবার্তা ও পূর্বদেশ। জানুয়ারি মাসে শেখ আলেফুদ্দীন ত্রিপুরীর সম্পাদনায় ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয় 'শিক্ষক সুহৃদ'। এটি ছিল পূর্ব-পাকিস্তান প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মাসিক মুখপত্র। পত্রিকাটি সারদা ঘোষ রোড, ময়মনসিংহ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৩৬ পৃষ্ঠা পত্রিকার মূল্য ছিল আট আনা। পত্রিকাটি এক যুগের বেশি সময় চালু ছিল। জানুয়ারি মাসেই হাফিজ মোহাম্মদ সায়ীদ দেহলভীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'হামদর্দ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল ইউনানি চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকা। প্রকাশক হামদর্দ দাওয়াখানা। এটি বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস-এ ছাপা হত। ১৯৬৪ সালে পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৬৭ সালে এটি পুনঃপ্রকাশিত হয়। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ২৫ পয়সা।

www.pathagar.com

২৩ মার্চ নুরুল ইসলাম খানের সম্পাদনায় বাংলার ভেনিস বরিশাল থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'খাদেম'। খাদেমের প্রধান পৃষ্ঠাপোষক ছিলেন খান বাহাদুর হাশেম আলী খান। নির্বাহী সম্পাদক সৈয়দ আহমদ। এটি স্থানীয় গুলিস্তান প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ২৫ পয়সা। বাংলা ১৩৬৩ সালের বৈশাখ মাসে অশোক বড়ুয়ার সম্পাদনায় বন্দর নগরী চট্টলা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'পারমিতা'। সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক এই সৃজনশীল পত্রিকাটি আন্দরকিল্লার কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেস থেকে ছাপা হত। পত্রিকাটি প্রকাশ, ব্যবস্থাপনা ও প্রচারণার দায়িত্বে ছিলেন চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সংস্কৃতি সংঘ। আগস্ট মাসে বেগম আয়েশা সর্দারের সম্পাদনায় যশোর থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'শতদল'। এটি ছিল নারী কল্যাণ সমিতির মাসিক মুখপত্র। পত্রিকাটি যশোহর প্যারামাউন্ট প্রেস থেকে ছাপা হত। শতদল প্রায় ১৫ বছর চালু ছিল। ৬ জুন মুজিবর রহমান খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় এ অঞ্চলের প্রথম সান্ধ্য দৈনিক 'চাষী'। পত্রিকাটি 'দিলরুবা' প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৩, ফরাশগঞ্জ ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। চারপৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল এক আনা।

২০ জুন হুমায়ূন খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক সচিত্র 'সন্ধানী'। ইম্পেরিয়াল প্রেস ১০ হাটখোলা রোড ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত এবং ৪১ নয়া পল্টন থেকে প্রকাশিত হত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল চার আনা। পত্রিকাটি পরে মাসিকে পরিণত হয় এবং গাজী শাহাবুদ্দিনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। সন্ধানীর প্রকাশনা দীর্ঘদিন অব্যাহত ছিল। ৯ জুলাই শেখ রহিম বখশের সম্পাদনায় চুয়াডাঙ্গা কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'জনতা'। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন আবদুল আজিজ বিশ্বাস। চুয়াডাঙ্গার আজিজ প্রিন্টিং প্রেস থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। জুলাই মাসে ঢাকা থেকে এম, এ, আজিজের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'কিশোর সাহিত্য'। পত্রিকাটি ৫৪, আগামসি লেনের অভিযান প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত ও ২৪/১ বরদা গাঙ্গুলি লেন ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। ২৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ছয় আনা।

জুলাই মাসে পাকিস্তান কেন্দ্রিয় পল্লী উন্নয়ন বিভাগ 'পাক সরজমীন' নামে একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে। এটি ছিল পল্লী উন্নয়ন আন্দোলনের মুখপত্র। আবুল আসর হাফিজ জলন্ধরী ছিলেন পত্রিকার পরিচালক। সম্পাদকমন্ডলীতে ছিলেন আহমদ বশীর, ইবনে ইনশা, জাফর আহসান আসিফ, মুহম্মদ আলী আহমেদ, ইউনুস আহমদ প্রমুখ। এজি বার্ক কর্তৃক ফিরোজ সন্স করাচি থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত হত। ৫০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল আট আনা। ১০ আগস্ট মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের সম্পাদনায় সুনামগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'দেশের দাবী'। পত্রিকার প্রকাশক হোসেন বখত। ১৯৫৮ সালের ২৬ জুলাই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫৬ সালের ১৪ আগস্ট রইস উদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'মুজাহিদ'। মুজাহিদের অফিস ছিল ১৪ কারকুন বাড়ি লেন। পত্রিকাটি ওয়ার্ড প্রিন্টার্স ও প্যারিদাস রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। অল্পকাল চলার পরই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

বাংলা ১৩৬৩ সালের ভাদ্র মাসে আসমা এন, রহমানের সম্পাদনায় সিলেট থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'নিশানা'। স্থানীয় ইউনাইটেড প্রেস থেকে এটি মুদ্রিত হত। পত্রিকাটি তিন বছর চলেছিল। ১৯৫৬ সালের ১৫ অক্টোবর কেতাব আলী তালুকদারের সম্পাদনায় ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'জনমত'। ৯৪, রামবাবু রোডের তালুকদার প্রেস থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার এ পত্রিকার মূল্য তের পয়সা। ১৫ অক্টোবর মহিউদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'রমনা'। এই রম্য পত্রিকাটি ইডেন প্রেস থেকে ছাপা হত। ১৯৬১ সালের ২৬ মার্চ এটি চলচ্চিত্র, সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ক সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে সাপ্তাহিক রমনার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ৮ নভেম্বর এ, কে, এম, আবদুল কাদেরের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক নতুন খবর। পত্রিকাটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ জিয়াউর রহমান। ৩২ আগামসিহ্ লেন ঢাকা থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ২০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল চার আনা। ১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

২৪ নভেম্বর ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'প্রবাহ'। এটি ছিল একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা। প্রবাহের প্রধান সম্পাদক ছিলেন আহসান হাবীব এবং সম্পাদক জহির রায়হান। প্রকাশক হুমায়ূন খান। ইম্পেরিয়াল প্রেস ১০ হাটখোলা রোড ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত এবং ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। ৪০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছয় আনা। নভেম্বর মাসে হেমায়েত হোসেনের সম্পাদনায় নারায়ণগঞ্জ থেকে 'জাগরী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি জিনাত প্রেস থেকে মুদ্রিত এবং দেওভোগ রোড নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হত। ৪৫ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল আট আনা।

এ বছর ১৪ এপ্রিল কবি লুৎফর রহমান জুলফিকারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'নতুন দিন'। পত্রিকার মূল মালিক ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। দি বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস ৩/৪ পাটুয়াটুলি ঢাকা থেকে নতুন দিন মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ১৬ পৃষ্ঠার কাগজটি ছিল ট্যাবলয়েড সাইজের। কাগজটির সংবাদ ও সংবাদভাষ্যের হেডিংয়ে নজরুলের কবিতার লাইন দিয়ে করা হত। পত্রিকাটি অল্প দিনেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। সাপ্তাহিক নতুন দিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কিছুকাল সাংবাদিকতা করেছেন।

নতুন দিন প্রকাশের পূর্বে কবি লুৎফর রহমান জুলফিকার বঙ্গবন্ধুর পূর্বানীর দোকান চালাতেন। তিনি বরিশালের মেহেদীগঞ্জের হিজলতলার লোক ছিলেন। কৈশোরে তিনি কবি নজরুলের ভাবশিষ্য ছিলেন। কলকাতায় থাকার সময় তিনি সাপ্তাহিক 'নওজোয়ান' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। এটি ছিল নওজোয়ান নামে একটি যুব সংগঠনের মুখপত্র। ১৯৪৬ সালে বিভাগপূর্ব-বাংলার সাধারণ নির্বাচনে লুৎফর রহমান জুলফিকার প্রথম নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করেন। নির্বাচনে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

১৯৫৬ সালের শেষের দিকে মাহবুবুল হকের সম্পাদনায় ফেনী থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'পল্লীবার্তা'। শ্রমিক রাজনীতি থেকে মাহবুবুল হকের অভ্যুদয়। রাজনীতি ছিল তার সারা জীবনের ধ্যান-জ্ঞান। শ্রমিক রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার পাশাপাশি তিনি পত্রিকা সম্পাদনায় মনোযোগ দেন। ১৯৬২ সালের প্রথম দিকে হামিদুল হক চৌধুরী 'পল্লীবার্তা' তার অবজারভার গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এরপর অবজারভার গ্রুপ থেকে পল্লীবার্তা প্রকাশিত হতে থাকে। পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক হিসাবে মাহবুবুল হকের নাম থাকলেও কাজী মুহম্মদ ইদ্রিস এ সময় পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। তার সম্পাদনায় পল্লীবার্তা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আইয়ূবের স্বৈরশাসন এবং বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্য নীতি সম্পর্কে পত্রিকাটি ছিল অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠ।

১৯৬২ সালের ১৪ আগস্ট পল্লীবার্তা 'পূর্বদেশ' নাম গ্রহণ করে। ১৯৬৯ সালের ১৪ আগস্ট পূর্বদেশ দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। মাহবুবুল হক এবারও পত্রিকার সম্পাদক হন। শ্রমিক নেতা থেকে আইয়ূব আমলে তিনি সংসদ সদস্য হন এবং শেষ পর্যন্ত হন দৈনিক পত্রিকার ব্যবস্থাপক ও সম্পাদক। বক্তা হিসাবে তার কোন তুলনা ছিল না। ইংরেজি ও বাংলা দু'ভাষাতেই তিনি অনর্গল বক্তৃতা করতে পারতেন। শ্রোতারা তার বক্তৃতা মুগ্ধ হয়ে শুনতেন। পার্লামেন্টে বক্তৃতার সময় যে সব তথ্য-উপাত্ত তিনি তুলে ধরতেন আইয়ূবের মন্ত্রীদের পক্ষে তার জবাব দেয়া সম্ভব হত না। অনেকে মনে করতেন মাহবুবুল হক পার্লামেন্টে যে সব বক্তৃতা করতেন তার পেছনে হামিদুল হক চৌধুরীর ব্রিফিং রয়েছে।

পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্য ও বঞ্চনা নীতি সম্পর্কে মাহবুবুল হক একবার পার্লামেন্টে কয়েক ঘণ্টাব্যাপী আবেগময় অথচ তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা দেন। ঢাকার অধিকাংশ দৈনিক পত্রিকায় তা লীড নিউজ করা হয়। কাগজে হেডিং দেয়া হয়— "জাতীয় সংসদে ক্রুদ্ধ ফণিনীর গর্জন।" উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত মাহবুবুল হক বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মূলধারার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখতে পারেননি। একদিকে মুজিব বিদ্বেষ অন্যদিকে হামিদুল হক চৌধুরীর প্রভাবে জাতির ক্রান্তিকালে তিনি ভিন্ন মেরুতে অবস্থান নেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর তিনি দালাল আইনে কারারুদ্ধ হন।

১৯৫৭ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয় তার মধ্যে রয়েছে—বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বিজ্ঞান বিচিত্রা, সাহিত্য পত্রিকা, যোগাযোগ, রাঙ্গা প্রভাত, আজ, সমকাল, আরাফাত, দেশের ডাক ও ব্রিটিশ দর্পণ। জানুয়ারি মাসে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে প্রকাশিত হয় 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা।' এটি একটি গবেষণাধর্মী চতুর্মাসিক পত্রিকা। পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীতে ছিলেন ড. মুহম্মদ এনামুল হক, ড. কাজী মোতাহার হোসেন, মুহম্মদ আবদুল হাই এবং মুহম্মদ বরকতউল্লা। তৃতীয় সংখ্যার পর থেকে মুহম্মদ ইদরিস সম্পাদকমন্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হন। পত্রিকার প্রথম সংখ্যা মুদ্রিত হয় পূর্ব-পাকিস্তান গভর্নমেন্ট প্রেস থেকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা মুদ্রিত হয় ইডেন প্রেস থেকে। পরে জিনাত প্রিন্টিং প্রেস থেকে পত্রিকা ছাপানো শুরু হয়। পত্রিকার প্রকাশনা এখনও অব্যাহত রয়েছে। মার্চ মাসে শাহ ফজলুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে

www.pathagar.com

প্রকাশিত হয় 'বিজ্ঞান বিচিত্রা'। এটি ছিল একটি বিজ্ঞান বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা। প্রকাশক ড. ইন্নাস আলী। ৯ হাটখোলা রোডের প্যারামাউন্ট প্রেস থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত হত।

বাংলা ১৩৬৪ সালের বর্ষাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় 'সাহিত্য পত্রিকা'। এ ষান্মাষিক পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন মুহম্মদ আবদুল হাই। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণামূলক লেখা প্রকাশের জন্য এ পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। মুহম্মদ আবদুল হাই দীর্ঘ বার বছর এ পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। এরপর ড. আহমদ শরীফ পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। ১৯৫৭ সালের মে মাসে কে এন এম মোতালেবের সম্পাদনায় কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক যোগাযোগ। এটি ছিল কুষ্টিয়া জেলা কাউন্সিলের মুখপত্র। ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পত্রিকাটি মাসিকে পরিণত হয়। ১২ পৃষ্ঠা পত্রিকার মূল্য ছিল ২৫ পয়সা। মে মাসেই এ কে এম ফখরুল আলম-এর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সচিত্র মাসিক 'রাঙ্গাপ্রভাত'। পত্রিকাটি আর্টস পাবলিকেশন তেজগাঁ ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং ওয়ার্ড প্রিন্টার্স, পিয়ারীদাস রোড থেকে মুদ্রিত হত। ৮৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ৩৭ পয়সা।

১৪ আগস্ট মুহীউদ্দিন খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'আজ'। ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ছিলেন মোস্তফা জামান। পত্রিকাটি রাধিকা মোহন বসাক লেনের কাশেম প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত এবং ২০ কৈলাস ঘোষ লেন থেকে প্রকাশিত হত। এটি ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বন্ধ হয়ে যায়। বাংলা ১৯৬৪ সালে সিকান্দার আবু জাফরের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'সমকাল'। এটি ছিল অত্যন্ত সুরুচিপূর্ণ উন্নতমানের সাহিত্য পত্রিকা। সমকালের সহযোগী সম্পাদক ছিলেন হাসান হাফিজুর রহমান। পত্রিকার কার্যালয় ছিল ১৩ অভয়দাস লেন, ঢাকা। আল হেলাল প্রিন্টিং প্রেস থেকে সমকাল ছাপা হত। ৭২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল আট আনা। তিন বছর চলার পর পত্রিকার প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে পড়ে। তবে সমকালের প্রকাশনা এক যুগেরও বেশি অব্যাহত ছিল।

১৯৫৭ সালের ৭ অক্টোবর মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফি আল কোরায়েশীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'আরাফাত'। দেশে কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পত্রিকাটি প্রকাশ করা হয়। আল-হাদিস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস ৮৬ কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা থেকে আরাফাত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। তৃতীয় বর্ষের পর মুহম্মদ আবদুর রহমান পত্রিকার সম্পাদক হন। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই আনা। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত পত্রিকার প্রকাশনা অব্যাহত ছিল। ২৭ ডিসেম্বর ঢাকাস্থ ব্রিটিশ তথ্য দফতর 'ব্রিটিশ দর্পণ' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করে। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন হাওয়ার্ড বিগনী। আদমজী কোর্ট মতিঝিল থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত এবং ৯ হাটখোলা রোডের প্যারামাউন্ট প্রেস থেকে মুদ্রিত হত। ১৯৬৭ সালের এপ্রিল থেকে ব্রিটিশ দর্পণ মাসিকে পরিণত হয়। এ সময় এটি ২ রমাকান্ত নন্দী লেনের পাইওনিয়ার প্রেস থেকে মুদ্রিত হত।

www.pathagar.com

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য উপস্থাপনের পাশাপাশি আমরা ওই সব পত্রিকার সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকার বিষয়টিও উপস্থাপন করতে পারলে আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হত। কিন্তু এ কাজটি অত্যন্ত কঠিন ও সময় সাপেক্ষ। তারপরেও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় এখানে উপস্থাপন অত্যন্ত জরুরি। পঞ্চাশের দশকের শুরুতে সাংবিধানিক রূপ কাঠামো নির্ধারণের জন্য গঠিত মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়। এ রিপোর্ট প্রকাশের সাথে সাথে তীব্র ভাষায় এর প্রতিবাদ জানায় মর্নিং নিউজ ছাড়া পূর্ব-বাংলার সবকটি প্রধান পত্রিকা, বিশেষত আজাদ, অবজারভার এবং সাপ্তাহিক ইত্তেফাক, এই বিরোধিতার কারণেই রিপোর্টটি বাস্তবরূপ লাভ করেনি।

পঞ্চাশের দশকের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯৫৪ সালের নির্বাচন। এ নির্বাচনে আজাদ, সংবাদ, মর্নিং নিউজসহ ঢাকার সমস্ত প্রধান পত্রিকা ছিল মুসলিম লীগের জোর সমর্থক। ব্যতিক্রম ছিল শুধু ইত্তেফাক। যুক্তফ্রন্টের সমর্থক অপর সাম্ভব্য পত্রিকা অবজারভার-এর প্রকাশনা তখন বন্ধ। ১৯৫২-এর ফেব্রুয়ারিতে রাজরোষে পড়ে পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়েছিল। সেই থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব-পর্যন্ত পত্রিকাটি আর প্রকাশিত হয়নি। অন্যদিকে যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যাওয়ার পর বিভিন্ন অঙ্গদলের সমর্থক পত্রিকাগুলোও নিজেদের মধ্যে বিভেদে জড়িয়ে পড়ে। ইত্তেফাক এবং পরিবর্তিত মালিকানায় সংবাদ ছিল তখন আওয়ামী লীগের সমর্থক। অবজারভার, মিল্লাত ছিল কে এসপির সমর্থক। এই বিরোধ প্রকটভাবে উপস্থিত হয় ১৯৫৬ সালের জানুয়ারিতে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণয়নকালে।

১৯৫৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে কাগমারিতে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়। এই অধিবেশনেই আওয়ামী লীগে ভাঙনের সুর বেজে ওঠে। প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর কাগমারি সম্মেলনে তাঁর অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে যে বক্তব্য উপস্থাপন করেন ইত্তেফাকসহ মুসলিম লীগ সমর্থিত পত্রিকাগুলো তা সমর্থন জানায়। কিন্তু তখন সংবাদ সমর্থন জানায় মওলানা ভাসানীর নির্দেশিত নীতির প্রতি। এরই জের হিসাবে সংবাদ ন্যাপের সমর্থক পত্রিকা হয়ে দাঁড়ায়।

বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে সংবাদপত্র হয়ে ওঠে বৃহৎ শিল্প, লাভজনক এবং প্রভূত শক্তিশালী গণমাধ্যম। খবরের কাগজের মালিকরা স্বাধীনতাউত্তর পূর্ব-বাংলায় রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তার করে নিজেদের মুনাফাই শুধু স্ফীতকায় করে তোলেনি। সমাজ ও রাজনীতিতে স্থিত স্বার্থের পক্ষে জোর ওকালতি করে। সাংবাদিকদের মর্যাদাও বেতনভুক্ত কর্মচারিদের পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। তাই এ সময় সাংবাদিক ফেডারেশন গঠিত হয়। সাংবাদিকরা স্বেচ্ছায় নিজেদের 'ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট' রূপে অভিহিত করে স্বেচ্ছায় শ্রমিক আইনের আওতায় চলে আসেন। ১৯৫১ সালে সাংবাদিকদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা চালানো হয় এবং পূর্ব-পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন গঠিত হয়। পূর্ব-পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রথম সভাপতি ছিলেন সৈয়দ নুরুদ্দিন এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন আবদুল মান্নান। খায়রুল কবির, আবদুল মতিন, তাসাদ্দুক আহমদ সাংবাদিক ইউনিয়ন গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন।

www.pathagar.com

পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত সাংবাদিকদের চাকুরির কোন নিরাপত্তা ছিল না। যখন তখন সাংবাদিকরা চাকুরিচ্যুত হতেন। সাংবাদিক ইউনিয়ন গঠনের পর এ অনিশ্চয়তা কিছুটা দূর হয়। সে সময় সাংবাদিকদের জন্য কোন বেতন স্কেলও নির্ধারিত ছিল না। মালিকরা যাকে যত টাকা বেতন দিতেন ওই বেতন নিয়েই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হত। ১৯৫৭ সালে সাংবাদিক ইউনিয়ন 'প্রেস কমিশন' গঠনের জন্য চাপ দেয়। ১৯৫৮ সালে বিচারপতি বদরুদ্দীন তাইয়েবজীকে চেয়ারম্যান করে একটি প্রেস কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন সব কিছু বিচার বিবেচনা করে সাংবাদিকদের উপযোগী বেতন স্কেল ও চাকুরির অন্যান্য নিয়ম বিধি প্রণয়নের জন্য সুপারিশ করেন। ১৯৬০ সালে আইয়ূব খান সাংবাদিকদের চাকুরির শর্তাবলী সংক্রান্ত অর্ডিন্যান্স জারি করেন। ওয়েজ বোর্ড গঠন করা হয়। কাগজের প্রচার সংখ্যা অনুযায়ী গ্রেডিং হত এবং গ্রেডিং অনুযায়ী সরকারি বিজ্ঞাপন রেট দেয়ার বিধান ছিল।

পঞ্চাশের দশকে পূর্ব-বাংলার কর্মরত সাংবাদিকদের পেশাগত সুযোগ সুবিধা উপভোগ এবং সহঅবস্থানের একটি বিচরণভূমি তৈরির জন্য ১৯৫৪ সালে ঢাকায় প্রেসক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রেসক্লাব ভবনটি এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ ছিল এবং বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন বসু এক সময় এ ভবনে বসবাস করতেন। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় এটি ছিল প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রিদের জন্য বরাদ্দ ভবন। খায়রুল কবির তখনকার চিফ সেক্রেটারি এন,এম, খানকে ক্লাব প্রতিষ্ঠার জন্য এ ভবনটি বরাদ্দের জন্য অনুরোধ জানান। এ অনুরোধের প্রেক্ষাপটে ১৯৫৪ সালে পূর্ব-পাকিস্তান সরকার ভবনটি প্রেসক্লাবের জন্য বরাদ্দ করেন। খায়রুল কবির ছাড়াও ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার জন্য যারা প্রত্যক্ষ অবদান রাখেন তাদের মধ্যে রয়েছেন তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, মুজিবর রহমান খা, কে, জি, মুস্তাফা, এ, বি, এম, মুসা, জহুর হোসেন চৌধুরী, এ, এম, এ, আজীম প্রমুখ। ১৯৫৪ সালে যখন ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন এর নাম ছিল 'ইস্ট পাকিস্তান প্রেস ক্লাব।' ১৯৭২ সালে এর নামকরণ করা হয় জাতীয় প্রেস ক্লাব। ১৯৭৯ সালে জাতীয় প্রেসক্লাবের নতুন ভবন নির্মিত হয়।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রেসক্লাব সবধরনের অগণতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক কর্মকান্ডে প্রতিবাদী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্লাব সদস্যদের ভূমিকা ছিল উজ্জ্বল। অতীতে দেশের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও প্রতিরোধ আন্দোলন এই প্রেস ক্লাবেই অংকুরিত হয়েছে। দাঙ্গা বিরোধী অসাম্প্রদায়িক শান্তি আন্দোলন, রবীন্দ্র বিরোধী আন্দোলন, বাঙালির সাহিত্য সংস্কৃতি ধ্বংসের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রেসক্লাব সদস্যদের অবদান অসামান্য। অভিজ্ঞ সাংবাদিকদের সঙ্গে তরুণ সাংবাদিকদের সম্পৃক্ত করে নিয়েছে এই ক্লাব। এভাবেই গড়ে উঠেছে ক্লাব চরিত্রের বুনিয়াদ। তর্ক-বিতর্ক, আক্রোশ, আড্ডা, আনন্দ তার মধ্যেই দশকের পর দশক সাংবাদিকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন অব্যাহতভাবে চলে এসেছে এই প্রেসক্লাবকে কেন্দ্র করেই। সাংবাদিকদের সহঅবস্থানের ভারসাম্য রক্ষা করার ঐতিহ্য সৃষ্টির মূল অনুঘটক এই প্রেসক্লাব।

www.pathagar.com

পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে পূর্ব-বাংলায় দৈনিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকার সংখ্যা ছিল অপ্রতুল। ফটোগ্রাফারের সংখ্যাও ছিল কম। পূর্ব-বাংলায় প্রথম ছবি তোলা হয় ১৮৫৬ সালে। ১৮৯০ সালে মুভি ক্যামেরা পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়। ঢাকার পত্রিকায় আলোকচিত্রের প্রথম ব্যবহার হয় ইংরেজি সাপ্তাহিক 'ঢাকা নিউজ'-এ। ঢাকার জিন্দাবাহারের হীরালাল সেন ফটোগ্রাফি শেখেন। তবে তার স্টুডিও ছিল মানিকগঞ্জের বগজুড়িতে। ১৯০৪ সালে ঢাকায় পি মুখার্জি 'বেঙ্গল স্টুডিও' নামে একটি স্টুডিও স্থাপন করেন। ১৯১০ সালে ঢাকায় স্থাপিত হয় ফটোগ্রাফি স্টুডিও। এ স্টুডিওটির নাম ছিল 'আরসি দাস এন্ড সন্স।' বিশ শতকের প্রথম দিকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে আলোকচিত্র চর্চায় অবদান রাখেন ঢাকার মুন্সি সুরুত আলী, খোরশেদ আলী, ওয়াজেদ আলী, খাজা সোলায়মান কাদের, খাজা আফজাল প্রমুখ। এ সময় ময়মনসিংহের আর দে ও সুবল চন্দ্র সাহা, নোয়াখালীর অশ্বিনী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও জানকিনাথ সেন, ফরিদপুরে সতীশ চন্দ্র শিকদার আলোকচিত্র চর্চায় ভূমিকা রাখেন। ১৯২০ সালে ঢাকায় ক্যাপফিজ, টেকনিক্যাল আর্ট স্টুডিও গড়ে ওঠে। এছাড়াও ছিল চারুচন্দ্র গুহ ও ফ্রিৎজ কাপ-এর স্টুডিও। ১৯৪৮ সাল ঢাকায় হাবিবুল্লাহ বাহার ও আমানুল হকের উদ্যোগে পূর্ববঙ্গ ফটোগ্রাফিক সোসাইটি স্থাপিত হয়।

পঞ্চাশের দশকের শুরুতে সৌখিন ফটোগ্রাফার আমানুল হক নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে নিজেকে একজন রুচিবান আলোকচিত্র শিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। এ দেশে তিনিই প্রথম আলোকচিত্রকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত এই শিল্পী ফটোগ্রাফার কোন দিনই দৈনিক পত্রিকায় চাকুরি নিতে রাজি হননি। তবে তিনি তখনকার অনেক পত্রিকায় ছবি সরবরাহ করেছেন। একুশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছবি তিনি তুলে রেখেছেন। পঞ্চাশের দশকে অবজারভার পত্রিকায় সর্বপ্রথম একজন ফটো সাংবাদিক নিয়োগ করা হয়। দৈনিক সংবাদে ছবি সরবাহ করতেন একজন স্টুডিও মালিক। তার নাম ছিল মতিউর রহমান। তিনি নবাবপুরের ওরিয়েন্ট স্টুডিও'র মালিক ছিলেন। ইত্তেফাকেও কোন নিজস্ব ফটোগ্রাফার ছিল না। পেশাদার সাংবাদিক মিজানুর রহমান বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা ঘটনার আলোকচিত্র সংগ্রহ করতেন। সে সময় সরকারি ফটোগ্রাফারদের মধ্যে ডাব্লু খান বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন।

ষাটের দশকে ঢাকার সাংবাদিক জগতে বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাপক পরিবর্তন আসতে থাকে। এ সময় প্রতিটি পত্রিকায় ফটো সাংবাদিক নিয়োগ বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায়। বেতনবোর্ড নিম্নতম বেতন নিশ্চিত করার পূর্বে এদের বেতন ও পদমর্যাদা সম্মানজনক ও সুনির্দিষ্ট ছিল না। কিন্তু কাজের ঝুঁকি অনেক। এমনকি মৃত্যুর আশঙ্কাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের সময় ২০ জানুয়ারি পুলিশ আসাদকে বিশ্ববিদ্যালয় গেটে গুলি করে হত্যার পূর্ব-মুহূর্তে রশিদ বিল্ডিংয়ের পার্শ্ববর্তী পেট্রোল পাম্পে অবজারভারের চিপ ফটোগ্রাফার মোজাম্মেল হোসেনকে পঙ্গু করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করে। কিন্তু অর্ধমৃত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করা হয়। এই ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে।

www.pathagar.com

অধ্যায় : পাঁচ

আইয়ুব আমলের সংবাদপত্র

সংসদীয় রাজনীতির চরম নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মির্জা ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল আইয়ুব খান প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন। ৭ অক্টোবর সংবিধান বাতিলের সঙ্গে সঙ্গে সামরিক সরকারের সব ধরনের সমালোচনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ৮ অক্টোবর পূর্বাঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক মেজর জেনারেল ওমরাও খান সামরিক আইন বিধির ৩৫ ধারা ঘোষণা করেন। এতে বলা হয়, কোন ব্যক্তি লিখিত বা মৌখিকভাবে জনগণের মধ্যে হতাশা, আতঙ্ক বা সেনাবাহিনী বা পুলিশ বাহিনীর প্রতি অসন্তোষ সৃষ্টির চেষ্টা করলে তাকে ১৪ বছর সশ্রম কারাদন্ড অথবা জরিমানা অথবা উভয়বিধ দন্ড দেয়া হবে।

এই প্রাদেশিক সামরিক বিধি রহিত করে ১১ অক্টোবর আইয়ুব খান ৩৪ নং সামরিক বিধি জারি করেন। এ বিধিতে বলা হয়, যে কোন ব্যক্তি মুখের কথায় অথবা লিখিতভাবে অথবা যে কোনভাবে প্রাদেশিকতা, শ্রেণীগত ভিত্তিতে ওই রূপ গুজব বা বিবরণ প্রচার করবে, যার দ্বারা পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় বা শাসনকার্যের ব্যাপারে ভাঙ্গন সৃষ্টি করতে পারে, সেক্ষেত্রে তার ১৪ বছর সশ্রম কারাদন্ড হতে পারে। সামরিক শাসনের কড়া বিধি নিষেধের চাপে পড়ে পূর্ব বাংলার সংবাদপত্রগুলো দমে যায়। সামরিক আইন জারির পরবর্তী কয়েকটি দিন আজাদ, ইত্তেফাক, সংবাদ প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকীয় কলামে যে বক্তব্য এসেছে তার সারমর্ম হচ্ছে দেশের রাজনীতির চরম নৈরাজ্যিক পরিস্থিতিতে নিত্যন্ত অনিচ্ছায় সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে এবং নৈরাজ্যকর অবস্থার অবসান তাদের মাধ্যমেই সম্ভব। এই ক্ষমতাগ্রহণকে তারা অভিনন্দনযোগ্য বলে বর্ণনা করেন।

১৯৫৮ সালের ২৮ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মির্জাকে সরিয়ে দিয়ে আইয়ুব খান দেশ পরিচালনার পুরো কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় চারদিকে ব্যাপক ধরপাকড় ছাড়াও সংবাদপত্রের ওপর কড়া সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়। সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে চালু হয় এক অদ্ভুদ পদ্ধতি। পত্রিকায় যে সব সংবাদ ছাপা হত, তার সমস্ত কপি আগের দিন গভর্নর হাউসে পাঠাতে হত। সেখানে কেন্দ্রীয় তথ্য দফতরের একটি অস্থায়ী অফিস কাজ শুরু করে। সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্মকর্তারা সমস্ত সংবাদ পুংখানুপুংখ রূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তারপর তা সংবাদপত্রে ছাপানোর জন্য পাঠিয়ে

www.pathagar.com

দিত। এ ব্যবস্থায় তথ্য দফতরের কর্মকর্তারা অল্প দিনেই হাফিয়ে উঠেন। ফলে তথ্য দফতর পূর্ব-বাংলার সম্পাদকদের নিয়ে একটি প্রেস কনসালটেটিভ কমিটি গঠন করে। এই কমিটি সংবাদপত্রে নিউজ সেন্সরের দায়িত্ব পালন করে।

সামরিক সরকার শুধু রাজনীতি ও সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা নয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দিকে নজর দেয়। ১৯৫৯ সালের ২৯, ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি করাচিতে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের লেখক সাহিত্যিকদের এক সাহিত্য সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এটি ছিল বুদ্ধিজীবীদের বিভ্রান্ত করার একটি কৌশল। ওই সম্মেলনে রাইটার্স গিল্ড বা লেখক সংঘ গঠিত হয়। 'ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকন্সট্রাকশন' নামে গঠিত এই সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকার পছন্দসই বই-পুস্তক রচনার বিনিময়ে সাহিত্যিকদের টাকা-কড়ি দেয়ার ব্যবস্থা করে। পূর্ব-পাকিস্তান শাখা রাইটার্স গিল্ডের সেক্রেটারি হন আশরাফুজ্জামান খান। পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন অধ্যাপক হাসান জামান। তিনি ছিলেন জামায়াতে ইসলামির সমর্থক। সভাপতি হন কাজী মোতাহার হোসেন।

এরপর সামরিক সরকার ১৯৫৯ সালে রোমান হরফে বাংলা লেখা চালু করার চেষ্টা চালায়। এ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় বাংলা একাডেমীর ওপর। এ সময় বাংলা একাডেমীর পরিচালক ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান। বাংলা ভাষা সংস্কারের জন্য যে কমিটি গঠিত হয় সৈয়দ আলী আহসান সেই কমিটিরও চেয়ারম্যান ছিলেন। দৈনিক ইত্তেফাকসহ কয়েকটি পত্রিকা এ উদ্যোগের বিরোধিতা করে। ইত্তেফাক সম্পাদক মানিক মিয়া সামরিক সরকারের নানা কাজের সমালোচনা করার জন্য সরকার ১৯৫৯ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর তাকে গ্রেফতার করেন এবং সামরিক আদালত সংক্ষিপ্ত বিচারে তাকে দণ্ডাদেশ দেন।

১৯৬০ সালের ২৬ এপ্রিল আইয়ূব খান 'প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স' জারি করেন। ১৮৬৭ সালে জারিকৃত 'প্রেস এন্ড রেজিস্ট্রেশন অব বুক অ্যাক্ট' এবং ১৯৩১ সালের 'সংবাদপত্র জরুরি আইন' একত্রিত করে সৃষ্টি হয় এই অর্ডিন্যান্স। এতে পূর্বোক্ত আইন দুটিকে শুধু সুসংহতই করা হয়নি, সংবাদপত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য আইনের বিধিনিষেধগুলোকেও '৬১ ধারা জারির মাধ্যমে কার্যকর রাখা হয়। সরকারের দৃষ্টিতে সন্দেহযোগ্য প্রেস মালিক এবং প্রকাশকের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা জামানত দাবি এবং তা আদায় আইনসিদ্ধ করা হয়। এছাড়া, এতে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংবাদপত্র খুঁজে বের করার জন্য সরকারকে খানাতল্লাসি চালানোর আইনগত অধিকার দেয়া হয়। ১৯৬০ সালের ২৯ মে সংবাদপত্র পরিষদ এক বিবৃতিতে 'এ আইন মত প্রকাশের এবং সংবাদ পরিবেশনের স্বাধীনতার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে' বলে অভিমত প্রকাশ করে।

সামরিক শাসক আইয়ূব খাঁ সব কিছুই নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেছেন, কেবল তার ক্ষমতা কুক্ষিগত করার উদগ্র বাসনাটা ছিল নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তিনি বাক-স্বাধীনতা হরণ, পত্রিকার কণ্ঠরোধ, শাসনতন্ত্র বাতিল, আইনকক্ষে তালা ঝোলানো, রাজনৈতিক

www.pathagar.com

সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি কাজ করেছেন সুচারুভাবে। এসব কাজে তাকে সহায়তা করেছেন তার কিছু অনুগত আমলা। এদের মধ্যে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার এফ, আর, খান, জি মইনুদ্দিন, এম, এম, আহমদ, মোহাম্মদ শোয়েব, শাণিত বুদ্ধির আমলা আলতাফ গওহর।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যাদেরকে অন্য সার্ভিস থেকে সিভিল সার্ভিসে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল আলতাফ গওহর ছিলেন তাদের অন্যতম। তার আচরণের মধ্যে বাঙালিদের প্রতি সহানুভূতিশীলতার একটা কৃত্রিম আবরণ ছিল। এই আলতাফ গওহরকেই কেন্দ্রীয় তথ্য দফতরের সচিব করা হয়েছিল—বহুজনকে ডিঙ্গিয়ে। এই প্রতিভাধর আমলা সব সম্পাদকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। কিন্তু যখন ইত্তেফাক বন্ধ করে দেয়া হয়, সংবাদের ওপর হুমকি আসে অথবা আজাদকে স্তব্ধ করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপন বন্ধের গোপন সিদ্ধান্ত হয় সে সময় তিনি থাকতেন নির্বাক এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতেন। আইয়ুব খাঁর নামে প্রচারিত এবং তার লিখিত বলে ঘোষিত 'প্রভু নয় বন্ধু' পুস্তকে বাঙালি জাতির চরিত্র হনন করা হয়। আলতাফ গওহরের নেতৃত্বে সরকারি প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে বাঙালি বিরোধী এই পুস্তকটি সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়। অবজারভার সম্পাদক আবদুস সালাম এই কুখ্যাত পুস্তকের তীব্র সমালোচনা করে নিবন্ধ লেখেন। তখন এই আলতাফ গওহর প্রেসিডেন্টের আক্রোশের কথা ওই তুখোড় সম্পাদককে সরাসরি জানিয়ে দেন। নির্বাচনের সময় বিরোধীদলের বিরুদ্ধে সমস্ত প্রকার প্রচার ও প্রয়োজনে সেন্সরের গুরু দায়িত্বে ছিল আলতাফ গওহরের ওপর।

১৯৬১ সালে পূর্ব-বাংলায় যাতে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন না করা হয় সামরিক সরকার সেই চেষ্টা চালায়। তারা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করে। তাই জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পালনে বাধা সৃষ্টি এবং সাংস্কৃতিক কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে সামরিক সরকার সাংবাদিক কে, জি মুস্তাফা ও আলাউদ্দিন আজাদ প্রমুখ ব্যক্তিদের গ্রেফতার করে। এ উপলক্ষে বাংলা একাডেমীতে যাতে কোন অনুষ্ঠান না হয় সে ব্যবস্থাও নেয়া হয়। কিন্তু সংস্কৃতি কর্মীরা এতে একটুও দমে যায়নি। বিচারপতি মাহবুব মোর্শেদ-এর নেতৃত্বে গঠিত হয় রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী কমিটি। এই কমিটি ছয় দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এছাড়া, ডাকসু, ছায়ানট এবং প্রেসক্লাব চত্বরে সফল অনুষ্ঠান হয়। মফস্বল শহরেও জাঁকজমকের সঙ্গে জন্মশতবার্ষিকী উদযাপিত হয়।

সামরিক আইন জারির পর দেশে প্রকাশ্যে রাজনীতি বন্ধ করে দেয়া হয়। এতে যুব সমাজের মধ্যে চাপা অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে ওঠে। ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি সরকার সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করে। এ ঘটনায় তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। পরদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ধর্মঘট, মিছিল ও বটতলায় সমাবেশ করে। ওই দিন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মনজুর কাদির নাজেহাল হন। ৩১ মে থেকে ছাত্ররা বাক, ব্যক্তি ও মৌলিক অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন শুরু করে। আগস্ট মাসে ছাত্ররা হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের দাবী

www.pathagar.com

জানায়। ১ সেপ্টেম্বর প্রদেশব্যাপী হরতাল হয়। ওই দিন হরতালে একজন নিহত ও ২৫০ জন আহত হয়। আন্দোলনের ব্যাপকতা সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। সরকার শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন স্থগিত ঘোষণা করে।

১৯৬৩ সালে ২ সেপ্টেম্বর সরকার সংবাদপত্র দমনের জন্য কুখ্যাত প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স জারি করে। এই অধ্যাদেশে সরকার প্রেসনোট ও তথ্য বিবরণী অনুপংখ মুদ্রণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। এর অন্যথা হলে প্রেস এবং সংবাদপত্রের কপি বাজেয়াপ্ত করা এবং সর্বোচ্চ এক বছর কারাদন্ড অথবা সর্বোচ্চ দশ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয়বিধ শাস্তির বিধান দেয়া হয়। প্রেস মালিকের জামানতি অর্থের পরিমাণ দশ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ত্রিশ হাজার টাকা করা হয়। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে পত্রিকা বা প্রেসের অর্থ প্রাপ্তির সূত্র এবং মালিক সাংবাদিক কর্মচারি বিরোধের মত আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য সরকারকে কমিশন নিয়োগের অধিকার দেয়া হয়। এই কমিশন ইচ্ছা করলে পত্রিকার প্রকাশনা অর্ন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য বন্ধ রাখতে পারত অথবা ইচ্ছামত যে কোন একজনকে প্রেস বা সংবাদপত্রের দায়িত্ব অর্পণ করতে পারত। সরকার সংবাদপত্রের ওপর যখন তখন হস্তক্ষেপ এবং নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার জন্যই এই অর্ডিন্যান্স জারি করে।

পূর্ব-বাংলার সাংবাদিকরা এই কালা কানুনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ১৯৬৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বর প্রদেশব্যাপী পালিত হয় ঐতিহাসিক সাংবাদিক ধর্মঘট। ওই দিন সাংবাদিক ইউনিয়নের উদ্যোগে এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। প্রতিবাদ মিছিলে নেতৃত্ব দেন প্রবীণ সাংবাদিক মওলানা আকরম খাঁ। এই প্রবল আন্দোলনের মুখে ১১ সেপ্টেম্বর সরকার এক মাসের জন্য এই অধ্যাদেশের কার্যকারিতা স্থগিত ঘোষণা করে। ইতোমধ্যে নিখিল পাকিস্তান সংবাদপত্র সমিতি, পাকিস্তান সংবাদপত্র সম্পাদক পরিষদ এবং পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নকে নিয়ে গঠিত যৌথ সংগ্রাম কমিটির সাথে সরকার অধ্যাদেশটি নিয়ে আলোচনা করেন। অতপর ১৯৬৩ সালের ১০ অক্টোবর ঘোষিত হয় নতুন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স। এতে পূর্বতন অর্ডিন্যান্সের অধিকাংশ ধারাই রহিত কিম্বা পরিবর্তন করা হয়।

১৯৬৪ সালের জানুয়ারিতে পূর্ব-বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধে। সরকার অবাঙালি দাঙ্গাকারীদের ভাড়া করে এনে এই দাঙ্গা বাঁধায়। এ ঘটনায় বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনা তীব্রভাবে জেগে ওঠে। তারা নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদের বদলে সক্রিয় প্রতিরোধে এগিয়ে যান। সর্বদলীয় দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠনের জন্য জাতীয় প্রেসক্লাবের উত্তরে সাইদুল হাসান নামে একজন ব্যবসায়ীর অফিসে দাঙ্গা প্রতিরোধের জন্য সর্বদলীয় বৈঠক বসে। বৈঠকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এবং প্রগতিশীল ছাত্র ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতারা যোগ দেন। সাংবাদিকদের মধ্যে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, আবদুস সালাম, জহুর হোসেন চৌধুরীসহ বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক নেতৃস্থানীয় সাংবাদিকরা দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এই কাজে সবচেয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণে এগিয়ে আসেন সিরাজুল হোসেন খান, ওয়াহিদুল হক, আহমেদুর রহমান এবং আনোয়ার

www.pathagar.com

জাহিদ। ১৭ জানুয়ারি পূর্ব-বাংলার দৈনিকগুলোর ব্যানার হেডিং ছিল 'পূর্ব-বাংলা রুখিয়া দাঁড়াও।'

১৯৬৫ সালে শুরু হয় পাক ভারত যুদ্ধ। মাত্র ১৭ দিনের এ যুদ্ধে পূর্ব-বাংলার মানুষের দৃষ্টি খুলে যায়। যুদ্ধকালে এ অঞ্চলের মানুষ বুঝতে পারে তারা কতটা অরক্ষিত অসহায়। পাকিস্তানি শাসকদের তত্ত্ব ছিল 'ডিফেন্স অব ইস্ট পাকিস্তান লাইজ ইন দ্যা ওয়েস্ট।' এই তত্ত্ব যে মিথ্যা স্তোক বাক্য পূর্ব-বাংলার মানুষের কাছে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে তাদের মধ্যে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন অর্জনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। এই আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে শেখ মুজিবের ছয় দফা ঘোষণার মধ্য দিয়ে।

ছয় দফার মধ্যে পূর্ব-বাংলার মানুষের স্বাধিকারের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়। ছয় দফার মর্মার্থ ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান সর্বক্ষেত্রে সার্বভৌম অধিকার ভোগ করবে। কেন্দ্রের হাতে থাকবে শুধুমাত্র দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি আর বৈদেশিক বাণিজ্য। প্রদেশগুলোর হাতে থাকবে প্যারামিলিশিয়া বাহিনী ও নিজস্ব মুদ্রা। এ দাবী উত্থাপনে পাকিস্তানি শাসকরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

উল্লেখ্য, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর পরই সরকার আরও একটি কালাকানুন জারি করে। এই কালাকানুনটির নাম ছিল 'ডিফেন্স অব পাকিস্তান অ্যাক্ট'। ছয় দফা ঘোষণার পর সরকার মরিয়া হয়ে ওঠে। এই আইনে সবখানে দমন পীড়ন শুরু হয়। রাজনীতিকদের গ্রেফতার এবং সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের ওপর সমানে আঘাত হানতে থাকে। ছয় দফার প্রতি অব্যাহত সমর্থন জানানোর কারণের ১৯৬৬ সালের ১৫ জুন ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে গ্রেফতার করা হয়। ১৬ জুন নিউনেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্ত এবং ১৭ জুন থেকে ১১ জুলাই পর্যন্ত ইত্তেফাকে প্রকাশনা বন্ধ থাকে। ১২ জুলাই থেকে ২৬ জুলাই ইত্তেফাক প্রকাশিত হয়, কিন্তু ২৭ জুলাই এর প্রকাশনা পুনরায় বন্ধ করে দেয়া হয়। অসুস্থতার কারণে ১৯৬৭ সালের ২৯ মার্চ মানিক মিয়াকে মুক্তি দেয়া হয়, কিন্তু ১৯৬৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারির পূর্ব পর্যন্ত ইত্তেফাক আর প্রকাশিত হতে দেয়া হয়নি। ছয় দফা আন্দোলনের সময় অবজারভারের ওপরও সরকার খড়গহস্ত হয়ে ওঠে। 'ব্ল্যাক লিস্টেড' করা হয় এ পত্রিকাটিতে। কারণ অবজারভার গণতন্ত্র ও স্বাধীকারের দাবী এবং পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যেকার বৈষম্য তুলে ধরতে শুরু করেছিল।

১৯৬৭ সালের জুন মাসে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে রবীন্দ্র সংগীত নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। সংসদে তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন মন্তব্য করেন যে 'পাকিস্তানের আদর্শের সঙ্গে না মিললে রেডিও টেলিভিশনে বরীন্দ্র সংগীত প্রচার বন্ধ করে দেয়া হবে। এ সংবাদ ঢাকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে বুদ্ধিজীবী মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। অল্প কয়েকজন বুদ্ধিজীবী রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার বন্ধ করার উদযোগ সমর্থন করেন। এই সমর্থনের ওপর ভিত্তি করেই ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে সরকার রেডিও-টিভিতে রবীন্দ্র সংগীত প্রচার বন্ধ করে দেন। ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনের জোয়ারে ওই নিষেধাজ্ঞা খড়কুটোর মত ভেসে যায়।

www.pathagar.com

১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে আইয়ূব খান পূর্ব-বাংলা সফরে আসেন। খুলনার এক জনসভায় বক্তৃতাকালে তিনি আওয়ামী লীগ ও ন্যাপকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে উল্লেখ করেন। কিছু দিনের মধ্যেই দু'দলের বেশ ক'জন নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকারের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয় যে, জাতীয় স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার অভিযোগে কতিপয় রাজনীতিবিদ ও সরকারি কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ৬ জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, বন্দিদের সংখ্যা ২৮ জন এবং তারা ভারত সরকারের সমর্থনে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটিয়ে 'স্বাধীন পূর্ব-বাংলা' প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র করছিলেন। ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি পিএন ওঝা পরিকল্পনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।' ১৮ জানুয়ারি আরেকটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে শেখ মুজিবর রহমানকে উক্ত মামলার আসামি বলে ঘোষণা করা হয়। ক্রমান্বয়ে ৩৫ জনকে আসামীভুক্ত করা হয়। ১৯৬৮ সালের ২১ এপ্রিল এক নোটিফিকেশনে স্পেশাল ট্রাইবুনাল গঠন করে পাকিস্তান সরকার যে বিচারের ব্যবস্থা করেছিলেন, তা ছিল সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং তথাকথিত আইন ও বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে পূর্ব-পাকিস্তানের অসন্তোষ ও উত্তাপকে চিরতরে প্রশমিত করার আয়োজন।

এ সময় পূর্ব-বাংলায় নেতৃত্বের শূন্যতার মধ্যেও বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই মামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে থাকে। সরকার বিরোধী পত্রিকাগুলো ট্রাইবুনালের হুবহু রিপোর্ট করতে থাকে, এবং ক্রমান্বয়ে অগ্রগামী জনতার সাথে সাথে এই মামলাকে মিথ্যা মামলা বলতে আরম্ভ করে। কিন্তু সরকারি ট্রাস্টভুক্ত পত্রিকাগুলো জনগণের বক্তব্যের বিরুদ্ধে থেকে সরকারি নির্দেশ মোতাবেক প্রবলভাবে সরকারকে সমর্থন করতে থাকে। অবশ্য সরকারের ২১টি ট্রাস্ট পত্রিকা সৃষ্টির লক্ষ্যও ছিল এটাই। গণবিরোধী এই ভূমিকার জন্য তাদের শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল অগ্নিশিখায়। মামলা বিরোধী পত্রিকাগুলোর সাংবাদিকরা তখন এই মামলাকে মিথ্যা মামলা হিসাবে অভিহিত করে আসলেও প্রকৃতপক্ষে সেনাবাহিনীর কতিপয় বাঙালি অফিসার ও বেসামরিক প্রশাসনের উর্ধতন কয়েকজন অফিসারদের পূর্ব-বাংলাকে স্বাধীন করার এই প্রাথমিক সশস্ত্র আয়োজন সত্য ও বাস্তব ছিল। দেশ জাতি ও জনগণের কল্যাণ যখন তারা ফাঁসির কাষ্ঠে তখন ওই সব দেশ প্রেমিকদের উদ্ধারের উদ্দেশ্যে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরা ওই মামলাটিকে মিথ্যা মামলা বলে অভিহিত করতে বাধ্য হয়েছিল। সংবাদপত্রগুলোর এই প্রচারণা ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি কৌশল।

আইয়ূব সরকারের ধারণা ছিল যে, দৈনিক পত্রিকায় প্রতিদিন মামলার বিবরণ ছাপা হলে বাংলার মানুষের মধ্যে এদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণার সঞ্চার হবে। কিন্তু সরকারের এই ধারণা ছিল সম্পূর্ণ ভুল। প্রথমতঃ ছয় দফা দাবীর আন্দোলন এবং পরে এই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হওয়ায় শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে ওঠে। এই মামলার বিরুদ্ধে ধূমায়িত অসন্তোষ ক্রমশ বিস্তার লাভ করে। মামলা যখন চলছিল তখন দৈনিক ইত্তেফাক ও সাপ্তাহিক টাইমসের প্রকাশনা বন্ধ। ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল

www.pathagar.com

হোসেন মানিক মিয়া নিরাপত্তা আইনে আটক। সংবাদ, আজাদ, অবজারভার, দৈনিক বাংলা এসব পত্রিকায় তখন নিয়মিত মামলার বিবরণ ছাপা হচ্ছিল। দৈনিক আজাদ এ ব্যাপারে সবচেয়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।

১৯৫৮ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত এই এক দশক ছিল আইয়ুব খানের শাসনামল, এ সময়ে পূর্ব-বাংলা থেকে প্রচুর পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৫৮ সালে পূর্ব-বাংলা থেকে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—যুগবাণী, আল ইসলাম, দরবার, জুনিয়র রেডক্রস, অবরুদ্ধা, সবার পত্রিকা, ধূমকেতু, যুগরবি, সিভিল ডিফেন্স, আলো, নাজাত, আমাদের দেশ, নকীব, উত্তরণ, পাকিস্তানের কৃষি, নবজাত, চাবুক, শ্যামলী, মিনার এবং জাহানে নও। ১৮ জানুয়ারি শামসুল হুদা ও আবদুস সাত্তারের যৌথ সম্পাদনায় ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'যুগবাণী'। যুগবাণী প্রেস থেকেই এটি ছাপা হত। ৫২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল আট আনা। জানুয়ারি মাসেই মমিন উদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'আল-ইসলাম'। পত্রিকাটি ছাপাত হত ৩৬ লয়াল স্ট্রিটের সওগাত প্রেস থেকে, ৩৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল আট আনা।

২০ জানুয়ারি শেখ আবদুল গফুর জালালীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'দরবার'। বেঙ্গল প্রিন্টিং প্রেস ৩/৪ পাটুয়াটুলী থেকে এটি মুদ্রিত এবং ৬০ পাতলা খান লেন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। ৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই আনা। পরবর্তীতে এম, এ, সোবহান পত্রিকার সম্পাদক হন। তখন ৪৭/১ টয়েনবি সার্কুলার রোডের লিবার্টি প্রিন্টিং প্রেস থেকে এটি ছাপা হত। জানুয়ারি মাসে পাকিস্তান রেডক্রস সোসাইটি 'জুনিয়ার রেডক্রস' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে। শিশু-কিশোরদের জন্য প্রকাশিত এই মাসিক পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ মোদাব্বের। পত্রিকাটি ৩২ মোগলটুলির শিরিন প্রেস থেকে ছাপা হত। ৩৮ পৃষ্ঠা পত্রিকার মূল্য ছিল চার আনা। পরবর্তীতে এবিএম আবদুল ওয়াদূদ, আমেনা পান্না ও এম, ফখরুল হোসেন পত্রিকার সম্পাদক হন।

১৭ ফেব্রুয়ারি কামরুন নাহার লাইলির সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সচিত্র সাপ্তাহিক 'অবরুদ্ধা'। নারী মুক্তির সুদৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রকাশক জাহানারা খান। ১৪/১ কারকুনবাড়ি লেনের ইত্তেফাক প্রেস থেকে 'অবরুদ্ধা' ছাপা হত। ২০ পৃষ্ঠা পত্রিকার মূল্য ছিল তিন আনা। মার্চ মাসে কায়সুল হকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পাক্ষিক 'সবার পত্রিকা'। পত্রিকার মালিক ছিলেন সৈয়দ আবুল মহসীন। প্রকাশক আবুল বজল তুলিপ। পত্রিকাটি বেঙ্গল প্রিন্টিং প্রেস থেকে ছাপা হত। ৪০ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল চার আনা। তিনটি সংখ্যা প্রকাশের পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

বাংলা ১৩৬৪ সালের চৈত্র মাসে কাজী মোহাম্মদ ইদরিসের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'। পত্রিকাটির প্রকাশক মোখলেসুর রহমান। এটি ছাপা হত বেঙ্গল প্রিন্টিং প্রেস থেকে। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই আনা। বাংলা ১৩৬৫ সালের বৈশাখ মাসে আশরাফ আলী খানের সম্পাদনায় 'যুগরবি' নামে একটি

www.pathagar.com

মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যুগরবি ছাপা হত ১১ ফিরিঙ্গি বাজারের আনসার প্রেস থেকে। পত্রিকাটির প্রকাশনা পনর বছর অব্যাহত ছিল। ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে পূর্ব পাকিস্তান সিভিল ডিফেন্স দফতরের উদ্যোগে 'সিভিল ডিফেন্স' নামে একটি ষান্মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন আবদুর রশিদ। পূর্ব-পাকিস্তান সরকারি প্রেস তেজগাঁ থেকে পত্রিকাটি ছাপা হত। ১ আগস্ট আবদুর রাজ্জাকের সম্পাদনায় কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'আলো'। ধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ক এই পত্রিকাটির প্রকাশক ছিলেন অনিল চন্দ্র রায়। চৌধুরী পাড়া কুমিল্লা থেকে এটি প্রকাশিত হত। ২২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল চার আনা।

১৪ আগস্ট আবদুস শহীদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'নাজাত'। রাধিকা মোহন বসাক লেনের কাশেম প্রিন্টিং প্রেস থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। পত্রিকাটির আয়ু ছিল মাত্র এক বছর। নাজাত এর বার্তা সম্পাদক ছিলেন সানাউল্লাহ নূরী। আগস্ট মাসে পাবনা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'আমাদের দেশ'। পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন এম, এ আব্বাস সম্পাদক এম, এ, হামিদ। ১৯৬৪ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। আগস্ট মাসে এম আহমদ আলীর সম্পাদনায় যশোর থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'নকীব'। এটি স্থানীয় রুবি প্রেস থেকে ছাপা হত। বাংলা ১৩৬৫ সালের আশ্বিন মাসে এনামুল হকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'উত্তরণ' নামে একটি দ্বিমাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উত্তরণের কার্যকরী সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ ইউনুস। ৩/৪ পাটুয়াটুলি ঢাকার বেঙ্গল প্রিন্টিং প্রেস থেকে এটি ছাপা হত। ৬৭ পৃষ্ঠা পত্রিকার মূল্য ছিল আট আনা। দ্বিতীয় বর্ষ থেকে পত্রিকাটি মাসিকে পরিণত হয়। এ সময় জ্যোতি প্রকাশ দত্ত ও হুমায়ূন চৌধুরী সহযোগী সম্পাদক হিসাবে উত্তরণে যোগদান করেন। পত্রিকাটি পাঠক মহলে সমাদৃত হয়েছিল।

২ ডিসেম্বর সাইফুন্নেসার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'নবজাত' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। নবজাত প্রথমে ২ রমাকান্ত নন্দী লেনের পাইওনিয়ার প্রেস থেকে ছাপা হত। পরে ৫৩/এ দীননাথ সেন রোডে নবজাতের নিজস্ব প্রেস থেকে এটি ছাপা হতে থাকে। ১৯৭২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি নবজাত দৈনিক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ৪ অক্টোবর আবদুল গাফফার চৌধুরীর সম্পাদনায় 'চাবুক' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১ রামকৃষ্ণ মিশন রোডের নিউনেশন প্রেস থেকে পত্রিকাটি ছাপা হত। আট পৃষ্ঠার এই পত্রিকার মূল্য ছিল দুই আনা। বাংলা ১৩৬৫ সালের পৌষ মাসে দিলআরা মিনু ও সুফিয়া হকের সম্পাদনায় ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'শ্যামলী'। এ বছর ঢাকা আলিয়া মাদরাসার উদ্যোগে 'মিনার' নামে একটি ষান্মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই গবেষণামূলক পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন মওলানা মুস্তাফিজুর রহমান। মিনারের প্রকাশক মওলানা আবদুস সাত্তার। রাধিকা মোহন বসাক লেনের কাশেম প্রিন্টিং প্রেস থেকে এটি ছাপা হত। ৯১ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল বার আনা। এ বছর আগস্ট মাসে মুহম্মাদ হাবিবুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'জাহানে নও'। ১১/১ টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিলের ফরওয়ার্ড প্রিন্টিং প্রেস থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ২৫ পয়সা।

www.pathagar.com

১৯৫৯ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—পরিচিতি, শেফা, হোমিওপ্যাথি, মৃদঙ্গ, কিশলয়, নওরোজ, সাহিত্যিকী, জাগরণ, রূপকথা ইত্যাদি। মার্চ মাসে সুবোধ দাসগুপ্তের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় লেখক, প্রকাশক, পাঠক এবং গ্রন্থাগার সম্পর্কিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'পরিচিতি'। গ্রন্থজগত সম্পর্কিত এই পত্রিকার সহ সম্পাদক ছিলেন বারীন মিত্র। পরিচিতির প্রকাশক মুহম্মদ ওবায়দুল্লাহ। পূর্ব-বঙ্গ প্রেস ২ জিন্দাবাহার দ্বিতীয় লেন থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। তের মাস প্রকাশের পর পরিচিতি মাসিকে রূপান্তরিত হয়। এ সময় এর সম্পাদক হন আলাউদ্দিন আল আজাদ। তখন মাসিক পরিচিতি সাহিত্য পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়।

মার্চ মাসে হাফেজ আজিজুল ইসলামের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'শেফা'। এটি ছিল তিব্বিয়া হাবিবিয়া কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের মুখপত্র। শেফা ছাপা হত পাকিস্তান এক্সপ্রেস প্রিন্টার্স ৫৮ ওয়াটার ওয়ার্কস রোড ঢাকা থেকে। ২৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল চার আনা। জুলাই মাসে ডা. এস, এম, রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক মাসিক মুখপত্র 'হোমিওপ্যাথি'। এটি ছাপা হত ডায়মন্ড প্রিন্টিং প্রেস, ৬১ পাটুয়াটুলি ঢাকা থেকে। ৪৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল বার আনা। বাংলা ১৩৬৬ সালের ১ আশ্বিন অধ্যাপক আলমগীর জলিলের সম্পাদনায় যশোর থেকে প্রকাশিত হয় সচিত্র কিশোর পাক্ষিক 'কিশলয়'। এটি ছাপা হত স্থানীয় রুবি প্রেস থেকে। ১৬ পৃষ্টার পত্রিকার মূল্য ছিল চার আনা। মাত্র চারটি সংখ্যা প্রকাশের পরই পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

অক্টোবর মাসে মোহাম্মদ হেমায়েত আলীর সম্পাদনায় দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'নওরোজ'। এটি ছাপা হত স্থানীয় আর্ট প্রিন্টিং প্রেস থেকে। ২৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ছয় আনা। নওরোজ পরে সাপ্তাহিকে পরিণত হয় এবং দিনাজপুর জেলা উন্নয়ন বোর্ডের মুখপত্র হিসাবে প্রকাশ হতে থাকে। পত্রিকাটি প্রায় দুই দশক ধরে চলে। বাংলা ১৩৬৬ সালের শরৎকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণামূলক পত্রিকা 'সাহিত্যিকী'। এই ষান্মাসিক পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন ড. মযহারুল ইসলাম। পূর্ববঙ্গ প্রেস ২ জিন্দাবাহার দ্বিতীয় লেন, ঢাকা থেকে পত্রিকাটি ছাপা হত।

অক্টোবর মাসে আবদুল মবিনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সচিত্র সিনেমা মাসিক 'রঙ-বেরঙ'। সহ-সম্পাদক হিসাবে কাজ করতেন কেরামত মওলা ও আনোয়ারুল হক। পত্রিকার অফিস ছিল ৬ নবাবপুর রোড ঢাকা। নিউনেশন প্রিন্টিং প্রেস থেকে এটি ছাপা হত। ৬৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ৩৭ পয়সা। ২৭ অক্টোবর আবদুর রাজ্জাকের সম্পাদনায় ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'জাগরণ'। ডিসেম্বর মাসে আবদুল কুদ্দুস সাদীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সচিত্র 'রূপকথা'। ইউনিভার্সেল প্রেস থেকে এটি মুদ্রিত এবং ২৪৪ নবাবপুর রোড ঢাকা থেকে প্রকাশিত। ৮০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল আট আনা। ১৪ টি সংখ্যা প্রকাশের পর পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

১৯৬০ সালে পূর্ব-বাংলায় যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—ফুলকি, পাঁচ মিশালী, যুগবাণী, যাত্রী, রংধনু, সাহিত্য, পূর্বমেঘ, বই বিচিত্রা, অন্যগ্রাম, অতএব, দিশারী, ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা, পরিচয়, পূরবী, লেখক সংঘ পত্রিকা, বিবর্তন, আজাদী, মধুমেলা, পরিক্রম, পূবালী, পাকজমহুরিয়াত, আগামী, চলন্তিকা, সিনেমা জগত, রহমত, অগ্রদূত, পানতুয়া, সংযোগ, আজকের জার্মানী, হুল্লোড়, পদক্ষেপ, বিজ্ঞান সাময়িকী প্রভৃতি। জানুয়ারি মাসে গোপালগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'ফুলকি'। পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদক ছিলেন আজিজুল ইসলাম। সম্পাদকমন্ডলীতে ছিলেন দুলাল কৃষ্ণসাহা, নির্মল কুমার সাহা, প্রদীপ কুমার হীরা, বীরেন্দ্র নাথ সাহা, রকিব উদ্দিন আহমদ, দীলিপ কুমার দাস, কাজী ওয়াহিদুজ্জামান প্রমুখ। সহ-সম্পাদক ছিলেন হাবিবুর রহমান। ফুলকি স্থানীয় আলম প্রেস থেকে চাপা হত। ২০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল আট আনা।

মার্চ মাসে ইবনুল হাসানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'পাঁচ মিশালী'। পত্রিকাটির সহ-সম্পাদক ছিলেন সৈয়দা সুলতান আরা ও সৈয়দা জাহানারা লাইজু। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন মজিদুল ইসলাম। এটি বেঙ্গল প্রিন্টিং প্রেস ৩/৪ পাটুয়াটুলি ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং রিপাবলিক রোড, উত্তর কমলাপুর ঢাকা থেকে প্রকাশিত। বাংলা ১৩৬৬ সালের ১ চৈত্র ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'যুগবাণী'। এটি ছিল পাকিস্তান কাউন্সিল অব ইয়ূথের মাসিক মুখপত্র। পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন মুহম্মদ ওসমান গণি এবং প্রকাশক ছিলেন কাউন্সিল অব ইয়ূথের সভাপতি বদরুদ্দীন আহমদ। মুসলিম প্রিন্টিং প্রেস ৮/২ ওয়াইজ ঘাট ঢাকা থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৫৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল আট আনা। পরবর্তীতে সৈয়দ আবু তৈয়ব পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন।

বাংলা ১৩৬৭ সালের বৈশাখ মাসে খোন্দকার সিরাজুল হক ও দ্বিজেন্দ্র নাথ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় রাজশাহীর ঘোড়ামারা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'যাত্রী'। পত্রিকার প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন ড. মযহারুল ইসলাম। কুমারপাড়া ঘোড়ামারা থেকে এটি প্রকাশিত হত। ছাপাহত স্থানীয় ইন্টারন্যাশনাল প্রেস থেকে। পরবর্তীতে প্রাণজিৎ শর্মা এবং আমিনুল হক 'যাত্রী' সম্পাদনা করেন। শেষের দিকে এটি ত্রৈমাসিকে পরিণত হয়। বৈশাখ মাসে আরো দুটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়—এগুলি হচ্ছে 'রংধনু' এবং 'সাহিত্য'। ঢাকা থেকে মোসলেম উদ্দিনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় কিশোর মাসিক 'রংধনু'। বুলবুল প্রিন্টিং প্রেস থেকে এটি মুদ্রিত এবং ৯৫ ইসলামপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। ৪৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ছয় আনা। সাত বছর চলার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। নারায়ণগঞ্জ থেকে হেমায়েত হোসেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'সাহিত্য'। বেঙ্গল প্রিন্টিং প্রেস থেকে এটি ছাপা হত। ৫০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল আট আনা।

বাংলা ১৩৬৭ সালের আষাঢ় মাসে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ও মুস্তাফা নূরউল ইসলামের সম্পাদনায় কাজীরগঞ্জ রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয় শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'পূর্বমেঘ'। এটির প্রকাশক ছিলেন ড. এ, আর, মল্লিক।

www.pathagar.com

স্থানীয় মর্ডান প্রিন্টিং প্রেস থেকে পত্রিকাটি ছাপা হত। পত্রিকাটি প্রায় এক দশক টিকে ছিল এবং পাঠক নন্দিত হয়েছিল। শ্রাবণ মাসে অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হুসাইন খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় লেখক, পাঠক, বিক্রেতা ও প্রকাশনা সংক্রান্ত পত্রিকা 'বই বিচিত্রা'। পত্রিকাটি বুক প্রমোশনের মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হয়। এটি মার্কেন্টাইল প্রেস ৪৬ জিন্দাবাহার ফার্স্টলেন ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং বুক প্রমোশনের পক্ষে ৩৮ বাংলাবাজার ঢাকা থেকে প্রকাশিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য চার আনা। পত্রিকাটি প্রায় এক দশক চালু ছিল।

১৯৬০ এর আগস্টে চাঁদপুর থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'অন্যগ্রাম'। এটির প্রধান সম্পাদক মোহাম্মদ লুৎফুল্লাহিল মজিদ। সম্পাদক মোহাম্মদ হাসান ইমাম। প্রতিষ্ঠাতা সালাহউদ্দিন আহমদ, জেলা প্রশাসক কুমিল্লা। এটি ছিল চাঁদপুর থানা কাউন্সিলের মুখপত্র। এটি ছাপা হত চাঁদপুর আল-আমিন প্রেস থেকে। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ১২ পয়সা। আগস্ট মাসে মহসীন আলী দেওয়ানের সম্পাদনায় বগুড়া থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'অতএব'। এটি ছিল একটি সাহিত্য পত্রিকা। 'অতএব' ছাপা হত স্থানীয় লিথোগ্রাফিক প্রিন্টিং প্রেস থেকে। পরে সাধনা প্রেস থেকে এটি ছাপানোর ব্যবস্থা করা হয়।

আগস্ট মাসে মুহিউদ্দিন খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'দিশারী' নামে একটি সাময়িকী প্রকাশিত হয়। দিশারী প্রকাশের উদ্যোক্তা ছিল দারুল উলুম ইসলামিক একাডেমী। সম্পাদনা পরিষদের সদস্যরা ছিলেন অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ, আবুল হাশিম, ড. মোহাম্মদ সিরাজুল হক। এটি মার্কেন্টাইল প্রেস ৪৬, জিন্দাবাহার ফার্স্ট লেন ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও ৬৭/এ পুরানা পল্টন থেকে প্রকাশিত হত। ৪৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল আট আনা। ছয়টি সংখ্যা প্রকাশের পর এটি 'ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা' নামে প্রকাশিত হয়। ত্রৈমাসিক ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন আবুল হাশিম। সহযোগী সম্পাদক ফারুক মাহমুদ। এ সময় পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি পায়, ফলে পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬১ তে দাঁড়ায়। মূল্য রাখা হয় দুই টাকা।

এ বছর আগস্ট মাসে রোকেয়া সুলতানার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'পরিচয়' নামে আরো একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পরিচয় ছিল মূলতঃ সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা। এটির প্রকাশক ছিলেন রইস উদ্দিন আহমদ। পত্রিকাটি ছাপা হত বেঙ্গল প্রিন্টিং প্রেস থেকে। ১১২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল এক টাকা। বাংলা ১৩৬৭ সালের শ্রাবণ মাসে পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডের পূর্ব-পাকিস্তান শাখার উদ্যোগে 'পূরবী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটির সম্পাদক ছিলেন কবি গোলাম মোস্তফা ও মুহম্মদ আবদুল হাই। পূরবীর প্রকাশক ড. মুহম্মদ এনামুল হক। তিনি ছিলেন রাইটার্স গিল্ড পূর্ব-পাকিস্তান শাখার সেক্রেটারি। বর্ধমান হাউস থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত এবং ইডেন প্রেস ৪২/এ হাটখোলা রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পূরবী মাত্র একটি সংখ্যা প্রকাশের পর 'লেখক সংঘ' পত্রিকা নামে প্রকাশিত হয়। 'লেখক সংঘের' সম্পাদক হন কবি গোলাম মোস্তফা। এ সময় পত্রিকাটি পূর্ববঙ্গ প্রেস, ২ জিন্দাবাহার দ্বিতীয় লেন ঢাকা থেকে ছাপা

www.pathagar.com

হত। ৮০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ৭৫ পয়সা। কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পর গোলাম মোস্তফা পদত্যাগ করেন। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও রফিকুল ইসলাম পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় পত্রিকার নতুন নামকরণ করা হয়—'পরিক্রমা'। পরবর্তীতে আবদুল গণি হাজারী, জাহানারা আরজু প্রমুখ পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। ১৯৬০ সালের আগস্ট মাসে আবদুল মান্নানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'বিবর্তন' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল প্রিন্টিং প্রেসে থেকে পত্রিকাটি ছাপা হত।

১৯৬০ সালের ৫ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম থেকে আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় দৈনিক 'আজাদী'। দেশের প্রাচীনতম সংবাদপত্রগুলোর একটি দৈনিক আজাদী। এদেশে সংবাদপত্র প্রকাশনার ক্ষেত্রে যত প্রকার উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে—পত্রিকার অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্য আজাদী তার সবগুলোই ব্যবহার করেছে। পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেস আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ার ১৯৩০ সালে আন্দর কিল্লায় কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেসটি প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় তিনি কোহিনুর লাইবেরী স্থাপনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ধরনের বই প্রকাশনার ব্যবসার সঙ্গেও জড়িত হন। কোহিনুর প্রেস থেকেই ছাপা হত তখনকার চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত অধিকাংশ সংবাদপত্র। এখন তার সাথে আধুনিক মুদ্রণযন্ত্র যোগ করে স্থাপন করা হয়েছে আজাদী প্রিন্টার্স। ৩১৫ নবাব সিরাজুদ্দৌলা রোড আন্দরকিল্লায় স্থাপিত হয়েছে আজাদী অফিস।

আজাদী প্রকাশনার সময় যারা এ পত্রিকায় কাজ করেন তাদের মধ্যে রয়েছেন—হাবিবুর রহমান খান। তিনি ছিলেন বার্তা-সম্পাদক। এ ছাড়া, রফিকুস সুলতান, সাধন কুমার ধর, শরীফ রাজা, এম, এ, মালেক, মোহাম্মদ খালেদ প্রমুখ এ পত্রিকায় কাজ করেছেন। ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক পরলোক গমন করেন। তার মৃত্যুর পর মোহাম্মদ খালেদ আজাদীর সম্পাদক হন। তিনি আবদুল খালেক ইঞ্জিনিয়ারের ভাগ্নে এবং মেয়ে জামাই। আজাদী আজোও বন্দর নগরী চট্টলার মানুষের কাছে প্রত্যাশার প্রতীক হিসাবে বেঁচে রয়েছে।

সেপ্টেম্বর মাসে গোলাম রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় শিশু-কিশোর মাসিক 'মধুমেলা'। পত্রিকাটি আইডিয়াল প্রিন্টিং প্রেস ১১৮ ঋষিকেশ দাস রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং ৪৬ কাঠের পুল লেন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। পত্রিকার চারটি সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়। সেপ্টেম্বর মাসে মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'পূবালী' নামে আরো একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল একটি উন্নতমানের সাহিত্য পত্রিকা। পত্রিকাটি কালচারাল প্রেস ১৪/১৫ বাবু বাজার ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৬৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল বারো আনা। ১৮ সেপ্টেম্বর ঢাকা থেকে 'পাক জমহুরিয়াত' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি একই সঙ্গে বাংলা, ইংরেজি ও উর্দূ এই তিনটি ভাষায় প্রকাশিত হত। পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ আমজাদ আলী। সম্পাদক মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ। পাকিস্তান জাতীয় পুনর্গঠনের পক্ষে ৬ পুরানা পল্টন ঢাকা থেকে মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ কর্তৃক এটা

www.pathagar.com

প্রকাশিত এবং পূর্ব-পাকিস্তান হোম-এর (ও এন্ড এম) ডেপুটি সেক্রেটারি মঈনুদ্দীন চৌধুরী কর্তৃক সরকারি মুদ্রাণালয় থেকে ছাপা হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল এক আনা। পরবর্তীকালে এস, এম, মসউদ ও কাজী মোজাম্মিল হক পত্রিকার সম্পাদক হন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

বাংলা ১৩৬৭ সালের কার্তিক মাসে এ, জে, মকবুল আহমদ ও আবুল হাসানের সম্পাদনায় ময়মনসিংহ থেকে 'আগামী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আগামী কথাকলি প্রকাশনী করোনেশন রোড ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত এবং জামান প্রিন্টার্স কাচারি রোড ময়মনসিংহ থেকে মুদ্রিত। ১৯৬০-এর নবেম্বরে ডা. সাদত আলী শিকদারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সচিত্র সিনে মাসিক 'চলন্তিকা'। এটি বিজি প্রেস ৩/৬ লিয়াকত এভেনিউ ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত। নভেম্বর মাসে মোহাম্মদউল্লাহর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'সিনেমা জগত' নামে আরো একটি মাসিক সিনে ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি নিউ নেশন প্রেস ১, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং ৫/১ লিয়াকত এভেনিউ ঢাকা থেকে প্রকাশিত। ৮০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ২৫ পয়সা।

এ বছর ১২ ডিসেম্বর মওলানা হাতেম আহমদ-এর সম্পাদনায় ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'রহমত'। প্রথমে ফরিদপুর মোসলেম প্রিন্টিং প্রেস থেকে 'রহমত' ছাপা হত। পরে এটি গোপালগঞ্জ আলম প্রেস থেকে ছাপা হয়। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল তিন আনা। ডিসেম্বর মাসে রাজিয়া মাহবুবের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'পানতুয়া' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রকাশক ঢাকার লিটল ফ্রেন্ডস এসোসিয়েশন। আইডিয়াল প্রিন্টিং প্রেস, ১১৮ ঋষিকেশ দাস রোড, ঢাকা থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিতও প্রকাশিত হত। ডিসেম্বর মাসেই সৈয়দ জহুরুল হকের সম্পাদনায় কুষ্টিয়া থেকে 'সংযোগ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মুখপত্র। স্থানীয় ওয়েসিস প্রেস থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ১২ পয়সা।

এ বছর নভেম্বর মাসে ড. কার্ট পুলেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'আজকের জার্মানী'। পাক জার্মান মৈত্রী সুদৃঢ় করণের উদ্দেশ্যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। জার্মানীর রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিষয়াদি সম্পর্কে পূর্ব-বাংলার মানুষকে অবহিত করাই ছিল পত্রিকা প্রকাশের মূল লক্ষ্য। এটি জার্মান কনস্যাল ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং আলিমুর রহমান খান কর্তৃক ইডেন প্রেস ৪২/এ হাটখোলা রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত।

এ বছর হুমায়ূন খান ও আতাউস সামাদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'পদক্ষেপ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি অভিযান প্রিন্টিং প্রেস আগামসিহ লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৩৩৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দু'টাকা। বছরের শেষের দিকে মুহম্মদ ইব্রাহিমের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিকপত্র 'বিজ্ঞান সাময়িকী'। এটি ছিল বিজ্ঞান আন্দোলনের মুখপত্র। এটি ছাপা হত কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেস থেকে।

www.pathagar.com

১৯৬১ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—উন্নয়ন, কারখানা, ঝংকার, অস্তিকা, মদিনা, রাহবার, প্রবাহ, কোহিনুর, সংলাপ, রাজশাহী বার্তা, কর্ণফুলী, ডিটেকটিভ, পূর্ব দিগন্ত, ওয়াপদা সংবাদ, বগুড়া বুলেটিন, উত্তরবঙ্গ বুলেটিন, উত্তর আকাশ, মহিলা, দিশারী, নাগরিক ইত্যাদি। জানুয়ারি মাসে রংপুর থেকে নুরুল ইসলামের সম্পাদনায় 'উন্নয়ন' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল রংপুর জেলা পরিষদের মুখপত্র। এটি রংপুর ইলেকট্রিক প্রেস থেকে ছাপা হত। পরে পত্রিকাটি পাক্ষিকে পরিণত হয়। জানুয়ারিতে ইপিআইডিসির উদ্যোগে 'কারখানা' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কারখানার সম্পাদক ছিলেন আর খন্দকার। পরবর্তীতে এএমজি মহিউদ্দিন পত্রিকার সম্পাদক হন।

বাংলা ১৩৬৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে হাফিজ উদ্দিন ও কামাল হায়দারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'ঝংকার'। পত্রিকাটি ১৭৭ সিদ্দিক বাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং মোনালিসা ফাইন আর্ট এন্ড প্রিন্টিং প্রেস ৫৫ পাতলা খান লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। সাতটি সংখ্যা প্রকাশের পর পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। এ বছর মাঘ মাসে সত্যপ্রসাদ বড়ুয়ার সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'অস্তিকা'। এটি চেরাগী পাহাড় মোমিন রোড থেকে প্রকাশিত এবং রাজমহল প্রেস মোমিন রোড চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। ১৯৬০ সালের মার্চ মাসে মুহিউদ্দিন খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ধর্মবিষয়ক মাসিক 'মদিনা'। এটি জিকে প্রেস ৭৩ লক্ষিবাজার থেকে মুদ্রিত এবং মঈন মহল কাকরাইল রোড ঢাকা থেকে প্রকাশিত। ৪৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছয় আনা। বর্তমানে এটি মদিনা প্রিন্টার্স ৩১ শ্রীশদাস লেন বাংলাবাজার ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হচ্ছে।

মার্চ মাসে অধ্যাপক মুহম্মদ আবু তালিবের সম্পাদনায় রংপুর থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'রাহবার'। এটি জয় প্রেস সেন্ট্রাল রোড রংপুর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। এপ্রিল মাসে এস, এম, রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'প্রবাহ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি লিবার্টি প্রিন্টিং প্রেস ৪৭/১ টয়েনবি সার্কুলার রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ১৭৫ ফকিরাপুল ঢাকা থেকে প্রকাশিত। মে মাসে এম, এ, খালেকের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'কোহিনূর'। এটি ছিল জমায়াতে আহলে ছুন্নতের মাসিক মুখপত্র। ৫১, ঘাট ফরহাদবেগ চট্টগ্রাম থেকে এটি প্রকাশিত হত।

বাংলা ১৩৬৮ সালের শ্রাবণ মাসে সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ও আবুল হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'সংলাপ' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল সাহিত্য পত্রিকা। প্রকাশক ছিলেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। ৪২/এ হাটখোলা রোড ঢাকা থেকে সংলাপ প্রকাশিত এবং ইডেন প্রেস ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ১১৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল এক টাকা ২৫ পয়সা। জুলাই মাসে এম, এ, সামাদের সম্পাদনায় রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয় 'রাজশাহী বার্তা'। এটি ছিল রাজশাহী জেলা পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র। স্থানীয় মডার্ন প্রিন্টিং প্রেস থেকে পত্রিকাটি ছাপা হত। ছয় পৃষ্ঠার এই পত্রিকার মূল্য ছিল ১৫ পয়সা। পরবর্তীতে আজিজুল হক পত্রিকার সম্পাদক হন।

www.pathagar.com

নভেম্বরে মঈনুল আহসান সিদ্দিকীর সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'কর্ণফুলী'। এটি ছিল সাহিত্য পত্রিকা। প্রবর্তক প্রেস আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম থেকে এটি মুদ্রিত এবং ৮৭ স্টেশন রোড চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হত।

১৪ আগস্ট মোহাম্মদ আবদুল হকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ডিটেকটিভ'। এটি রতন আর্ট প্রেস পাটুয়াটুলি ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ১৯৬৪ সালের আগস্ট মাসে এটি মাসিকে পরিণত হয়। এ সময় পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন মামুন মাহমুদ। মাসিক ডিটেকটিভ পলওয়েল প্রিন্টিং প্রেস নয়া পল্টন ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং ইস্ট পাকিস্তান পুলিশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি নয়া পল্টন থেকে প্রকাশিত হত। বাংলা ১৩৬৮ সালের ১৪ আশ্বিন মোহাম্মদ আবদুল মতিনের সম্পাদনায় গাইবান্ধা থেকে প্রকাশিত হয় রম্য পাক্ষিক 'পূর্বদিগন্ত'। এটি স্থানীয় তাজ প্রিন্টিং প্রেস থেকে ছাপা হত। পত্রিকাটি অনিয়মিতভাবে প্রায় চার বছর প্রকাশিত হয়। নভেম্বর মাসে ওয়াপদা জনসংযোগ বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'ওয়াপদা সংবাদ'। সম্পাদক ছিলেন ফয়েজুর রহমান খান। পলওয়েল প্রিন্টিং প্রেস নয়া পল্টন ঢাকা থেকে পত্রিকাটি ছাপা হত। ৩০ অক্টোবর মহসীন আলী দেওয়ান এবং আমানুল্লাহ খানের সম্পাদনায় বগুড়া থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'বগুড়া বুলেটিন'। ১৯৬৮ সালের ১৭ মার্চ এটি অর্ধ-সাপ্তাহিকে পরিণত হয় এবং এর নামকরণ বগুড়া বুলেটিনের পরিবর্তে 'উত্তরবঙ্গ বুলেটিন' রাখা হয়। পত্রিকাটি স্থানীয় দেওয়ান প্রিন্টিং প্রেস থেকে ছাপা হত।

১ নভেম্বর নেত্রকোণা মহকুমা কাউন্সিলের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'উত্তর আকাশ'। উত্তর আকাশের সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি ছিলেন নূরুল ইসলাম খান সিএসপি। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক খালেকদাদ চৌধুরী। নেত্রকোণা সিদ্দিক প্রেস থেকে এটি ছাপা হত। এতে স্থানীয় সংবাদ ছাড়াও গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ছাপা হত। ১১ ডিসেম্বর জিন্নাতআরা বেগমের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মহিলাদের জন্য পাক্ষিক পত্রিকা 'মহিলা'। ওয়ার্ড প্রিন্টার্স ৩, প্যারিদাস রোড ঢাকা থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৪২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৩৭ পয়সা। ২৫ ডিসেম্বর একেএম সাইদুল ইসলামের সম্পাদনায় ঝিনাইদহ থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'দিশারী'। এটি ছিল মহকুমা গণতন্ত্রীদের পাক্ষিক মুখপত্র। প্রকাশক ছিলেন একেএম রব্বানী, মহকুমা প্রকাশক ঝিনাইদহ। যশোরের ফাতেমা প্রেস থেকে দিশারী ছাপা হত। পরবর্তীকালে একেএম আইউব আলী পত্রিকার সম্পাদক এবং সেকান্দর আলী সরকার ব্যবস্থাপক হন। ২৩ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ২৫ পয়সা। দিশারী ছয় বছর টিকে ছিল।

১৯৬২ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—নবারুণ, পাপড়ি, শিল্পায়ন, ক্ষুদ্র শিল্প, অঙ্গণা, চৈতালী, মধুমতি, বলাকা, শপথ, নতুনপত্র, সবুজপাতা, সাজঘর, সুরমা, আল হেরা, বিচিত্রিতা, হিতকরী, জনকল্যাণ, তারপর, খবর, খামার, মৃত্তিকা, বর্তমান ইত্যাদি। জানুয়ারি মাসে এম,এ, ওহাবের সম্পাদনায় নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত হয় সচিত্র মাসিক 'নবারুণ'। এটি ছিল নোয়াখালীর মৌলিক গণতন্ত্রীদের মুখপত্র। নোয়াখালী জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে হিতৈষী প্রেস মাইজদী

www.pathagar.com

কোর্ট থেকে পত্রিকাটি ছাপা হত। জানুয়ারি মাসে হাবিবুর রহমানের সম্পাদনায় রাজশাহী থেকে 'পাপড়ি' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি কিছু কাল প্রকাশের পর পাক্ষিকে পরিণত হয়। কিন্তু অল্পদিন পরই এটি পুনরায় মাসিকে রূপান্তরিত হয়। পাপড়ি ছিল রাজশাহী উত্তরায়ণ কচিকাচা মেলার মুখপত্র। এটি প্রকাশক ছিলেন এ,কে,এম, আলী ইমাম। পাপড়ি স্ট্যান্ডার্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস, সাহেব বাজার রাজশাহী থেকে মুদ্রিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ২৫ পয়সা।

জানুয়ারি মাসে পূর্ব-পাকিস্তান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন 'শিল্পায়ন' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে। পত্রিকাটি সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন এম, এ, রহমান। ১৯৬৩ সালের নবেম্বরে পত্রিকাটি ত্রৈমাসিকে পরিণত হয়। সমকাল মুদ্রায়ন মতিঝিল থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত এবং ইপসিক ৬৬, জিন্নাহ এভেনিউ-ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে পত্রিকার নাম পরিবর্তন করে 'ক্ষুদ্র শিল্প' রাখা হয় এবং এটি পাক্ষিকে পরিণত হয়। এ সময় পত্রিকাটি সম্পাদনা করতেন মোবায়দুর রহমান। জাগৃতি মুদ্রায়ণ ৪১, হেমেন্দ্র দাস রোড ঢাকা থেকে 'ক্ষুদ্র শিল্প' মুদ্রিত এবং ইপসিক-এর জন সংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল পনর পয়সা।

বাংলা ১৩৬৮ সালের মাঘ মাসে বেগম নূরজাহান কাদের ও সিতারা হকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মহিলাদের জন্য মাসিক পত্রিকা 'অঙ্গণা'। নিউজ প্রিন্টার্স, ৩২ আগামসিহ লেন, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৫৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ৫০ পয়সা। মাত্র পাঁচ সংখ্যা প্রকাশের পর অঙ্গণার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। জুলাই মাসে আবদুর রশিদ খান ঠাকুরের সম্পাদনায় গোপালগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'মধুমতী'। এটি ছিল একটি সাহিত্য পত্রিকা। স্থানীয় আলম প্রেস থেকে 'মধুমতী' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। দু'বছর চলার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। বাংলা ১৩৬৯ সালের শ্রাবণ মাসে মুহম্মদ রেজাউর রহমানের সম্পাদনায় নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'বলাকা'। এটি ছিল একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা। খাজা প্রিন্টিং প্রেস ১৭ মীর জুমলা রোড নারায়ণগঞ্জ থেকে বলাকা মুদ্রিত এবং খাজা ম্যানসন ৫০ এস, এন, সালেহ রোড নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হত। ৪৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ২৫ পয়সা।

জুলাই মাসে মোহাম্মদ ফখরুল হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'শপথ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ৮৯/৬ শান্তিনগর ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং এসোসিয়েট প্রিন্টার্স লিমিটেড ৩/১ লিয়াকত এভেনিউ ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৬৪ পৃষ্ঠা পত্রিকার দাম ৫০ পয়সা। ১৪ আগস্ট জিয়াউদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় কিশোরগঞ্জ থেকে 'নতুনপত্র' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি স্থানীয় মাল্টিপারপাস প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ১০ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই আনা। আগস্ট মাসে শাহেদ আলীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'সবুজপাতা' নামে একটি শিশু কিশোর উপযোগী মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইসলামিক একাডেমী প্রকাশিত

www.pathagar.com

এই পত্রিকাটি দীর্ঘায়ূ হয়। আগস্ট মাসে কাজী সিরাজুল হকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'সাজঘর' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আর্ট প্রেস, ২২/২ শেখ সাহেব বাজার আর্ট প্রেস থেকে 'সাজঘর' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ১৪ আগস্ট মুহম্মদ আবদুল হাই-এর সম্পাদনায় সুনামগঞ্জ থেকে 'সুরমা' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তদানিন্তন মহকুমা প্রশাসক আবদুল মুতালিব ছিলেন পত্রিকার প্রকাশক। এটি স্থানীয় মুর্শেদ প্রেস থেকে ছাপা হত। ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসে সুরমার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

আগস্ট মাসে ঢাকাস্থ নোয়াখালী মুসলিম এসোসিয়েশনের উদ্যোগে 'আলহেরা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন মকবুল আহমদ। উপদেষ্টা পরিষদে ছিলেন ড. মফীজুল্লাহ কবীর, কবি আবদুর রশিদ ওয়াসেকপুরী, এম, এ, অদুদ। এটি নোয়াখালী হাউস, ৩২, নাজিমুদ্দীন রোড ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং লতিফ আর্ট প্রেস ২২/২ শেখ সাহেব বাজার ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৪৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ৩৭ পয়সা। পত্রিকাটি অনেক দিন চলেছিল। বাংলা ১৩৬৯ সালের আশ্বিন মাসে খালেদা রহমানের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'বিচিত্রিতা'। এটি ছিল একটি সাহিত্য পত্রিকা। পাকিস্তান প্রেস এন্ড পাবলিশিং হাউস সিরাজদ্দৌলা রোড, চট্টগ্রাম থেকে এটি মুদ্রিত এবং শুকুর আলী মুন্সেফ লেন দেওয়ান বাজার থেকে প্রকাশিত হত। ৫৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ৩৭ পয়সা।

অক্টোবর মাসে মির্জা আবু মুসা আবদুল হাই-এর সম্পাদনায় টাঙ্গাইল থেকে 'হিতকরী' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল টাঙ্গাইল মহকুমা মৌলিক গণতন্ত্রীদের পাক্ষিক মুখপত্র। টাঙ্গাইলের তদান্তিন মহকুমা প্রশাসক এটিএম শামসুল হক ছিলেন 'হিতকরীর' প্রতিষ্ঠাতা। প্রকাশনার তিন বছর পর হিতকরী আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়। চার বছর চলার পর খন্দকার আবদুর রহিম হিতকরীর সম্পাদক হন। এ সময় পত্রিকাটি মাসিকে পরিণত হয়। কিছুকাল পর খালিদ শামস টাঙ্গাইলে মহকুমা প্রশাসক হয়ে আসেন। এই সুদক্ষ সিএসপি কর্মকর্তা হিতকরীর প্রকাশনা অব্যাহত রাখতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন। পত্রিকাটি আতাউর রহমান খানের কাবেল প্রেস টাঙ্গাইল থেকে ছাপা হত। ১৯৬৮ সালে হিতকরীর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

৭ অক্টোবর যশোর জেলা কাউন্সিলের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'জন কল্যাণ'। সম্পাদক ছিলেন লক্ষণচন্দ্র সরকার। সহযোগী সম্পাদক আমিনুল ইসলাম সিদ্দিকী। পত্রিকাটি জেলা কাউন্সিল প্রেস থেকে ছাপা হত। এতে জেলার বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ে নিবন্ধ প্রকাশিত হত। বাংলা ১৩৬৯ সালের কার্তিক মাসে শামসুল আলমের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে 'তারপর' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে চেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। ইউরেকা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স ১৮৮ ইকবাল রোড, পাথর ঘাটা চট্টগ্রাম থেকে 'তারপর' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৪৮

www.pathagar.com

পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ৩৮ পয়সা। ২৫ ডিসেম্বর মোনয়ার হোসেন রিজভির সম্পাদনায় বগুড়া থেকে 'খবর' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ বছর শামসুল আলমের সম্পাদনায় গাইবান্ধা থেকে 'খামার' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়, উন্নতমানের এই পত্রিকাটি ছিল খুবই স্বল্পায়ু।

১৯৬৩ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—পৃথিবী, কর্ণফুলী মোহনা, গৃহশ্রী, কবরী, সৈকত, সমযুগ, যমুনা, গ্রামের কথা, পাকিস্তান প্রবীন হিতৈষী, অর্নিবাণ, পাইওনিয়ার্স, প্রতিভা, বলাকা, বার্তাবহ, সন্দেশ, পুরোগামী বিজ্ঞান, জনতা, পূরবী, জাগরণী, সোনার কাঠি, মৌসুমী, তিসতা, স্বদেশ, মহাস্থান, এবং গণমত। বাংলা ১৩৬৯ সালের ফাল্গুন মাসে মোজাম্মেল ইসলামের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'পৃথিবী'। এটি একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা। পত্রিকাটির প্রকাশক রাজিয়া বেগম। ২৭ অভয়দাস লেন ঢাকা থেকে পৃথিবী প্রকাশিত এবং সিটি প্রেস ১৬/৩ কোর্ট হাউস স্ট্রিট, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। 'পৃথিবী' পরে ইসলামিক রিসার্চ একাডেমীর মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হয়। আবদুল মান্নান তালিব এ সময় পত্রিকার সম্পাদক হন। উপদেষ্টা পরিষদে ছিলেন মুহম্মদ বরকতুল্লাহ, মৌলবী ফরিদ আহমদ, মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, অধ্যক্ষ রেজাউল করিম চৌধুরী। ৬৪ পৃষ্ঠা পত্রিকার মূল্য ৭৫ পয়সা।

বাংলা ১৩৭০-এর বৈশাখ মাসে খালেদা সালাহউদ্দিন ও সেলিনা খালেকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'গৃহশ্রী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল ঢাকা গৃহিনী সমিতির মুখপত্র। গৃহকে শ্রীমন্ডিত করে তোলার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করার উদ্দেশ্যে গৃহশ্রীর আবির্ভাব। এটির প্রকাশক ছিলেন সুফিয়া আহমদ। পত্রিকাটি ৬ সেক্রেটারিয়েট রোড ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং রেনেসাঁ প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পঞ্চম বর্ষ থেকে তাজুন্নেসা আহমদ ও সুফিয়া আহমদ 'গৃহশ্রী' সম্পাদনা করতেন। বৈশাখ মাসে ডাঃ সাদেক আলীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'নিরাময়' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল একটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকা। ৫১ হরিচরণ রায় রোড, ঢাকা থেকে নিরাময় প্রকাশিত এবং টাইটেল প্রেস, ২৩ হরিচরণ রায় রোড, ঢাকা মুদ্রিত হত।

মে মাসে কাজী শীলা রশিদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'কবরী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল একটি মহিলা বিষয়ক সচিত্র মাসিক। পত্রিকাটি ৫৫/৪ পাতলা খান লেন ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং মোনালিসা ফাইন আর্ট এন্ড প্রিন্টিং প্রেস ৫৫ পাতলা খান লেন ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ১৩৭০ সালের গ্রীষ্মকালে মাসুদ আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'সৈকত' নামে ঋতুভিত্তিক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আর্ট প্রেস ২২/২ শেখ সাহেব বাজার ঢাকা থেকে সৈকত মুদ্রিত এবং সৈকত প্রকাশনী ১২ ফাস্ট লেন নতুন পল্টন লাইন ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। দু'শ পৃষ্ঠার এই পত্রিকার মূল্য ছিল একটাকা ২৫ পয়সা। এ বছর ১১ আষাঢ় (১৩৭০) সাইফুল ইসলামের সম্পাদনায় সিরাজগঞ্জ থেকে 'সমযুগ' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত

www.pathagar.com

হয়। এতে সংবাদ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক লেখা প্রকাশিত হত। এটি লিয়াকত রোড সিরাজগঞ্জ থেকে প্রকাশিত এবং নূরে এলাহি প্রেস সিরাজগঞ্জ থেকে মুদ্রিত হত। ২৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ২৫ পয়সা।

৭ জুন সিরাজগঞ্জ মহকুমা মৌলিকগণতন্ত্রীদের উদ্যোগে 'যমুনা' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যমুনার সম্পাদক ছিলেন মহকুমা প্রশাসক ইনাম আহমদ চৌধুরী। ওরিয়েন্টাল ইলেকট্রিক মেশিন প্রেস সিরাজগঞ্জ থেকে যমুনা ছাপা হত। ৪৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ২৫ পয়সা। ১৯৭০ সালের নভেম্বর পর্যন্ত এটির প্রকাশনা অব্যাহত ছিল। ১ জুলাই মুন্সিগঞ্জ মহকুমা মৌলিক গণতন্ত্রীদের উদ্যোগে গ্রামের কথা নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদক ছিলেন এম, এ, হাকিম বিক্রমপুরী। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এম, ইয়াসিন। ঢাকার ৮ রজনীবোস লেনের সাঈদা প্রেস থেকে 'গ্রামের কথা' মুদ্রিত এবং মুন্সিগঞ্জ সদর থেকে প্রকাশিত হত। জুলাই মাসে ডা. এ, কে, এম আবদুল ওয়াহেদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'পাকিস্তান প্রবীণ হিতৈষী' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল পাকস্তিান প্রবীণ হিতৈষী সংঘের মুখপত্র। পত্রিকাটি পাকিস্তান কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি ১২৫ মতিঝিল ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং 'পাকিস্তান এসোসিয়েশন ফর এজেড'-এর রোড ৫, ৭৮ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা ঢাকা থেকে প্রকাশিত।

জুলাই মাসে শেখ আবদুস সাত্তারের সম্পাদনায় ময়মনসিংহের গফরগাঁও থেকে 'অনির্বাণ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি জামান প্রিন্টার্স ময়মনসিংহ থেকে ছাপা হত। আগস্ট মাসে ঢাকার পাইওনিয়ার্স ওপেন ক্রুর উদ্যোগে 'পাইওনিয়ার্স' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ইউনিয়ন প্রেস, ৪, রমাকান্ত নন্দী লেন ঢাকা থেকে ছাপা হত। আগস্ট মাসে আবদুল মজিদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'প্রতিভা' নামে আরো একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ৭২ ইসলামপুর রোড ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং আজিজ প্রিন্টিং প্রেস, ৪০ আগামসিহ লেন ঢাকা থেকে মুদ্রিত, পত্রিকাটি পরে সাপ্তাহিকে পরিণত হয়।

আগস্ট মাসে জয়নাল আবেদিনের সম্পাদনায় ভুরুঙ্গামারী রংপুর থেকে 'বার্তাবহ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি স্থানীয় ভান্ডারি প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। এ মাসেই (আগস্ট) আবু জাফরের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'সন্দেশ'। পত্রিকাটি ৬৩ যোগীনগর ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং এ, কে, এম, মহীউদ্দিন কর্তৃক বিজি প্রেস ১৩/১ কারকুন বাড়ি লেন ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। জুলাই মাসে পাকিস্তান কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ বিভাগের উদ্যোগে 'পুরোগামী বিজ্ঞান' নামে একটি ত্রৈমাসিক বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটির সম্পাদক ছিলেন মকবুলার রহমান। পরবর্তীতে ক্যাপ্টেন মহম্মদ শহিদুল্লাহ, আবদুল হক খন্দকার পত্রিকা সম্পাদনা করেন। পত্রিকাটি কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের সক্রিয় সহযোগিতায় প্রকাশিত হয়। এটি সমকাল মুদ্রায়ন ৩৬/এ টয়েনবি সার্কুলার রোড, ঢাকা থেকে ছাপা হত।

www.pathagar.com

বাংলা ১৩৭০-এর ভাদ্র মাসে শওকত আলী খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'জনতা'। এটি ছিল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মুখপত্র। আরফান প্রেস ১৬/২০ নবরায় লেন ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ১৯ পয়সা। সেপ্টেম্বর মাসে আমিনুজ্জামানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'পূরবী' নামে একটি কিশোর মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পূরবী অফিস ছিল ৮৭ রামচরণ চক্রবর্তী রোডে। এটি প্রথমে শামস প্রিন্টিং প্রেস এবং পরে সোনার বাংলা প্রিন্টিং প্রেস, ১০ যোগীনগর, ঢাকা থেকে ছাপা হত। দ্বিতীয় বর্ষ থেকে পত্রিকাটি দ্বিমাসিকে পরিণত হয়।

১ অক্টোবর নারায়ণগঞ্জ মহকুমা মৌলিক গণতন্ত্রীদের উদ্যোগে 'জাগরণী' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মাসউদুর রহমান। মহকুমা প্রশাসক এস, হাসান আহমদ ছিলেন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। ১ কলেজ রোড নারায়ণগঞ্জ থেকে জাগরণী প্রকাশিত এবং স্টার প্রেস ২/১ শেখ সাহেব বাজার ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। জাগরণী পরে মাসিকে রূপান্তরিত হয়। এ সময় সিরাজুল হক পত্রিকার সম্পাদক হন। অক্টোবর মাসে সৈয়দ তাইফুল ইসলামের সম্পাদনায় বগুড়া থেকে 'সোনার কাঠি' নামে একটি সচিত্র কিশোর মাসিক প্রকাশিত হয়। বগুড়া লিথোগ্রাফিক প্রিন্টিং প্রেস থেকে পত্রিকাটি ছাপা হত। ২৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ৩১ পয়সা। সেপ্টেম্বর অথবা অক্টোবর মাসে এ, কে জালাল আহমদের সম্পাদনায় নোয়াখালী থেকে 'মৌসুমী' নামে একটি দ্বি-মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির প্রকাশক নোয়াখালী সাহিত্য মজলিস। হিতৈষী প্রেস মাইজদী কোর্ট থেকে মৌসুমী মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। পত্রিকাটি অনিয়মিতভাবে নয় বছর চলেছিল।

নভেম্বর মাসে গাইবান্ধা মহকুমার মৌলিক গণতন্ত্রীদের উদ্যোগে 'তিসতা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ খাদেম আলী। হেলাল প্রেস গাইবান্ধা থেকে এটি মুদ্রিত এবং তিসতা কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হত। ১৯৬৯ সালের জুন/জুলাই মাসে পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। নভেম্বর মাসে কাজী আফসার উদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'স্বদেশ' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। স্বদেশ প্রথমে বার্ষিক, পরে দ্বি মাসিক এবং শেষের দিকে মাসিক পত্রিকায় পরিণত হয়। মাসিক স্বদেশের সম্পাদক হন আহমদ ছফা। সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন জাহাঙ্গীর চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, সন্তোষ গুপ্ত, আবদুল হালিম, সৈয়দ আকরম হোসেন, মুহম্মদ নূরুল হুদা, কাজী সিরাজ প্রমুখ। পত্রিকাটি ৩৪ বাংলাবাজার ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং ২৪ মোহিনী মোহন দাস লেনের গ্রীনল্যান্ড প্রেস থেকে মুদ্রিত হত। ৮৭ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা।

১৯৬৩ সালের শেষের দিকে বগুড়া জেলা কাউন্সিলের উদ্যোগে 'মহাস্থান' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন জহিরুল কাইয়ূম। সম্পাদক ছিলেন ফজলুল বারী ও ফজলুর রহমান। জেলা কাউন্সিল এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের সঙ্গে জনগণকে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যই মহাস্থান প্রকাশিত হয়। এটি বগুড়া টাউন প্রেস থেকে মুদ্রিত হত। মহাস্থান

www.pathagar.com

পরবর্তীতে মাসিকে পরিণত হয়। এ সময় পত্রিকার সম্পাদক হন এস, এম, পাইকাড়। বাংলা ১৩৭০-এর পৌষ মাসে ফরিদপুর জেলার মৌলিক গণতন্ত্রীদের উদ্যোগে 'গণমন' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক হন আবদুর রাজ্জাক। তদানিন্তন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম, ইদ্রিস ছিলেন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। এটি স্থানীয় ওরিয়েন্টাল প্রেস থেকে ছাপা হত।

১৯৬৪ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—আল হাকিম, জালালাবাদ, সংযোগ, মৌসুম, উত্তরবার্তা, নবাবগঞ্জ সাময়িকী, পয়গাম, স্বদেশ, সমাজকল্যাণ পরিক্রমা, ফুলকি, সন্ধান, ইসলামাবাদ, বর্ণালী, চট্টগ্রাম সংবাদ, দর্পণ, নবারুণ, সীমান্ত, টরেটক্কা, কচি ও কাঁচা, পাকিস্তান, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে ইত্যাদি। জানুয়ারি মাসে হাকীম হাফেজ আযীযুল ইসলামের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'আলহাকিম' নামে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল পূর্ব-পাকিস্তান ইউনানী সমিতির মুখপত্র। পত্রিকাটি শিরিন প্রেস ২৭, উর্দূ রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত।

জানুয়ারি মাসে রাজিউর রহমানের সম্পাদনায় সিলেট থেকে 'জালালাবাদ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল জেলা কাউন্সিলের মুখপত্র। পত্রিকাটি স্থানীয় মুজাহিদ প্রেস থেকে মুদ্রিত এবং জেলা কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত হত। জানুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রের উদ্যোগে 'সংযোগ' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সংযোগ-এর সম্পাদক ছিলেন মাহবুব জামিল। পত্রিকাটি সমকাল মুদ্রায়ণ থেকে ছাপা হত। জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি মাসে মীজানুর রহমান শেলীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'মৌসুমী' নামে একটি দ্বি-মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি চৌধুরী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন ৩৯/২ লাল চাঁদ মকিম লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১৩ মার্চ জিল্লুর রহমানের সম্পাদনায় 'উত্তরবার্তা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রকাশের অল্পদিন পরেই জেলা প্রশাসন পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়।

২৩ মার্চ বেগম আজিজা এন, মোহাম্মদের সম্পাদনায় রাজশাহীর নবাবগঞ্জ থেকে 'নবাবগঞ্জ সাময়িকী' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল নবাবগঞ্জ মহকুমা মৌলিক গণতন্ত্রীদের মুখপত্র। এটি বুলবুল প্রেস নবাবগঞ্জ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ২০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ২৫ পয়সা। ১৯৬৬ সালে পত্রিকাটি মাসিকে পরিণত হয়। ১ ডিসেম্বর মুজিবর রহমান খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'পয়গাম' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পয়গামের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এএইচএম আখতারুজ্জামান। যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেল। পত্রিকার আসল মালিক ছিলেন মোনায়েম খান। পয়গাম আলতাফ প্রেস ১১ মাহুতটুলি ঢাকা থেকে ছাপা হত। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ২১ ডিসেম্বর থেকে পয়গাম-এর নাম পরিবর্তন করে দৈনিক স্বদেশ রাখা হয়। পয়গাম-এর কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের উদ্যোগে পত্রিকাটি নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এ সময় এম কোরবান আলী সম্পাদক এবং মোস্তফা কামাল ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হন। পৃষ্ঠা ৬, মূল্য ২৫ পয়সা।

www.pathagar.com

মার্চ মাসে পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের সমাজকল্যাণ পরিদফতরের উদ্যোগে 'সমাজকল্যাণ পরিক্রমা' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সুফিয়া খানম। এটি ৪১ হাটখোলা রোড ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং পূর্ব-পাকিস্তান সরকারি মুদ্রণালয় থেকে মুদ্রিত হত। জুলাই মাসে মোহাম্মদ মোসলেম খানের সম্পাদনায় বন্দর নগরী চট্টলা থেকে প্রকাশিত হয় সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'জালালাবাদ'। এটি শওকত প্রেস ৪১ কাটা পাহাড় লেন চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত এবং ৫৭, কাজেম আলী লেন, ঘাট ফরহাদ বেগ চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হত। আগস্ট মাসে চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের উদ্যোগে 'চট্টগ্রাম সংবাদ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটির সম্পাদক ছিলেন কবির উদ্দিন আহমদ। পত্রিকাটি টেপেস্ট প্রিন্টিং প্রেস চট্টগ্রাম থেকে ছাপা হত।

১৪ আগস্ট মাহবুব উর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'দর্পণ' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি প্যারামাউন্ট প্রেস ৯ হাটখোলা রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৩৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ২৫ পয়সা। আগস্ট মাসে শামিম আজাদের সম্পাদনায় সিলেট থেকে 'নবারুণ' নামে একটি কিশোর মাসিক প্রকাশিত হয়। পরে খায়রুল আমিন লস্কর পত্রিকার সম্পাদক হন। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে নবারুণের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ৫ সেপ্টেম্বর মেহেরপুর মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে 'সীমান্ত' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মেহেরপুরের মহকুমা হাকিম নুরুন্নবী চৌধুরী। সম্পাদক ছিলেন মফিজুর রহমান। এম, ইরফান আলী সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) ছিলেন পত্রিকার প্রকাশক। মেহেপুরের এডলিক প্রেস থেকে সীমান্ত ছাপা হত। ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ১৫ পয়সা।

বাংলা ১৩৭১-এর কার্তিক মাসে ওয়েস্ট এন্ড হাই স্কুলের অগ্রণী বিজ্ঞান সংঘের উদ্যোগে 'টরেটক্কা' নামে একটি মাসিক বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ছোটদের জন্য প্রকাশিত এই বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আবদুল কাদের। সহকারি সম্পাদক এ, কে, এম, রফিক উদ্দিন। প্রকাশক ছিলেন ভূইয়া ইকবাল। আমাদের প্রেস ৩১/২ আজিমপুর রোড, ঢাকা থেকে পত্রিকাটি ছাপা হত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ১৫ পয়সা। অগ্রণী বিজ্ঞান সংঘের সদস্যরাই পত্রিকা সম্পাদনা, প্রুফ দেখা, ব্লক তৈরি করা এবং পত্রিকা বাঁধাইয়ের কাজ করতেন। অগ্রহায়ণ মাসে রোকনুজ্জামান খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'কঁচি-কাঁচা' নামে ছোটদের জন্য একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার উপদেষ্টামন্ডলিতে ছিলেন শিল্পী জয়নুল আবেদিন, কবি সুফিয়া কামাল, মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ, বেগম রোকেইয়া আনোয়ার, অধ্যাপক শফিকুল আমিন, ড. আবদুল্লাহ আলমুতী শরফুদ্দীন, এ, বি, এম, মূসা। এটি ছিল শিশু-কিশোর সংগঠন কেন্দ্রিয় কচি কাঁচা মেলার মুখপত্র। ৬৬ পাটুয়াটুলি ঢাকা থেকে 'কচি-কাঁচা' প্রকাশিত এবং সওগাত প্রেস ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৪৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৩৭ পয়সা। পত্রিকার প্রকাশনা একটানা ১৯৭১ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

www.pathagar.com

১৯৬৪ সালের ৬ নভেম্বর এদেশের সাংবাদিকতা জগতের অন্যতম দিকপাল আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'দৈনিক পাকিস্তান' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রথম অবস্থায় পাক-আর্টস মুদ্রাণালয়, ৫০ টিপু সুলতান রোড থেকে দৈনিক পাকিস্তান মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এ সময় ঢাকার অধিকাংশ পত্র-পত্রিকাই ছিল আইয়ূব বিরোধী। সম্ভবতঃ নিজের কর্মকান্ড জনগণের সামনে তুলে ধরা এবং তা প্রচারের উদ্দেশ্যে আইয়ূব খাঁ পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ জন্য তিনি পাকিস্তানের ধনাঢ্য বাইশ পরিবারের কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে 'ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্ট, গঠন করেন। ট্রাস্ট গঠনে যে সব শিল্পপতি সহায়তা করেন তার মধ্যে ছিলেন দাউদ, ফেন্সী, আদমজী ও সুমার।

ট্রাস্ট গঠনকারী শিল্পপতিরা পত্রিকার মালিকানা স্বত্ব ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেন। এ উদ্দেশ্যে তারা দেড় কোটি টাকা ব্যাংকে গচ্ছিত রাখেন। ক্রমান্বয়ে তারা পাকিস্তানের আটটি পত্রিকার কন্ট্রোলিং শেয়ার ক্রয় করেন। ব্রিটিশ আমলের সিভিলিয়ান আখতার হোসেন ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। জামিলুদ্দিন আলী হন সেক্রেটারি। নামকরা উর্দূ কবি এবং রাইটার্স গিল্ডের সদস্য আহসান আহমদ আশককে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য করে বাংলা পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব দেয়া হয়। পাকিস্তান প্রেস ট্রাস্টের উদ্যোগে ও মালিকানায় দৈনিক পাকিস্তান প্রকাশিত হলে আহসান আহমদ আশক পত্রিকার জেনারেল ম্যানেজারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

দৈনিক পাকিস্তান প্রকাশের প্রথম লগ্নেই ট্রাস্ট কয়েকটি অলিখিত শর্ত স্বীকার করে নিয়েছিল। যেমন, পত্রিকায় সরকারি হস্তক্ষেপ থাকবে না, পূর্ব-পাকিস্তান সরকার পত্রিকার ওপর কোন প্রভাব খাটাবে না। বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনে কোন মহল থেকে কোন বাধা দেয়া হবে না। এ সময় দৈনিক পাকিস্তানের বার্তা-সম্পাদকে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এককালের বিশিষ্ট বামপন্থি নেতা মোজাম্মেল হক। চিপ রিপোর্টার পদে আলী আশরাফ, এবং চিপ সাবএডিটর পদে তোয়াব খান যোগদান করেন। তোয়াব খান পরবর্তীকালে বার্তা-সম্পাদক পদে উন্নীত হন। তিনি পত্রিকার মেকআপ, নিউজ ডিসপ্লে, শিরোনাম-এর ক্ষেত্রে বড় ধরনের চমক সৃষ্টি করেন। সহকারি সম্পাদক পদে কবি শামসুর রাহমান, সানাউল্লাহ নূরী, আহমেদ হুমায়ূন, মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহ এই চারজন যোগদান করেন। আহমদ হুমায়ূন কিছু দিনের জন্য পত্রিকা ছেড়ে চলে গেলে কবি হাসান হাফিজুর রহমান তার জায়গায় যোগ দেন। সাহিত্য সম্পাদক পদে যোগ দেন কবি আহসান হাবীব। এ ছাড়া, বার্তা বিভাগে ফওজুল করিম, নির্মল সেন, গোলামুর রহমান, মীর নুরুল ইসলাম, সৈয়দ আবদুল কাহহার, খোন্দকার আলী আশরাফ এবং রিপোটিং-এ সৈয়দ কামাল উদ্দিন, ফজলুল করিম এবং আহমদ নজীর যোগদান করেন। মহিলা বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয় মাফরুহা চৌধুরীকে।

দৈনিক পাকিস্তান যখন প্রকাশিত হয় তখন দেশে আইয়ূব বিরোধী হাওয়া বেশ জোরে বইছিল। এ অবস্থায় আইয়ূব সরকারের সমর্থক রূপে পরিচিত হলেও সংবাদ পরিবেশনের স্বতন্ত্র ধারা পত্রিকার মেকআপ, শিরোনাম এ সব কিছু পাঠকদের আকৃষ্ট

www.pathagar.com

করে। এ দেশের সাংবাদিকতায় দৈনিক পাকিস্তানের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে চলতি ভাষার ব্যবহার। এই পত্রিকা প্রকাশের পূর্ব-পর্যন্ত সকল বাংলা দৈনিক পত্রিকা সাধু ভাষা ব্যবহার করতো। দৈনিক পাকিস্তান এদেশে প্রথম কথ্য ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা। বর্তমানে প্রায় সবকটি বাংলা দৈনিকে চলিত ভাষার ব্যবহার হচ্ছে।

১৯৬৬ সালে দৈনিক পাকিস্তান-এর অফিস ৫০ টিপু সুলতান রোড থেকে ১ ডি আইটির নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের সময় পত্রিকাটি জনতার রুদ্ররোষের শিকার হয়। আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন ২৪ জানুয়ারি জনতার এক বিশাল স্রোত ট্রাস্ট ভবন আক্রমণ করে। দেয়াল ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে জনতা মর্নিং নিউজ ও দৈনিক পাকিস্তান প্রেসে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনে পুড়ে যাওয়ায় প্রায় একমাস পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ থাকে। একাত্তরের অবরুদ্ধ বাংলাদেশে দৈনিক পাকিস্তান পাকিস্তানীদের মুখপত্র হিসাবে কাজ করে। দেশ স্বাধীন হবার পর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে পত্রিকার নাম পরিবর্তন করে 'দৈনিক বাংলা' রাখা হয়। এ সময় হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি এবং তোয়াব খান সম্পাদক হন। ১২ জানুয়ারি সরকার আলী আশরাফকে দৈনিক বাংলার প্রশাসক নিযুক্ত করেন।

১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি ভিয়েতনাম দিবস উপলক্ষে ছাত্র ইউনিয়ন একটি মিছিল বের করে। মিছিলে গুলি চলে। গুলিতে ছাত্র ইউনিয়নের দুজন কর্মী নিহত হয়। সে দিন দৈনিক বাংলা একটি টেলিগ্রাম বের করে। টেলিগ্রাম-এর ভাষা ও শব্দ চয়নে সরকারের ওপরের মহল অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ওই দিনই হাসান হাফিজুর রহমান ও তোয়াব খানকে অপসারণ করা হয়। নুরুল ইসলাম পাটোয়ারি দৈনিক বাংলার নতুন সম্পাদক হন। ১৯৭৫ সালে বাকশাল গঠন করা হয়। সব পত্রিকা বন্ধ করে চারটি দৈনিক রাখা হয়। এগুলো হচ্ছে—দৈনিক বাংলা, ইত্তেফাক, অবজারভার ও টাইমস। নুরুল ইসলাম পাটোয়ারি ১৬ জুন ইত্তেফাকের সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন। ওই দিনই পূর্বদেশ সম্পাদক এহতেশাম হায়দার চৌধুরী দৈনিক বাংলার সম্পাদক নিযুক্ত হন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পট-পরিবর্তনে পত্রিকা সম্পর্কিত সরকারি নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়। ইত্তেফাক তার মালিকের নিকট প্রত্যার্পণ করা হয়। ২২ আগস্ট নুরুল ইসলাম পাটোয়ারি পুনরায় দৈনিক বাংলার সম্পাদক হন। ১৯৭৭ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি নুরুল ইসলাম পাটোয়ারিকে দৈনিক বাংলা থেকে সরিয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকাশনা দফতরে নিয়োগ করা হয়। ওই দিন কবি শামসুর রাহমানকে দৈনিক বাংলার সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। ১৯৮৪ সালে শামসুর রাহমান বাংলা একাডেমীর অধীনে একটি গবেষণা বৃত্তি নিয়ে দীর্ঘ ছুটিতে গেলে নির্বাহী সম্পাদক আহমেদ হুমায়ূন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হন। ১৯৮৫ সালে তিনি সম্পাদক পদে উন্নীত হন। ২৯ মার্চ তিনি সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সম্পাদক কবি শামসুর রহমান প্রধান সম্পাদক হন। ১৯৮৭ সালের ৬ ডিসেম্বর কবি শামসুর রাহমান দৈনিক বাংলা থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৯৭ সালের ৩০ অক্টোবর দৈনিক বাংলার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, ১৯৬৮ সালের আগস্ট মাসে দৈনিক পাকিস্তান প্রকাশনীর রম্য মাসিক 'বিচিত্রা' প্রথম প্রকাশিত হয়। এর মূল্য ছিল ৭৫ পয়সা। মাত্র ছয়টি সংখ্যা বেরুবার পর

www.pathagar.com

মাসিক বিচিত্রা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭২ সালের ১৮ মে 'বিচিত্রা' সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশিত হয়। এ সময় বিচিত্রার সম্পাদক হন ফজল শাহাবুদ্দিন। পরবর্তীতে শাহাদত চৌধুরী বিচিত্রার সম্পাদক হন। সাপ্তাহিক বিচিত্রা দারুন পাঠক প্রিয়তা অর্জন করেছিল। ১৯৯৭ সালে ৩০ অক্টোবর দৈনিক বাংলার সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্রার প্রকাশনাও বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৬৪ সালের নভেম্বরে গোলাম মোরশেদের সম্পাদনায় 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। শিশু কিশোরদের জন্য প্রকাশিত এই পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন নিলুফার বানু। শামস প্রিন্টিং প্রেস ৮১ ঠাটারি বাজার ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত হত। ৪৫ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ৪৪ পয়সা। পরবর্তীতে নিলুফার বানু পত্রিকার সম্পাদক হন।

১৯৬৫ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—কলরোল, ফসল, বই, স্বদেশের ডাক, দিনাজপুর পরিক্রমা, দেশের ডাক, ময়নামতি, চিন্তা, কেতন, মশাল, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, কথাকলি, কণ্ঠস্বর, জীবনের আলো, রশ্মি, বান্ধবী, পূর্বলেখ ইত্যাদি। জানুয়ারি মাসে মাহবুবুল হকের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে 'কলরোল' নামে একটি দ্বি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল তরুণ গোষ্ঠীর মুখপত্র। পত্রিকাটি কলরোল প্রকাশনী, মওলানা মুহম্মদ আলী সড়ক চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত এবং ক্রিসেন্ট প্রেস চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত হত। ২২ মার্চ এরশাদ মজুমদারের সম্পাদনায় ফেনী থেকে 'ফসল' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রকাশক নূরুল ইসলাম মজুমদার। উকিল পাড়া ফেনী থেকে ফসল প্রকাশিত এবং রামপুর প্রেস ফেনী থেকে মুদ্রিত হত। ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ১৫ পয়সা।

মার্চ মাসে ন্যাশনাল বুক সেন্টার অব পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল শাখার উদ্যোগে 'বই' নামে গ্রন্থ বিষয়ক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৬২ সালে ইউনেস্কো এবং কেন্দ্রিয় সরকারের শিক্ষা বিভাগের সহযোগিতায় ন্যাশনাল বুক সেন্টার অব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল দেশে অধিকতর ভালো বই প্রচুর পরিমাণে প্রকাশ করা। যারা পুস্তক প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন প্রকাশনার ব্যাপারে তাদের সামগ্রিক সহায়তা দান করা। 'বই' পত্রিকাটি গ্রন্থ জগতের মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন সর্দার জয়েনুদ্দিন। সহযোগী সম্পাদক রশিদ হায়দার। পত্রিকাটি পূর্ববঙ্গ প্রেস ২, জিন্দাবাহার ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৪৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ২৫ পয়সা। ১৪ মার্চ মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায় কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'স্বদেশের ডাক'। এটি জিনাত প্রেস, রামচন্দ্র রায় চৌধুরী স্ট্রিট কোর্টপাড়া কুষ্টিয়া থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ১০ পয়সা।

১৬ এপ্রিল তাহের উদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় দিনাজপুর থেকে 'দিনাজপুর পরিক্রমা' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি মুকুল প্রেস, দিনাজপুর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ১০ পয়সা। পয়লা মে লু, ব, জাহাঙ্গীরের সম্পাদনায় খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'দেশের ডাক'। এটি আইডিয়াল প্রেস খুলনা থেকে মুদ্রিত এবং ৮৬ লোয়ার যশোর রোড খুলনা থেকে

www.pathagar.com

প্রকাশিত হত। বাংলা ১৩৭২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে শামসুন্নাহার রাব্বীর সম্পাদনায় কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'ময়নামতি'। পত্রিকাটি ফজলে রাব্বী কর্তৃক আমোদ প্রেস থেকে মুদ্রিত এবং চৌধুরী পাড়া কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত হত।

জুলাই মাসে মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'চিন্তা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল চিন্তা সাহিত্য সংসদের মুখপত্র। পত্রিকার প্রকাশক খোরশেদ আলম। রমনা প্রেস নীলক্ষেত ঢাকা থেকে 'চিন্তা' ছাপা হত। আগস্ট মাসে কাজী আবদুল মালেকের সম্পাদনায় রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'কেতন'। প্রকাশক নুরুল ইসলাম। ইস্টার্ন সিন্ডিকেট প্রেস রাজশাহী থেকে কেতন মুদ্রিত এবং রাণী বাজার রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হত। ৩১ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ৩৭ পয়সা। বাংলা ১৩৭২ সালের শ্রাবণ মাসে আবদুল হক খন্দকারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'বিজ্ঞানের জয়যাত্রা' নামে ছোটদের উপযোগী একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি পূর্বাঞ্চলীয় বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণাগার, মীরপুর রোড, ধানমন্ডি ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং স্টার প্রেস ২১/১ শেখ সাহেব বাজার রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৬৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৪০ পয়সা। চার বছর পর পত্রিকাটি ত্রৈমাসিকে পরিণত হয়।

সেপ্টেম্বর/অক্টোবর মাসে মনতোষ কুমার দে ও আবুল কালাম আজাদের সম্পাদনায় ঠাকুরগাঁ থেকে 'কথাকলি' নামে একটি দ্বি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সুলেখা প্রেস, ঠাকুরগাঁ, দিনাজপুর থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ডিসেম্বরে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'কণ্ঠস্বর' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয়—"যারা সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ প্রেমিক, যারা শিল্পে উন্মোচিত, সৎ, অকপট, রক্তাক্ত, শব্দতাড়িত, যন্ত্রণাকাতর, যারা উন্মাদ, অপচয়ী, বিকারগ্রস্ত, অসন্তুষ্ট, বিবরবাসী, যারা তরুণ, প্রতিভাবান, অপ্রতিষ্ঠিত, শ্রদ্ধাশীল, অনুপ্রাণিত, যারা পঙ্গু, অহংকারী, যৌনতাপুষ্ট, কণ্ঠস্বর তাদেরই পত্রিকা। প্রবীণ মোড়ল, নবীন অধ্যাপক, পেশাদার লেখক, মূর্খ সাংবাদিক, পবিত্র সাহিত্যিক এবং গৃহপালিত সমালোচক এই পত্রিকায় অনাহুত।" এ মুখবন্ধ থেকেই স্পষ্ট এটি ছিল একটি প্রথা বিরোধী পত্রিকা। প্রবাহ মুদ্রায়ণ, ৬৭ আগামসিহ লেন, ঢাকা থেকে কণ্ঠস্বর মুদ্রিত ও ২১৬ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা রোড ১৫ ঢাকা থেকে প্রকাশিত। ৪১ পৃষ্ঠা পত্রিকার দাম ছিল ৫০ পয়সা।

২৫ ডিসেম্বর মিজানুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'জীবনের আলো' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রকাশক 'ইকবাল একাডেমী' ঢাকা। ইকবাল একাডেমী ৬৭, শান্তিনগর ঢাকা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত এবং পলওয়েল প্রিন্টিং প্রেস, নয়া পল্টন ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৬৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা। ১৯৬৫ সালের শেষের দিকে জোবেদা খানমের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'রশ্মি' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রশ্মি ছিল নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতির মুখপত্র। এ বছর ডিসেম্বর মাসে বেগম মুশতারী শফির সম্পাদনায় 'বান্ধবী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ভূইয়া ইকবালের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক কবিতাপত্র 'পূর্বলেখ'।

www.pathagar.com

১৯৬৬ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—বিজ্ঞান সমাচার, সংসার, সাতরং, দীপতি, প্রান্তিক, ললনা, অভিযান, সুখী জীবন, বরিশাল দর্পণ, চন্দনা, অগ্রণী, অভিযাত্রিক, টাপুর টুপুর, নবারুণ, সম্প্রসারণ বার্তা, আওয়াজ, নবজাগরণ, ঝিনকু, সন্দীপন, বনানী ইত্যাদি। জানুয়ারি মাসে বেলায়েত হোসেন চৌধুরীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'বিজ্ঞান সমাচার' নামে বিজ্ঞান বিষয়ক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ১১৪ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং সমকাল মুদ্রায়ণ ঢাকা থেকে মুদ্রিত। জানুয়ারি মাসে মোহাম্মদ ইয়াকুব আলীর সম্পাদনায় বরিশাল থেকে 'সংসার' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কালার আর্ট প্রেস, পুলিশ লাইন বরিশাল থেকে সংসার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। জানুয়ারি মাসেই শহীদ আশরাফের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'সাতরং' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রকাশক আনসার উদ্দিন ভূইয়া। এটি আনসার পাবলিকেশন, ১৪ আকমাল খান রোড ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। ২১ ফেব্রুয়ারি মিজানুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'দীপতি' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল ইকবাল নজরুল একাডেমীর মুখপত্র। পত্রিকাটি ইস্টার্ণ প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং ৩৪২ সেগুন বাগিচা ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বাংলা ১৩৭২ সালের বসন্তকালে অধ্যাপক শামসুল আলমের সম্পাদনায় নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'প্রান্তিক'। এটি ছিল একটি সাহিত্য পত্রিকা। পত্রিকাটি নিউ প্রেস চৌমুহনী নোয়াখালী থেকে ছাপা হত। ৩৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ৫০ পয়সা।

১৫ এপ্রিল জিনিয়া হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সচিত্র মহিলা সাপ্তাহিক 'ললনা'। পত্রিকাটির প্রকাশক ছিলেন আবদুস সাত্তার। ইস্টার্ণ প্রিন্টিং প্রেস ৩৪৭, সেগুন বাগিচা ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৩৪, মূল্য ৫০ পয়সা। ১৫ এপ্রিল মীজানুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'অভিযান' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির প্রকাশক ছিল শান্তিনগর হিলফুল ফজল সমিতি। ১৫ এপ্রিল খায়রুল বাশারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'সুখী জীবন' নামে আরো একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল পূর্ব-পাকিস্তান পরিবার পরিকল্পনা বোর্ডের মাসিক মুখপত্র। পাকিস্তান ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার প্রজেক্ট প্রেস ১/৪ আইয়ূব গেট মোহাম্মদপুর ঢাকা থেকে সুখী জীবন মুদ্রিত হত। ১ জুলাই মোহাম্মদ ইয়াকুব আলীর সম্পাদনায় বরিশাল থেকে 'বরিশাল দর্পণ' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মফিজুর রহমান সিএসপি। এটি বরিশাল জেলা পরিষদের জনসংযোগ অফিসার কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাবিব প্রেস, সদর রোড, বরিশাল থেকে মুদ্রিত। ১২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ১৫ পয়সা।

জুলাই মাসে গোয়ালন্দ মহকুমা মৌলিক গণতন্ত্রীদের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় মাসিক 'চন্দনা'। পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন মাজেদ আলী খান। পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এম, এ, আল মাসুদ সিএসপি। এটি লতিফ এন্ড কোং প্রেস রাজবাড়ি থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। আগস্ট মাসে মুহম্মদ বাদশা আলমের সম্পাদনায় রংপুর থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'অগ্রণী'। এটি ছিল রংপুর সন্ধানী সংঘের মাসিক মুখপত্র। জয়

www.pathagar.com

প্রেস, রংপুর থেকে এটি ছাপা হত। বাংলা ১৩৭৩-এর ভাদ্র মাসে হবিগঞ্জ মহকুমা মৌলিক গণতন্ত্রীদের উদ্যোগে 'অভিযাত্রিক' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটির সম্পাদক ছিলেন মওলানা আবু আবদিল্লাহ মোহাম্মদ ইসমাইল। কার্তিক মাসে চট্টগ্রাম থেকে 'টাপুর-টুপুর' নামে একটি কিশোর মাসিক প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ মোহাম্মদ শফী। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন এখলাস উদ্দিন আহমদ। পত্রিকাটি শিশু সাহিত্য বিতান ৮ ফিরিঙ্গি বাজার রোড চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত এবং আর্ট প্রেস চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। ৬৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ৪০ পয়সা। মুক্তিযুদ্ধের সময় পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। স্বাধীনতার পর টাপুর-টুপুর পুনঃপ্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, টাপুর-টুপুর মাসিক হিসাবে প্রকাশের পূর্বে এটি একটি সংকলণ হিসাবে প্রকাশিত হত। এ সংকলণের প্রধান সম্পাদক ছিলেন এখলাস উদ্দিন আহমদ। সম্পাদক মন্ডলীতে ছিলেন বুলবন ওসমান, শাহাদৎ চৌধুরী, চৌধুরী আবদুর রহমান। সংকলণটির প্রকাশক ছিলেন সৈয়দ মোহাম্মদ শফী।

বাংলা ১৩৭৩-এর কার্তিক মাসে নাটোর মহকুমা মৌলিক গণতন্ত্রীদের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় মাসিক 'নবারুণ'। নবারুণের সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ হামিদুল হক। আমাদের প্রেস, নাটোর থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। কার্তিক মাসেই পূর্ব পাকিস্তান সরকারের কৃষি তথ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে ঢাকা থেকে 'সম্প্রসারণ বার্তা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ মোস্তফা আলী। ৩, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ২৭ নভেম্বর আবদুল গাফফার চৌধুরীর সম্পাদনায় 'আওয়াজ' নামে ঢাকা থেকে একটি সান্ধ্য দৈনিক প্রকাশিত হয়। ছয় দফার ঝড়ো হাওয়ায় পূর্ব-বাংলায় যখন উন্মাতাল অবস্থা সেই ক্রান্তিকালে আওয়াজ প্রকাশিত হয়। এতে ছয় দফার পক্ষে প্রচারণা চালানো হয়। অর্থাভাবে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।

নভেম্বর মাসে সৈয়দ মোহাম্মদ তারিকের সম্পাদনায় জামালপুর থেকে 'নব জাগরণ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল জামালপুর কচি কাঁচার মেলার মুখাপত্র। এটি স্থানীয় ছাপাঘর প্রেস থেকে মুদ্রিত হত। নভেম্বর মাসে আসিরুদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'ঝিনুক' নামে আরো একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা। পাক আর্টস, ৫০ টিপু সুলতান রোড, ঢাকা থেকে ঝিনুক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ২২৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ১.২৫ পয়সা। বাংলা ১৩৭৩ সালের পৌষ মাসে হাসান আজিজুল হক ও নাজিম মাহমুদের সম্পাদনায় 'সন্দীপন' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল 'সন্দীপন' সাহিত্য ও সংস্কৃতি গোষ্ঠীর মাসিক মুখপত্র। প্রকাশক ছিলেন এ, কে, এম, মোস্তাফিজুর রহমান। সন্দীপন ভবন, ১৯ লোয়ার যশোর রোড থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত এবং জেসমিন প্রেস মিউনিসিপ্যাল ট্র্যাংক রোড যশোর থেকে মুদ্রিত। ডিসেম্বর মাসে তাজুল ইসলাম ও নুরুল আমিনের সম্পাদনায় রাজশাহী থেকে 'বনানী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

১৯৬৭ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—উদয়ন, জনমত, জীবন ও যৌবন, পলিমাটি, নতুন দেশ, ঋতু রং মন, তমুদ্দুন, নতুনপত্র, মেঘনা, উত্তর অন্বেষা, ইতিহাস ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা পরিষদ পত্রিকা, পাথেয়, সুধী, অন্তরঙ্গ, বিবিধ, কওমী নিশান, পাবনা ইত্যাদি। জানুয়ারি মাসে সোভিয়েত দূতাবাসের উদ্যোগে 'উদয়ন' নামে একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব-বাংলার জনগণের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে অধিকতর উন্নত ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে উদয়ন প্রকাশিত হয়। সোভিয়েত দূতাবাসের তথ্য বিভাগ ৪৩/৪ এইচ ব্লক, ৬ ইপিসিএইচএস করাচি থেকে প্রকাশিত হত। ৫২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৫০ পয়সা। মুক্তিযুদ্ধের সময় উদয়নের প্রকাশনা বন্ধ ছিল। স্বাধীনতার পর উদয়ন পুনরায় প্রকাশিত হয়।

১০ জানুয়ারি মহসীন আলী দেওয়ানের সম্পাদনায় বগুড়া থেকে প্রকাশিত হয় সান্ধ্য দৈনিক 'জনমত'। পত্রিকাটি অল্প কিছু দিন প্রকাশের পর এর প্রকাশনার অনুমতি প্রত্যাহার করা হয়। জুলাই মাসে মুহম্মদ শওকত আলীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'জীবন ও যৌবন'। ৪, মিটফোর্ট রোড ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ৭২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল একটাকা। ৫ মার্চ মাহমুদ উল হকের সম্পাদনায় যশোর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'নতুন দেশ'। পত্রিকাটি পল্লবী প্রেস যশোর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। বাংলা ১৩৭২-এর বসন্তকালে মানিকগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক 'ঋতু রং মন'। এটির প্রধান সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক এ,এস,এম, আবদুল জলিল। সহ-সম্পাদক অধ্যাপক বেণী মাধব চক্রবর্তী। মর্ডান আর্ট প্রেস মানিকগঞ্জ থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। বাংলা ১৩৭৪-এর বৈশাখ মাসে শামীম হাসনাইন ইমতিয়াজের সম্পাদনায় নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'তমুদ্দুন'। এটি ছিল সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা। পরবর্তীতে মুহম্মদ রিয়াজুল করিম পত্রিকার সম্পাদক হন। এটি তমুদ্দুন কার্যালয় নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত এবং মুরশিদ প্রেস ৪৬, জিন্দাবাহার লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৪৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ৬২ পয়সা।

১৫ এপ্রিল কিশোরগঞ্জ মহকুমার মৌলিক গণতন্ত্রীদের উদ্যোগে 'নতুন পত্র' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি কিশোরগঞ্জের মহকুমা প্রশাসক এস,এ, বারী কর্তৃক প্রকাশিত এবং 'নতুন পত্র' প্রেস কিশোরগঞ্জ থেকে মুদ্রিত হত। ৩৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ৫০ পয়সা। মে মাসে সেকান্দার হায়াত মজুমদারের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'মেঘনা'। সিগনেট প্রেস জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম থেকে মেঘনা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। বাংলা ১৩৭৪-এর বৈশাখ মাসে মযহারুল ইসলামের সম্পাদনায় রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক 'উত্তর অন্বেষা'। এটি সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা। প্রকাশক ছিলেন মহসীন রেজা। উত্তর আকাশ কার্যালয় রাজশাহী থেকে 'উত্তর অন্বেষা' প্রকাশিত এবং আইডিয়াল প্রিন্টিং প্রেস গ্রেটার রোড, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত হত। ১২১ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল এক টাকা। বাংলা ১৩৭৪

www.pathagar.com

সালে ইতিহাস পরিষদের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় গবেষণামূলক পত্রিকা 'ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা'। এটি সম্পাদনা করতেন আবদুল হালিম এবং আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন ড. মমতাজুর রহমান তরফদার। ৩০১৪ কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত এবং এশিয়াটিক প্রেস, ৪ জিন্দাবাহার তৃতীয় লেন, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত হত।

জুন মাসে জলিল মন্ডলের সম্পাদনায় দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত হয় ষান্মাসিক 'পাথেয়'। এটি পাগল প্রকাশ, সোনাপুর, ভাঙ্গার হাট দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত এবং মমতাজ প্রিন্টিং প্রেস লক্ষ্মী বাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ২৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ২৫ পয়সা। জুন মাসে নারায়ণগঞ্জ সুধীজন পাঠাগারের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় সাহিত্য সাময়িকী 'সুধী'। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ ইসহাক। এটি ফজলে রাব্বী কর্তৃক এ্যাবকো প্রেস ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। জুলাই মাসে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় রম্য মাসিক 'অন্তরঙ্গ'। পত্রিকাটির প্রধান সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ মোহাম্মদ শফি। সম্পাদক সৈয়দ শামসুল হক, সহযোগী সম্পাদক কাইয়ূম চৌধুরী। এক বছর পর থেকে সৈয়দ মোহাম্মদ শফি এককভাবে পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন।

বাংলা ১৩৭৪-এর শরৎকালে জাফর আহমদ চৌধুরীর সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে 'বিবিধ' নামে একটি দ্বি-মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। দু'বছর পর সম্পাদক হন মোহাম্মদ খায়ের উল-বসর। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আখতার উন নবী। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন জাফর আহমদ চৌধুরী। এটি বিবিধ মুদ্রায়ণ, ২৮৭ চন্দনপুরা চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত এবং মুদ্রিত হত। ৫৩ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ৭৫ পয়সা। ২৭ অক্টোবর মকবুল আহমদ উজ্জল পুরীর সম্পাদনায় নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'কওমী নিশান'। হিতৈষী প্রেস, মাইজদী, নোয়াখালী থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ডিসেম্বর মাসে পাবনা জেলা পরিষদের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় মাসিক 'পাবনা'। সম্পাদক ছিলেন এম শামসুদ্দীন। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আবুল হাশেম। পাবনা আর্ট প্রেস থেকে এটি ছাপা হত।

১৯৬৮ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—লিপিকা, ইতিহাস পত্রিকা, পার্বত্য বাণী, সমীক্ষা, সুরভি ও বিশ্ব ডাক ইত্যাদি। ২ জানুয়ারি মোহাম্মদ এনামুল হকের সম্পাদনায় খুলনা থেকে 'লিপিকা' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৪ খান জাহান আলী সড়ক, খুলনা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। বাংলা ১৬৭৫-এর বৈশাখ মাসে চট্টগ্রাম বিশ্বিবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের উদ্যোগে 'ইতিহাস পত্রিকা' নামে একটি গবেষণামূলক ষান্মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন ড. আবদুল করিম। মাতৃভাষার মাধ্যমে ইতিহাস চর্চায় উৎসাহ দান, ইতিহাস চর্চাকে জনপ্রিয় করে তোলা এবং ইতিহাস অনুরাগীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে এ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এটি মেঘনা মুদ্রায়ণ, চট্টগ্রাম থেকে ছাপা হত।

জানুয়ারি মাসে বিরাজ মোহন দেওয়ানের সম্পাদনায় পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি থেকে 'পার্বত্যবাণী' নামে একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আর্ট প্রেস,

www.pathagar.com

রাঙ্গামাটি থেকে পত্রিকাটি ছাপা হত। বাংলা ১৩৭৫-এর বৈশাখ মাসে ডা. এন, আই, চৌধুরীর সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে 'সমীক্ষা' নামে চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক একটি ষান্মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সিগনেট প্রেস, জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। আগস্ট মাসে কাজী মোহাম্মদ ইউসুফের সম্পাদনায় বন্দর নগরী চট্টলা থেকে 'সুরভি' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ২১ ডিসেম্বর খুলনা থেকে 'বিশ্বডাক' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

ষাটের দশকের গোড়ায় দৈনিক আজাদের মালিক পক্ষ বনাম সাংবাদিক ইউনিয়নের বিরোধে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক চাকুরি হারান। বর্ষিয়ান সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দিনও চাকুরিচ্যুত হন। বেশ কিছু দিন বেকার থাকার পর এদের অনেকেই দৈনিক জেহাদে যোগদান করেন। পুরানো ঢাকার ঋষিকেশ দাস রোড থেকে জাতীয় মুদ্রণ প্রেসের মহিউদ্দিন আহমদ কাগজটি বের করেন। আবুল কালাম শামসুদ্দিন পত্রিকার সম্পাদক হন। বার্তা বিভাগে মোসলেম আলী বিশ্বাস, নির্মল সেন, যোগদান করেন। পত্রিকার চিপ রিপোর্টার ছিলেন সৈয়দ আসাদুজ্জামান বাচ্চু। রিপোর্টিংয়ে ছিলেন হেদায়েত হোসেন মোরশেদ, নাজিম উদ্দিন মানিক। কবি শামসুর রাহমান মর্নিং নিউজ ছেড়ে কিছু দিন জেহাদের সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন। কিন্তু পরে তিনি আবারও মর্নিং নিউজে ফিরে যান। তার পরিবর্তে আনোয়ার জাহিদ সম্পাদাকীয় বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৬২ সালের ৬ নবেম্বর জেহাদ প্রকাশিত এবং ১৯৬৪ সালের মার্চে বন্ধ হয়ে যায়।

ষাটের দশকের গোড়ায় তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার ইত্তেফাক প্রকাশনা থেকে 'ঢাকা টাইমস' নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সালাহউদ্দিন মাহমুদ। তিনি উর্দূভাষী ছিলেন। বিহারি মোহাজের পরিবারে তার জন্ম। বামপন্থিদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি কবিতা লিখতেন এবং প্রগ্রেসিভ উর্দূ রাইটার্স এসোসিয়েশনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। প্রগতিশীল বাঙালি মহলে তার প্রভাব ছিল। ঢাকা টাইমসে সালাহউদ্দিন মাহমুদের সহকারি ছিলেন দু'জন, এরা হচ্ছেন জহিরুল ইসলাম ও আহমেদ হুমায়ূন।

সালাহউদ্দিন মাহমুদের মুখোশ খুলে যায় ছয় দফা আন্দোলন শুরু হবার কিছু আগে। তিনি প্রথম সন্তর্পণে এবং সতর্কতার সঙ্গে প্রচার শুরু করেন যে, ছয়দফা আসলে আমেরিকার 'সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সির (সিআইএ)' দ্বারা তৈরি। পাকিস্তান যেহেতু ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং চীনের দিকে ঝুঁকেছে, সেহেতু পাকিস্তান ভাগ করার জন্য আমেরিকার পেন্টাগণ একটা নীল নকশা তৈরি করেছে এবং ছয় দফা নাম দিয়ে শেখ মুজিবের মাধ্যমে প্রচার করছে। পিকিংপান্থিরা এই থিওরি সোৎসাহে লুফে নেয়। এ প্রচারণা চালাতে গিয়েই সালাহউদ্দিন মাহমুদের প্রগতিশীল বামপন্থি ছদ্মবেশ উন্মোচিত হয়। ইত্তেফাক প্রকাশনার চাপে তাকে ঢাকা ছাড়তে হয়। পরে জানা যায় যে, তিনি আইয়ূব সরকারের সাংস্কৃতিক গোয়েন্দা সংস্থা ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন (বিএনআর)-এর একজন সদস্য ছিলেন। আইয়ূব খান রাজনীতিকে কলুষিত করার জন্য শুধু সাংবাদিকদেরকেই ব্যবহার করেননি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের হাতে তিনি অর্থ ও

www.pathagar.com

অস্ত্র তুলে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্রতা হন করেছেন। শাসকদের স্বার্থরক্ষায় প্রয়োজনে সুগঠিত প্রাইভেট বাহিনী গঠন, পরিকল্পিত উপায়ে লালন-পালনের অনুশীলন প্রকৃতপক্ষে তখন থেকে রাজনীতিতে প্রবেশ করেছে।

ষাটের দশকে প্রভাবশালী দৈনিক 'আজাদ' পূর্ব-বাংলার মানুষের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মুখপত্রে পরিণত হয়। মওলানা আকরম খাঁর জীবদ্দশাতেই প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ গোষ্ঠীর মুখপত্রের ভূমিকা থেকে প্রগতিশীল গণ-আন্দোলনের বাণী বাহকের ভূমিকায় আজাদের রূপান্তর ঘটে। এর প্রধান কৃতিত্ব মওলানা আকরম খাঁর ছোট ছেলে কামরুল আনাম খাঁ মুকুলের। তিনি প্রিন্টিং টেকনোলজি শেখার জন্য লন্ডনে পড়াশোনা করেন। ফিরে এসে আজাদের দায়িত্ব নেন। আজাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে তিনি শুধু তার কাগজটির চেহারা নয়, চরিত্র ও বদলে দেন। গভর্নর মোনায়েম খার ছবি আজাদে ছাপা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। মোনায়েম খাঁ এর নির্মম প্রতিশোধ নেন। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের কিছু আগে মওলানা আকরম খাঁর মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে তিনি আজাদের পারিবারিক কলহ উস্কে দেন। লালবাগ থানার ওসিকে হাতের পুতুল করে আজাদ অফিসে একটি নির্মম হত্যাকান্ড ঘটার পরিবেশ তৈরি করেন। এই হত্যাকান্ডের আসামি করে কামরুল আনাম খাঁকে জেলে ঢুকিয়ে দেন। সংবাদপত্রের কণ্ঠ রোধ ও ব্যক্তি পূজায় নিয়োজিত সরকারি প্রচারযন্ত্রের সার্বিক ব্যবহার ছিল আইয়ুব শাসনের বলিষ্ঠ স্তম্ভ।

ষাটের দশক থেকেই এদেশে সাংবাদিকদের পেশার উন্নতি সাধন ও সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। অন্যান্য পেশায় যেমন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন, সাংবাদিকতার উন্নতির জন্যও শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ তেমনি জরুরি। সাংবাদিকতা শিক্ষার প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করে উত্তর আমেরিকা। ১৯০১ সালে প্যানসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়ারলটন স্কুল অব বিজনেস সাংবাদিকতার একটি কোর্স চালু করে। ১৯০৪ সালে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় চার বছরের নিয়মিত কোর্স চালু হয়। সাংবাদিকতার ইতিহাসে এটিই প্রথম দীর্ঘতম ও বিধিবদ্ধ কোর্স। ১৯২২ সালে যোশেফ পুলিটজারের ২০ লাখ ডলার দানে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় জার্নালিজম স্কুল চালু করে। সাংবাদিকতায় প্রথম পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করে মিশৌরী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৪ সালে।

এশিয়ায় সাংবাদিকতা শিক্ষার পেশাদারি প্রশিক্ষণ চালু হয় অনেক পরে। ১৯১৯ সালে ম্যানিলায় ফিলিপাইন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা কোর্স চালু হয়। ১৯৩২ সালে জাপানের সোফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১৯৩৮ সালে ভারতের আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতার কোর্স চালু হয়। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সটি কয়েক বছর পর স্থগিত রাখা হয়। তবে পাঞ্জাবে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্সটি অব্যাহত থাকে। সে বিচারে লাহোরই উপমহাদেশের সাংবাদিকতার প্রথম বিদ্যাপীঠ। ১৯৬২ সালের ২ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকতার এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্স চালু করে। মাস্টার ডিগ্রি প্রোগ্রাম চালু হয় ১৯৬৯ সালে এবং তিন বছর মেয়াদি স্নাতক সম্মান কোর্স ১৯৭৭-৭৮ শিক্ষাবর্ষে। স্নাতক পর্যায়ে সম্মান কোর্স চালুর ক্ষেত্রে ও উপমহাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রথম।

www.pathagar.com

ষাটের দশকের ১৯৬৫ সালের ২০ মে এদেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে একটি ভয়াবহ শোকের দিন। ওই দিন ছিল পিআইএ বিমানের করাচি-কায়রোর প্রথম উদ্বোধনী ফ্লাইট। যাত্রী ছিলেন মোট ২৩৪ জন। সংবাদপত্রের লোকদের মধ্যে ছিলেন ঢাকার পাঁচ জন। এরা হচ্ছেন মোজাম্মেল হক, আহমেদুর রহমান, ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, এস, এম হান্নান ও আখতারুজ্জামান। কায়রো বিমান বন্দরে অবতরণকালে ইঞ্জিন বিকল হয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা কবলিত হয় উদ্বোধনী ফ্লাইটের বিমানটি। আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করে আকাশ যানের ভেতরের যাত্রীদের। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আগুনে ঝলসে ভস্মীভূত হয়ে যায় সবগুলো তাজা প্রাণ। কয়েক বর্গমাইল জুড়ে বিমানটির ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আমাদের কলম সৈনিকদের ছিন্নভিন্ন শরীর। এভাবে আমাদের দেশের পাঁচজন সাংবাদিক অকথিত যন্ত্রণায় বরণ করে নেন অকাল মৃত্যুকে।

বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে আহমেদুর রহমান আগাগোড়া ছিলেন একজন প্রতিবাদী সাংবাদিক। সমাজের শোষণ-পীড়ন আর সমকালের গণবিরোধী রাজনীতির বিরুদ্ধে এক শক্তিমান কলমযোদ্ধা। সংগীত সম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান এবং আন্দামানের প্রবাদখ্যাত বন্দি বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের সরাইলের ব্রাহ্মণচিরণ গ্রামের জন্মস্থান সংলগ্ন বড়াইল গ্রামে জন্মগ্রহণকারী আহমেদুর রহমানের সাংবাদিক চৈতন্যে ছিল তার পরিবেশের প্রভাব। ছাপ্পান্ন সালে সহকারি সম্পাদক হিসাবে দৈনিক ইত্তেফাকে যোগ দেবার পর 'ভিমরুল' ছদ্মনামে বেরুতে থাকে তার নিয়মিত কলাম 'মিঠেকড়া'। এই কলামে রাজনৈতিক বিষয়ে শ্লেষাত্মক ঢঙে লেখার জন্য তিনি পাঠক নন্দিত হন। দৈনিক পাকিস্তানের বার্তা-সম্পাদক মোজাম্মেল হক ছিলেন একজন কৃতি সাংবাদিক। তিনি কলকাতার গণবার্তা, সত্যযুগ, স্বরাজ এবং ঢাকার আমার দেশ, আজাদ প্রভৃতি পত্রিকায় কাজ করেছেন। তিনি একজন সফল ট্রেড ইউনিয়ন নেতারূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৬১ সালে তিনি পূর্ব-পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করেন। আপোষহীন নীতি ও চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা কুড়িয়েছিলেন।

নিহত অন্য তিনজনের মধ্যে ফরিদ আহমদ ছিলেন পাকিস্তান অবজারভারের সহকারি সম্পাদক। এম, এ, হান্নান ছিলেন মর্নিং নিউজের সহকারি সম্পাদক এবং আখতারুজ্জামান ছিলেন দৈনিক পয়গামের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক। তিনি ছিলেন তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানের জ্যেষ্ঠপুত্র। কায়রোর ধ্বংসস্তূপে তাদের দগ্ধ বিকৃত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহগুলি শনাক্ত করেছিলেন অনুসন্ধানী দল। গাজী সালাহউদ্দিনের মাজারের কাছে সমাহিত করা হয়েছে এই পাঁচ সাংবাদিককে। সেখানে তাদের নাম উৎকীর্ণ করে নির্মিত হয়েছে একটি স্মৃতিস্তম্ভ।

www.pathagar.com

অধ্যায় : ছয়

গণঅভ্যুত্থান ও স্বাধীনতা সংগ্রামে সংবাদপত্র

১৯৬৮ সালের অক্টোবরে পূর্ব-বাংলায় আইয়ূব সরকার বিরোধী যে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়, ১৯৬৯-এর জানুয়ারিতে তা তুঙ্গে ওঠে, মধ্য জানুয়ারিতে তা গণআন্দোলনে রূপ নেয়। আইয়ুব বিরোধী মিছিল মিটিং সভা সমাবেশ নিত্য দিনকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আইয়ূব খান পুলিশ, ইপিআর ও সেনাবাহিনী দিয়ে ওই আন্দোলন স্তব্ধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আন্দোলন স্তব্ধ হয়নি বরং তা দিন দিন আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯৬৯-এর ২০ জানুয়ারি পুলিশের গুলি বর্ষণে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান নিহত হন। সেদিন পাকিস্তান অবজারভার-এর ফটোগ্রাফার মোজাম্মেল হোসেনও পুলিশের গুলিতে আহত হন। আন্দোলন সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ১৪৪ ধারা জারি, সান্ধ্য আইন জারি এবং শত শত নেতা-কর্মীকে ধরপাকড় করেও আন্দোলন থামানো যায়নি।

আন্দোলন শুধু শহরেই সীমাবদ্ধ রইল না, ক্রমশ তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ দেশের সকল মৌলিক গণতন্ত্রীকে পদত্যাগের আহ্বান জানায়। যে আহ্বানে সাড়া দিয়ে ৭৫ ভাগ মৌলিক গণতন্ত্রী পদত্যাগ করে। পল্লী অঞ্চলে অনেক মৌলিক গণতন্ত্রীকে বিদ্রোহী জনতা হত্যা করে। দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা আন্দোলনের সাথে একাত্ম ঘোষণা করে। ১৬ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যার খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এতে পূর্ব-বাংলার সর্বত্র ছাত্র-জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহা পুলিশের বেয়নেট চার্জের ফলে মৃত্যুবরণ করেন। ড. জোহার মৃত্যু সংবাদে সারা দেশে ব্যাপক গণবিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ১৯৬৯-এর ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবকে সরকার মুক্তি দেয়।

শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়ার পর আন্দোলনের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থায় আপোষ মীমাংসার জন্য আইয়ূব খান বিরোধী নেতৃবৃন্দের এক গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। শেখ মুজিব বৈঠকে যোগ দেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি বৈঠক শুরু হয়ে প্রাথমিক আলোচনার পর ১০ মার্চ তা মুলতবী হয়ে যায়। ওই দিন 'ডাক' নেতারা দুটি দাবী জানান—১. সার্বজননী ভোটে নির্বাচন ও ২. সংসদীয় সরকার পদ্ধতি। প্রেসিডেন্ট এ দাবী মেনে নিলেন তবে তিনি ছয় দফা দাবী মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান। ছয় দফা দাবী আদায়ে ব্যর্থ হয়ে শেখ মুজিব ঢাকা ফিরে এলেন এবং ডাক এর সঙ্গে তার

www.pathagar.com

সম্পর্কেচ্ছেদের কথা ঘোষণা করলেন। তিনি শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানালেন। আন্দোলন ক্রমশ সশস্ত্র রূপ পরিগ্রহ করে। এ অবস্থায় ১৯৬৯-এর ২৫ মার্চ দেশে পুনরায় সামরিক শাসন জারি হয়।

আইয়ুব খানের নিকট থেকে জেনারেল ইয়াহিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করেন ২৮ নভেম্বর ১৯৬৯ জেনারেল ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন যে, যত শিগগির সম্ভব প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। পাশাপাশি তিনি ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর দেশে জাতীয় পরিষদের এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। ১৯৭০ সালের ৩১ মার্চ ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের নির্বাচন সংক্রান্ত বিধান এবং অখন্ড পাকিস্তানের ভবিষ্যত সংবিধান রচনার দিক নির্দেশনা সংক্রান্ত রূপরেখা 'লিগাল ফ্রেম ওয়ার্ক অর্ডার' জারি করেন। আগস্ট মাসে ভয়াবহ বন্যার কারণে ১৯৭০-এর অক্টোবরে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন স্থগিত হয়ে যায়। বন্যার পরেই ১২ নভেম্বরে উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানে ভয়ঙ্কর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস। প্রলঙ্ককরী জলোচ্ছ্বাসের বিপর্যয়কে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠি চরমভাবে অবহেলা করে। কেন্দ্রীয় প্রশাসন দুর্যোগ মোকাবেলায় ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। এ সময় শেখ মুজিব দুর্গতদের পাশে দাঁড়ান।

এ অবস্থায় বেশ কিছু রাজনৈতিক দল নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করে। কিন্তু শেখ মুজিব সরকারকে সতর্ক করে দেন নির্বাচন নস্যাৎ হলে আন্দোলন হবে। অবশেষে ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭ টি আসন আওয়ামী লীগ জয় লাভ করে। নির্বাচনী ফলাফলে ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। পাকিস্তানে ত্রিমুখী শক্তি-আওয়ামী লীগ, পিপলস পার্টি ও সামরিক সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে যায়। অখন্ড পাকিস্তানের অস্তিত্ব ক্রমশ বিলীন হতে শুরু করে। কারণ, ভুট্টো কোনক্রমেই বিরোধী দলে বসতে রাজী হননি। তিনি দুই অংশে দুই প্রধান বিরোধী দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানান। এ দাবি থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের তিনি পক্ষপাতি নন। বরং তিনি সামরিক শক্তির মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে দমন করার পক্ষপাতি।

এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পক্ষে ক্রমশ জনমত সৃষ্টি হতে থাকে। একাত্তরের একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস পালন উপলক্ষে বিভিন্ন মহল থেকে 'স্বাধীন সার্বভৌম' বাংলা প্রতিষ্ঠার দাবী উত্থাপিত হয়। ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ১ মার্চ স্থগিত ঘোষণা করেন। পরদিন ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন প্রাঙ্গনে ছাত্র সমাজ স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করে। ৩ মার্চ থেকে আওয়ামী লীগের নির্দেশে সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ৭ মার্চ শেখ মুজিব রেসকোর্স ময়দানে এক বক্তৃতায় এ সংগ্রামকে স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রাম বলে ঘোষণা করেন। ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে পূর্ব বাংলার সর্বত্র বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং শেখ মুজিবের বাস ভবনেও পতাকা উত্তোলিত হয়। পঁচিশে মার্চ

www.pathagar.com

পাকিস্তানী সৈন্যের আক্রমণ শুরু হলে বাঙালিরা সশস্ত্র প্রতিরোধ ও স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করে।

উনসত্তরের অগ্নিগর্ভে বাংলাদেশ। চারদিকে আন্দোলন, রক্তপাত, ঘেরাও আন্দোলন, জনতা পুলিশ লড়াই বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে পড়ে। ক্যান্টনমেন্ট শহরগুলিতে মাঝে মাঝে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সঙ্গে চলে জঙ্গী জনতার লড়াই। ঢাকার জনতা কারফিফউ ভঙ্গ করে একাধিকবার। এ সংবাদ ফলাও করে তুলে ধরা হয় সে সময়ের আজাদ, সংবাদ, অবজারভার এমনকি ট্রাস্ট ব্যবস্থাধীন দৈনিক পাকিস্তানেও। মর্নিং নিউজে গণআন্দোলনের খবর ছাপা হত নিয়মিত। তবে ট্রিটমেন্ট থেকেই অন্যান্য পত্রিকার সাথে এর ভূমিকার পার্থক্য চোখে পড়ত। মর্নিং নিউজ-এর এই গণবিরোধী ভূমিকার কারণে বিক্ষুব্ধ জনতা ২৪ জানুয়ারি (১৯৬৯) ট্রাস্ট ভবনে আগুন ধরিয়ে দেয়।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে পত্রিকাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জোরালো ভূমিকা পালন করে দৈনিক আজাদ। ১৯৬৬ সালে ইত্তেফাকের প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়ার পর ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে পত্রিকাটি পুনরায় প্রকাশিত হয়। সেই থেকে ইত্তেফাক হয়ে ওঠে আন্দোলনের সক্রিয় সমর্থক। এ সময় সবকটি প্রধান পত্রিকা একযোগে সরকার বিরোধী আন্দোলনকে জোরালো সমর্থন জানায়। আন্দোলনের তীব্রতায় ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খান ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। দেশে সামরিক আইন জারি হয়। ২৬ মার্চ থেকে ধারাবাহিকভাবে জারি হতে থাকে সামরিক আইন বিধি। এর মধ্যে সংবাদপপত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল ৬ নং, ১৭ নং এবং ১৯ নং ধারা। এসব ধারায় সামরিক আইনের সমালোচনা, শাসক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ঘৃণা, বিদ্বেষ বা উত্তেজনা সৃষ্টি জনমনে আতঙ্ক ও হতাশ সৃষ্টি এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি বা বিচ্ছিন্নতার চেষ্টার জন্য বিভিন্ন মেয়াদের সাজা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ড।

৭০-এর নির্বাচনের পরেও জনগণের আন্দোলনকে পত্রিকাগুলো স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন দিয়েছে। এমনকি ঘোর পাকিস্তানপন্থি পত্রিকা মর্নিং নিউজ এবং জামায়াত সমর্থক পত্রিকা সংগ্রামও তখন আন্দোলনের সমর্থনে অন্যান্য সংবাদপত্রের কাতারে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে। অসহযোগ আন্দোলনের আরেক প্রবল সমর্থক পত্রিকা ছিল আবিদুর রহমান সম্পাদিত ইংরেজি দৈনিক 'দ্য পিপল'। এই পত্রিকাটিই প্রথম পাকিস্তান আর্মিকে 'অকুপেশন আর্মি' বলে অভিহিত করে। প্রতিষ্ঠান হিসাবে শুধু সংবাদপত্রসমূহই নয় সাংবাদিকদেরও এই আন্দোলনে সমর্থন ও অংশগ্রহণ ছিল সর্বাত্মক। একাত্তরের ৫ মার্চ আলী আশরাফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পূর্ব-পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের এক সভায় জনগণের সঙ্গে সংহতি ঘোষণা করেন। অসহযোগ আন্দোলনের দুর্বার তরঙ্গে ভেসে যায় সামরিক বিধি। সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণে এর ন্যূনতম কার্যকারিতা ছিল না। সংবাদপত্রগুলোতে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয় আন্দোলনের খবর।

উনসত্তরের অগ্নিগর্ভ সেই দিনে পূর্ব-বাংলা থেকে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—পূর্বাঞ্চল, মা, সমবিধান, নজরুল একাডেমী পত্রিকা, আলো,

www.pathagar.com

যুগের ডাক, বন্যা, মধুমিতা, অধিকার, উত্তরা, গণদাবী, নয়া জামানা, গণবাণী, চিত্রলেখা, মজদুর, তাহজীব ইত্যাদি। জানুয়ারি মাসে লিয়াকত আলীর সম্পাদনায় খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'পূর্বাঞ্চল'। এটি লাকী প্রেস, ১৪ শামসুর রহমান সড়ক, খুলনা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ২৫ পয়সা। ফেব্রুয়ারি মাসে জমিলা বেগমের সম্পাদনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে প্রকাশিত হয় মহিলা মাসিক 'মা'। এটি পলাশবাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে প্রকাশিত এবং স্থানীয় আর্ট প্রেস থেকে মুদ্রিত হত। বাংলা ১৩৭৬-এর বৈশাখ মাসে হরিমোহন চৌধুরীর সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে 'সমবিধান' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিষয়ক একটি পত্রিকা। পত্রিকাটি মুক্তধারা প্রকাশনী, ৪৮ দেওয়ানজী পুকুর লেন চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত এবং শফিউল আলম দৌলার প্রেস চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত হত। ৩৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল মাত্র ৭৫ পয়সা।

বাংলা ১৩৭৬-এর গ্রীষ্মকাল নজরুল একাডেমীর উদ্যোগে ঢাকা থেকে 'নজরুল একাডেমী পত্রিকা' নামে একটি দ্বি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন, সাংবাদিকতা, সাহিত্যিক ভূমিকা, মানস, প্রতিভা, সাহিত্য সংগীত ইত্যাদি সম্পর্কে মননশীল বিশ্লেষণধর্মী ও গবেষণামূলক লেখা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন আকবর উদ্দীন। প্রকাশক তালিম হোসেন। নজরুল একাডেমী, ৩৫৫ আউটার সার্কুলার রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং প্যারামাউন্ট প্রেস ৯, হাটখোলা রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ১৫২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দু'টাকা। ১৬ জুন কুমিল্লা জেলা প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে 'আলো' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটির সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন আখতারুজ্জামান। এটি কুমিল্লা সমবায় প্রেস থেকে মুদ্রিত হত।

১৬ জুলাই নাজিম উদ্দিন আল আজাদের সম্পাদনায় যশোর থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'যুগের ডাক'। এটি মৌসুমী প্রেস দড়াটানা (আলি মঞ্জিল) যশোর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ৩০ পয়সা। বাংলা ১৩৭৬-এর শ্রাবণ মাসে সুনির্মল কুমার দেবের সম্পাদনায় মৌলবী বাজার থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'বন্যা'। এটি সম্পাদক কর্তৃক আধুনিক প্রেস মৌলবীবাজার থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৪২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা। আগস্ট মাসে রিফাত আরার সম্পাদনায় 'মধুমিতা' নামে মহিলাদের জন্য একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৬ সেপ্টেম্বর কাজী জহির উদ্দিন বাবরের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে 'অধিকার' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন শামসুল আলম। পত্রিকাটি লিয়াকত প্রেস চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত এবং ২৮৪ পশ্চিম মাদারবাড়ি কাজি বিলডিং চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম পনর পয়সা।

৫ সেপ্টেম্বর খায়রুল আলমের সম্পাদনায় দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত হয় প্রগতিশীল সাপ্তাহিক 'উত্তরা'। কার্যকরী সম্পাদক ছিলেন শাহজাহান শাহ। এটি নিউ

www.pathagar.com

কোহিনুর প্রেস মুন্সিপাড়া দিনাজপুর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। পৃষ্ঠা ৬ দাম ১৫ পয়সা। এপ্রিল মাসে নাসিরুদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় যশোর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'গণদাবী'। পত্রিকাটি একাত্তরের ১৭ মার্চ সংখ্যায় দেশবাসীকে সরাসরি স্বাধীনতা অর্জনের আহ্বান জানায়। তাই পঁচিশে মার্চের কালো রাতের পর গণদাবীর নিজস্ব মুদ্রণালয় ও অফিস হানাদার বাহিনী ধ্বংস করে দেয়। ১৮ জুলাই মুহিউদ্দিন খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'নয়া জামানা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অনুপম মুদ্রণ, ৩২ শরৎগুপ্ত রোড, ঢাকা থেকে 'নয়া জামানা' মুদ্রিত এবং ৩১ শ্রীশদাস লেন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। ১২ পৃষ্ঠা পত্রিকার দাম ছিল ২৫ পয়সা।

১১ ডিসেম্বর লুৎফর রহমানের সম্পাদনায় খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'গণদাবী'। ৮০, খান জাহান আলী রোড খুলনা থেকে গণদাবী প্রকাশিত এবং মুসলিম স্কলার প্রিন্টিং প্রেস, খুলনা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ১০, মূল্য ১৫ পয়সা। ডিসেম্বর মাসে বন্দর নগরী নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় সচিত্র সিনেমা মাসিক 'চিত্রলেখা'। পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন আলী আজগর। সম্পাদক বুলবুল চৌধুরী। ২০ লিয়াকত আলী খান এভিনিউ নারায়ণগঞ্জ থেকে 'চিত্রলেখা' প্রকাশিত এবং আজগর প্রিন্টিং প্রেস, নারায়ণগঞ্জ থেকে মুদ্রিত হত। ১৬২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল একটাকা পঞ্চাশ পয়সা। ২৫ ডিসেম্বর এম, এ, হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় শ্রমিকদের জন্য সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মজদুর'। পত্রিকাটি বিজে প্রেস ৩/৬ লিয়াকত এভিনিউ ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং ৩৫ লাল মোহন সাহা স্ট্রিট, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ২৫ পয়সা।

১৯৭০ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—অর্চি, নিরিখ, স্বাধীকার, বিপ্লব, বালার্ক, নাজাত, নবারুণ, মনজিল, প্রতিনিধি, সোনার দেশ, বিচিত্রা, চিকিৎসা পরিক্রম, পদ্মা, লাবণী, উত্তরণ, বাংলা ডাইজেস্ট, মাসিক ডাইজেস্ট, সাম্প্রতিক, একতা, পূবালী, সাম্পান, জয় সর্বহারা, পূর্বাশা ইত্যাদি। ফেব্রুয়ারি মাসে শরীফ আজহারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'অর্চি'। ২২ ময়মনসিংহ রোড, ঢাকা থেকে অর্চি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ফেব্রুয়ারি মাসে ফারুক মাহমুদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'নিরিখ'। ৪ বিকে গাঙ্গুলি লেন কায়েতটুলি ঢাকা থেকে নিরিখ প্রকাশিত এবং পূর্বাচল প্রিন্টিং প্রেস ৪ বিকে গাঙ্গুলি লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ২৩ ফেব্রুয়ারি মাহমুদ আলম খানের সম্পাদনায় খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় প্রগতিশীল সাপ্তাহিক 'স্বাধীকার'। এটি ওয়েব পাবলিকেশন্স প্রিন্টিং প্রেস ৩১ সাউথ সেন্ট্রাল রোড, খুলনা থেকে মুদ্রিত এবং ৫৩ ফরাজি পাড়া রোড খুলনা থেকে প্রকাশিত হত। ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ২৫ পয়সা। ১ মে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মেহনতি মানুষের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'বিপ্লব'। প্রধান সম্পাদক ছিলেন আবুল কাশেম। সম্পাদক আবদুর রশিদ ওয়াসেকপূরী। এটি ৬৮ এলিফ্যান্ট রোড ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং আজাদ প্রেস ২৭/এ ঢাকেশ্বরী রোড, রমনা থেকে মুদ্রিত হত।

এপ্রিল মাসে আরেফিন বাদলের সম্পাদনায় টাঙ্গাইল থেকে 'বালার্ক' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল বালার্ক সাহিত্য গোষ্ঠীর মুখপত্র। পত্রিকার

www.pathagar.com

প্রকাশক ছিলেন অসিউর রহমান। মুদ্রক আবদুল করিম খান। এটি কল্লোল মুদ্রায়ণ, টাঙ্গাইল থেকে ছাপা হত। ২৭ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ২৫ পয়সা। ২৯ মে হাফেজ আযীজুল ইসলামের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'নাজাত'। এটি ছিল ইসলামি আন্দোলনের মুখপত্র। পত্রিকাটি শাহীন প্রেস ২৭ উর্দূ রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ২০ পয়সা। বাংলা ১৩৭৭-এর আষাঢ় মাসে কবি আবদুস সাত্তারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'নবারুণ' নামে একটি সচিত্র কিশোর মাসিক প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রকাশক পাকিস্তান পাবলিকেশন্স এর মহিউদ্দিন আহমদ। ক্যাবকো প্রেস ঢাকা থেকে নবারুণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত।

মে মাসে মুহম্মদ হাবিবুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'মনজিল'। পত্রিকার প্রকাশক মুহম্মদ আবদুর রহিম। ওরিয়েন্টাল প্রেস, ১৩ কারকুন বাড়ি লেন, ঢাকা থেকে মনজিল মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৫৬, পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৭৫ পয়সা। ২৩ জুলাই ফরিদ উদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে 'প্রতিনিধি' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। নিউ আর্ট প্রেস, টি, এ, রোড, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে 'প্রতিনিধি' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। পৃষ্ঠা ৯, মূল্য-২০ পয়সা। ২৩ অক্টোবর জাহানারা জামানের সম্পাদনায় রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সোনার দেশ'। রানীবাজার, রাজশাহী থেকে এটি প্রকাশিত এবং কুইজ প্রেস শিল্প এলাকা, সপুরা, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত হত। ১৪ আগস্ট লায়লা সামাদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'চিত্রিতা'। পত্রিকাটি ৬৮/২ পুরানা পল্টন ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। ১৪ আগস্ট ডা. আলী রেজার সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় 'চিকিৎসা পরিক্রম'। এটি ছিল চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। পত্রিকার কার্যকরী সম্পাদক ছিলেন বদরুদ্দীন মাহমুদ। পত্রিকাটি কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেস থেকে মুদ্রিত হত। ১২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ২৫ পয়সা।

১৪ আগস্ট আবদুর রশিদ ওয়াসেকপুরীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'পদ্মা'। সম্পাদক কর্তৃক ১৯/১ আই, শেখ সাহেব বাজার ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং কোয়ালিটি প্রিন্টার্স ৬ রজনী বোস লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ২০ পয়সা। ১৪ আগস্ট লীনা কবিরের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'লাবণী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল মহিলা বিষয়ক পত্রিকা। এটি লাবণী প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ১৪ আগস্ট অধ্যাপক এম দোহার সম্পাদনায় মাদারিপুর থেকে 'উত্তরণ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি আবদুল হাই কর্তৃক মেঘনা আর্ট প্রেস, মাদারিপুর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৪০ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৫০ পয়সা।

আগস্ট মাসে 'বাংলা ডাইজেস্ট' এবং 'মাসিক ডাইজেস্ট' নামে দুটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বাংলা ডাইজেস্ট-এর সম্পাদক ছিলেন মবিন উদ্দিন আহমদ। পত্রিকাটি ৬০ বিজয় নগর ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং পলওয়েল প্রিন্টিং প্রেস ৪১, নয়া পল্টন ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ১৭৬ পৃষ্ঠার এই পত্রিকার দাম ছিল একটাকা পঞ্চাশ পয়সা। মাসিক

www.pathagar.com

ডাইজেস্ট-এর সম্পাদক ছিলেন মোবারক হোসেন। এটি কনসেপ্ট প্রিন্টার্স ২৫, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। বাংলা ১৩৭৭-এর শ্রাবণ মাসে আমিনুল ইসলামের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'সাম্প্রতিক' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। এটি ৪৮ এলিফ্যান্ট রোড ঢাকা ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং লিবার্টি প্রিন্টিং প্রেস ৪৭/১ টয়েনবি সার্কুলার রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৪৭ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম একটাকা।

৯ আগস্ট বজলুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'একতা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন মতিউর রহমান। সাপ্তাহিক একতা ছিল পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র। দেশ স্বাধীন হবার পর পত্রিকাটি বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়। দি পপুলার প্রেস, ১ কেজি গুপ্ত লেন ঢাকা থেকে একতা মুদ্রিত এবং ৩, কাজি আবদুল হামিদ লেন ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। বাংলা ১৩৭৭-এর ভাদ্র মাসে ড. হাসান জামানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'পূবালী'। পাকিস্তান জাতীয় পুনর্গঠন নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল পূবালীর প্রকাশক। কনসেপ্ট প্রিন্টার্স ২৫ এলিফ্যান্ট রোড ঢাকা থেকে 'পূবালী' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৭৫ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৫০ পয়সা।

বাংলা ১৩৭৭-এর ভাদ্র মাসে যাহিদ হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় কিশোর মাসিক 'সাম্পান'। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন আবু সালেহ। এটি ২২ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং এসোসিয়েট প্রিন্টার্স ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৪০ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৩৫ পয়সা। ডিসেম্বর মাসে আজাদ সুলতানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'জয় সর্বহারা' নামে একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল কৃষক সমিতির মুখপত্র। পত্রিকার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। আইডিয়াল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১১৮ ঋষিকেশ দাস রোড, ঢাকা থেকে 'জয় সর্বহারা' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত।

১৯৭০ সালের ১১ জানুয়ারি হাফেজ হাবিবুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'বাংলার বাণী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বাংলার বাণীর অর্থ বাংলার স্বাধীনতার বাণী। এই বাণী বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার প্রত্যয় নিয়েই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলার বাণী নতুন কলেবরে দৈনিক আকারে প্রকাশিত হয়। এ সময় পত্রিকার সম্পাদক হন শেখ ফজলুল হক মণি। শেখ মণি যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন যুবনেতা, সুবক্তা, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

শেখ ফজলুল হক মনি যাদের নিয়ে বাংলার বাণী শুরু করেছিলেন তারা হলেন আজিজ মিসির, মীর নুরুল ইসলাম, ফকীর আবদুর রাজ্জাক, শফিকুল আজিজ মুকুল, ওয়াহিদুজ্জামান মুরাদ, নাজিমুদ্দিন মাণিক প্রমুখ। আজিজ মিসির এককালে ছিলেন চলচ্চিত্র সাংবাদিক। পরে তিনি একজন শক্তিশালী কলামিস্ট ও নাট্যকার হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। মীর নূরুল ইসলাম শুধু একজন সাংবাদিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন

www.pathagar.com

একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক। এ পত্রিকার আরেকজন সাংবাদিক আমির হোসেন ছিলেন দক্ষ রাজনৈতিক কলামিস্ট। প্রথমে বাংলার বাণী ১১৭/এ তেজগাঁ শিল্প এলাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। পরে বাংলার বাণী অফিস ৮১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় স্থানান্তর করা হয় এবং এখানেই বাংলার বাণী প্রেস স্থাপন করা হয়।

এ বছর ১৭ ফেব্রুয়ারি আখতার ফারুকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'দৈনিক সংগ্রাম' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল পূর্ব-পাকিস্তান জামায়াতের মুখপত্র। পরবর্তীতে এটি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামের মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে সংগ্রামের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় ছিলেন ব্যরিস্টার কোরবান আলী ও ফাইয়াজ আহমদ। সম্পাদক আখতার ফারুক ছিলেন ঢাকা কয়েদে আযম কলেজের অধ্যাপক। তিনি পন্ডিত ছিলেন, কিন্তু উগ্র ধর্মীয় চেতনা সব সময় তাকে আচ্ছন্ন করে রাখত। সে সময় সংগ্রামের সম্পাদকীয় বিভাগে ছিলেন আবুল আসাদ, আবদুল মান্নান তালিব, সালাহউদ্দিন জহুরি, মওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতি, ও হাফেজ মুনির উদ্দিন। বার্তা-সম্পাদক ছিলেন আওয়ামী ঘরানার সাংবাদিক মীর নুরুল ইসলাম। এছাড়া, আওয়ামী ঘরানার আরেক সাংবাদিক ছিলেন বিশ্বেশ্বর চৌধুরী।

এ সময় সংগ্রামের অন্যান্য বিভাগে যারা কাজ করতেন তাদের মধ্যে ছিলেন কাজী মোহাম্মদ মোর্তজা আলী, ফরিদ উদ্দিন সিদ্দিকী, মোহাম্মদ মুসা, কাজি শামসুল হুদা, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, শহীদুল আলম, আবদুল হালিম, অধ্যাপক মতিউর রহমান এবং খাদিজা আখতার রেজায়ী। অধ্যাপক মতিউর রহমান সাহিত্যের পাতা এবং খাদিজা আখতার রেজায়ী মহিলা বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। সে সময় সংগ্রাম জনতা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লিমিটেড ৩১ র‍্যাংকিন স্ট্রিট ওয়ারি ঢাকা থেকে ছাপা হত। বর্তমানে আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার ঢাকা থেকে সংগ্রাম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

উল্লেখ্য ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার মাত্র একমাস পূর্বে পূর্ব-বাংলা থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এগুলি হচ্ছে—সাপ্তাহিক স্বরাজ ও সাপ্তাহিক গণবাংলা। ১৯৭১-এর ২০ ফেব্রুয়ারি ফয়েজ আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক স্বরাজ। এটির প্রকাশক ছিলেন আবিদ জুবেরি। ২৩/৩ তোপখানা রোড ঢাকা থেকে স্বরাজ প্রকাশিত এবং প্যারামাউন্ট প্রেস হাটখোলা রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। মাত্র পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশের পর মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। ফলে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ২১ ফেব্রুয়ারি আবিদুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'গণবাংলা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি গণবাংলা মুদ্রায়ণ, শাহবাগ এভিনিউ ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি এটি দৈনিক আকারে পুনঃপ্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

একাত্তরের পত্র-পত্রিকা

উনিশ'শ একাত্তর বাঙালির জাতীয় জীবনে এক যুগান্তকারী ঘটনা। পরাধীনতার কালো কালিমা মুছে দিতে একাত্তরে আত্মশক্তিতে জ্বলে ওঠে বাঙালি। পঁচিশ বছরব্যাপী শোষণ, এক যুগব্যাপী সামরিক শাসনের চাপে বাঙালি মানসের জাগরণ একটি মোহনায় মিলিত হয়। পাকিস্তানের পাশবিক শাসন-শোষণ, অত্যাচার, নির্যাতন ও নিপীড়নের কবল থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার জন্য তারা ফুসে ওঠে। স্বাধীনতার অনির্বান আকাঙ্ক্ষায় ইস্পাত দৃঢ় প্রত্যয়ী হয়ে পড়ে। দৃপ্ত চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়ায় পাকিস্তানি সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে। গড়ে তোলে সশস্ত্র প্রতিরোধ। এই প্রতিরোধ সংগ্রামে দেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরাও পিছিয়ে ছিল না। মুক্তিযুদ্ধে গৌরবময় অবদান রেখেছেন তারা।

মুক্তিযুদ্ধ অথবা গণহত্যা শুরু হবার আগেই সংবাদপত্রগুলো পরিস্থিতির পূর্বাভাষ দিয়েছে, যুদ্ধের সম্ভাবনা সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করেছে। পাশাপাশি সংবাদপত্রগুলো আন্দোলনের গতিধারা ও ঘটনাপ্রবাহের সঠিক প্রচার ও প্রসারে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এ আন্দোলনের স্বপক্ষে সাংবাদিকদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। একাত্তরের ১ মার্চ জারিকৃত ১১০ নং সামরিক বিধি লংঘন করে ৫ মার্চ পূর্ব-পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়ন এ আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে। সামরিক আইনের ওই ধারায় বলা হয়েছিল যে, "পাকিস্তানের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ছবি, খবর, অভিমত, বিবৃতি, মন্তব্য প্রভৃতি মুদ্রণ বা প্রকাশ থেকে সংবাদপত্রসমূহকে বারণ করা হচ্ছে। এই আদেশ লংঘন করা হলে সর্বোচ্চ শাস্তি ১০ বছর সশস্ত্র কারাদন্ড।" এরপরও প্রচন্ড ঝুঁকি নিয়ে সাংবাদিকরা ফলাও করে আন্দোলনের সংবাদ ছেপেছেন। সিংহভাগ পত্রিকা আন্দোলনের স্বপক্ষে সাহসী ভূমিকা পালন করেছে।

একাত্তরের ২৫ মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যখন বাংলাদেশের নিরস্ত্র নিরীহ জনতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেদিন রাতেই আক্রান্ত হয় ইংরেজি দৈনিক 'দ্য পিপল' অফিস। বোমা আর গোলার আঘাতে ওই অফিসটি স্বল্প সময়ের মধ্যে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। নিহত হন ছয় সাংবাদিক কর্মচারি। ২৬ মার্চে ইত্তেফাক আর ২৮ মার্চ সংবাদ অফিস পুড়িয়ে দেয়া হয়। ২৬ মার্চ ইয়াহিয়া জারি করেন ৭৭ নং সামরিক বিধি। এতে ক. পাকিস্তানের অখন্ডতা বা সংহতির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমালোচনা বা সমালোচনার চেষ্টা, খ. সামরিক শাসন এবং তা অব্যাহত রাখার বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমালোচনার চেষ্টা, গ. জনমনে আতঙ্ক বা হতাশা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রচারণা, ঘ. সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ, সরকার অথবা তার কোন সদস্যের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টির চেষ্টা, ঙ. পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের বিরুদ্ধে অথবা পাকিস্তানে বসবাসকারী বিভিন্ন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের নাগরিকদের মধ্যে শক্রতা, ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানোর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চেষ্টা এবং, চ. প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইসলাম ধর্ম অবমাননার চেষ্টা এবং কায়েদে আযমের প্রতি অবমাননার চেষ্টা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। একই বিধিতে সরকার নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন বা ছাড়পত্র ব্যতীত সব ধরনের রাজনৈতিক সংবাদ মুদ্রণ নিষিদ্ধ করে দেয়। এ আদেশ লংঘনের সর্বোচ্চ শাস্তি নির্ধারণ করা হয় সাত বছর সশ্রম কারাদন্ড। এভাবে পাক-হানাদার বাহিনী একাত্তরে সংবাদপত্রের কণ্ঠকে রুদ্ধ করে। সামরিক জান্তা তাদের হত্যাযজ্ঞ গোপন করার জন্য ২৬ মার্চ সকালে ঢাকায় অবস্থানরত বিদেশি সাংবাদিকদের ৩০ মিনিটের মধ্যে ঢাকা ত্যাগের নির্দেশ দেয়। সাংবাদিকদের সকল আলোকচিত্র ও প্রতিবেদন আটক করে তাদেরকে বিমানে তুলে দেয়া হয়। তা সত্ত্বেও এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞের লোমহর্ষক কাহিনীর বিবরণ বিভিন্ন সূত্রে বহির্বিশ্বের মানুষ জানতে পারে।

কিন্তু স্বল্প সময়ের মধ্যে হানাদার বাহিনী উপলব্ধি করে যে, সংবাদপত্রবিহীন দেশ চালালে বাইরের পৃথিবীর কাছে গোমর ফাঁক হয়ে যাবে। তাই দেশে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে এটা প্রমাণের জন্য সামরিক জান্তা সংবাদপত্রের মালিকদের অবিলম্বে পত্রিকা প্রকাশের নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশ অনুসারে ২৯ মার্চ থেকে ইংরেজি দৈনিক মর্নিং নিউজ, পাকিস্তান অবজারভার এবং বাংলা দৈনিক পূর্বদেশ প্রকাশিত হয়। মর্নিং নিউজ ছিল প্রেসট্রাস্টের পত্রিকা এবং পাকিস্তান অবজারভার ও দৈনিক পূর্বদেশ ছিল হামিদুল হক চৌধুরীর মালিকানাধীন পত্রিকা। ৩০ মার্চ প্রকাশিত হয় দৈনিক পাকিস্তান। ১ এপ্রিল প্রকাশিত হয় দৈনিক আজাদ। দৈনিক ইত্তেফাক প্রকাশিত হয় ২১ মে ১৯৭১-এ। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে দৈনিক সংবাদ কখনো প্রকাশিত হয়নি।

একাত্তরের ২৫ মার্চ-এর সেই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির মধ্যে দেশে কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়নি, এমনকি সরকারি সংবাদপত্রও নয়। কিন্তু এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মাঝেও একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তার নাম দৈনিক 'সংগ্রাম'। এটি ছিল স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াতে ইসলামির মুখপত্র। এ সময় আখতার ফারুক ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক। ওই দিন দৈনিক সংগ্রামে পূর্বরাতের নারকীয় হত্যাকান্ড, ধ্বংসযজ্ঞ, ধর্ষণ ও লুটপাটের কোন সংবাদই ছাপা হয়নি। ঘাতকজান্তার বিভিন্ন কঠোর নির্দেশ ও প্রেস নোটে ঠাসা ছিল দৈনিক সংগ্রামের সেদিনের সংখ্যাটি। একাত্তরের নয় মাস দৈনিক সংগ্রাম যে ভূমিকা পালন করেছে, তা আমাদের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক লজ্জাজনক ও কলংকময় অধ্যায়।

২৬ মার্চ থেকে দীর্ঘদিন দৈনিক সংগ্রাম মাত্র এক পৃষ্ঠা ছাপা হয়েছে। প্রেসের কর্মচারিদের অনুপস্থিতি এবং পত্রিকা প্রকাশের আনুষঙ্গিক সাজসরঞ্জামের অভাবে পূর্ণাঙ্গভাবে পত্রিকা বের করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু পত্রিকার কলেবর যতটুকুই

www.pathagar.com

হোক, যুদ্ধের নয় মাসে দৈনিক সংগ্রাম একবারও মানব ইতিহাসের জঘন্যতম এই অধ্যায়ের কথা কখনো পত্রিকার পাতায় তুলে ধরেনি। তারা তাদের লেখনি ও সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছে, দেশে এতদিন অরাজকতা ও বিশৃংখলা চলেছে। ২৫ মার্চের রাত থেকে পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক সোনাবাহিনী দেশে শান্তি শৃংখলা ফিরিয়ে এনে পাকিস্তানকে বাঁচিয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক এবং সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। তাদের ভাষায় হত্যার কথা, ধ্বংসযজ্ঞের কথা, নিপীড়নের কথা, এ সবই হচ্ছে বিদেশী ষড়যন্ত্র, ভারতীয় এবং ইসলামের শত্রুদের অপপ্রচার মাত্র।

যুদ্ধের নয় মাস দৈনিক সংগ্রাম পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামী প্রতিরোধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ লড়াইকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে। পত্রিকাটি মুক্তিযোদ্ধাদের ইসলামের শত্রু, অনুপ্রবেশকারী, দুষ্কৃতিকারী, বিচ্ছিন্নতাবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের দালাল ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছে। কদর্য সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেশের সরলপ্রাণ, ধর্মভীরু জনগণকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালিয়েছে। সে সময় সংগ্রামের সারা পাতা জুড়ে থাকত মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে বিষোদগার। অপর দিকে জল্লাদ ইয়াহিয়া এবং তার ঘাতক বাহিনী, রাজাকার, আলবদরসহ স্বাধীনতা বিরোধীচক্রকে ইসলামের রক্ষক ও স্বাধীনতার অতন্ত্র প্রহরি বলে তাদের গুণকীর্তন করেছে। পত্রিকাটি পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস, জিন্নাহর জন্ম ও মৃত্যু দিবস ইত্যাদি পালন করেছে ঘটা করে।

'সংগ্রাম' বাংলাদেশ সরকারকে অভিহিত করে ভারতের ডাইনি মায়া বলে। ৮ মে এক সম্পাদকীয় লিখে পত্রিকাটি হানাদার বাহিনীর নারকীয় হত্যাকান্ড সমর্থন করে। সম্পাদকীয়তে বলা হয়, "অবৈধ আওয়ামী প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ২৬ মার্চে সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা এঁটে সব আয়োজন সম্পন্ন করেছিলেন, সামরিক সরকার তা জানতে পেরেই পঁচিশে মার্চ দিবাগত রাত্রে আকস্মিক হামলা চালিয়ে তার সে পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দেন এবং পাকিস্তানকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন।" ২৮ মে এক সম্পাদকীয়তে দৈনিক সংগ্রাম সশ্রস্ত্র আলবদর ও আলশামস বাহিনী গঠনের পরামর্শ দেয়। সম্পাদকীয়তে বলা হয়—"আমাদের বিশ্বাস পাকিস্তান ও জাতীয় আদর্শে বিশ্বাসী নির্ভরযোগ্য লোকদের সমন্বয়ে একটি বেসামরিক পোষকধারী বাহিনী গঠন করে তাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র দেয়ার ব্যবস্থা করা হলে অতি তাড়াতাড়ি দুস্কৃতিকারী নির্মূল করা সহজ হবে।" বাঙালি নিধনযজ্ঞে যে টিক্কা খান নজিরবিহীন নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছে বিশ্বজনমতের চাপে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ১ সেপ্টেম্বর তাকে বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাহার করে নেয়। ওই দিন সংগ্রাম বিদায়ী গভর্নরের প্রশস্তি গেয়ে সম্পাদকীয় লেখে। এতে বলা হয়—"পাকিস্তানের ইতিহাসের এক চরম সংকট সন্ধিক্ষণে তিনি যে বীরত্ব, নিষ্ঠা, প্রজ্ঞা ও দৃঢ়তার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছেন, এ দেশের ইতিহাসে তার এ কীর্তি যেমন চিরদিন অম্লান ও অক্ষয় হয়ে থাকবে, তেমনি দেশবাসী তার কাছে থাকবে কৃতজ্ঞ।"

৭ অক্টোবর এই পত্রিকাটি এক সম্পাদকীয় লিখে রাজাকার বাহিনীর হাতে ভারী অস্ত্র প্রদান ও মাদ্রাসার ছাত্র এবং আলেমদের সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানের দাবী জানিয়ে

www.pathagar.com

লেখে—"প্রদেশের অভ্যন্তর ভাগ থেকে দুষ্কৃতিকারী বাহিনী নির্মূল করতে হলে সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহে নির্ভরযোগ্য লোকের মাধ্যমে রেজাকার বাহিনী গঠনই এর মোক্ষম প্রতিকার বলে আমরা মনে করি। তবে শোনা যায় ভারত আজকাল নিজ ভূখন্ড থেকে গোলাবর্ষণের সাথে সাথে দুষ্কৃতিকারীদের ভারি অস্ত্র পরিবেশন করে। রেজাকারদেরকেও ভারি অস্ত্র দেয়া আবশ্যক।...দেশ ও জাতির হেফাজাতের জন্য...দেশের প্রতিটি আলেম ও মাদ্‌রাসা ছাত্রদেরকে সামরিক ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।" ১৩ অক্টোবর সংগ্রামের এক প্রতিবেদনে বলা হয় যে—" তথাকথিত মুক্তিবাহিনীর শতকরা ৯০ জনই হিন্দু....।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা ছিল জামায়াতের জাত শত্রু। জামায়াত আল বদর ও আল শামস বাহিনী গঠন করে বুদ্ধিজীবীদের নির্মমভাবে হত্যা করে। ফ্যাসিস্ট জামায়াতের মুখপত্র দৈনিক সংগ্রাম বুদ্ধিজীবী হত্যার ইঙ্গিত দিয়ে ১২ নভেম্বর এক উপসম্পদকীয় লেখে। এতে বলা হয়—"বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে থেকে যারা দুস্কর্মে সহায়তা করছে তাদেরকে যদি খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়—তবে সেটাই সঠিক পদক্ষেপ হবে বলে আমরা মনে করি। আর এর দ্বারাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র শিক্ষাঙ্গনকে দুস্কৃতিকারীদের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা থেকে মুক্ত করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিস থেকেও সকল ছদ্মবেশী দুস্কৃতিকারীদের উৎখাত করতে হবে। আমরা বহুবার একথা বলেছি যে, আমাদের অভ্যন্তর থেকে ছদ্মবেশী দুস্কৃতিকারীদের উচ্ছেদ করার মাধ্যমেই শুধু আমরা হিন্দুস্তানী চরদের সকল চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিতে পারি। সন্দেহ নেই যে—এ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে আমরা যতই বিলম্ব করব—আমাদের ক্ষতির পরিমাণ ও নিরাপত্তাহীনতার পরিধি ততই বাড়বে।" এর অব্যবহিত পরেই ডিসেম্বর মাসে জামায়াত তার ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে আলবদর ও আলশামস বাহিনীর মাধ্যমে আমাদের কৃতি সন্তান বুদ্ধিজীবীদের সুপরিকল্পিত ও পৈচাশিকভাবে হত্যা করে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সংগ্রামের প্রতি সংখ্যায় মুক্তি সংগ্রামের বিপক্ষে এবং পাক-হানাদার বাহিনী, শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর ও আলশামসসহ কুখ্যাত ঘাতক সংগঠনগুলির প্রশংসা করে সম্পাদকীয় লেখা হত। অজস্র মিথ্যা ও আজগুবি প্রচারণার দ্বারা স্বাধীনতা সংগ্রামের নয় মাস পত্রিকাটি জনগণকে বিপথগামী করার ব্যর্থ চেষ্টা চালায় এবং ঘাতক সামরিক জান্তার মুখপত্র হিসাবে কাজ করে। এ সময় সংগ্রামের বিভিন্ন বিভাগে যারা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতেন তাদের মধ্যে সম্পাদকীয় বিভাগে ছিলেন আবুল আসাদ, জুলফিকার আহমদ কিশমতী, আবদুল কাদের মোল্লা। নিউজ ডেস্কে ছিলেন আবদুল কাদের মিয়া, শেখ এনামুল হক, সালাহউদ্দিন মুহম্মদ বাবর, সাদত হোসেন, কাজী শামসুল হক, আবদুল মান্নান, ফরিদ উদ্দিন সিদ্দিকী, কাজী মোহাম্মদ মোর্তজা প্রমুখ। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে সংগ্রাম অসত্য, বানোয়াট, ভিত্তিহীন খবর ছাপত, ধর্মের নামে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী প্রচারণা চালিয়ে পাকিস্তানি সামরিক জান্তাকে সমর্থন জোগাত। সাংবাদিকতার নামে এই পত্রিকাটির বীভৎস কুৎসা, মিথ্যাচার ও

www.pathagar.com

ষড়যন্ত্র প্রতিটি বাঙালির হৃদয়াবেগের চরম অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। একাত্তরে সংগ্রামের সাংবাদিকতার ধরন ইতিহাসের এক জনবিরোধী, গণবিচ্ছিন্ন, বিষাক্ত সাংবাদিকতার নিদর্শন।

২৫ মার্চের পর ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রধান প্রধান পত্রিকাগুলোর মালিকানা এবং ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে-একমাত্র ইত্তেফাক ছাড়া প্রায় সবকটি পত্রিকাই ছিল কোন না কোন কারণে পাকিস্তান সমর্থক। তবে স্বাধীনতার সমর্থক বহু সাংবাদিক তখন বিভিন্ন পত্রিকায় কাজ করেছেন। অবরুদ্ধ অবস্থায় থেকেও তারা সুকৌশলে স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করতে চেয়েছেন। এজন্যই ৭৭ সামরিক বিধির কার্যকারিতার ওপর দৃষ্টি রাখার জন্য ঢাকায় স্থাপন করা হয় 'সেন্সরশিপ হাউস'। সংবাদপত্রের সাব-এডিটরদেরকে বলা হয় 'লাস্ট চেক পোস্ট'। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকার সংবাদপত্রগুলোর জন্য 'লাস্ট চেক পোস্ট' হিসাবে কাজ করেছে 'সেন্সরশিপ হাউস'। সব খবর সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, নিবন্ধ ছাপার আগে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হত 'সেন্সরশিপ হাউসে'। এটি ছিল কেন্দ্রীয় তথ্য দফতরের অধীন। ঢাকায় তখন দুটি তথ্য দফতর ছিল, একটি কেন্দ্রীয় সরকারের, অন্যটি প্রাদেশিক সরকারের। এ দুটি তথ্য দফতর ছাড়াও ইন্টার সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ছিল। মেজর সালেক ছিলেন এই বিভাগের প্রধান। তিনি ছিলেন সংবাদপত্র অফিসের ত্রাস। পত্র-পত্রিকার ওপর ছিল তার শ্যেন দৃষ্টি। সংবাদপত্রের ওপর প্রি সেন্সরশিপ তো ছিলই, তারপরও নানান ধরনের প্রেস এডভাইস পাঠানো হত। প্রেস এডভাইসের ভাষা ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে।

পাক সামরিক জান্তার বজ্রমুষ্ঠিকে সাংবাদিকরা সুযোগ পেলেই ফসকা গেরোতে রূপান্তরিত করেছেন। সুযোগ পেলেই তারা মনের কথাটি পত্রিকার পাতায় তুলে ধরেছেন, সত্যের স্বরূপ উদঘাটন করে দিয়েছেন। সাংবাদিকদের এ সাহসের মূল্য দিতে হয়েছে বুকের তাজা রক্ত দিয়ে। শত্রুর চোখের সামনে বসে যারা কলম দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন, রুদ্ধ কণ্ঠে বিদ্রোহের অগ্নিমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন, সেই সব সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীরা পাক-হানাদার কিংবা তাদের দোসরদের হাতে নৃশংস ও করুণ মৃত্যুর শিকার হয়েছেন। ১০ ডিসেম্বর আলবদর বাহিনীর কয়েকজন সদস্য ইত্তেফাকের নির্বাহী সম্পাদক সিরাজুদ্দিন হোসেনকে তার বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায় এবং নৃশংসভাবে হত্যা করে। ১৫ ডিসেম্বর আলবদর বাহিনীর সদস্যরা দৈনিক সংবাদের সহকারি সম্পাদক শহীদুল্লাহ কায়সারকে মীরপুরের বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। দৈনিক সংবাদের আরেকজন সাংবাদিক শহীদ সাবেরকে ৩১ মার্চ অফিসেই পাক-বাহিনী আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারে।

১২ ডিসেম্বর আলবদর বাহিনীর সদস্যদের হাতে নিহত হন পিপিআই-এর সংবাদদাতা নিজামউদ্দিন আহমদ। ওই একই দিন রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা দৈনিক পূর্বদেশের সাংবাদিক আনম গোলাম মোস্তফাকে তার বাসা থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। ২৫ মার্চ রাতে দৈনিক আজাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা চিশতি হেলালুর

www.pathagar.com

রহমানকে পাক-হানাদার বাহিনী ইকবাল হলে গুলি করে হত্যা করে। ১১ ডিসেম্বর আলবদর বাহিনীর কয়েকজন সদস্য পিপিআই-এর চিপ রিপোর্টার নাজমুল হককে তার বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়। পরে রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে তাকে হত্যা করে। ২৯ মার্চ পাক-হানাদার বাহিনীর সদস্যরা দৈনিক পয়গামের সাংবাদিক খন্দকার আবু তালেবকে গুলি করে হত্যা করে। ১০ এপ্রিল রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা ঝিনাইদহ প্রেস ক্লাবের সভাপতি শেখ হাবিবুর রহমানকে তার বাসা থেকে ডেকে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।

অক্টোবর মাসে ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী হিসাবে চিহ্নিত করে রাজাকার বাহিনীর কয়েকজন সদস্য মর্নিং নিউজ পত্রিকার সাংবাদিক আবুল বাশার চৌধুরীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ২৮ জুন পাক-আর্মি দৈনিক আজাদের রাজশাহী ব্যুরো চিপ আবু সাঈদকে বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায়। পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জোহা হলের পিছনে তাকে গুলি করে হত্যা করে। ১৪ ডিসেম্বর আলবদর বাহিনীর সদস্যরা সাপ্তাহিক ললনার সাংবাদিক মোহাম্মদ আখতার ও শিলালিপির সম্পাদক সেলিনা আক্তার পারভিনকে নিজ নিজ বাসা থেকে তুলে নিয়ে যায়। পরে মোহাম্মদ আখতারকে রায়ের বাজারের বধ্যভূমিতে এবং সেলিনা আক্তার পারভিনকে আজিমপুরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাক-হানাদারদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন দৈনিক অবজারভারের সাংবাদিক শেখ আবদুল মান্নান (লাডু)।

একাত্তরের ২৫ মার্চ বাঙালি জাতির ওপর আকস্মিক আক্রমণ বাঙালি ও পাকিস্তানিদের মধ্যকার মেরুকরণ চূড়ান্ত করে দেয়। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে অনিবার্য করে তোলে। বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার অঘোষিত যুদ্ধে দেশের সর্বস্তরের মানুষকে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। মহান মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য সাংবাদিকরাও ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। বিভিন্ন সংবাদপত্রে কর্মরত বহু সাংবাদিক মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়দের নাম এখানে দেয়া হল, এম আর আকতার মুকুল (দৈনিক অবজারভার), আবদুল গাফফার চৌধুরী (দৈনিক পূর্বদেশ), ফয়েজ আহমদ (দৈনিক অবজারভার), কামাল লোহানী (দৈনিক পূর্বদেশ), সন্তোষ গুপ্ত (দৈনিক সংবাদ), আল মাহমুদ (দৈনিক ইত্তেফাক), নির্মলেন্দু গুণ (দ্য পিপল), ওয়াহিদুল হক ও মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ (দৈনিক পূর্বদেশ), রণজিৎ পাল চৌধুরী (দৈনিক পূর্বদেশ), আবিদুর রহমান (দ্য পিপল), মোহাম্মদুল্লাহ চৌধুরী (দৈনিক ইত্তেফাক), আবুল হাসনাত (দৈনিক অবজারভার), সাদেক খান (সাপ্তাহিক হলিডে), শফিকুল আজিজ মুকুল (বাংলার বাণী) আমির হোসেন (বাংলার বাণী), আমিনুল হক বাদশা (দৈনিক আজাদ), মৃণাল কুমার রায় (দৈনিক অবজারভার), জালাল উদ্দিন (দৈনিক অবজারভার), আবদুর রাজ্জাক চৌধুরী (দৈনিক বার্তা), আবুল মনজুর (দৈনিক পূর্বদেশ), বেগম মুশতারি শফি (মাসিক বান্ধবী), তোয়াব খান (দৈনিক পাকিস্তান), সাধন কুমার ধর (দৈনিক আজাদী), আলমগীর কবির (চলচ্চিত্র), আলী তারেক, মুসা সাদেক, রণেশ দাশগুপ্ত প্রমুখ। মুক্তিযুদ্ধের সময়

www.pathagar.com

পাকিস্তানের কারাগারে প্রায় চারমাস বন্দি ছিলেন সিলেটের সাপ্তাহিক যুগভেরী সম্পাদক আমিনুর রশিদ চৌধুরী। তিনি একাত্তরের ২৬ মার্চ পাক-আর্মির হাতে বন্দি হন ২২ জুলাই কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন।

সাংবাদিকরা মুক্তিযুদ্ধে গৌরবময় অবদান রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধকে বিস্তৃত ও সংহত করার জন্য তারা স্বীকার করেছেন সর্বোচ্চ ত্যাগ। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দেশের বিভিন্ন মুক্তাঞ্চল থেকে এ সময় বহু পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এসব পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে সাংবাদিকরা দেশের ভেতরে ও বাইরে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে জনমত গড়ে তুলেছেন। ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত ও দলগত উদ্যোগে প্রকাশিত এসব পত্র-পত্রিকার সংখ্যা বিপুল, প্রকাশ ভঙ্গিতে বিচিত্র, কিন্তু আদর্শ তাদের অভিন্ন। ওই সময় প্রায় ৩৬টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এসবের অধিকাংশই ছিল সাপ্তাহিক। কয়েকটি ছিল দৈনিক। দুটি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তার একটি সাপ্তাহিক, অন্যটি ছিল পাক্ষিক। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার মধ্যে রয়েছে—১. জয় বাংলা ঃ ২৬ মার্চের পর বাংলাদেশ থেকে প্রথম প্রকাশিত পত্রিকা 'জয় বাংলা'। এর প্রথম প্রকাশ ৩০ মার্চ, ১৯৭১। উত্তরবঙ্গের নওগাঁ থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন রহমতউল্লাহ। ঢাকার সঙ্গে রাজশাহীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবার পর 'জয় বাংলা' প্রকাশিত হয়। সেন্সরবিহীন এ পত্রিকাটি স্বল্প সময়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। স্বল্পায়ু এই পত্রিকাটি ১১ এপ্রিল বন্ধ হয়ে যায়। জীবন্ত এই পত্রিকাটিতে অবরোধকালীন সময়ের অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে।

২. দৈনিক বাংলাদেশ : ৭ এপ্রিল দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁ থেকে কাজী মাজহারুল হুদার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলাদেশ। ৭ এপ্রিল থেকে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত মোট ছয়টি সংখ্যা বের হবার পর বন্ধ হয়ে যায়। পরে তেতুলিয়ার মুক্তাঞ্চল থেকে ১৮ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত অনিয়মিতভাবে আরো চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ক্ষণজীবী হলেও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নির্ভিক সাংবাদিকতার জন্য এর অবদান অনস্বীকার্য। ৩. বাংলাদেশ ঃ ১৭ এপ্রিল বরিশালের মুক্তাঞ্চল থেকে এম, এম, ইকবাল, মিন্টু বসু ও হেলাল উদ্দিনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় অনিয়মিত অর্ধ-সাপ্তাহিক 'বাংলাদেশ'। এটির প্রকাশক ছিলেন হারেস খান, এনায়েত হোসেন ও মুকুল দাস। প্রথম সংখ্যায় আর্ন্তজাতিক সাহায্য সহযোগিতার জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

৪. জয় বাংলা : ১ মে প্রকাশিত হয় বাংলাদেশ সরকারের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'জয় বাংলা'। টাঙ্গাইল থেকে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য আবদুল মান্নান এই পত্রিকা পরিচালনার সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন। তিনি আহমেদ রফিক নামে এ দায়িত্ব পালন করতেন। পত্রিকার উপদেষ্টাদের মধ্যে ছিলেন আবদুল মতিন চৌধুরী, অধ্যক্ষ মোহাম্মদ খালেদ, জিল্লুর রহমান। সম্পাদক ছিলেন আবদুল গাফফার চৌধুরী। সহকারি সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন আবদুর রাজ্জাক চৌধুরী ও আসাদ চৌধুরী। এছাড়া রণজিৎ নিয়োগী ও রবীন্দ্র গোপ এ পত্রিকার বার্তা-বিভাগে কাজ করতেন। ২১/১ হাক্কাক লেনে পত্রিকার জন্য একটি প্রেস স্থাপন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধে পত্রিকাটি অবিস্মরণীয় ভূমিকা

www.pathagar.com

পালন করে। ৫. বঙ্গবাণী : মে মাসে কে, এম, হোসেনের সম্পাদনায় রাজশাহীর নওগাঁ থেকে প্রকাশিত হয় স্বাধীন বাংলার সাপ্তাহিক মুখপত্র 'বঙ্গবাণী'। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন এম, এ, জলিল। নওগাঁর ফিরোজ প্রিন্টিং প্রেসে এটি ছাপা হত।

৬. স্বদেশ : ১৬ জুন গোলাম সাবদার সিদ্দিকীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক স্বদেশ। এটি সম্পাদক কর্তৃক বর্ণালী প্রেস বাংলাদেশ থেকে মুদ্রিত হত। পত্রিকাটি নিয়মিত ছিল না। ৭. বাংলাদেশ : জুন মাসে আবুল হাসান চৌধুরীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক বাংলাদেশ। আবদুল মোমিন কর্তৃক বাংলাদেশ প্রেস, রমনা ঢাকা থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৯. রণাঙ্গণ : টাঙ্গাইল মুক্তিফৌজের সাপ্তাহিক মুখপত্র। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন রণদূত। টাঙ্গাইল জেলা মুক্তিফৌজের বেসামরিক দফতর থেকে এটি প্রকাশিত হত। রণদূত ছিল সম্পাদকের ছদ্মনাম। পত্রিকাটি শত্রুসেনা পরিবেষ্ঠিত বাংলাদেশ হতে সাইক্লোস্টাইলে প্রকাশিত হত। রণাঙ্গণ : আনোয়ারুল আলম শহীদ ছিলেন রণদূত। এই পত্রিকায় যারা ছিলেন তাদের মধ্যে মাহবুব সাদিক, নূরুল ইসলাম সৈয়দ, মাহবুব হাসান, অন্যতম। টাঙ্গাইল মুক্ত হবার পর শহর থেকে এটি নিয়মিত প্রকাশিত হতো। ৯. স্বাধীন বাংলা : পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জাহানারা কামরুজ্জামান। সম্পাদক এস, এম, এ, আল মাহমুদ চৌধুরী। এটি বলাকা প্রেস জামানগঞ্জ, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত।

১০. মুক্তিযুদ্ধ : এটি ছিল একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। পত্রিকাটি ছিল বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র। মুজিবনগর সরকারের জোর সমর্থক ছিল এবং মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনে সরকারের কার্যক্রমের সমর্থন জানাত। ১১. সোনার বাংলা : এটি ছিল মুক্তিবাহিনীর সাপ্তাহিক মুখপত্র। সম্পাদক ছিলেন সরকার কবির খান। কে, জি, মুস্তাফা কর্তৃক এটি সোনার বাংলা প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। উল্লেখ্য, রংপুর থেকে সোনার বাংলা নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক পূর্ব থেকেই প্রকাশিত হত; তাই পরবর্তীতে সোনার বাংলার নাম পরিবর্তন করে 'বাংলার কথা' রাখা হয়। ১২. বাংলার মুখ : এটি একটি ফিচারধর্মী সাপ্তাহিক। প্রথম প্রকাশ আগস্ট মাসে। সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান আশরাফি। এটি পলাশ আর্ট প্রেস, মুজিব নগর বাংলাদেশ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩. বিপ্লবী বাংলাদেশ : নুরুল আলমের সম্পাদনায় বরিশাল থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক বিপ্লবী বাংলাদেশ। রফিক হায়দার কর্তৃক স্থানীয় চাপা প্রেস থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। এই পত্রিকায় গেরিলা যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কে নিয়মিত লেখা প্রকাশিত হত। ১৪. জন্মভূমি : মুক্তিযুদ্ধের সময় মোস্তফা আল্লামার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'জন্মভূমি'। জন্মভূমি প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স রবীন্দ্র এভিনিউ, মুজিবনগর বাংলাদেশ থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। বিদেশস্থ প্রধান যোগাযোগ অফিস ছিল ৩০/২ শশীভূষণ স্ট্রিট কলকাতা ১২। ১৫. বাংলার বাণী : সেপ্টেম্বর মাসে আমির হোসেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক বাংলার বাণী। ফজলুল হক মণির সম্পাদনায় অনেক আগেই ঢাকা থেকে এ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হত। মুজিবনগর, বাংলার বাণী প্রেস থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত।

www.pathagar.com

১৬. নতুন বাংলা : ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)-এর সাপ্তাহিক মুখপত্র। সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ। পত্রিকাটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ পরিবেশন করত। ১৭. মুক্ত বাংলা : ২০ সেপ্টেম্বর আবুল হাসনাত শাহাদত খানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'মুক্ত বাংলা'। এটি ছিল সিলেটের মুক্তিযোদ্ধাদের সাপ্তাহিক মুখপত্র। আসামের করিমগঞ্জ থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। পত্রিকাটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন আকাদ্দাস সিরাজুল ইসলাম। ১৮. সাপ্তাহিক বাংলা : ২০ সেপ্টেম্বর মাইকেল দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক বাংলা। এটি মুজিবনগর ও সিলেট থেকে একযোগে প্রকাশিত হত। বিজয় কুমার দত্ত কর্তৃক রূপসী বাংলা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স এ পত্রিকাটি মুদ্রিত হত। পত্রিকাটি কূটনৈতিক তৎপরতা চালানোর ওপর জোর দিয়েছিল।

১৯. দাবানল : সম্ভবতঃ আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক দাবানল। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন জিনাত আলী। মোহাম্মদ সেলিম কর্তৃক মুজিব নগরের ত্রিবর্ণ প্রকাশনী হতে পত্রিকাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ২০. প্রতিনিধি : সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক প্রতিনিধি। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আহমেদ ফরিদ উদ্দিন। মুক্তাঞ্চলের রক্তলেখা প্রেস থেকে প্রতিনিধি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ২১. মুক্তি : অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হয় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক মাসিক পত্রিকা 'মুক্তি'। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শরাফউদ্দিন আহমেদ। পত্রিকার প্রকাশক প্রদীপ্ত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী। ২২. সংগ্রামী বাংলা : ১৮ অক্টোবর প্রকাশিত হয় 'সংগ্রামী বাংলা'। পত্রিকার প্রধান পৃষ্ঠাপোষক ছিলেন মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। প্রধান সম্পাদক আবদুর রহমান সিদ্দিকী। সংগ্রামী বাংলা প্রেস ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত।

২৩. অগ্রদূত : আগস্ট মাসে রংপুরের রৌমারীর মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক অগ্রদূত। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন আজিজুল হক। প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মুক্তিফৌজের ওই অঞ্চলের অধিনায়ক জে. রহমান। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সাদাকাত হোসেন এম, এন, এ, এবং নুরুল ইসলাম এমপিএ। প্রকাশক ছিলেন নুরুল ইসলাম। রৌমারি, রংপুর থেকে পত্রিকাটি সাইক্লোস্টাইলে প্রকাশিত হত। ২৪. মুক্ত বাংলা : অবরুদ্ধ বাংলাদেশের কোন এক স্থান থেকে প্রকাশিত হত এক পাতার ক্ষুদে পত্রিকা 'মুক্ত বাংলা'। সম্পাদক ছিলেন 'ফ-জ'। নামটি সাংকেতিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এবং প্রকাশের ঠিকানাও গোপন রাখা হয়েছে। এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি সাইক্লোস্টাইলে প্রকাশিত হত।

২৫. জাগ্রত বাংলা : এটি ছিল মুক্তিফৌজের সাপ্তাহিক মুখপত্র। ময়মনসিংহ জেলা ও উত্তর ঢাকার বেসামরিক দফতর আসাদনগর থেকে জাগ্রত বাংলা প্রকাশিত ও প্রচারিত হত। সম্পাদকমন্ডলির সভাপতি হাফিজউদ্দিন আহমদ। এটি সাইক্লোস্টাইলে প্রকাশিত হত। ২৬. রনাঙ্গণ : রংপুরের মুক্তাঞ্চলের মুক্তিকামী জনতার সাপ্তাহিক মুখপত্র ছিল রনাঙ্গণ। সম্পাদক ছিলেন মুস্তফা করিম। প্রধান উপদেষ্টা মতিয়ার রহমান এম, এন, এ এবং প্রধান পৃষ্ঠপোষক করিম উদ্দিন আহমদ এমপিএ। ২৭. বাংলাদেশ : এটি ছিল একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। সম্পাদক কীর্তি। মুদ্রণে তড়িৎ। সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক

www.pathagar.com

প্রকাশিত ও প্রচারিত। পত্রিকাটি শত্রুসেনা পরিবেষ্টিত বাংলাদেশের কোন এক স্থান হতে সাইক্লোস্টাইলে প্রকাশিত হত। প্রকাশনা ও মুদ্রণ ঠিকানা গোপন রাখা হত। সম্পাদক ছদ্ম নাম ব্যবহার করেছেন। ২৮. স্বাধীন বাংলা : এটি ছিল কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সমন্বয় কমিটির পাক্ষিক মুখপত্র। কাজী জাফর আহমদ ও রাশেদ খান মেননের উদ্যোগে এটি প্রকাশিত হয়। ১ অক্টোবর স্বাধীন বাংলার আত্মপ্রকাশ ঘটে। পত্রিকাটি মুক্তিযুদ্ধকে জনযুদ্ধে রূপান্তর এবং দীর্ঘকালীন গেরিলা যুদ্ধের সমর্থক ছিল।

২৯. দেশ বাংলা : ২৭ অক্টোবর ফেরদৌস আহমদ কোরেশীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'দেশ বাংলা'। এটি দীপক সেন কর্তৃক বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল থেকে মুদ্রিত ও অগ্নিশিখা প্রকাশনীর পক্ষে বিজয়নগর ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। ৩০. দুর্জয় বাংলা : নভেম্বর মাসে তুষারকান্তি করের সম্পাদনায় সিলেট অঞ্চল থেকে প্রকাশিত হয় 'দুর্জয় বাংলা'। সিলেটের সুরমা প্রকাশনী থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। এটির বিদেশস্থ যোগাযোগের ঠিকানা ছিল রফিকুর রহমান, পুরাতন স্টেশন রোড, করিমগঞ্জ, আসাম। ৩১. স্বাধীন বাংলা : সেপ্টেম্বর মাসে সাপ্তাহিক স্বাধীন বাংলা প্রকাশিত হয়। সম্পাদকমন্ডলির সভাপতি খোন্দকার শামসুল আলম দুখু। এটি মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত এবং স্বাধীন বাংলা প্রেস থেকে মুদ্রিত হত। ৩২. আমার দেশ : আগস্ট মাসে খাজা আহমদের সম্পাদনায় নোয়াখালীর মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'আমার দেশ'।

৩৩. সংগ্রামী বাংলা : তেতুলিয়ার মুক্তাঞ্চল থেকে এমদাদুল হকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সংগ্রামী বাংলা'। পত্রিকাটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সিরাজুল ইসলাম এমপিএ। ৩৪. অভিযান : ১৮ নভেম্বর সিকান্দার আবু জাফরের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'অভিযান'। ঢাকা নিউজ পেপার প্রাইভেট লিমিটেড থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত হত। কলকাতা যোগাযোগের অস্থায়ী ঠিকানা ছিল ৮৪/৯ রিপন স্ট্রিট কলকাতা। ৩৫. মায়ের ডাক : মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে সালেহা বেগমের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'মায়ের ডাক'। সম্পাদকমন্ডলির সভাপতি ছিলেন অধ্যক্ষ শেখ আবদুর রহমান। পত্রিকার প্রকাশক শ্রী নিলীমা দে। মুজিবনগর থেকে এটি মুদ্রিত হত।

৩৬. BANGLADESH : জুন মাসে এই ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ সরকারের বহিঃবিশ্ব প্রচার বিভাগ মুজিবনগর থেকে এটি প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হওয়া পর্যন্ত পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাটিতে যোগাযোগের ঠিকানা ছিল ৯ সার্কাস এভিনিউ-কলকাতা। ৩৭. The Nation : ২৪ সেপ্টেম্বর আবদুস সোবহানের সম্পাদনায় এই ইংরেজি পাক্ষিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। 'দি নেশন' পাবলিকেশন মুজিবনগর বাংলাদেশ থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। যোগাযোগ ঠিকানা ছিল ৯ ক্রফড লেন কলিকাতা। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে আরো কিছু পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে—যেমন গেরিলা, লড়াই ইত্যাদি। কিন্তু এ দুটি পত্রিকা সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে সাংবাদিকরা অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু স্বল্প কয়েকজন দেশপ্রেমহীন সাংবাদিক মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন এবং

www.pathagar.com

নানাভাবে পাক-হানাদার বাহিনীকে সহায়তা দান করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন দৈনিক পাকিস্তান অবজারভারের মালিক হামিদুল হক চৌধুরী, দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক আখতার ফারুক, সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতা আনোয়ার জাহিদ, ইত্তেফাকের কলামিস্ট খোন্দকার আবদুল হামিদ, দৈনিক পূর্বদেশের সম্পাদক মাহবুবুল আলম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক আতিকুজ্জামান, দৈনিক সংগ্রামের সহকারি সম্পাদক মওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতি, বর্তমানে সাপ্তাহিক সোনার বাংলার সম্পাদক কামারুজ্জামান; দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার মালিক মওলানা আবদুল মান্নান, দৈনিক সংগ্রামের সাবেক সহকারি সম্পাদক আবদুল কাদের মোল্লা প্রমুখ।

পাকিস্তান আমলে অর্থাৎ ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১-এর সময় পরিসরে প্রায় ৪৯০ টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ২৭টি দৈনিক, ১২৮টি মাসিক, ১৭টি মহিলা বিষয়ক, ৩৩টি শিশু-কিশোর বিষয়ক এবং ২৭টি ত্রৈমাসিক পত্রিকা রয়েছে। নবীন রাষ্ট্র পাকিস্তানে পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কিন্তু এর বেশির ভাগই ছিল রাজনৈতিক ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, পেছনে পড়ে গিয়েছিল পেশাগত উৎকর্ষের চিন্তাটি। পাকিস্তান আমলের পত্রিকাগুলোকে দুভাগে ভাগ করা যায়। একভাগে ছিল রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠা করা, অন্যভাগে ছিল রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানকে অস্বীকার না করেও বাঙালির আত্মানুসন্ধান তথা তার ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো। পত্রিকাগুলো এই মতাদর্শ বিরোধে সরাসরি জড়িয়ে পড়ে। আজাদ, পয়গাম, মর্নিং নিউজ ছিল ঘোর পাকিস্তানপন্থি, অন্যদিকে ইত্তেফাক, সংবাদ ও পাকিস্তান অবজারভার কলম ধরেছে বাঙালির পক্ষে। তবে দুর্ভাগ্য এই যে, গোটা পাকিস্তান আমলে যে সকল বরেন্য সাংবাদিক শাসক গোষ্ঠীর অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেছেন তাদের একটা বড় অংশ দখলদার বাহিনীর হয়ে পত্রিকা বের করেছেন।

www.pathagar.com

অধ্যায় : সাত

মুজিব আমলে সংবাদপত্র

বিপুল প্রত্যাশা, স্বপ্ন আর সম্ভাবনা নিয়ে স্বাধীন হয়েছে বাংলাদেশ। প্রত্যাশা ছিল মুক্তির, সম্ভাবনা ছিল জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের আর স্বপ্ন ছিল গণতন্ত্রের, বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতার। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তা নিয়ে সরকার গঠন করে আওয়ামী লীগ। শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেন। আওয়ামী লীগ কাজ শুরু করে অনেক সমস্যা নিয়ে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের বিপর্যস্ত অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হয় সমাজে আইন-শৃঙ্খলতাহীনতা ও দেশ-বিদেশের ষড়যন্ত্র। দেশের সর্বত্র অস্ত্রের ছড়াছড়ি।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১১ জানুয়ারি তিনি ঘোষণা করেন যে, জাতীয়তাবাদ হবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতির প্রধান স্তম্ভ, গণতন্ত্র হবে এর রাজনৈতি ভিত্তি, সরকার ব্যবস্থা হবে সংসদীয় পদ্ধতির, জনগণের সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় সংসদ হবে সার্বভৌম এবং সংসদের কাছে সরকারের জবাবদিহিতা থাকবে। বাঙালির সুদীর্ঘকালের আশা আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা-চেতনা, আদর্শ ও মূল্যবোধ বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, সর্বোপরি সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের বিধান সন্নিবেশিত করে ১৯৭২ সালে রচিত হয় সংবিধান। ১৬ ডিসেম্বর তা কার্যকর হয়। এটি ছিল একটি অনন্যসাধারণ দলিল।

১৯৭২ সালের জুলাই মাসে রাজনৈতিক অঙ্গনে অশুভ পদধ্বনি শোনা যায়। ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে প্রথমে সৃষ্টি হয় সংকট। পরে বিভক্তি চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। এরই ফলে ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর জন্ম হয়। মেজর জলিল ও আসম আবদুর রবকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। জাসদের জন্মের পেছনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন রহস্যময় রাজনীতি ও জীবনযাত্রার অনুসারী সিরাজুল আলম খান। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সরকারের বিরুদ্ধে জাসদ একের পর এক কর্মসূচী গ্রহণ করে। নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা-কর্মীরা জাসদের কর্মসূচীকে সফল করতে সহায়তা করে। বাহাত্তরের মার্চে সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে সর্বহারা পার্টি একটি নতুন দলিল প্রকাশ

www.pathagar.com

করে। এতে আওয়ামী লীগকে ভারতের 'সেবাদাস' হিসাবে চিহ্নিত করে অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ সম্পন্ন করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানায় এবং সশস্ত্র অপারেশন শুরু করে। অন্যদিকে আলাউদ্দিন, মতিন ও টিপু বিশ্বাসের নেতৃত্বাধীন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম এল) বাহাত্তরে অক্টোবরে অনুষ্ঠিত প্লেনামে গৃহযুদ্ধের রাজনৈতিক লাইন গ্রহণ করে। পাশাপাশি চীনপন্থি কট্টর বামদল আবদুল হকের পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল) বাংলাদেশের স্বাধীনতা মেনে নিতে অস্বীকার করে। ওই সব দলের নেতারা জাতীয় প্রতিরোধের ডাক দেয়। এরা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের শ্রেণী শত্রু আখ্যায়িত করে তাদের হত্যা করতে শুরু করে।

১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ জাতীয় সংসদের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তিনশটি আসনের মধ্যে ২৯১ টি আসনে বিজয়ী হয়। '৭৩-এর শুরু থেকেই দেশে আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টিগুলো তৎপরতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। শ্রেণী শত্রু হত্যা, ব্যাংক ডাকাতি, পুলিশ ক্যাম্প দখল, ফাঁড়ি লুট ইত্যাদির মাধ্যমে দলগুলো তাদের 'বিপ্লবী কর্মকান্ড' ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করে। ১৯৭৩ থেকে ৭৪ সালে সর্বহারা পার্টি প্রায় ৩০টি থানা, ব্যাংক ও ফাঁড়ি অপারেশনে অংশ নেয়। তারা আওয়ামী লীগের বিপুল সংখ্যক নেতা কর্মীকেও হত্যা করে। ৭৪-এর দিকে জাসদও সশস্ত্র কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়। এ সময় যুবলীগের কিছু নেতা অস্ত্র হাতে তুলে নেয় ও এতে স্বেচ্ছাচার চরমে ওঠে।

সরকার দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ১৯৭২ সালের ৭ মার্চ জাতীয় রক্ষীবাহিনী অধ্যাদেশ প্রণয়ন করে এবং ১ ফেব্রুয়ারি থেকে তা কার্যকর বলে গণ্য করার নির্দেশ দেয়। ৭৩-এর ২৭ জুলাই রাষ্ট্রপতি জারিকৃত ৫০ নং ধারায় এই বাহিনী নতুন ক্ষমতা লাভ করে। এতে বলা হয়, জাতীয় রক্ষী বাহিনীর ডেপুটি লিডার ও তার উপরস্থ সকল অফিসার গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই অপরাধী সন্দেহে যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারবেন। এই ধারাটি ছিল জামিন অযোগ্য। রক্ষী বাহিনী সম্পর্কে বিরোধী দলের নেতারা অসংখ্য অভিযোগ উথাপন করে এবং বিরোধী পত্র-পত্রিকাগুলো বিশেষ করে গণকণ্ঠ এ নিয়ে বিস্তর লেখালেখি করে। ১৯৭৩-এর ৩০ নভেম্বর সরকার একাত্তরের দালালদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে।

১৯৭৩-এর শেষ দিকে দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটে। দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন ক্রমশ অসহিষ্ণুতার দিকে ধাবিত হয়। '৭৪-এর শুরু থেকেই দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নৈরাজ্য চরমে ওঠে। চোরাচালান, হাইজ্যাক, ব্যাংক ডাকাতি, গুপ্ত হত্যা স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়। জাসদ ও সর্বহারা পাটির সশস্ত্র তৎপরতা বৃদ্ধির কারণে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারকে হিমসিম খেতে হয়। অর্থনৈতিক কার্যক্রমে শিথিলতা ও মজুদদারীর কারণে দেশে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়। '৭৩-এ সাধারণ ক্ষমার সুযোগ গ্রহণ করে ৩০ হাজার বন্দি মুক্তিলাভ করে। মুক্তি লাভকারী মৌলবাদী দলগুলোর সদস্যরা সামাজিক নৈরাজ্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। '৭৪-এর এপ্রিলে সরকার চোরাকারবারী রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার বিরুদ্ধে বিশেষ সেনা অভিযান পরিচালনা করে।

www.pathagar.com

'৭৪-এর আগস্ট মাসে দেশের ১৯টি জেলায় প্রবল বন্যা হয়। বন্যার পর উত্তর বঙ্গসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। অক্টোবর নভেম্বরে দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা যায়। দুর্ভিক্ষে পর সরকারের হিসাব মতে প্রায় ২৭ হাজার লোক মারা যায়। উদ্ভুদ পরিস্থিতিতে ১৯৭৪-এর ২৮ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন। এর ফলে জনগণের মৌলিক অধিকার স্থগিত হয়ে যায়। এ সম্পর্কে সরকারি ভাষ্যে বলা হয়, "পাক বাহিনীর সহযোগী দালাল, শত্রুদের এজেন্ট এবং বিদেশি শক্তির বেতনভুক একদল চরমপন্থি এমন ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালাচ্ছে যে, রাজনৈতিক স্থিরতা ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া পদে পদে বিপদসংকুল হয়ে পড়েছে। দেশের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ বাংলাদেশের অস্তিত্বের ওপর হুমকি প্রদান করছে।" এ সব কারণেই রাষ্ট্রপতি দেশে জরুরি আইন জারি করেন। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংসদে 'চতুর্থ সংশোধনী' বিল ১৯৭৫ পাশ হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকার বিধি প্রবর্তিত হয়। ১৯৭৫-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠিত হয়। ৭৫-এর ১৬ জুন সংবাদপত্র ডিক্লারেশন বাতিল অধ্যাদেশ জারি হয়। এই অধ্যাদেশে ৪টি দৈনিক সংবাদপত্র ১২২টি সাপ্তাহিক ছাড়া আর সব সংবাদপত্রের ডিক্লারেশন বাতিল করা হয়।

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর উচ্চাভিলাষী কয়েকজন অফিসার শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যাপারে উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে তাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। ৩ নবেম্বর (১৯৭৫) ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অপর একটি অংশ ক্যুর মাধ্যমে খুনী মেজর চক্রকে উৎখাত করে এবং সাময়িকভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে নেয়। ৭ নভেম্বর সেনাবাহিনীর অন্য একটি অংশ রক্তাক্ত ক্যুর মাধ্যমে খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বাধীন অংশকে উৎখাত করে। এরপর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ধীরে ধীরে ক্ষমতায় আসেন।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর সাংবাদিকতা পেশায় একদিকে প্রচন্ড আশাবাদ অন্যদিকে মারাত্মক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতা পূর্বকালে যে সব কৃতি সাংবাদিক এদেশের সাংবাদিকতার অঙ্গনকে আলোকিত করে রেখেছিলেন তাদের অনেকের মৃত্যু, পেশাত্যাগ এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের বিতর্কিত ভূমিকার কারণে সাংবাদিকতার অঙ্গন থেকে নির্বাসিত হন। মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভূমিকা পালনের কারণে 'অবজারভার' ও দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকার মালিক হামিদুল হক চৌধুরী পাকিস্তানে চলে যান। মর্নিং নিউজ ও দৈনিক বাংলা এ দুটিকে পরিত্যক্ত সম্পত্তি ঘোষণা করা হয়। বার্তা সংস্থা এসোসিয়েট প্রেস অব পাকিস্তান এবং পাকিস্তান প্রেস ইন্টারন্যাশনাল (পিপি আই) ছিল মালিক শূন্য। এ সব সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার সাংবাদিকরা পড়েন অনিশ্চয়তার মধ্যে।

সংবাদপত্রের এই নাজুক পরিস্থিতিতে ১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারি সরকার সংবাদপত্র ব্যবস্থাপনা আদেশ জারি করে। সরকার বন্ধ পত্রিকাগুলো চালু করার জন্য

www.pathagar.com

আলী আশরাফকে দৈনিক বাংলার, প্রবীণ সাংবাদিক আবদুল ওহাবকে মর্নিং নিউজ-এর ইবি সিদ্দিকীকে অবজারভার ও পূর্বদেশ পত্রিকার প্রশাসক নিয়োগ করে। ইবি সিদ্দিকী ছিলেন অবজারভার পত্রিকার একজন শেয়ারহোল্ডার। অন্যদিকে বার্তা-সংস্থা এপিপি কিছু দিন এপিবি নামধারণ করে চলে। পরে বাংলাদেশ সংবাদসংস্থা নামে এটি পুনঃগঠিত হয়। এর প্রথম সম্পাদক হন ফয়েজ আহমদ। নয় মাসের যুদ্ধের ভয়াবহতায় টেলিযোগাযোগ তথা বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের যোগসূত্রগুলো দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার ফলে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বেতার প্রেরক ও গ্রাহকযন্ত্রের যে ক্ষতি হয় তা পুনরায় চালু করতে অনেক সময় লাগে। নবপ্রতিষ্ঠিত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব সংবাদ প্রেরণ বা গ্রহণের ব্যবস্থা সে সময়ে একেবারেই ছিল না। স্বাধীনতার পূর্বে আমেরিকান ও রাশিয়ান কনসাল জেনারেলদের অফিসে (দূতাবাস ছিল রাওয়ালপিন্ডি ও করাচিতে) বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকলেও নতুন পরিস্থিতিতে তার ক্ষমতা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত। এই অস্বাভাবিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস-এর) জন্ম হয়।

পাকিস্তান আমলে এপিপির কেন্দ্রীয় অফিস বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খবরাখবর লাভের জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রাহক যন্ত্রগুলো করাচিতে প্রতিষ্ঠা করেছিল। ওই কেন্দ্রীয় অফিস থেকেই সমস্ত খবর ঢাকাসহ আঞ্চলিক অফিসগুলোতে সরবরাহ করা হত। ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ সংবাদসমূহ সরাসরি প্রচার করা হত না। প্রথমে করাচি প্রেরণ করা হত এবং সেখান থেকে (প্রয়োজনে এডিট ও সেন্সর করে) পুনরায় সরবরাহ করা হত। এ অবস্থায় স্বাধীনতার পর বাসস প্রকৃতপক্ষে একটি পঙ্গু প্রতিষ্ঠানরূপে জন্মলাভ করে। তখন টেলিযোগাযোগ বিভাগও ত্বরিৎ ও তাৎক্ষণিক কোন প্রকার আধুনিক ব্যবস্থা দেবার মত ক্ষমতা সম্পন্ন ছিল না। অন্যদিকে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যথা তথ্য দফতর, বৈদেশিক বিভাগ ও অর্থ মন্ত্রণালয়ে সে সময়ে সংবাদ সংস্থা পরিচালনা বা তার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না।

সুতরাং বিদেশি নিউজ এজেন্সিগুলোর সরবরাহকৃত সংবাদ ও পিটিআই-এর ওপর নির্ভর করেই বাসস চালু করা হয়। কোন বিদেশি সংবাদ সংস্থার সাথে সংবাদ সরবরাহের কোন চুক্তি তখনও হয়নি। কেবলমাত্র নিজস্ব খবর দিয়ে দৈনিক পত্রিকা, রেডিও টিভির চাহিদা মেটানো সম্ভব ছিল না। সেক্ষেত্রে খবরের জগতে শূন্যতা সৃষ্টি হয় এবং জনগণ বিশ্বের কর্মকান্ড ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে যায়। সে জন্য দ্রুত বিদেশি সংবাদ লাভের উদ্দেশ্যে রয়টার ও পিটিআই-এর সাথে জরুরিভিত্তিতে সমঝোতায় পৌঁছুতে হয়। পরে এ ব্যাপারে চুক্তি করা হয়। এভাবে বিদেশি সংবাদ সংগ্রহের প্রাথমিক ব্যবস্থা করলেও বাংলাদেশ থেকে অন্যান্য দেশে খবর পাঠাবার কাজ দুরূহই থেকে যায়। বিদেশি সংবাদদাতাগণ স্ব স্ব দূতাবাসের সুযোগ গ্রহণ করতেন। অনেক সময় কলকাতা গিয়ে কেন্দ্রীয় অফিসে খবর পাঠিয়ে ফিরে আসতেন। কিন্তু স্থানীয় সংবাদ সংস্থা হিসাবে বাসস-এর সে সুযোগ ছিল না।

www.pathagar.com

যোগাযোগের এমন অবিশ্বাস্য পরিস্থিতিতে কলকাতার মাধ্যমে দিল্লীর সাথে সংবাদ গ্রহণ ও প্রেরণের একটি চ্যানেল বের করা হয়। সরাসরি টেলিস্টার উপগ্রহের মাধ্যমে ঢাকা থেকে সংবাদ প্রেরণ বা ঢাকার সংবাদ গ্রহণের কোন পন্থাই ছিল না। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি দেশের অর্থনৈতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি প্রদানের খবর, হানাদার পাক-বাহিনীর ধ্বংস লীলা ও গণহত্যা সংক্রান্ত তথ্য, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ইত্যাদি সম্পর্কিত খবরাখবর বিদেশে প্রেরণের প্রয়োজনে প্রথম দিকে অল্প দিনের জন্য হলেও এ ব্যবস্থা গ্রহণের কোন বিকল্প ছিল না। এ ব্যবস্থার ফলে দিল্লি ও কলকাতা থেকে বিদেশি সাংবাদিকগণ বাংলাদেশ সম্পর্কে সংবাদাদি পিটিআই থেকে নিতে পারতেন।

বাহাত্তর সালের মে মাস পর্যন্ত অর্থ দফতর জানতই না যে, জাতীয় সংবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন এবং বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে বিদেশি সংবাদ ক্রয় করতে হয়। এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে স্বল্প কয়েকজন সাংবাদিক নিয়ে বাসস যাত্রা শুরু করে। প্রথম দিকে যারা বাসস-এ কাজ করেন তাদের মধ্যে ছিলেন হাবিবুল্লাহ, আতাউস সামাদ, জাওয়াদুল করিম, এস, এম, এ চৌধুরী, হাসানুজ্জামান, গিয়াস কামাল চৌধুরী, কেবিএম মাহমুদ, জহিরুল হক, ডিপি বড়ুয়া প্রমুখ। ১৯৭২-এর ১ জানুয়ারি বাসস প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে ১৯৭৯ সালে এ বিষয়ে একটি অধ্যাদেশ জারি হয়। '৭৯-এর ৩০ মার্চ থেকে এটি কার্যকর হয়। এই অধ্যাদেশ অনুসারে বাসস-এর কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে—দেশ এবং বিদেশ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করা, সংগৃহীত সংবাদ দেশের মধ্যে প্রচার এবং বিদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলো থেকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ করা, অন্যান্য দেশের সংবাদ সংস্থার সাথে বাংলাদেশের সংবাদ বিনিময়ের ব্যবস্থা করা, সকল প্রকার সংবাদ ও ফটো বা ফিচার বাংলাদেশের ভেতরে বাইরে বিক্রির ব্যবস্থা করা, আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা বা অন্য দেশের সংবাদ সংস্থার সাথে সংবাদ আদান-প্রদানের বিষয়ে চুক্তিসই করা বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার দায়িত্ব।

স্বাধীনতার চেতনায় উদীপ্ত জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মত সংবাদপত্র জগতেও প্রাণপ্রাচুর্য সঞ্চারিত হয়। ১৯৭২ সালে সারাদেশে ৩০টি দৈনিক ১৫১টি সাপ্তাহিক পত্রিকাসহ মোট ৩০০টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ সময় গণবাংলা, দেশ বাংলা, বাংলার মুখ নামে কয়েকটি নতুন দৈনিক বের হয়। সাপ্তাহিক বাংলার বাণী ও গণকণ্ঠ দৈনিকে পরিণত হয়। তদানিন্তন মন্ত্রী এএইচএম কামরুজ্জামান জনপদ নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। আবিদুর রহমানের সম্পাদনায় দি পিপল পুনঃপ্রকাশিত হয়। আজাদ, ইত্তেফাক, সংবাদ এসব ঐতিহ্যবাহী প্রত্রিকাগুলো শত প্রতিকূলতার মধ্যেও প্রকাশনা অব্যাহত রাখে। গভর্নর মোনায়েম খানের পরিবারের মালিকানাধীন পত্রিকা দৈনিক পয়গাম-এর নাম পরিবর্তন করে দৈনিক স্বদেশ নামে চালু রাখার চেষ্টা করে পত্রিকার সাংবাদিক কর্মচারিরা। কিছু দিন চলার পর পত্রিকাটির বিলুপ্তি ঘটে। অন্যদিকে নিউজ এজেন্সি পিপিআই কিছু দিন বিপিআই নামে চালু থাকে।

www.pathagar.com

মিজানুর রহমান ছিলেন এর সম্পাদক। কিন্তু কিছু দিন পর বিপিআই বাসস-এর সঙ্গে একীভূত হয়ে যায় এবং এর সকল সাংবাদিককে বাসস-এ আত্মীকরণ করা হয়।

স্বাধীনতার উষালগ্ন উনিশ শ বাহাত্তরে বাংলাদেশ থেকে যেসব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে— আমার বাংলা, জনমত, সোনার বাংলা, জনমত, গণকণ্ঠ, বাংলার ডাক, যুবশক্তি, আমার বাংলাদেশ, গ্রাম বাংলা, সোনার দেশ, জয়ধ্বনি, গণবাংলা, পথ, কালস্রোত, দীপ্ত বাংলা, মুখপত্র, সূচনা, দেশবাংলা, জন্মভূমি, টেলিগ্রাম, বঙ্গবার্তা, উল্লাস, গণবার্তা, অগ্রদূত, বঙ্গদর্পণ, বাংলার মেয়ে, রূপসী বাংলা, সমাজ, ইঙ্গিত, নবীন, প্লাবন, স্ফুটন, সর্বহারা, হক কথা, বাংলার খুৎবা, সত্যকথা, ভাসানীর জেহাদ, ভাসানীর সত্য কথা, সত্যের জেহাদ, সত্যের জয়, ভাসানীর কথা, ভাসানীর প্রশ্ন, সত্য কথা, ব্যবসা-বাণিজ্য, দেশের কথা, বাংলাদেশ, জবাব, মনোলীন, মনিহার, কালপুরুষ, জননী বাংলা, চরমপত্র, দিগন্ত, নীলাঞ্চল, নবযুগ, বোধি, রজনীগন্ধা, নারীকণ্ঠ, পরিক্রমা, প্রগতি, কালক্রম, বাংলা সাহিত্যিকী, বিপ্লবী বাংলা, মিছিল, সবুজ বাংলা, সেতু, প্রতিভাস, রণরঙ্গিনী, লাঙ্গল, সুচরিতা, প্রতিধ্বনি, লাল পতাকা, লালজান্ডা, কাকলি, মুখপত্র, পানি পরিক্রমা, রূপসী বাংলা, নয়াযুগ, বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা, মানস, অলক্ত, গণমানুষ, যুব বাংলা, অভিমত, পউষ, অশনি, চিকিৎসা সাময়িকী, মনন, স্বপক্ষে, শিল্প বাণিজ্য বার্তা, গণবার্তা, জনবার্তা, অনির্বান, স্বকাল, জাগ্রত জনতা, উপকূল, ছাত্রবার্তা, চাবুক, পাওনা, রূপম, অভিমত, সমীক্ষা, সমীক্ষণ, ললিতা, অধুনা, গণসাহিত্য, রূপসী, ইত্তেহাদ, দেশবার্তা, দীপক, লোক ঐতিহ্য, রোববার, স্বরূপ, গণমুক্তি, অংকুর, কারিগর, কৃষিবাণী, সোভিয়েত সমীক্ষা, আভাস, মুক্তিবাণী, নিপীড়িত কণ্ঠ, সংকেত, বিপ্লবী কণ্ঠ, উত্তরণ, স্বদেশ, গণমুখ, গণমত, আলপনা, রবিবারের চিঠি, জনান্তিক, বীক্ষণ, শীলা কুড়ি, পূর্ণিমা, ডাইজেস্ট, ঢাকা ডাইজেস্ট, থিয়েটার, মৈত্রী, গণডাক, চিত্ররথ, যুববার্তা, সৈকত বার্তা, কুহেলিকা, চতুর্মাত্রা, তিলোত্তমা, নবারুণ, সবুজকণ্ঠ, আরোগ্য, পূর্বাঞ্চল, বাংলাদেশ সংবাদ ও শ্রমিক বার্তা।

১ জানুয়ারি স্বপন দাসগুপ্তের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় 'আমার বাংলা'। এটি ছিল ছাত্রলীগের সাপ্তাহিক মুখপত্র প্রকাশক সৈয়দ বাবর হোসেন। আজাদ প্রেস থেকে 'আমার বাংলা' ছাপা হত। ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল পঁচিশ পয়সা। ওই একই তারিখে অমর সাহার সম্পাদনায় পিরোজপুর থেকে 'জনমত' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন সিরাজুল ইসলাম। প্রকাশক রফিকুল ইসলাম। পিরোজপুর পপুলার প্রেস থেকে এটি ছাপা হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ১৫ পয়সা। ৩ জানুয়ারি আবদুল্লাহ ওয়াজেদের সম্পাদনায় খুলনা থেকে 'সোনার বাংলা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি রয়াল প্রিন্টিং প্রেস ৩ কেডি ঘোষ রোড, খুলনা থেকে ছাপা হত। ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ১৫ পয়সা। ৯ জানুয়ারি ঝিনাইদহ থেকে কালীকিঙ্কর মন্টুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'জনমত'। এডভোকেট ইয়াকুব আলী, এ, কে, এম, গোলাম মহিউদ্দিন এ পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার ছিলেন। প্রকাশক ছিলেন তোয়াজ উদ্দিন আহমদ ও আনোয়ারুল

www.pathagar.com

কবির। ইসলামিয়া প্রেস, ঝিনাইদহ থেকে এটি ছাপা হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ২৫ পয়সা।

১০ জানুয়ারি আল মাহমুদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'গণকণ্ঠ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। স্বাধীনতার নব প্রভাতে গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি তোলার সংকল্প নিয়ে 'গণকণ্ঠ' আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকাটির কার্যনির্বাহী সম্পাদক ছিলেন রায়হান ফেরদৌস। প্রকাশক আফতাব উদ্দিন আহমদ। গণকণ্ঠ মুদ্রায়ণ ৩১/ক র‌্যাংকিন স্ট্রিট ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। প্রকাশের মাত্র ৪২ দিন পর ২১ ফেব্রুয়ারি গণকণ্ঠ দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীতে এটি বিরোধী দলীয় পত্রিকা হিসাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৭৩-এর ২৯ মার্চ দৈনিক গণকণ্ঠের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। পনর দিন বন্ধ থাকার পর ১৩ এপ্রিল এটি পুনঃপ্রকাশিত হয়। ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত পত্রিকাটি এক পৃষ্ঠা, ১৮ এপ্রিল দুই পৃষ্ঠা, ১৯ এপ্রিল চার পৃষ্ঠা, এরপর কিছু দিন ছয় পৃষ্ঠা এবং তারপর যথারীতি আট পৃষ্ঠার পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ সময় 'গণকণ্ঠ' তার পূর্ব গৌরব হারিয়ে ফেলে। এটি জাসদের প্রচারপত্রে পরিণত হয়। ১৯৭৪-এর ১৭ মার্চ গণকণ্ঠ সম্পাদক আল-মাহমুদকে পুলিশ তার বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে। রক্ষীবাহিনী গণকণ্ঠ অফিসে তল্লাশি চালায়। ওই দিন থেকে পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭৪-এর ১ এপ্রিল গণকণ্ঠ পুনঃপ্রকাশিত হয়। সম্পাদক জেলে থাকার কারণে ওয়াজির আল ফারুক ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে জাসদ নেতা কাজী আরেফ আহমদ ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হন।

১৯৭৪-এর জুন মাসের ১৯, ২১, ২৩, ২৬, ২৮, ৩০ এই ছয় দিন এবং জুলাই-এর ৬, ১১, ১২, ১৩, ১৬ এই পাঁচ দিনসহ গণকণ্ঠের মোট ১১টি সংখ্যা রাজেয়াপ্ত করা হয়। শহরভিত্তিক গেরিলা যুদ্ধের কলাকৌশল শীর্ষক ধারাবাহিক নিবন্ধ প্রকাশের জন্য সরকার পত্রিকার ওই সংখ্যাগুলি বাজেয়াপ্ত করে। ১৯৭৪-এর (১৪ নং আইন) বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২ নম্বর ধারার (ছ) উপধারা মোতাবেক ক্ষতিকর রিপোর্ট বলে বর্ণনা করে এই সংখ্যাগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ১৯৭৫-এর ২৭ জানুয়ারি প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স ডিক্লারেশন এন্ড রেজিস্ট্রেশন '৭৩-লংঘন করার দায়ে পুলিশ দৈনিক গণকণ্ঠের ৫৪/সি টিপু সুলতান রোডের অফিস তালাবদ্ধ করে দেয়। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, পত্রিকার মুদ্রক ও প্রকাশক ১৯৭৬ সালে ঢাকা জেলা প্রশাসকের কাছে প্রদত্ত ঘোষণায় বলেছিলেন যে, পত্রিকাটি ঢাকার ৩৬/এ টয়েনবি সার্কুলার রোডস্থ সমকাল মুদ্রায়ণ থেকে ছাপা হবে। কার্যত এ প্রতিশ্রুতি লংঘন করে ৪৫৩/বড় মগবাজারস্থ শতাব্দী প্রিন্টিং প্রেস থেকে ছাপানো হচ্ছিল। এ কারণে পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক মনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে সূত্রপুর থানায় পাঁচটি এবং ফরিদপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। ১৯৭৫-এর ১০ মার্চ এক বছর কারাভোগের পর কবি আল-মাহমুদ ঢাকা কেন্দ্রিয় কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। সরকার তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সব মামলা প্রত্যাহার করে নেন। চার বছর গণকণ্ঠ বন্ধ থাকার পর ১৯৭৯-এর ৫ ফেব্রুয়ারি পুনঃপ্রকাশিত হয়। এ সময় মনিরুল ইসলাম পত্রিকার সম্পাদক হন।

www.pathagar.com

পরবর্তীতে মির্জা সুলতান রাজা গণকণ্ঠের সম্পাদক হন। ১৯৮২ সালে পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

১২ জানুয়ারি আবদুল হামিদের সম্পাদনায় কুড়িগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বাংলার ডাক'। প্রকাশক অধ্যাপক হায়দার আলী। ইউর প্রেস, কুড়িগ্রাম থেকে পত্রিকাটি ছাপা হত। চারপৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ২০ পয়সা। ১৯ জানুয়ারি মিহির কুমার কর্মকারের সম্পাদনায় ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'যুবশক্তি'। অরিয়েন্টাল প্রিন্টিং প্রেস ফরিদপুর থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। পত্রিকাটি সে সময় ফরিদপুরের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ফেব্রুয়ারি মাসে এ, এম, শামসুল আলমের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'আমার বাংলাদেশ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটির ভারপ্রাপপ্ত সম্পাদক ছিলেন শহীদ মাহমুদ। দি ইকনমিক প্রিন্টার্স ১৬৮ নবাবপুর ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ২০ পয়সা। ২১ ফেব্রুয়ারি ইয়াকুব আলী শিকদারের সম্পাদনায় পটুয়াখালি থেকে প্রকাশিত হয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক 'গ্রাম বাংলা'। পপুলার প্রেস, পটুয়াখালি থেকে পত্রিকাটি ছাপা হত।

২১ জানুয়ারি ইকবাল হোসায়নের সম্পাদনায় ঝিকরগাছা যশোর থেকে 'সোনার দেশ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন এস, কে, আসাদুল হক। পত্রিকাটি ডায়মন্ড প্রেস, কাজীপাড়া সড়ক যশোর থেকে মুদ্রিত এবং ঝিকর গাছা যশোর থেকে প্রকাশিত। ওই একই তারিখে (২১ জানুয়ারি) মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। জাতীয় মুদ্রণ, ১০৯ ঋষিকেশ দাস রোড ঢাকা থেকে 'সোনার বাংলা' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ২৫ পয়সা। স্মরণযোগ্য, চল্লিশেরদশকে ১ শ্রীশদাস লেন থেকে সাপ্তাহিক সোনার বাংলা প্রথম প্রকাশিত হয়। নলিনী কিশোরগুহ ছিলেন সোনার বাংলার প্রথম সম্পাদক। সোনার বাংলা ছিল মূলত একটি সাহিত্য পত্রিকা। অবিভক্ত বাংলার এমন কোন বড় সাহিত্যিক নাই-যার লেখা সোনার বাংলায় প্রকাশিত হয়নি। ক্রাউন সাইজের কাগজে দু'রঙা প্রচ্ছদে ছাপা হত পত্রিকাটি। প্রথম পাতায় থাকত সম্পাদকীয়, তারপর কয়েক পাতা জুড়ে দেশ-বিদেশের খবর। তারপর থাকত গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ। বাংলা ভাগ হবার পরও সোনার বাংলা টিকে ছিল। তবে পৃষ্ঠা সংখ্যা কমে গিয়েছিল। কলকাতায় সোনার বাংলার একটা সাব-অফিস ছিল। ৫০-এর দাঙ্গার পর সোনার বাংলা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৮২ সালের ২৩ নভেম্বর সোনার বাংলা তৃতীয় পর্যায়ে প্রকাশিত হয়। এ সময় সোনার বাংলার প্রধান সম্পাদক হন মহিউদ্দিন আহমদ। সম্পাদক হন জামায়াত নেতা মুহম্মদ কামারুজ্জামান। পত্রিকার প্রকাশনা এখনও অব্যাহত রয়েছে। জামায়াতের সাপ্তাহিক মুখপত্র হিসাবে সোনার বাংলা ৪২৩, এলিফ্যান্ট রোড বড় মগবাজার ঢাকা থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

২৪ জানুয়ারি আবদুল কাইয়ূম মুকুলের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'জয়ধ্বনি'। এটি ছিল ছাত্র ইউনিয়নের মুখপত্র। ১০ পুরানা পল্টন ঢাকা থেকে

www.pathagar.com

জয়ধ্বনি প্রকাশিত এবং এসোসিয়েট প্রিন্টার্স, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ১০ পয়সা। ২৬ জানুয়ারি আবদুর রাজ্জাকের সম্পাদনায় শাহজাদপুর পাবনা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'গণবাংলা'। এর প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন মুহম্মদ এবাদত আলী। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আবদুল মতিন। এটি মনিরামপুর বাজার শাহজাদপুর পাবনা থেকে প্রকাশিত এবং স্থানীয় আজাদ প্রেস থেকে মুদ্রিত হত। ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ২০ পয়সা। ২৫ জানুয়ারি মুহম্মদ হানিফের সম্পাদনায় ফেনী থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'পথ'। ট্রাঙ্করোড ফেনী থেকে 'পথ' প্রকাশিত এবং আধুনিক ছাপাঘর ফেনী থেকে মুদ্রিত হত। পরে এ অদূদ পত্রিকার সম্পাদক হন। চার বছর চলার পর পথ অর্ধ-সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয়।

জানুয়ারি মাসে কামরুল ইসলামের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'কালস্রোত' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিল্পকলা বিষয়ক একটি পত্রিকা। আবদুল আওয়াল পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। এটি শাহীন প্রেস, ৭০ হরনাথ ঘোষ রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। জানুয়ারি মাসেই সুফী আবদুল্লা আল মামুনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'দীপ্ত বাংলা' নামে একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রধান সহকারি সম্পাদক ছিলেন রফিকুল ইসলাম এবং মাসুদ রানা ছিলেন সহকারি সম্পাদক। সুফী মোতাহার হোসেন চৌধুরী প্রকাশনী, ২৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা থেকে দীপ্তবাংলা প্রকাশিত এবং বাংলা প্রেস, ইস্পাহানি ভবন, বাংলা বাজার ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত।

জানুয়ারিতে সাখাওয়াত হোসেনের সম্পাদনায় নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'সূচনা'। এটি ছিল একটি সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা। পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন শামসুল হুদা। এটি ছিল বর্ণমিছিল সাহিত্য সংসদের মুখপত্র। ৫১, উত্তর চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ থেকে 'সূচনা' প্রকাশিত এবং সূচনা মুদ্রায়ণ, ২৫৬ বিকে, রোড, নারায়ণগঞ্জ থেকে মুদ্রিত হত। ১ ফেব্রুয়ারি আবু হেনার সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে 'দেশ বাংলা' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ইসলামিয়া প্রিন্টিং প্রেস, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত এবং ৬ আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হত। ১৯৭৩-এর ১২ আগস্ট দেশ বাংলায় "বিদেশী অস্ত্রে সুসজ্জিত বিদ্রোহীদের হাতে রাঙ্গামাটি শহরের পতনের আশঙ্কা" শীর্ষক সংবাদ প্রকাশের দায়ে ওই দিন রাতে পুলিশ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক মৃণাল চক্রবর্তীসহ দু'জন সাংবাদিক ও আটজন প্রেস কর্মচারীকে গ্রেফতার করে এবং পত্রিকা অফিসে তালা লাগিয়ে দেয়। ফলে পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ১৬ আগস্ট বার্তা-সম্পাদক বাদে সকল সাংবাদিক ও কর্মচারিদের মুক্তি দেয়া হয়। প্রধান মন্ত্রি শেখ মুজিবের নির্দেশে ৮ সেপ্টেম্বর বার্তা সম্পাদক মৃণাল চক্রবর্তী মুক্তি পান। পরবর্তীতে ১৯৭৩-এর ডিসেম্বর দেশ বাংলা অফিসের তালা খুলে দেয়া হয়।

৪ ফেব্রুয়ারি অধ্যাপক আলী আহমদের সম্পাদনায় খুলনা থেকে 'জন্মভূমি' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। হুমায়ূন কবির বালু পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। মধুমতি মুদ্রণালয়, ২০ খান জাহান আলী সড়ক, খুলনা থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত

www.pathagar.com

এবং ১৫ ইকবাল নগর মসজিদ লেন, খুলনা থেকে প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ৪০ পয়সা। কাজী সিরাজউদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'টেলিগ্রাম' নামে একটি সান্ধ্য দৈনিক প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি টেলিগ্রাম মুদ্রায়ণ ৪২/৪৩ পুরানা পল্টন ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। দুই পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ১০ পয়সা। দু'মাস পরেই পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ১১ ফেব্রুয়ারি এ, কে, এম, সাখাওয়াত হোসেনের সম্পাদনায় বন্দর নগরী চট্টলা থেকে 'বঙ্গবার্তা' নামে একটি সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। হোসাইনী প্রকাশনী ১০১ মোমিন রোড, চট্টগ্রাম থেকে বঙ্গবার্তা প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ আর্ট প্রেস, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত হত। মাত্র ৪৫ দিন সান্ধ্য দৈনিক হিসাবে প্রকাশের পর ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস থেকে বঙ্গবার্তা প্রতিদিন সকালে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৭৩ সালের ২৭ আগস্ট পত্রিকাটি ঢাকায় স্থানান্তরিত করা হয়। ফয়েজ আহমদ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হন। এ সময় বঙ্গবার্তা শোষিত মানুষের সংগ্রামের সাথে নিবিড় সখ্যতার নীতির প্রতি অবিচলভাবে বিশ্বস্ত থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। এটি জাগৃতি মুদ্রায়ণ থেকে মুদ্রিত এবং ৩৬ পাইওনিয়ার রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। পত্রিকার অর্থ জোগানদার ছিলেন ভাসানী ন্যাপের কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্য এ, কে, এম, গোলাম কবির। নানামুখী চাপের কারণে তিনি পত্রিকার অর্থ জোগান বন্ধ করে দেন। ফলে ১৯৭৪-এর ৪ জানুয়ারি পত্রিকাটির অকাল মৃত্যু ঘটে।

২১ ফেব্রুয়ারি দিলওয়ারের সম্পাদনায় সিলেট থেকে 'উল্লাস' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটির কার্যনির্বাহী সম্পাদক ছিলেন আশরাফ উদ্দিন ভূইয়া। সহ-সম্পাদক বদরুল হক। বলাকা প্রিন্টার্স, জল্লারপাড়, সিলেট থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ২৫ পয়সা। ওই একই তারিখে গাইবান্ধা থেকে মুহম্মদ আতাউর রহমানের সম্পাদনায় 'গণবার্তা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। হেলাল প্রেস গাইবান্ধা থেকে 'গণবার্তা' মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ২০ পয়সা। জাতীয় শ্রমিক লীগের সাপ্তাহিক মুখপত্র 'বঙ্গ দর্পণ' প্রকাশিত হয় ২১ ফেব্রুয়ারি। সম্পাদক ছিলেন নুরুল আনোয়ার। ইম্পেরিয়াল প্রেস, ৩৪৮ তেজগাঁও ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ২৫ পয়সা। ২১ ফেব্রুয়ারি বেগম আশরাফুন্নেসার সম্পাদনায় খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় মহিলা বিষয়ক মাসিক 'বাংলার মেয়ে'। মুসলিম স্কলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস, খুলনা থেকে বাংলার মেয়ে মুদ্রিত এবং ৯ বাবু খান রোড, খুলনা থেকে প্রকাশিত। ৪০ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল পঞ্চাশ পয়সা। ফেব্রুয়ারিতে অধ্যাপক আবদুল ওহাবের সম্পাদনায় কুমিল্লা থেকে 'রূপসী বাংলা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। চৌধুরী পাড়া কুমিল্লা থেকে রূপসী বাংলা প্রকাশিত এবং জেলা বোর্ড প্রেস কুমিল্লা থেকে মুদ্রিত হত। চার পৃষ্ঠার ত্রিকার মূল্য ছিল ৪০ পয়সা।

২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবসের স্বর্ণকরোজ্জল পূণ্য প্রভাতে আবুল বাশার মৃধার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'সমাজ' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৮৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে সমাজ প্রকাশিত এবং সাঈদা প্রেস ৮, রজনী

www.pathagar.com

বোস লেন ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ১৯৭৪-এর ৬ আগস্ট পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ২৫ ফেব্রুয়ারি মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাকের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে 'ইংগিত' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ প্রেস, চট্টগ্রাম থেকে ইংগিত মুদ্রিত এবং ৫১, ঘাট ফরহাদ বেগ, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ২০ পয়সা। ফেব্রুয়ারি মাসে মোস্তফা হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'নবীন'। এটির পরিচালনা সম্পাদক ছিলেন শাহাদত হোসেন, যুগ্ম-সম্পাদক আসাদ বেল্লাল। কনসেপ্ট প্রিন্টার্স ২৫ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা থেকে নবীন মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ফেব্রুয়ারি মাসে আকরাম হোসেন রাজার সম্পাদনায় খুলনা থেকে 'প্লাবন' নামে একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্লাবনের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন আলমগীর আহসানউল্লা, সহ-সম্পাদক মনির হক ও সিরাজুল আমিন। উল্কা প্রেস, শেখপাড়া, বাজার থেকে প্লাবন মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত।

ফেব্রুয়ারি মাসে তাপস মজুমদারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'অংকুর'। এটি ছিল সাহিত্য, সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা। পত্রিকাটির সহযোগী সম্পাদক ছিলেন গিয়াসউদ্দিন আহমদ ও নজরুল ইসলাম। এটি ছিল প্রদীপ্ত সাহিত্য ও সংস্কৃতি গোষ্ঠীর মুখপত্র। ২২ কোর্ট হাউস স্ট্রিট, ঢাকা থেকে অংকুর প্রকাশিত এবং সলিমাবাদ প্রেস ২১/৩ কোর্ট হাউস স্ট্রিট, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৩০ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা। ফেব্রুয়ারি মাসে আজাদ সুলতানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'সর্বহারা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল ন্যাপের মুখপত্র। এতে শুধু পার্টির সাংগঠনিক তৎপরতা ও কার্যাবলীর বিস্তারিত তথ্য প্রকাশিত হত। এর প্রকাশক ছিলেন মহিবুর রহমান। ৫৩, লক্ষ্মিবাজার ঢাকা থেকে সর্বহারা প্রকাশিত এবং নাসিম প্রিন্টিং প্রেস ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত হত।

২৫ ফেব্রুয়ারি সৈয়দ ইরফানুল বারীর সম্পাদনায় টাঙ্গাইল থেকে 'হক কথা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটির প্রকাশক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। এটি প্রথম কল্লোল প্রেস, সদর সড়ক টাঙ্গাইল থেকে মুদ্রিত এবং সন্তোষ টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত হত। পত্রিকাটি পরে শান্তি প্রেস, সন্তোষ টাঙ্গাইল থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। হক কথায় সাপ্তাহিক খবর ছাড়াও গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ব্যঙ্গাত্মক রচনা ইত্যাদি প্রকাশিত হত। এছাড়াও, নিয়মিত বিভাগে, মুরিদের দরবার, ইহা কি সত্য, পাঠকের অভিমত, এমসিএ-দের কান্ড, এসব বিষয় থাকত। ১৯৭২-এর ২৩ জুন সরকার হক কথার সম্পাদক ইরফানুল বারীকে '৭২-এর দালাল আইনে গ্রেফতার করে। পরবর্তী সংখ্যা থেকে মওলানা ভাসানী ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭২-এর ১৩ সেপ্টেম্বর হক কথা, মুখপত্র, স্পোকেসম্যান, লাল পতাকা ও বাংলার মুখ, এই পাঁচটি পত্রিকা কেন নিষিদ্ধ করা হবে না ১০ দিনের মধ্যে তার কারণ দর্শানোর জন্য সরকার নোটিশ দেয়। কাল্পনিক, বিদ্বেষমূলক, মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যমূলক সংবাদ পরিবেশনের অভিযোগে এই নোটিশ দেয়া হয়।

১৯৭২-এর ২২ সেপ্টেম্বর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স (পিপিও)-এর ২৬ ধারা বলে সরকার হক কথার ডিক্লারেশন বাতিল ঘোষণা করে এবং হককথার

www.pathagar.com

ছাপাখানা শান্তি প্রেসকেও পিপিও-এর ২৩ (ক) ধারাবলে পুনরায় আদেশ না দেয়া পর্যন্ত বই ও সংবাদপত্র না ছাপার নির্দেশ দেয়। সেই সঙ্গে সরকার বাংলা সাপ্তাহিক মুখপত্র ও ইংরেজি সাপ্তাহিক স্পোকসম্যান পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করে এবং ওই সব প্রেসগুলোকেও পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত বই বা সংবাদপত্র প্রকাশ না করার নির্দেশ দেয়।

হককথা বন্ধ হওয়ার পর মওলানা ভাসানী কয়েকটি অনিয়মিত সংবাদ বুলেটিন প্রকাশ করেন। ৩ নবেম্বর প্রকাশিত হয় বাংলা খুতবা। আট পৃষ্ঠার এই বুলেটিনের মূল্য ছিল ২৫ পয়সা। ২০ নবেম্বর প্রকাশ করেন ছয় পৃষ্ঠার বুলেটিন 'সত্যকথা'। ১৯৭৩-এর ' ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয় 'ভাসানীর জেহাদ'। ৭৩-এর ৪ এপ্রিল প্রকাশিত হয় 'ভাসানীর সত্যকথা'। ৭ মে প্রকাশিত হয় 'সত্যের জেহাদ', ১৩ মে প্রকাশিত হয় 'সত্যের জয়'। ১৯৭৩ সালের ১৭ অক্টোবর 'হককথার' সম্পাদক ইরফানুল বারী ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে মুক্তিপান। ১৯৭৪-এর জানুয়ারি 'ভাসানীর কথা' নামে জনগণের প্রতি ভাসানীর একটি জরুরি বার্তা প্রকাশিত হয়। ৭৪-এর ২ ফেব্রুয়ারি জনগণের প্রতি মওলানা ভাসানীর আহ্বান সম্বলিত 'সত্যকথা' নামে আরো একটি বুলেটিন প্রকাশিত হয়। এ সব বুলেটিনই শান্তি প্রেস সন্তোষ, টাঙ্গাইল থেকে মওলানা ভাসানী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ১৯৭৬-এর ১২ জানুয়ারি সরকার হককথা পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দেয়।

১৯৭২-এর ৭ মার্চ কাজী শাহ আলম হাফিজ এবং আহমদ ফারুকের যৌথ সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'ব্যবসা-বাণিজ্য' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল অর্থনীতি বিষয়ক পত্রিকা। টেকনো ট্রেড, ৫১ দিলকুশ বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত এবং পলওয়েল প্রিন্টিং প্রেস, নয়াপল্টন ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। দশ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ৩০ পয়সা। ৫ মার্চ মুহম্মদ আবদুল হাই-এর সম্পাদনায় সুনামগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় অর্ধ সাপ্তাহিক 'দেশের কথা।' এটি ছিল সুনামগঞ্জ লেখক সমিতির মুখপত্র। মুর্শেদ প্রেস, বাসস্ট্যান্ড, সুনামগঞ্জ থেকে দেশের কথা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৫ মার্চ খোন্দকার আতাউল হকের সম্পাদনায় ফরিদপুর থেকে 'বাংলাদেশ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সহ-সম্পাদক ছিলেন কায়েস বজলুর রহমান ও দুলাল চন্দ্র দাস। এটি ফরিদপুর মোসলেম প্রিন্টিং প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ২০ পয়সা।

১০ মার্চ বিপ্লব মিত্র ও প্রতিমা রায়ের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'জবাব' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটির প্রধান সম্পাদক ছিলেন কাজী আবদুল খালেক, উপদেষ্টা সম্পাদক সিকান্দার চৌধুরী। জবাব প্রকাশন, ৪৭/৩ টয়েনবি সার্কুলার রোড ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ২৬ মার্চ রফিক নওশাদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'কালপুরুষ' নামে একটি ত্রৈমাসিক কবিতা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর সহযোগী সম্পাদক ছিলেন মোতাহার হোসেন ও মুহম্মদ কামাল উদ্দিন। শব্দরূপ প্রকাশনী, ১৮৫ বাসাবো, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং স্টার প্রেস ২১/১ শেখ সাহেব বাজার রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ২৩ মার্চ হাবিবুর রহমান আজাদের সম্পাদনায় মাদারিপুর থেকে

www.pathagar.com

'জননী বাংলা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'কো-অপারেটিভ' প্রেস, মাদারিপুর থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত।

২৬ মার্চ বোরহান আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'চরমপত্র' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটির প্রধান সম্পাদক ছিলেন আজিজুল হক ভূঁইয়া, যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন সালেহ আহমদ। ১২১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে 'চরমপত্র' প্রকাশিত এবং এ্যাবকো প্রেস ৬/৭ আওলাদ হোসেন লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৩০ পয়সা। মার্চ মাসে কলিমদাদ খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'দিগন্ত' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল একটি সাহিত্য মাসিক। ১৯ কামিনীভূষণ রুদ্র রোড, ঢাকা থেকে দিগন্ত প্রকাশিত এবং হরফ মুদ্রায়ণ, ৮৭, শহীদ হারুন সড়ক, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ২৬ মার্চ আবদুস সাত্তারের সম্পাদনায় নীলফামারি থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'নীলাঞ্চল'। নীলফামারির আগামী প্রেস থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত।

২৬ মার্চ রুহুল আমিন মানিকের সম্পাদনায় ফেনী থেকে 'নবযুগ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আর্ট প্রেস, ফেনী থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ২৬ মার্চ ডিপি বড়ুয়ার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'বোধি' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের মুখপত্র। এর প্রকাশক ছিলেন বিমলেন্দু বড়ুয়া। হাউজ নং ১৯৫/১ রোড নং-১৮ ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে বোধি প্রকাশিত এবং সন্ধানী প্রেস ৪১, নয়াপল্টন ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ২৬ মার্চ ডা. নুরুননাহার জহুরের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'রজনীগন্ধা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পপুলার প্রেস ২৪, শ্রীশচন্দ্র দাস লেন, ঢাকা থেকে রজনীগন্ধা মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হত। ১ ফেব্রুয়ারি নার্গিস আলমের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মহিলা বিষয়ক পাক্ষিক 'নারীকণ্ঠ'। পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হারুনুর রশিদ। পরে শাহানা বেগম পত্রিকার সম্পাদক এবং আয়েশা বেগম ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হন। ৪৭/ টয়েনবি সার্কুলার রোড, ঢাকা থেকে নারীকণ্ঠ প্রকাশিত এবং স্বদেশ প্রেস ৯, গোপী কিষাণ লেন ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত।

২৬ মার্চ আবদুল গাফফার খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'পরিক্রমা'। এটি তিতাস প্রিন্টার্স, শান্তিনগর ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং ৩৫০ টংগী ডাইভারসন রোড, মগবাজার ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। পরে খন্দকার মেহবুব আলম পত্রিকার সম্পাদক হন। মার্চ মাসে স, ম, আতিকুর রহমানের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে 'প্রগতি' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল একটি সাহিত্য পত্রিকা। সুলেখা ছাপা ঘর, ৪৩ মোমিন রোড চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ২৬ মার্চ কাজী গোলাম সরওয়ারের সম্পাদনায় মৌলবীবাজার থেকে এটি 'বিপ্লবী বাংলা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আধুনিক প্রেস, কোর্ট রোড, মৌলবীবাজার থেকে বিপ্লবী বাংলা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ২৫ পয়সা। ২৬ মার্চ এম, এ কুদ্দুসের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'মিছিল'।

www.pathagar.com

পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন নাসির চৌধুরী ও মোস্তফা ইকবাল। ছুরতিয়া প্রেস, চন্দনপুর চট্টগ্রাম থেকে মিছিল মুদ্রিত এবং ২০ হরিশদত্ত লেন চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হত।

২৬ মার্চ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'সবুজ বাংলা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সবুজ বাংলা প্রেস, ৪৭ তাঁতি বাজার, ঢাকা থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ৩০ পয়সা। ২৬ মার্চ শওকত ওসমান বাবুর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'সেতু' নামে একটি মাসিক সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশিত হয়। ১২/১ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা থেকে সেতু প্রকাশিত এবং লিপিকা মুদ্রণ ৪৯/সি, রামকৃষ্ণ মিশন রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৫৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ৭৫ পয়সা। বাংলা ১৩৭৯-এর শ্রাবণ মাসে আবদুস সাত্তারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'সোনার দেশ' নামে একটি সাহিত্য মাসিক প্রকাশিত হয়। ৩০ পুরানা পল্টন ঢাকা থেকে 'সোনার দেশ' প্রকাশিত এবং হরফ মুদ্রায়ণ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ৫০ পয়সা।

এপ্রিল মাসে নাসির উদ্দিন চৌধুরীর সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে 'প্রতিভাস' নামে একটি অনন্য মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ছুরতিয়া প্রেস, চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম থেকে প্রতিভাস মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৬২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ৬০ পয়সা। ১৪ এপ্রিল জাহানারা খানমের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'রণরঙ্গিনী'। এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন আলমগীর মতি। লতিফ আর্ট প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং ৩৪২ ফ্রি স্কুল স্ট্রিট হাতিরপুল ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। বাংলা ১৩৭৯-এর বৈশাখ মাসে আবু বকর সিদ্দিকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'লাঙ্গল' নামে কৃষি বিষয়ক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইস্টার্ণ প্রিন্টিং প্রেস, ১০২ এলিফ্যান্ট রোড ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত এবং ১১৩ আজিমপুর রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। ৪৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল এক টাকা।

বাংলা ১৩৭৯-এর ১ বৈশাখ সৈয়দা শাহিদা বেগম রানুর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'সুচরিতা'। এটি ছিল একটি মহিলা বিষয়ক পত্রিকা। ২৭ শান্তিবাগ, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং পুরাতত্ত্ব প্রেস, ২৯ নবরায় লেন, ইসলামপুর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ২৮ পৃষ্ঠা পত্রিকার দাম ছিল ৭৫ পয়সা। বাংলা ১৩৭৯-এর ১৭ বৈশাখ ফরিদা রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'প্রতিধ্বনি' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল একটি মহিলা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। মধুমতি মুদ্রণালয় ১১৭/এ তেজগাঁ শিল্প এলাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৪৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৫০ পয়সা। ২৮ এপ্রিল বদিউল আলমের সম্পাদনায় বন্দর নগরী চট্টলা থেকে 'লাল পতাকা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ প্রেস, ৫২ ঘাট ফরহাদবেগ চট্টগ্রাম থেকে এটি মুদ্রিত এবং ৪৪ বৌদ্ধ মন্দির সড়ক চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হত। ১৯৭২ সালের ২৫ অক্টোবর আপত্তিকর সংবাদ প্রকাশের জন্য সরকার এই পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়।

www.pathagar.com

বাংলা ১৩৭৯-এর বৈশাখ মাসে আবদুল গণির সম্পাদনায় খুলনা থেকে 'কাকলি' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল খুলনা কাকলি সংঘের মুখপত্র। হ্যাপি প্রিন্টিং প্রেস, করপাড়া রোড, খুলনা থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ২৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৫০ পয়সা। ৩০ এপ্রিল ফয়জুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'মুখপত্র' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। স্পোকসম্যান গ্রুপ অব পাবলিকেশন ৮৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ১৯৭২-এর ৫ সেপ্টেম্বর সাপ্তাহিক মুখপত্র ও স্পোকসম্যান পত্রিকার সম্পাদক ফয়জুর রহমানকে পুলিশ রাষ্ট্রপতির '৭২-এর ১৫ নম্বর আদেশ বলে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেফতার করে। এরপর থেকে 'মুখপত্র' ও স্পোকসম্যানের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

বাংলা ১৩৭৯-এর বৈশাখ মাসে ইকবাল হোসেন খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক 'পানি পরিক্রমা'। এটি প্রকাশিত হয় বাংলাদেশ পানি সম্পদ সমাজের উদ্যোগে। সেগুন বাগিচা প্রেস, ১১৩ সেগুন বাগিচা, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৯৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল সাতটাকা পঞ্চাশ পয়সা। এপ্রিলে ইয়াকুব চৌধুরীর সম্পাদনায় নারায়ণগঞ্জ থেকে 'রূপসী বাংলা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল সাহিত্য, সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্র বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন সেলিম চৌধুরী। অনুপম মুদ্রায়ণ ১৮৮/১ নয়ামাটি, নারায়ণগঞ্জ থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৬৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ২৫ পয়সা। পয়লা মে শামসুল আলমের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'নবযুগ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক ছিলেন কাজী জাফর আহমদ। জাগৃতি মুদ্রায়ণ ঢাকা থেকে নবযুগ মুদ্রিত এবং ৪২/৪৩ পুরানা পল্টন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ২৫ পয়সা। ১৯৭২-এর ১ সেপ্টেম্বর নবযুগের নাম পরিবর্তন করে 'নয়াযুগ' রাখা হয়। ১৯৭৩ সালের ১৮ জুন সূত্রাপুর থানা পুলিশ নয়াযুগ পত্রিকার সম্পাদক শামসুল আলমকে গ্রেফতার করে। প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডারের ৬৫ (৬) ৭৩ নং ধারা, পেনাল কোডের ৫৫ (১), ১২৪ (ক) ধারা এবং রাষ্ট্রপতির ৫০ (৭) ধারা অনুসারে দায়েরকৃত এক মামলার ভিত্তিতে পুলিশ এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ সম্পর্কে পুলিশের প্রেসনোটে বলা হয় যে, নয়াযুগ পত্রিকাটি কোনরূপ বৈধ ডিক্লারেশন ছাড়াই প্রকাশিত হচ্ছিল। যেহেতু অননুমোদিত পত্রিকা প্রকাশ করা মারাত্মক অপরাধ, সেহেতু সরকার এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। শামসুল আলমকে গ্রেফতারের পর কাজী গোফরান আহমদ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রূপে কাজ করতে থাকেন। পরবর্তীতে আবদুর রহমান আজাদ পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক রূপে যোগদান করেন।

বাংলা ১৩৭৯-এর গ্রীষ্মকালে মাহবুব-উর-রহমানের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে 'বাংলা সাহিত্য পত্রিকা' নামে একটি দ্বিমাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেস থেকে মুদ্রিত এবং ৮ নজির আহমদ চৌধুরী লেইন, আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হত। ৭৫ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল একটাকা পঞ্চাশ পয়সা। ৮ মে আবুল এহসানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'মানস' নামে একটি মাসিক

www.pathagar.com

পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি রানু আর্ট প্রেস, ৩৩ হাটখোলা রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ২৫ পয়সা। মে মাসে তিতাস চৌধুরীর সম্পাদনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে 'অলক্ত' নামে একটি দ্বিমাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন মনতোষ চক্রবর্তী, সহ-সম্পাদক ছিলেন শান্তি রঞ্জন ভৌমিক। শংখচিল সাহিত্য গোষ্ঠী পত্রিকাটি প্রকাশ করে। পপুলার প্রেস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এটি মুদ্রিত হত। পরে পত্রিকাটি ত্রৈমাসিকে পরিণত হয়।

মে মাসে মির্জা আবদুল হাই-এর সম্পাদনায় নোয়াখালী থেকে 'গণমানুষ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বনানী ছাপাঘর নোয়াখালী থেকে এটি মুদ্রিত এবং ২৫ কলেজ রোড, ফেনী, নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ২৫ পয়সা। ২১ মে স, ম, মোস্তফা জামানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'যুব বাংলা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। খান আর্ট প্রেস, ১২৪ নবাবপুর রোড, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ২৮ মে আহমদ ফরিদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'অভিমত' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটির প্রকাশক ছিলেন সুধা ইসলাম। সাম্প্রতিক প্রকাশনী ১৪/১ এ ধানমন্ডি হকার্স মার্কেট থেকে এটি প্রকাশিত ও মুদ্রিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ২৫ পয়সা। বাংলা ১৩৭৯-এর জৈষ্ঠ্যমাসে মোহিনী মোহন চক্রবর্তীর সম্পাদনায় গফরগাঁও, ময়মনসিংহ থেকে 'পউস' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর কার্যনির্বাহী সম্পাদক ছিলেন শামসুর রহমান সেলিম। পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আবুল হাশেম, প্রকাশক আলাল আহমদ। সন্ধানী প্রেস, ৪১ নয়াপল্টন, ঢাকা থেকে 'পউস' মুদ্রিত এবং কলেজ রোড, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হত। ২৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ৫০ পয়সা।

বাংলা ১৩৭৯-এর জৈষ্ঠ্য মাসে এম, এ, রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'অশনি' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন মাসুদুল হক বাবলু। ৩১৫, ধানমন্ডি ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত হত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৬০ পয়সা। মে মাসে এস, এম, বজলুল হকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'চিকিৎসা সাময়িকী' নামে চিকিৎসা বিষয়ক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ৫/১ কায়েতটুলী ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং পূর্বাচল প্রিন্টিং প্রেস, ১১৯ সিদ্দিক বাজার ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৪০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল একটাকা। মে মাসে সুনীল নাথের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে 'মনন' নামে একটি সাহিত্য মাসিক প্রকাশিত হয়। এটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন স্বপন কুমার দত্ত। ৬, কে পি সেন রোড চট্টগ্রাম থেকে মনন প্রকাশিত এবং ওরিয়েন্টাল প্রেস, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত হত। মে মাসে সৈয়দ সালাহউদ্দিন জাকীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'স্বপক্ষে' নামে একটি সাহিত্য মাসিক প্রকাশিত হয়। এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন দেওয়ান শামসুল আরেফিন, যুগ্ম-সম্পাদক আবুল হাসান, কার্যকরী-সম্পাদক নাসিরুদ্দিন ইউসুফ, সহকারী সম্পাদক হাবীবুল্লাহ সিরাজী। ৬/২ অরফানেজ সড়ক, ঢাকা থেকে স্বপক্ষে প্রকাশিত এবং স্টার প্রেস, ২১/১ শেখ সাহেব বাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৩৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল একটাকা।

www.pathagar.com

জুন মাসে বায়েজিদ আহমদ ও আলী মোতাহেরের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'শিল্প বাণিজ্য বার্তা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৪৯, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং পলওয়েল প্রিন্টিং প্রেস নয়াপল্টন ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা। ১৩ জুন মজিবর রহমানের সম্পাদনায় রংপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'গণবার্তা'। কিন্তু দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে পত্রিকার নাম পরিবর্তন করে 'জনবার্তা' রাখা হয়। এটি লেখা প্রিন্টিং প্রেস, মালদহ দিনাজপুর থেকে মুদ্রিত এবং সৈয়দপুর, রংপুর থেকে প্রকাশিত হত। ৩০ জুন সৈয়দ ইসার সম্পাদনায় খুলনা থেকে 'স্বকাল' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পঞ্চবীথি খুলনা থেকে এটি প্রকাশিত এবং জনতা ছাপাখানা, ৮৭ খান জাহান আলী সড়ক, খুলনা থেকে মুদ্রিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ২০ পয়সা। ১৮ জুন এম, এ, মজিদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'জাগ্রত বাংলা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল ভাসানী ন্যাপের সমর্থক। এর নির্বাহী সম্পাদক ছিল কামাল বিন মাহতাব। আল মাসুদ প্রিন্টিং প্রেস ২৫, আহসান মঞ্জিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং ৩/১২ জনসন রোড ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত।

১৯ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল সমিতির উদ্যোগে প্রকাশিত হয় মাসিক 'উপকূল'। পত্রিকাটি যৌথভাবে সম্পাদনা করেন আবদুল্লা আল মামুন খান ও রাশেদা খানম। পরে পত্রিকাটি ত্রৈমাসিকে পরিণত হয়। ১৫ জুলাই মুনতাসির মামুনের সম্পাদনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ছাত্রবার্তা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল ডাকসুর পাক্ষিক মুখপত্র। ডাকসুর পক্ষ থেকে সম্পাদক কর্তৃক এটি প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রণালয় থেকে মুদ্রিত হত। ২১ জুলাই এম, ইসহাক ভূইয়ার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'চাবুক' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৭৭ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং এসোসিয়েড প্রিন্টার্স ৩/১ জনসন রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৩০ পয়সা।

১ আগস্ট মীর জহিরুল হকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'পাওনা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন মাহবুবুর রহমান ও শামসুল ইসলাম। ১৩৬ রাজা বাজার, গ্রীন রোড ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং লোকমান প্রেস ৫৯/৩ ইসলামপুর ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৪৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৭০ পয়সা। জুলাই মাসে আনওয়ার আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'রূপম' নামে একটি সিনে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বি ৯১/এফ-৭ মতিঝিল কলোনি ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং পলওয়েল প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ১৭৫ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা। ১৬ জুলাই আলী আশরাফের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'অভিমত' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আজাদ প্রেস, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৩০ পয়সা। জুলাই মাসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের উদ্যোগে 'মনন' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন ড. মফিজ উদ্দিন আহমদ। আইডিয়াল প্রিন্টিং

www.pathagar.com

ওয়ার্কস কাজীরগঞ্জ রাজশাহী থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৮৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা পঁচাত্তর পয়সা।

জুলাই মাসে মেসবাহ উদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'সমীক্ষা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর সহযোগী সম্পাদক ছিলেন ফজলুর রহমান ভুলু। ১ করিমুল্লার বাগ, ফরিদাবাগ ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং জাতীয় মুদ্রণ, ১০৯ ঋষিকেশ দাস রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। পঞ্চাশ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা। ১৯৭২-এর নভেম্বরে পত্রিকার নাম পরিবর্তন করে 'সমীক্ষণ' রাখা হয়। ১ আগস্ট আইভি রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'ললিতা' নামে মহিলা বিষয়ক একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আনন্দ মুদ্রণ ১১ শ্রীশদাস লেন, বাংলাবাজার ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত এবং ৬১০ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। ৪২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৫০ পয়সা।

জুলাই মাসে আবুল হাসনাত ও শফিক খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'অধুনা' নামে একটি দ্বিমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা। ৯৭/২ সিদ্দিক বাজার, ঢাকা থেকে অধুনা প্রকাশিত এবং সন্ধানী প্রেস ৪১ নয়াপল্টন ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ওই নামে কায়সুল হকের সম্পাদনায় একটি সাহিত্য সংকলন প্রকাশিত হয়। এটি সাহিত্য সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করেছিল। ৭ আগস্ট আবুল হাসনাতের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'গণসাহিত্য' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল একটি সাহিত্য পত্রিকা। ৬৮/২ পুরানা পল্টন ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং এসোসিয়েটেড প্রিন্টার্স ৩/১ জনসন রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। পত্রিকাটি সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব নির্মূলীকরণে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। ১০ আগস্ট শহীদুল হক খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'রূপসী' নামে সচিত্র সিনে সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। কনসেপ্ট প্রিন্টার্স ২০ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ৫০ পয়সা।

১ সেপ্টেম্বর ওলি আহাদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'ইত্তেহাদ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল বাংলা জাতীয় লীগের মুখপত্র। পত্রিকাটি ৬৩ বিজয় নগর ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং প্যারামাউন্ট প্রেস ৯ হাটখোলা রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ১২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ২০ পয়সা। ১৯৭৩ সালের ৭ মে সরকার ইত্তেহাদের ওপর ১০ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে। ১৯৭৪-এর ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশ ইত্তেহাদের সাংবাদিক প্রেমরঞ্জন দেবকে গ্রেফতার করে। ওই দিনই তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রেরণ করা হয়। ১৯৭৪-এর ৫ জুলাই পুলিশ ইত্তেহাদ সম্পাদক ওলী আহাদকে গ্রেফতার করে। এ সময় আনসার হোসেন ভানু পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর পরই ইত্তেহাদের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭৬ -এর ১৫ অক্টোবর ইত্তেহাদ নব পর্যায়ে চালু হয়। ১৯৮২ সালের ২৭ আগস্ট সরকার ১৯৭৪-এর বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৭ ধারার উপধারা (১) ২০ অনুচ্ছেদ (গ) অনুসারে সাপ্তাহিক ইত্তেহাদের প্রকাশনা পুনরায় নিষিদ্ধ করা হয়।

www.pathagar.com

১৩ সেপ্টেম্বর হিমাংশু শেখর ধরের সম্পাদনায় সিলেট থেকে 'দেশবার্তা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সিলেট প্রিন্টার্স, কাষ্ঠঘর, সিলেট থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ২৫ পয়সা। বাংলা ১৩৭৯ সালের ভাদ্র মাসে বাংলাদেশ পুলিশ সমবায় সমিতির উদ্যোগে 'দীপক' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পুলিশ সমবায় সমিতির প্রথম মুখপত্র সাপ্তাহিক 'ডিটেকটিভ' প্রকাশিত হয় ১৯৬১ সালের ২ আগস্ট। কয়েক বছর চলার পর এটি মাসিকে পরিণত হয়। একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় 'ডিকেটটিভের' প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। দেড় বছর বন্ধ থাকার পর 'ডিটেকটিভ' নাম পাল্টিয়ে 'দীপক' নামে আত্মপ্রকাশ করে। দীপক-এর প্রধান সম্পাদক হন সেলিনা খালেক। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ আমজাদ হোসেন। এটি পলওয়েল প্রিন্টিং প্রেস, নয়া পল্টন ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হত। ৮২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা।

আগস্ট মাসে আনোয়ারুল করিমের সম্পাদনায় কুষ্টিয়া থেকে 'লোকঐতিহ্য' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির পুনরুদ্ধার ও পুনর্মূল্যায়নের লক্ষ্যে কুষ্টিয়া লোক সাহিত্য গবেষণা কেন্দ্র এই পত্রিকা প্রকাশ করে। ঈশ্বরদী সড়ক কুষ্টিয়া থেকে এটি প্রকাশিত এবং ওয়েসিস প্রিন্টিং প্রেস, সিরাজদ্দৌলা সড়ক কুষ্টিয়া থেকে মুদ্রিত। ৬৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা। পরবর্তীতে এটি সৃজনশীল সাহিত্য ও গবেষণা বিষয়ক ত্রৈমাসিকে পরিণত হয়। আগস্ট মাসে মোহাম্মদ আবদুস সাকীর সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে 'রোববার' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর পরিচালনা সম্পাদক ছিলেন কাজী রফিক। সুলেখা ছাপাঘর, ৪৩ মোমিন সড়ক, চট্টগ্রাম থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ১৫ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ২৫ পয়সা। বাংলা ১৩৭৯-এর ভাদ্র মাসে বিজয় কুমার দত্তের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'স্বরূপ' নামে রম্য মাসিক প্রকাশিত হয়। বিপ্লব মুদ্রায়ণ ২৫ গোপী মোহন বসাক লেন ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৬০ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা।

২৭ আগস্ট মফিজুর রহমান রোকনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'গণমুক্তি' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি পরে অর্ধ-সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশিত হয়। এ সময় গোলাম মহিউদ্দিন পত্রিকার সম্পাদক হন। ইসলামিয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৩ আকমল খান রোড, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত এবং ১৫৮ নবাবপুর রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ২৫ পয়সা। বাংলা ১৩৭৯-এর ভাদ্র মাসে ঢাকা থেকে 'অংকুর' নামে একটি কিশোর মাসিক প্রকাশিত হয়। অংকুর-এর সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন এম, এ, রহমান, আনু চৌধুরী, আকতার আনোয়ার, মকবুল হোসেন ফারুকী, খুকু ইয়াসমিন। কালচারাল প্রেস, ৬৮ বেচারাম দেউরি, ঢাকা এটি মুদ্রিত এবং মালিবাগ চৌধুরী পাড়া ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। ৩৫ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৭৫ পয়সা। ১৮ সেপ্টেম্বর ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স অব বাংলাদেশের উদ্যোগে 'কারিগর' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সংগঠনের জনসংযোগ ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক এটি নিয়মিত প্রকাশিত হত।

www.pathagar.com

বাংলা ১৩৭৯-এর ভাদ্র মাসে শেখ নাসির উদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় দিনাজপুর থেকে 'কৃষিবাণী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তরুণ প্রেস, ঠাকুরগাঁ, দিনাজপুর থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৪৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল একটাকা। ১৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের তথ্য বিভাগের উদ্যোগে 'সোভিয়েত সমীক্ষা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন এটিএম শামসুদ্দিন, যুগ্ম-সম্পাদক এ এস এম নুরুল হুদা। পত্রিকাটি ৫৪১ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, রোড ১২, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং পাইওনিয়ার প্রেস ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৩৫ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল পাঁচ পয়সা। ৩ সেপ্টেম্বর সিরাজ উদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'আভাস' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। শব্দমালা মুদ্রায়ণ ৪২/৪৩ পুরানা পল্টন ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ২০ সেপ্টেম্বর আজিজুল বাসারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'মুক্তিবাণী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মুক্তিবাণী প্রেস, ৭০ আর, কে, মিশন রোড ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ২৫ পয়সা। ১৯৭৪ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর নিউজপ্রিন্ট কোটা হ্রাসের ফলে পত্রিকার আয়তন হ্রাস পায়।

২৪ সেপ্টেম্বর মোহাম্মদ সেলিমের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'নিপীড়িত কণ্ঠ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইস্টার্ণ প্রিন্টিং পাবলিশিং এন্ড প্যাকেজেস লিমিটেড ৩৪২ সেগুন বাগিচা ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ২৫ পয়সা। ২৭ সেপ্টেম্বর সাযযাদ কাদিরের সম্পাদনায় টাঙ্গাইল থেকে 'সংকেত' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শামসুর রহমান খান। কল্লোল মুদ্রায়ণ, সদর সড়ক, টাঙ্গাইল থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ২৫ পয়সা। ৩০ সেপ্টেম্বর নেত্রকোণা জেলা ছাত্রলীগের উদ্যোগে 'বিপ্লবী কণ্ঠ' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন হাফিজুর রহমান খান ওয়ারেস, সহকারী সম্পাদক মির্জা তাজুল ইসলাম। প্রকাশক ছিলেন গোলাম এরশাদুর রহমান। সিদ্দিক প্রেস, নেত্রকোণা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল পঁচিশ পয়সা।

১ অক্টোবর ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্রলীগ শাখার উদ্যোগে 'উত্তরণ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটির সম্পাদক ছিলেন মনিরুজ্জামান ভূঁইয়া। প্রকাশক আবদুল হাই ও কনককান্তি বড়ুয়া। বজ্রকণ্ঠ প্রকাশনী, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ২০ পয়সা। ৭ অক্টোবর গোলাম সাবদার সিদ্দিকীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'স্বদেশ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল সংবাদ ও সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা। স্বদেশের বিভাগীয় সম্পাদক ছিলেন অসীম সাহা। শাহীন প্রেস, ৭০ হরনাথ ঘোষ রোড ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত হত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৫০ পয়সা। ৮ অক্টোবর আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর সম্পাদনায় বরিশাল থেকে 'গণমুখ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অরুণ তালুকদার, আবু আল সাঈদ, সেলিম বিন আজম, গাজী সুলতান আহমেদ, মুশফিকুর রহমান এ পত্রিকার

www.pathagar.com

বিভিন্ন বিভাগে কাজ করেছেন। ১৯৭২-এর ১৯ নভেম্বর পত্রিকার নাম পরিবর্তন করে 'গণডাক' রাখা হয়। ১৫ অক্টোবর আবু আলী সাজ্জাদ হোসাইনের সম্পাদনায় সুনামগঞ্জ থেকে 'গণমত' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। গোলাম রব্বানী ছিলেন এর প্রধান সম্পাদক। আদর্শ প্রেস, সুনামগঞ্জ থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ২৫ পয়সা।

অক্টোবর মাসে মুহম্মদ হারুনের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে 'অততাওহীদ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল ধর্ম ও সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা। কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেস চট্টগ্রাম থেকে এটি মুদ্রিত এবং ১৭০ শাহী জামে মসজিদ সড়ক চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হত। ৩৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল একটাকা পঁচিশ পয়সা। ১৬ অক্টোবর রনজিৎ কুমার সেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'আলপনা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল সাহিত্যও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা। ২৫ কোর্ট স্ট্রিট ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং নুরপুর আর্ট প্রেস, ১৪ আকমল খান রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৫৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল এক টাকা। বাংলা ১৩৭৯-এর কার্তিক মাসে রইস উদ্দিন ভূইয়ার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'জনান্তিক' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। টয়েনবি সার্কুলার রোড, বিক্রমপুর হাউস, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং চৌধুরী প্রিন্টার্স ৭১, রামকৃষ্ণ মিশন রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৫৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৭৫ পয়সা। পরে পত্রিকাটি ত্রৈমাসিকে পরিণত হয়।

অক্টোবর মাসে রেজাউল হক দুলালের সম্পাদনায় রাজশাহী থেকে 'বীক্ষণ' নামে একটি চিকিৎসা বিষয়ক সাময়িকী প্রকাশিত হয়। এটি রাজশাহী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের নুরুন্নবী ছাত্রাবাস থেকে প্রকাশিত এবং আইডিয়াল প্রিন্টিং প্রেস, গ্রেটার রোড, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ২৫ পয়সা। অক্টোবর মাসে সৈয়দা হাফসা বেগমের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'শিলাকুড়ি'। ২৩ আজিমপুর রোড ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং লতিফ আর্ট প্রেস ২২/২ শেখ সাহেব বাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৮৮, দাম এক টাকা। ৬ নভেম্বর আবদুর রাজ্জাকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'পূর্ণিমা' নামে একটি সাপ্তাহিক সিনেমা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৩২, হাটখোলা রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং লিথো আর্ট প্রেস ১৫ কোর্ট হাউস স্ট্রিট, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ১২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ৫০ পয়সা। নভেম্বর মাসে মুহম্মদ ওবায়দুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'ডাইজেস্ট' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। জাতীয় মুদ্রণ, ১০৯ ঋষিকেশ দাস রোড, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত এবং সড়ক নং-১৪, বাসা নং-৭২৩ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। ১২৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা। ১৯৭৩-এর এপ্রিল থেকে পত্রিকাটি 'ঢাকা ডাইজেস্ট' নামে প্রকাশিত হয়।

নভেম্বর মাসে রামেন্দু মজুমদারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'থিয়েটার' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি বাংলাদেশের নাটক বিষয়ক প্রথম পত্রিকা। এর সহযোগী সম্পাদক আসাদুজ্জামান নূর। পরবর্তীতে মুহম্মদ জাহাঙ্গীর যুগ্ম-সম্পাদক এবং

www.pathagar.com

সেলিম আল দীন এবং নরেশ ভূইয়া সহকারী সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন। নাট্যকর্মীদের সাম্প্রতিক চিন্তা-ভাবনা থিয়েটার-এর মাধ্যমে প্রতিফলিত করার লক্ষ্যেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকায় নাটক ও নাটকের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রবন্ধ/নিবন্ধ, নতুন লেখা নাটকের সমালোচনা, অভিনয়ের সমালোচনা, নাট্যগোষ্ঠীর পরিচিতি ছাপা হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে গড়ে ওঠা সাম্প্রতিক নাট্য আন্দোলনের নেপথ্যে থিয়েটার পত্রিকার অবদান অনস্বীকার্য। ৩৫, তোপখানা রোড, সেগুন বাগিচা, ঢাকা থেকে থিয়েটার প্রকাশিত এবং এসোসিয়েটেড প্রিন্টার্স লিমিটেড ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১৬৫ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম দুই টাকা।

নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির উদ্যোগে ঢাকা থেকে 'মৈত্রী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সোভিয়েতের অভিজ্ঞতা এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে বাংলাদেশের জনগণকে পরিচিত সচেতন করার লক্ষ্যে মৈত্রী প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশ সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির পক্ষে মোহাম্মদ নবী কর্তৃক এটি প্রকাশিত এবং এসোসিয়েটেড প্রিন্টার্স ৩/১ জনসন রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা ৬৪, দাম ছিল একটাকা। জুন মাসে এ এল জহিরুল হক খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'চিত্ররথ' নামে একটি চলচ্চিত্র বিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন মুহম্মদ ইয়াহিয়া। ৫৩ দীননাথ সড়ক ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং দি টাইটেল প্রেস, ২৩ হরিচরণ রায় সড়ক, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৬৪ পৃষ্ঠা পত্রিকার দাম একটাকা।

৬ ডিসেম্বর ঢাকাস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের তথ্য বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'যুববার্তা'। এটি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বাংলাদেশের যুব সমাজের মুখপত্র। এর সম্পাদক ছিলেন এটিএম শামসুদ্দিন, যুগ্ম-সম্পাদক শহীদুল হক। প্রযুক্তি সম্পাদক আলী আকবর। পত্রিকাটি ঢাকাস্থ সোভিয়েত দূতাবাসের তথ্য বিভাগের পক্ষে ভি,টি, কোলবেৎস্কি কর্তৃক ৫৪১/এ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, সড়ক নং ১২ ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং পাইওনিয়ার প্রেস, ২ রমাকান্ত নন্দী লেন ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ১০ পয়সা। ১৪ ডিসেম্বর শহীদ সেরনিয়াবাতের সম্পাদনায় বরিশাল থেকে 'সৈকত বার্তা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বাংলা ১৩৭৯-এর পৌষ মাসে শাহনূর খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'চতুর্মাত্রা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক ছিলেন সালমা খাতুন। ১৫১ ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, কাঠাল বাগান ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং শাহীন প্রেস, ৭০ হরনাথ ঘোষ রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৫৫ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা।

১৬ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'তিলোত্তমা' নামে একটি মহিলা বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আলম প্রিন্টিং প্রেস, ২ মিরপুর রোড, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত এবং ১৬০ এলিফ্যান্ট রোড ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। ২২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৭৫ পয়সা। ডিসেম্বর মাসে কাজী আবসার উদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'নবারুণ' নামে একটি সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

www.pathagar.com

প্রকাশিত হয়। সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের পক্ষে মহিউদ্দিন আহমেদ কর্তৃক এটি প্রকাশিত এবং এসোসিয়েটেড প্রিন্টার্স ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৯৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৫০ পয়সা। স্বাধীনতা পূর্বকালে কবি আবদুস সাত্তার এই নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। কিন্তু পত্রিকাটি দু'বছর চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৮২ সালে কবি আবদুস সাত্তার পুনরায় তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত নবারুণের সম্পাদক হন।

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসের পুণ্য প্রভাতে সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'পূর্বাচল' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্যারামাউন্ট প্রেস ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত হত। ১১২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা। ওই একই দিনে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় 'বাংলাদেশ সংবাদ' নামে আরো একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে। এটি ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন কাজী মুজাম্মিল হক। ইডেন প্রেস, ৪২/এ হাটখোলা রোড ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত হত। ২২ ডিসেম্বর মইনুল হাসানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'শ্রমিক বার্তা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ৩৩ বঙ্গবন্ধু এভেনিউ ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত।

১৯৭৩ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে— উত্তরাধিকার, খেলাধুলা, জনপদ, তাহজীব, ধলেশ্বরী, দর্শন, পূর্বভাস, কচিকণ্ঠ, ধানশালিকের দেশ, প্রবাসী, রমনা ডাইজেস্ট, শতদল, সোমবার, অরুণোদয়, ক্রীড়াঙ্গণ, সুজনেষু, হকবাণী, নকীব, গণকেন্দ্র, তরঙ্গ, অন্বেষা, পদক্ষেপ, কৃষক, আয়না, প্রান্তর, প্রতিরোধ, গণঐক্য, যুগবার্তা, বাংলার শিল্প বাণিজ্য, সিনেমা, গণবাংলা, প্রাচ্যবার্তা, তিয়াশা, শ্রীমতি, সংহতি, মশাল, বিনোদন, জনকথা, গ্রেনেড, ভীমরুল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, মণীষা, সুধা ইত্যাদি। জানুয়ারি মাসে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে প্রকাশিত হয় সৃজনশীল মাসিক পত্রিকা 'উত্তরাধিকার'। এটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন মযহারুল ইসলাম। পরবর্তীতে নীলিমা ইব্রাহিম, রফিকুল ইসলাম ভূঞা, মনজুরে মওলা প্রমুখ সম্পাদক হন। কবি রফিক আজাদ, রশিদ হায়দার, সেলিনা হোসেন বিভিন্ন সময়ে পত্রিকায় গুরুত্বপূর্ণ নির্বাহী পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। পত্রিকাটি বাংলা একাডেমীর প্রকাশনা বিভাগ ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও মুদ্রিত হয়। ১২ জানুয়ারি আবুল কাশেম ও আবদুস সাঈদ-এর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশত হয় ক্রীড়া বিষয়ক মাসিক 'খেলাধূলা'। ২৬ দীন নাথ সেন রোড ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত ও মুদ্রিত হত।

২৪ জানুয়ারি আবদুল গাফফার চৌধুরীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক জনপদ। আওয়ামী লীগ সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামান ছিলেন এ পত্রিকার মালিক। এটি পুনর্ভবা মুদ্রণী ও প্রকাশনী সংস্থা লিমিটেডের পক্ষে সৈয়দ হায়দার আলী কর্তৃক এসোসিয়েটেড প্রিন্টার্স ৩/১ জনসন রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং ৫১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে প্রকাশিত। ১৯৭৫-এর ১৬ জুন জনপদের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭৯ সালে ১৬ ফেব্রুয়ারি হাবিব উদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় দৈনিক জনপদ পুনরায় প্রকাশিত হয়। এ সময় জনপদ ৬১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং মধুমতি মুদ্রণালয় ৮১ মতিঝিল বাণিজ্যিক

www.pathagar.com

এলাকা ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ১৯৮২ সালে পত্রিকার প্রকাশনা আবারও বন্ধ হয়ে যায়। বাংলা ১৯৭৯-এর পৌষ মাসে মহিউদ্দিন শামীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক 'তাহজীব'। এর উপদেষ্টা মন্ডলীতে ছিলেন মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, ড. মোহাম্মদ ইসহাক, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন। পত্রিকাটি ২৭ সুখলাল দাস লেন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং অক্ষরিকা মুদ্রণ, ঢাকা থেকে ছাপা হত। ৪২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা।

জানুয়ারি মাসে নাসিমা খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'ধলেশ্বরী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল মূলত একটি সাহিত্য পত্রিকা। ২০ জি/আজিমপুর কলোনি ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং বারকো প্রিন্টিং ওয়ার্কস ২/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৯৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুইটাকা পঞ্চাশ পয়সা। বাংলা ১৩৭৯-এর পৌষ মাসে বাংলাদেশ দর্শন সমিতির উদ্যোগে 'দর্শন' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। ৮ ফেব্রুয়ারি সেকান্দার হায়াত মজুমদারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'পূর্বাভাস' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বাংলা প্রেস, ৩১/৩২ পি, কে, রায় ঘোষ রোড, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত এবং ইসপাহানি ভবন বাংলা বাজার ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। পত্রিকাটি পরে দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। তবে দৈনিকের প্রকাশনা অচিরেই বন্ধ হয়ে যায়। বাংলা ১৩৭৯-এর ফাগুন মাসে এটিএম মমতাজুল ইসলামের সম্পাদনায় রাজশাহী থেকে 'কচিকণ্ঠ' নামে একটি সচিত্র কিশোর মাসিক প্রকাশিত হয়। এটি ছিল সূর্য সেনা সংগঠনের মুখপত্র। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন সাইফুল ইসলাম। এ/৩৫ উপশহর, রাজশাহী থেকে কচিকণ্ঠ প্রকাশিত এবং টাউন প্রেস রাজশাহী থেকে মুদ্রিত হত।

বাংলা ১৩৭৯-এর ফাগুন মাসে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে 'ধানশালিকের দেশ' নামে ছোটদের জন্য একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন ড. মযহারুল ইসলাম। পত্রিকাটির প্রকাশনা এখনও অব্যাহত রয়েছে। ২১ ফেব্রুয়ারি এ, কে, এম, মুস্তাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'প্রবাসী'। ৪ ডি কে ঘোষ রোড খুলনা থেকে এটি প্রকাশিত এবং জনতা ছাপাখানা, ৮৭ খান জাহান আলী রোড খুলনা থেকে মুদ্রিত হত। ওই একই তারিখে মোস্তফা হারুনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'রমনা ডাইজেস্ট' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ৭০, আর, কে, মিশন রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফেব্রুয়ারি মাসে এল, কে, জহিরুল হক খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'শতদল' নামে একটি কিশোর পাক্ষিক প্রকাশিত হয়। ৫৩ দীননাথ সেন রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং পল্লী ছাপাখানা হেমেন্দ্র দাস রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ২১ ফেব্রুয়ারি সৈয়দ আকতার জাহানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'সোমবার' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৪২/বি মনেশ্বর সড়ক ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মুক্তি মুদ্রায়ণ, ১৩ কারকুনবাড়ী লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ২৫ পয়সা।

মার্চ মাসে ঢাকা বয়স্কাউট সমিতির উদ্যোগে প্রকাশিত হয় মাসিক 'অরুণোদয়'। ৬৭ ক, পুরানা পল্টন, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং বিজি প্রেস ৩/৩ লিয়াকত

www.pathagar.com

এভেনিউ ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। মার্চ মাসে নিজাম আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'ক্রীড়াঙ্গণ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। এটি ছিল খেলাধুলা বিষয়ক পত্রিকা। ৪৮/সি রামকৃষ্ণ মিশন রোড ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত হত। ৪২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা। মার্চ মাসে আহমদ রফিক ও কাজী আবদুল হালিমের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'সুজনেষু' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এতে মিনি গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, আলোচনা, সাংস্কৃতিক সংবাদ ইত্যাদি ছাপা হত। সুজনেষু পাঠক মহলে সাড়া জাগিয়েছিল। এর প্রকাশক ছিলেন বোরহান উদ্দিন ভূইয়া এবং মুনীর উদ্দিন আহমদ। এ বি প্রিন্টিং ওয়ার্কস ১৫/১৬ গোয়ালনগর লেন ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৪৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৫০ পয়সা। ৩০ মার্চ শামসুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'হকবাণী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। জাগৃতি মুদ্রনালয়, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত এবং ৮৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। পত্রিকা প্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যেই বিনা অনুমোদনে পত্রিকা প্রকাশের অভিযোগে পুলিশ 'হকবাণী'-এর সম্পাদক শামসুর রহমান ও প্রকাশক তাহেরা খাতুনের বিরুদ্ধে প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্সের ৫৫ ধারা অনুযায়ী মামলা দায়ের করে।

বাংলা ১৩৮০ সালের বৈশাখ মাসে এন এম নীলিমা ইসলামের সম্পাদনায় কুমিল্লা থেকে 'নকীব' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল শিশু-কিশোর সংগঠন সত্যসেনার মাসিক মুখপত্র। সমবায় প্রেস, কুমিল্লা থেকে এটি মুদ্রিত হত। ১৫ এপ্রিল ইমাউল হকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'গণকেন্দ্র' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল বাংলাদেশ পুনর্বাসন সহায়ক কমিটির মাসিক মুখপত্র। ৩ নিউ সার্কুলার রোড ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং নিউ নেশান প্রিন্টিং প্রেস, ১ রামকৃষ্ণ মিশন রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ১৯৮২ সালের নভেম্বর থেকে পত্রিকাটি বাংলাদেশ রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্রাক) কর্তৃক ৬৬ মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং ব্রাক প্রিন্টার্স, ৬৬ মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে মুদ্রিত। গণকেন্দ্র স্থানীয় ভিত্তিতে পাঠাগার গড়ে তোলা ও জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে।

১৪ এপ্রিল জাফর আহমদ চৌধুরীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'তরঙ্গ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৯৭ জগন্নাথ সাহা লেন ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং পলাশ আর্ট প্রেস ৪২/৪৩ পুরানা পল্টন ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৭ মে মনজুর আহমদ খানের সম্পাদনায় রাজবাড়ী থেকে 'অন্বেষা' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজবাড়ীর মহকুমা প্রশাসক আবদুল হাই সরকার। এটি আতিক প্রেস, রাজবাড়ী থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। বাংলা ১৩৮০ সালের গ্রীষ্মকালে গোলাম কাদের গোলাপের সম্পাদনায় নারায়ণগঞ্জ থেকে 'বিষফোড়ন' নামে ঋতুভিত্তিক একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল ঘাস, ফুল নদী সাহিত্য গোষ্ঠীর দ্বিমাসিক মুখপত্র। রূপসা প্রিন্টিং প্রেস ৭০ নয়ামাটি নারায়ণগঞ্জ থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত

www.pathagar.com

হত। ৭ জুন আবদুল কুদ্দুস সাদীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'পদক্ষেপ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৩১/এ র‍্যাংকিন স্ট্রিট, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং হাশিম উদ্দিন হায়দার পাহাড়ি কর্তৃক জনতা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লিমিটেড ৩১/ক র‍্যাংকিন স্ট্রিট ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ২৫ পয়সা। ১৯৭৪ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি শেখ শহিদুল ইসলাম পদক্ষেপ-এর সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি এবং হরেকৃষ্ণ দেবনাথ সম্পাদক হন। ২৪ জুন মুয়াযযম হুমায়ূন খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'কৃষক' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। জনতা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লিমিটেড ৩১/ক র‍্যাংকিন স্ট্রিট ঢাকা থেকে কৃষক মুদ্রিত এবং ৫৬/৫৭ কাজী আলাউদ্দিন রোড ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। ১২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ২৫ পয়সা। পরবর্তীতে বাদল রশিদ কৃষকের সম্পাদক এবং আবু আল সাঈদ ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হন।

জুলাই মাসে আসহাব উদ্দিন আহমদ ও নিয়ামত হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'আয়না' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও সেতুঙের চিন্তাধারার তাত্ত্বিক আলোচনা ছিল এ পত্রিকার মূল লক্ষ্য। ১৬৮, নবাবপুর ঢাকা থেকে আয়না প্রকাশিত এবং ভেনাস প্রিন্টিং ওয়ার্কস ১৫/৩ হাটখোলা রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৮৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল একটাকা পঁচিশ পয়সা। ৬ জুলাই শফিকুর রহমানের সম্পাদনায় নোয়াখালী থেকে 'প্রান্তর' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। টাউন প্রেস, মাইজদী নোয়াখালী থেকে এটি মুদ্রিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ১০ পয়সা। ২৬ জুলাই এ এম শহীদুল্লার সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে 'প্রতিরোধ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। দারুল ফজল মার্কেট, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম থেকে প্রতিরোধ প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ প্রেস, ৫১ ঘাট ফরহাদবেগ রোড চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ২৫ পয়সা। ১৯ জুলাই জাহেদুর রহমানের সম্পাদনায় বগুড়া থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'গণঐক্য'। এটি বগুড়া লিথো প্রিন্টিং প্রেস হতে মুদ্রিত এবং থানা রোড বগুড়া থেকে প্রকাশিত হত। ১২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ১৫ পয়সা।

৮ আগস্ট এ, বি, এম তালেব আলীর সম্পাদনায় ফেনী থেকে 'যুগবার্তা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ডাক্তার পাড়া ফেনী থেকে এটি প্রকাশিত এবং বনানী ছাপাঘর ফেনী থেকে মুদ্রিত হত। ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ২৫ পয়সা। সেপ্টেম্বর মাসে এ, এল, জহিরুল হক খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'বাংলার শিল্প বাণিজ্য' নামে শিল্প বাণিজ্য বিষয়ক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৫৩ দীননাথ সেন রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং আদর্শ ছাপাখানা ৫৬/এ প্যারিদাস রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ২০ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৭৫ পয়সা। ২৩ আগস্ট শেখ ফজলুল হক মনির সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'সিনেমা' নামে একটি চলচ্চিত্র বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মধুমতি মুদ্রণালয় ৮১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত।

৩১ আগস্ট আবিদুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'গণ বাংলা'। ১৯৭১-এর পত্রিকাটি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু ২৫ মার্চের কালো

www.pathagar.com

রাত্রিতে কামানের গোলায় গুড়িয়ে দেয়া হয় 'গণবাংলা' অফিস। সংগ্রাম আর সংবাদপত্রের সমুত্তোলিত পতাকা হাতে কামানের লেলিহান শিখায় আত্মহুতি দেয় 'গণ বাংলা'। স্বাধীনতা উত্তরকালে গণবাংলা দৈনিক হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিকূল অবস্থার চাপে আবার তাকে সাময়িক অবলুপ্তি মেনে নিতে হয়। কিন্তু সুস্থ সাংবাদিকতার বলিষ্ঠ উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে আবারো সাপ্তাহিক হিসাবে ঘটে তার পুনরুভ্যুদয়। গণবাংলা মুদ্রায়ণ শাহবাগ এভেনিউ, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৩০ পয়সা। কিন্তু ১৯৭৪-এর ১০ মে পত্রিকার প্রকাশনা আবারো বন্ধ হয়ে যায়।

৭ অক্টোবর ফজলে লোহানীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'প্রাচ্যবার্তা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন আবু নাসের খান ভাসানী। প্যারামাউন্ট প্রেস, ৯ হাটখোলা রোড ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত এবং ১২৬ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ২৫ পয়সা। ১৯৭৪ সালের ২৫ আগস্ট আবু নাসের খান ভাসানী প্রাচ্যবার্তা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৫-এর ৬ জানুয়ারি পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭৬-এর ১১ মে প্রাচ্যবার্তা পুনঃপ্রকাশিত হয়। ১ অক্টোবর আকিকুন্নেসা রানুর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'তিয়াশা' নামে একটি কিশোর মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল তিয়াশা সংসদের মুখপত্র। ইসলামিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ২৩ আকমল খান রোড ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত হত। ২২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল একটাকা। সেপ্টেম্বর মাসে দুলাল বিশ্বাসের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'শ্রীমতি' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকা প্রকাশের সময় ঘোষণা করা হয় যে, 'পাঠকদের হালকা নির্মল আনন্দ পরিবেশনের লক্ষ্যেই পত্রিকাটি প্রকাশ করা হয়েছে।' কিন্তু অশ্লীল ও যৌন আবেদনমূলক সংবাদ পরিবেশনের জন্য ১৯৭৪-এর ১৫ জুন সরকার পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয়। সাজেদুর রহমান, আবু আহমেদ ও শিহাব সরকার শ্রীমতির বিভিন্ন বিভাগে কাজ করতেন। গণমুদ্রায়ণ, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত এবং ধানমন্ডি হকার্স মার্কেট ভবন ৩/৪ ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত।

১৬ সেপ্টেম্বর ভবেশচন্দ্র নন্দীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'সংহতি' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আমার দেশ প্রেস, ৩৬ মদনমোহন বসাক রোড ঢাকা থেকে সংহতি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৩০ পয়সা। ৩১ অক্টোবর হারুনুর রশিদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'মশাল' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল জাসদের সাপ্তাহিক মুখপত্র। জাসদের পক্ষে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক হারুনুর রশিদ কর্তৃক পত্রিকাটি সম্পাদিত ও প্রচার সম্পাদক সুলতান উদ্দিন আহমদ কর্তৃক প্রকাশিত হত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৩০ পয়সা। নভেম্বর মাসে সিরাজুল হকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'বিনোদন' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিনোদনের অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন ফজল শাহাবুদ্দিন। নির্বাহী সম্পাদক শাহরিয়ার কবির। এটি এ্যাবকো প্রেস ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৬৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা। ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে বিনোদনের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ৯

www.pathagar.com

ডিসেম্বর উৎপল চৌধুরীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'জনকথা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠপোষাক ছিলেন মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ। বাণী প্রেস, ৪১ হাটখোলা রোড ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত এবং ১১৪ বনগ্রাম ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ২৫ পয়সা। পরবর্তীতে সৈয়দ শামসুল আলম হাসু জনকথা সম্পাদনার দায়িত্ব নেন।

১৬ ডিসেম্বর আবদুল মতিন চৌধুরীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'গ্রেনেড' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের মুখপত্র। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধ সংসদ, ৩০ পুরানা পল্টন ঢাকা থেকে গ্রেনেড প্রকাশিত এবং লেখা আর্ট প্রেস, ২২/১ শেখ সাহেব বাজার ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। এক বছর পর গ্রেনেডের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'ভীমরুল' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তিলোত্তমা প্রকাশনী ১৬০/৩ এলিফ্যান্ট রোড ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং আলম প্রিন্টিং প্রেস ২১ মিরপুর রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ৩৫ পয়সা। ডিসেম্বর মাসে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা।' এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকদের রচনা নিয়ে প্রতি বছর একবার প্রকাশিত হয়।

১৯৭৪ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—প্রসঙ্গ, গণমুখ, চিত্রকল্প, বিবর্তন, স্বরলিপি, আমাদের কথা, কিষাণ, চন্দ্রাকাশ, জায়া, নির্দেশ, গ্রামের ডাক, যুগধ্বনি, ইস্পাত, চিরকূট, জনমত, বিপ্লবীকণ্ঠ, সংস্কৃতি, মহাকাল, সমাচার, করতোয়া, পল্লীবার্তা, বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকা, কমরেড, যুবকথা, আন্তরিক, আবেসী, গবেষণা, জনবার্তা ইত্যাদি। ১১ জানুয়ারি আলী আকসাদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'প্রসঙ্গ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল শান্তি আন্দোলনের মুখপত্র। মধুমতি মুদ্রণালয়, ৮১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত এবং ১৪/২ তোপখানা রোড ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। ১৩ পৃষ্ঠা পত্রিকার দাম ছিল ৩০ পয়সা। ২১ জানুয়ারি এম, এ, রেজার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'গণমুখ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। গণমুখ-এর নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন অরুনাভ সরকার। ৩৪ বঙ্গবন্ধু এভেনিউ ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং রণরঙ্গিনী প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ৩০ পয়সা। মার্চ মাসে সৈয়দ শাহজাহানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'চিত্রকল্প' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল একটি সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রম্য মাসিক পত্রিকা। এটির নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন শেখ আবদুল হাকিম। আউটলুক পাবলিকেশন, বঙ্গবন্ধু এভেনিউ ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মানসী মুদ্রণ, ১৪/১ কাঠেরপুল বানিয়ানগর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ২২০ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল তিন টাকা।

২৪ মার্চ কাজী সিরাজ উদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'বিবর্তন' নামে একটি প্রগতিশীল সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপিকা শাহরিয়া আখতার বুলু। শব্দমালা মুদ্রায়ণ ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত

www.pathagar.com

হত। চার/পাঁচ মাস চলার পর এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৮০ সালের ৬ এপ্রিল বিবর্তনের প্রকাশনা পুনরায় শুরু হয়। এ সময় জুলফিকার হায়দার ও সাইফুল ইসলাম সাব-এডিটর হিসাবে যোগদান করেন। কিন্তু আর্থিক সংকটের কারণে পত্রিকার প্রকাশনা আবারও বন্ধ হয়ে যায়। ২৬ মার্চ ঢাকা থেকে 'মুক্ত বাংলা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটির প্রধান সম্পাদক ছিলেন হেমায়েতুল ইসলাম খান। কার্যনির্বাহী সম্পাদক ভবেশ রায়। সুলতানিয়া প্রিন্টিং ওয়ার্কস ৪১, লালচান মকিম লেন ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৩৩ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল একটাকা। বাংলা ১৩৮০-এর বসন্তকালে খুলনা থেকে 'স্বরলিপি' নামে একটি ঋতুভিত্তিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটির সম্পাদনা পরিষদে ছিলেন আজিজ খান, মিজানুর রহিম, সাধন সরকার, আকরম হোসেন। স্বরলিপি কার্যালয়, পঞ্চবীথি খুলনা থেকে এটি প্রকাশিত এবং পূরবী প্রেস ফারাজিপাড়া, খুলনা থেকে মুদ্রিত হত। ৯৫ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা।

২৯ মার্চ ফকির আমির হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'আমাদের কথা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৯৯ নবাবপুর রোড-ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং শাহানা প্রিন্টিং প্রেস, ৪৩/১ যোগী নগর ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। বারো পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৩০ পয়সা। ১৯৭৪ সালের ২৯ এপ্রিল আপত্তিকর সংবাদ প্রকাশের অভিযোগে পুলিশ আমাদের কথার সম্পাদক ফকির আমির হোসেনকে গ্রেফতার করে এবং কেন্দ্রিয় কারাগারে অন্তরীণ রাখা হয়। এ সময় শফিউর রহমান খান পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হন। ১৯ মার্চ গাজীউল ইসলাম মোহাম্মদ আবুল কাসেম নূরে এলাহি চিশতির সম্পাদনায় সিরাজগঞ্জ থেকে 'কিষাণ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর কার্যনির্বাহী সম্পাদক ছিলেন রফিকুল আলম খান। মদিনা মুদ্রণ, সিরাজগঞ্জ থেকে এটি মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হয়। ১৫ এপ্রিল হাবিবুর রহমান শেখের সম্পাদনায় ময়মনসিংহ থেকে 'চন্দ্রকাশ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রথমে এটি সাপ্তাহিক বাংলাদেশ নামে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু একটি নির্ভেজাল সাহিত্য পত্রিকায় রূপান্তরের ইচ্ছায় এটিকে মাসিকে পরিণত করা হয় এবং নাম পরিবর্তন করে চন্দ্রাকাশ রাখা হয়। বাংলার দর্পণ গ্রুপ অব পাবলিকেশন, ৩৪, রমেশ সেন রোড ময়মনসিংহ থেকে এটি মুদ্রিত এবং ১১৭ পাটগুদাম, ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হত।

১৫ এপ্রিল শামসুন্নাহার রহমানের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে 'জায়া' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আবেদীন প্রেস, রহমত লজ, ৫২ দক্ষিণ নালাপাড়া, চট্টগ্রাম থেকে এটি মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হত। বাংলা ১৩৮১ সালের ১ বৈশাখ আমির হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'নির্দেশ' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক সরদার আমজাদ হোসেন কর্তৃক জনতা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লিমিটেড ৩১/ক র‍্যাংকিন স্ট্রিট ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত এবং ১১২ সার্কিট হাউস রোড ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। এপ্রিল মাসে এম. এ আলমগীরের সম্পাদনায় কুষ্টিয়া থেকে 'গ্রামের ডাক' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বর্ণমালা

www.pathagar.com

মুদ্রণী, মজমপুর কুষ্টিয়া থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ২৫ পয়সা। ১৫ এপ্রিল আবদুর রাজ্জাক বেলালের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'যুগধ্বনি'। এটির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ কাশেম। লয়েল প্রিন্টিং ওয়ার্কস ৮৯/১এ রামকৃষ্ণ মিশন রোড ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ১২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৩০ পয়সা। বাংলা ১৩৮১ সালের বৈশাখ মাসে ওয়ালিউল বারী চৌধুরীর সম্পাদনায় কুষ্টিয়া থেকে 'ইস্পাত' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ বিশ্লেষণ সম্পর্কিত রচনা প্রকাশের জন্যই 'ইস্পাত' আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৭৪-এর ২৯ ডিসেম্বর ইস্পাত সম্পাদক রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতার হন। তিনি চিনিকল শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন। মুকুল মুদ্রায়ণ মজমপুর, গেট, কুষ্টিয়া থেকে এটি মুদ্রিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল একটাকা পঞ্চাশ পয়সা।

এপ্রিল মাসে ফজল মাহমুদের সম্পাদনায়-কুমিল্লা থেকে 'চিরকূট' নামে কবিতা বিষয়ক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কুমিল্লা শহরের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংস্থা 'আমরা জোসনার প্রতিবেশী'-এর কয়েকজন নিবেদিত প্রাণ কর্মীর অন্তরঙ্গ সৃষ্টির ফসল চিরকূট। অন্বেষা, বাগিচাগাঁও, কুমিল্লা থেকে 'চিরকূট' প্রকাশিত এবং সমবায় প্রেস কুমিল্লা থেকে মুদ্রিত হত। পত্রিকাটির অঙ্গসৌষ্ঠব ছিল অনন্য। ১ এপ্রিল এম, রেজাউল করিমের সম্পাদনায় গাইবান্ধা থেকে 'বিপ্লবী কণ্ঠ' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মমতাজ প্রেস, গাইবান্ধা, থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। বাংলা ১৩৮১ সালের বৈশাখ মাসে বদরুদ্দীন উমরের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'সংস্কৃতি' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা। শাসক শ্রেণীর সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার বিপরীত একটি স্রোত সৃষ্টির লক্ষ্যে সংস্কৃতি প্রকাশিত হয়। হরফ মুদ্রায়ণ, ৮৭ শহীদ হারুন সড়ক ঢাকা থেকে সংস্কৃতি মুদ্রিত এবং ২৬ বঙ্গবন্ধু এভেনিউ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। একশ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা।

৩ মে খন্দকার গোলাম মোস্তফার সম্পাদনায় রংপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'মহাকাল'। এটি ছিল বাংলাদেশ মজদুর ফেডারেশনের মুখপত্র। রণাঙ্গণ ছাপাখানা, স্টেশন রোড-আলমনগর রংপুর থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ১৫ পয়সা। ১ জুন মোহাম্মদ ইউনুস আলীর সম্পাদনায় চুয়াডাঙ্গা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'পল্লীবার্তা'। পল্লীবার্তা কার্যালয় চুয়াডাঙ্গা থেকে এটি প্রকাশিত এবং নিউ প্রিন্টিং ওয়ার্কস চুয়াডাঙ্গা থেকে মুদ্রিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ২৫ পয়সা। জুলাই মাসে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে প্রকাশিত হয় 'বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকা'। ১ জুলাই সাধারণ বীমা করপোরেশনের উদ্যোগে 'বীমাবার্তা' নামে একটি বীমা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর শেখ মোহাম্মদ আইয়ূব বাঙালির সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে 'কমরেড' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ২০ হরিশ দত্ত লেন, নন্দন কানন, চট্টগ্রাম থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত এবং ক্রান্তি প্রিন্টার্স ৫৫০ ইকবাল রোড, পাথর ঘাটা চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৫০ পয়সা।

www.pathagar.com

৭ অক্টোবর নুরুল ইসলামের সম্পাদনায় দিনাজপুর থেকে 'যুবকথা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ছায়া প্রেস, বাহাদুর বাজার, দিনাজপুর থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ২০ নভেম্বর কাজী জাহাঙ্গীর হোসেনের সম্পাদনায় রাজশাহী থেকে 'আন্তরিক' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। টাউন প্রেস সাহেব বাজার রাজশাহী থেকে এটি মুদ্রিত এবং ডি/৪২২ সোনাদীঘি মোড়, রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ২৫ পয়সা। ১৬ ডিসেম্বর শ, ই, শিবলির সম্পাদনায় পাবনা থেকে 'আবেসী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিকিকিনি মার্ট, ২৯ নিউমার্কেট পাবনা থেকে এটি প্রকাশিত হত। বাংলা ১৩৮১ সালের পৌষ মাসে মনোরঞ্জন দাসের সম্পাদনায় কুমিল্লা থেকে 'গবেষণা' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হত।

১৯৭৫ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—প্রবাসীর ডাক, চাঁদপুর বার্তা, কাঁকন, টাংগাইল সমাচার, লোক সাহিত্য পত্রিকা, মেহনতি কণ্ঠ, রক্তিম সূর্য, শুভেচ্ছা, আলপনা, যুবরাজ, রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, অরণি, শিক্ষা বিচিত্রা, আবাহন, মৌমাছি, ছায়াপথ, নিপুণ, সেনানী, কবিতালাপ ইত্যাদি। ৫ জানুয়ারি আহমদ আনিসুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক প্রবাসীর ডাক। বিদেশে অবস্থানকারী বাঙালিদের সংবাদ পরিবেশন এবং বেকার বাঙালিরা যাতে অধিকহারে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুবিধা পায় সেই উদ্দেশ্যেই 'প্রবাসীর ডাক' প্রকাশিত হয়। জালালাবাদ এসোসিয়েশন, ১৯ কাওরান বাজার ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং পলওয়েল প্রিন্টিং প্রেস নয়াপল্টন ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১০ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ৫০ পয়সা। ১৪ ফেব্রুয়ারি আবদুল খালেকের সম্পাদনায় চাঁদপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'চাঁদপুর বার্তা'। ইসলামিয়া প্রেস চাঁদপুর থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল পঞ্চাশ পয়সা। ২৭ জানুয়ারি সুফিয়া খাতুনের সম্পাদনায় বগুড়া থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'কাঁকন'। প্রজাবাহিনী প্রেস, থানা রোড, বগুড়া থেকে এটি মুদ্রিত এবং নবাববাড়ী সড়ক বগুড়া থেকে প্রকাশিত হত। ১৯৭৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে পত্রিকাটি পাক্ষিকে পরিণত হয়।

৩১ মার্চ আবু কায়সারের সম্পাদনায় টাঙ্গাইল থেকে 'টাঙ্গাইল সমাচার' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি জেলা বোর্ড টাঙ্গাইল কর্তৃক প্রকাশিত এবং তাজ প্রেস পাঁচ আনি বাজার টাঙ্গাইল থেকে মুদ্রিত হত। ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৫০ পয়সা। পত্রিকাটি স্বল্প সময়ে সারা টাঙ্গাইলে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। জানুয়ারি মাসে আবুল আহসান চৌধুরীর সম্পাদনায় কুষ্টিয়া থেকে 'লোক সাহিত্য' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মজমপুর কুষ্টিয়া থেকে এটি প্রকাশিত এবং সুলভ প্রেস, সিরাজদ্দৌলা সড়ক কুষ্টিয়া থেকে মুদ্রিত হত। ১৫১ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল পাঁচ টাকা। ১ ফেব্রুয়ারি মাহবুবুল আলমের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'মেহনতি কণ্ঠ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৯ মতিঝিল সার্কুলার রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং বুক প্রমোশন প্রেস ২৮ টয়েনবি সার্কুলার রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত।

www.pathagar.com

আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ৫০ পয়সা। ২৬ মার্চ সৈয়দ মোহাম্মদ ওবায়েদউল্লার সম্পাদনায় চাঁদপুর থেকে 'রক্তিম সূর্য' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রতন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স জে, এম, সেনগুপ্ত রোড চাঁদপুর থেকে মুদ্রিত এবং বয়েজ রোড, পুরান বাজার চাঁদপুর থেকে প্রকাশিত হত। ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৪০ পয়সা। এপ্রিল মাসে মমিনউল্লাহর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'শুভেচ্ছা' নামে একটি চলচ্চিত্র বিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সহ-সম্পাদক ছিলেন ইমদাদুল হক মিলন। বাংলা প্রেস, ইস্পাহানি বিলডিং বাংলাবাজার ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং ৩৮ বাংলাবাজার ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। ১৬০ পৃষ্ঠা পত্রিকার দাম ছিল চারটাকা।

২১ ফেব্রুয়ারি রনজিৎ কুমার সেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'আলপনা' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ২৫ কোর্ট হাউস স্ট্রিট ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং নূরপুর আর্ট প্রেস, ১৪ আকমল খান রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৩৭ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল এক টাকা। বাংলা ১৩৮১ সালের মাঘ মাসে মোরশেদ শফিউল হাসান ও হুমায়ূন আজিজের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে 'যুবরাজ' নামে একটি দ্বিমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা। ব্যবস্থাপনা সম্পাদক গোলাম ফেরদাউস। নাসিরাবাদ সরকারি কলোনি চট্টগ্রাম থেকে এটি প্রকাশিত এবং শাহীন প্রেস ৭০ হরনাথ ঘোষ রোড, লালবাগ ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ১০৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা। পত্রিকাটি পাঠকমহলে সমাদৃত হয়েছিল। ফেব্রুয়ারি মাসে আবু মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায় রংপুর থেকে 'রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা' নামে একটি ষান্মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

মার্চ মাসে মোহাম্মদ হুমায়ূন কবিরের সম্পাদনায় সিলেট থেকে 'অরণি' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক অরণি সাহিত্য ও বিজ্ঞান সংঘ। মিতালী প্রিন্টার্স, জল্লার পাড়, সিলেট থেকে এটি মুদ্রিত হত। ৩৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল একটাকা পঞ্চাশ পয়সা। ২৬ মার্চ এস, এম, মোসলেম উদ্দিনের সম্পাদনায় বগুড়া থেকে 'শিক্ষাবিচিত্রা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। নাহার লিথো প্রেস, থানা রোড, বগুড়া থেকে এটি মুদ্রিত এবং জেলা পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশনা সমিতি থেকে প্রকাশিত হত। বাংলা ১৩৮২ সালের বৈশাখ মাসে মুহম্মদ আসাফউদদৌলা রেজার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'আবাহন' নামে একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক ছিলেন আবদুল মতিন। ৯৯ সবুজবাগ, কমলাপুর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মিতা মুদ্রায়ণ ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৭০ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা। জুন মাসে দিলওয়ারের সম্পাদনায় সিলেট থেকে 'মৌমাছি' নামে একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি মৌমাছি সাহিত্য সংস্থা ভার্থখোলা সিলেট কর্তৃক প্রকাশিত এবং মোজাহিদ প্রেস তাঁতি পাড়া সিলেট থেকে মুদ্রিত হত। ২৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম একটাকা পঞ্চাশ পয়সা।

২৯ আগস্ট নাসিরুদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় বন্দর নগরী খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ছায়াপথ'। ৪ ডি. কে ঘোষ রোড, মোল্লা ম্যানসন খুলনা থেকে এটি

www.pathagar.com

প্রকাশিত এবং পিপল প্রেস খুলনা থেকে মুদ্রিত। সেপ্টেম্বর মাসে শাহজাহান চৌধুরীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'নিপুণ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ত্রিধারা মুদ্রায়ণ, মগবাজার, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত এবং ৩০৯ বড় মগবাজারে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। ১৯৮৩ সালে মোস্তফা জব্বার পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নভেম্বর মাসে জাহিদ হোসেনের সম্পাদনায় 'সোনালী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর মাসিক মুখপত্র। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদফতর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। বাংলা ১৩৮২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে মনু ইসলাম ও কামাল আহমদের সম্পাদনায় খুলনা থেকে 'কবিতালাপ' নামে কবিতা বিষয়ক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

মুজিব শাসনামলের শুরুতেই ভারত বিরোধীতার নামে সাম্প্রদায়িক শক্তি জোট বাধতে শুরু করে। একদিকে জামায়াত ও মুসলিম লীগ, অন্যদিকে ভাসানী ন্যাপ ও পিকিংপন্থি বামগোষ্ঠি। বাংলাদেশের তখনকার মিত্র ভারত ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে তারা বল্গাহীন অপপ্রচার শুরু করে। জামায়াত ও মুসলিম লীগ নতুন নামে জোট বাঁধে। পিকিংপন্থিরা ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে মওলানা ভাসানীকে। টাঙ্গাইল থেকে 'হককথা' নামে একটি পত্রিকা বের করে তার মাস্তুলে পরিচালক হিসাবে মওলানা ভাসানীর নাম লেখা হয়। কার্যত পত্রিকাটি চালাতেন ইরফানুল বারী নামে কট্টর সাম্প্রদায়িক ও স্বাধীনতা বিরোধী এক ব্যক্তি। মওলানা ভাসানীর নাম ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে পিকিংপন্থি বিভিন্ন উপদল, এমনকি চরম সাম্প্রদায়িক কোন কোন গ্রুপ, বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন সাপ্তাহিক ও সাময়িকী প্রকাশ করতে শুরু করে। ভাসানীপন্থি উপদলগুলোর কাগজের কোনটি চলত মশিয়ূর রহমান যাদু মিয়ার টাকায়, কোন কোনটি তোহা গ্রুপের পৃষ্ঠপোষকতায়, কোন কোনটি নিষিদ্ধ ঘোষিত জামায়াত ও মুসলিম লীগের কোন নেতার অপ্রকাশ্য আর্থিক সহায়তায়। এদের পরোক্ষ সহযোগিতায় পরিচালিত পত্রিকাগুলো কখনো ধর্ম কখনো বা তত্ত্বকথার মোহজাল বিস্তার করে তার আড়ালে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করেছে।

প্রকৃতপক্ষে একাত্তরে বাংলাদেশে হানাদার বাহিনীর সহযোগী সাম্প্রদায়িক দলগুলো সাময়িকভাবে বিবরে মুখ লুকিয়েছিল, সময়ও সুযোগ সৃষ্টির অপেক্ষা করছিল। স্বাধীনতার প্রত্যুষেই তারা তাদের উদ্দেশ্য পূরণের কাজে ঠেলে দেয় প্রগতিশীল ভাবধারার মিত্র বলে এককালে পরিচিত কিছু ব্যক্তিকে, যাদের সহজে সন্দেহ করা যায় না। যাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সহজে প্রশ্ন তোলা যায় না। এদেরই একজন ইংরেজি সাপ্তাহিক হলিডে সম্পাদক এনায়েতুল্লাহ খান। তিনি তার লেখনি ও পত্রিকার মাধ্যমে স্বাধীনতার সেই প্রথম প্রত্যুষেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অপ্রস্তুত ও অসচেতন শিবিরে সহজেই বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেন। প্রতিভা থাকলেই মানুষ মহৎ হয়না। এদেশে সাংবাদিকতা জগতের অন্যতম ব্যক্তিত্ব এনায়েতউল্লাহ খান তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

www.pathagar.com

মুজিব শাসনামলের শুরু থেকেই কিছু কিছু পত্রিকার কণ্ঠে চড়া সুর ধ্বনিত হতে শুরু করে। কখনো কখনো তা ছিল উস্কানিমূলক, শালীনতা বহির্ভূত এবং রাষ্ট্র ও জনস্বার্থ বিরোধী। এ সব পত্রিকার সাংবাদিকতার নীতি বহির্ভূত প্রচারণা বন্ধ করার জন্য সরকার ১৯৭২-এ আইয়ুব খান প্রণীত প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স (১৯৬০) বহাল করেন। এ আইনের আওতায় ১৯৭২ সালে সরকার ১০টি পত্রিকার প্রকাশনা স্থগিত ও একটি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে। কিন্তু এক বছর পরই সরকার ১৯৬০ সালের প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স বাতিল করে এবং ১৯৭৩ সালের ২৮ আগস্ট প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন (ডিক্লারেশন ও রেজিস্টেশন) অর্ডিন্যান্স জারি করেন। ১৯৭৪ সালের ২০ নভেম্বর পাশ হয় ছাপাখান ও প্রকাশনা (ডিক্লারেশন ও রেজিস্ট্রেশ) সংশোধনী আইন। এ আইনে অশ্লীল বা অবমাননকর মন্তব্য প্রকাশের জন্য সংবাদপত্রের ডিক্লারেশন বাতিল করার ব্যবস্থা ছিল। ১৯৭৪ সালের ৯ জুলাই সরকার নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণ ও বিজ্ঞাপন নীতি ঘোষণা করে। এর পূর্বে দেশে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধান ও চোরাচালান দমনের জন্য সরকার ১৯৭৪-এর ৯ ফেব্রুয়ারি বিশেষ ক্ষমতা আইন জারি করেন। বিশেষ ক্ষমতা আইনে সংবাদপত্র সম্পর্কিত তিনটি ধারা জুড়ে দেয়া হয়, যাতে সরকার নাখোশ হলে সংবাদপত্র বন্ধ করা, খবর ছাপার ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ প্রি-সেন্সরশিপ এবং সংবাদের সূত্র প্রকাশে সাংবাদিকদের বাধ্য করার বিধান রাখা হয়। এমন কি হকাররা যাতে কাগজ বিক্রি না করে তা থেকে বিরত রাখার জন্য হকারকে গ্রেফতার করারও বিধান ছিল।

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী পাশ হয়। শুরু হয় বাকশাল গঠনের প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে কোন কাগজ থাকবে না বলে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সংবাদপত্র সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দেয়ার জন্য বিশিষ্ট সাংবাদিক শহীদুল হক, এনায়েতউল্লাহ্ খান ও তোয়াব খানকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তোয়াব খান তখন শেখ মুজিবের প্রেস সেক্রেটারি ছিলেন। ১৯৭৫-এর ১৬ জুন নিউজ পেপার ডিক্লারেশন এনালমেন্ট অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। এর আওতায় দেশে চারটি দৈনিক ব্যতীত সকল দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। অর্ডিন্যান্সে ১৭ জুন (১৯৭৫) থেকে সারাদেশে দৈনিক ইত্তেফাক, বাংলাদেশ অবজারভার, দৈনিক বাংলা এবং দৈনিক বাংলাদেশ টাইমস—এই চারটি দৈনিক প্রকাশের কথা ঘোষণা করা হয়। নুরুল ইসলাম পাটোয়ারি, ওবায়দুল হক, এহ্তেশাম হায়দার চৌধুরী ও শেখ ফজলুল হক মনি যথাক্রমে দৈনিক ইত্তেফাক, বাংলাদেশ অবজারভার, দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ টাইমসের সম্পাদক নিযুক্ত হন। সরকার আরো ১২২ টি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার ডিক্লারেশন বহাল রাখে। সরকারি সংবাদ সংস্থা বাসস ও চালু থাকে।

'নিউজ পেপার ডিক্লারেশন এনালমেন্ট অর্ডিন্যান্স' জারির ফলে যে সব পত্র-পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়—সেগুলোর সাংবাদিক কর্মচারিদের চাকুরি সরকারের হাতে ন্যস্ত হয়। চাকুরি না পাওয়া পর্যন্ত ভাতা দেয়ার বিধান রাখা হয়। সাংবাদিকদের

www.pathagar.com

সুযোগ সুবিধা দেয়ার জন্য গিয়াস কামাল চৌধুরী, আজাদী সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ এবং আরো কয়েকজনকে নিয়ে কমিটি গঠিত হয়। সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা পরিচালনার জন্য আবদুল গণি হাজারীকে চেয়ারম্যান করে সংবাদপত্র ব্যবস্থাপনা বোর্ড গঠন করা হয়। বাকশালে সাংবাদিক ফ্রন্টগঠনের সময় নয়জন সম্পাদকসহ প্রায় ৩৭৪ জন বিশিষ্ট সাংবাদিক বাকশালে যোগদান করেন। এদের মধ্যে যারা উল্লেখ্যযোগ্য তারা হচ্ছেন—ওবায়দুল হক সম্পাদক বাংলাদেশ অবজারভার, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, সম্পাদক দৈনিক ইত্তেফাক, শামসুল হুদা সম্পাদক মর্নিং নিউজ, নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী সম্পাদক দৈনিক বাংলা, জাওয়াদুল করিম প্রধান সম্পাদক বাসস, এহতেশাম হায়দার চৌধুরী সম্পাদক দৈনিক পূর্বদেশ, শহীদুল হক কার্যনির্বাহী সম্পাদক বাংলাদেশ টাইমস ও দৈনিক বাংলার বাণী, বজলুর রহমান ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক দৈনিক সংবাদ, মিজানুর রহমান সম্পাদক বিপিআই, ইকবাল সোবহান চৌধুরী-অবজারভার, গোলাম সারওয়ার-ইত্তেফাক, রাহাত খান-ইত্তেফাক, হাসান শাহরিয়ার-ইত্তেফাক, জাহিদুজ্জামান ফারুক-ইত্তেফাক, এ, এম, মোফাজ্জল-বাংলাদেশ টাইমস, আমানুল্লাহ কবীর-বাংলাদেশ টাইমস, আলমগীর মহিউদ্দিন-বাংলাদেশ টাইমস, রিয়াজ উদ্দিন আহমদ-বাংলাদেশ অবজারভার, খোন্দকার মনিরুল আলম-বাংলাদেশ টাইমস।

শেখ মুজিবের শাসনামলে প্রথম দিক থেকেই সাংবাদিক ইউনিয়ন সক্রিয়ভাবে সাংগঠনিক তৎপরতা চালায়। তখন সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতা ছিলেন কে, জি মুস্তাফা আলী আশরাফ, তোয়াব খান প্রমুখ। ১৯৭২-এর ডিসেম্বরে নির্মল সেনকে সভাপতি এবং গিয়াস কামাল চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক করে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন গঠিত হয়। এ সময় কে, জি, মুস্তাফা বিএফইউজে গঠনের কাজ করতে থাকেন। প্রাথমিক অবস্থায় সাংবাদিক ইউনিয়ন বেতন বোর্ড গঠন, প্রেস কমিশন গঠন, এবং প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স বাতিলের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানায়। ১৯৭৩ সালের মে মাসে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন গঠিত হয়। এতে নির্মল সেন সভাপতি এবং গিয়াস কামাল চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক হন। '৭৩-এর ৮ জুলাই অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের দ্বিতীয় সম্মেলন। এতে নাজিম উদ্দিন মানিক ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি এবং শুভ রহমান সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯৭৪-এর ২ জুন বিচারপতি সাত্তারকে চেয়ারম্যান করে সাংবাদিকদের জন্য বেতন বোর্ড গঠন করা হয়।

সংবাদপত্র সব দেশেই তার স্বাধীনতার অপব্যবহার করছে। ছাপা হচ্ছে ভুল খবর। কোথাও এ ভুল অসতর্কতার জন্য, কোথাও অজ্ঞতাপ্রসূত, কোথাও বা স্বেচ্ছাকৃত। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও অসত্য খবর অনেক সময় ভয়াবহ পরিণতি ডেকে নিয়ে আসতে পারে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যেমন নানাভাবে নানান প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বিঘ্নিত হচ্ছে, সাংবাদিকদের বৃত্তিগত মর্যাদা ও তাদের অধিকার যেমন নানা জায়গায় লংঘিত হচ্ছে, তেমনি সাংবাদিকরাও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে প্রহসনে পরিণত করছেন। দায়িত্ব জ্ঞানহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত খবর দিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে পত্রিকার বিক্রি বাড়ানোর একটা প্রবণতা চিরকালই সংবাদপত্র জগতে ছিল। এখনো সেই ধারা বজায়

www.pathagar.com

রয়েছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নামে সাংবাদিকদের বল্গাহীন কলম যখন পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে চলে তখন তার রাশ টেনে ধরার জন্যই দেশে দেশে প্রেস কাউন্সিল তৈরি হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৪-এর ২৫ নং আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সংবাদপত্রের অহেতুক আক্রমণ থেকে জনসাধারণকে বাঁচাবার জন্যই প্রেস কাউন্সিল। আইন কখনও সুস্থ রুচি, সুনীতি ও মূল্যবোধ গড়ে তোলে না। আইনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে দমন নীতি। সংবাদপত্রও তা থেকে বাদ যায়না। সাংবাদিকদের মত আভিমানী ও আত্মসচেতন ব্যক্তিদের রাজদ্বারে আনা মানে হিতে বিপরীত ঘটানো। এক্ষেত্রে প্রেসকাউন্সিল একমাত্র সমাধান। প্রেস কাউন্সিল সৎ পরামর্শ দেয়, নিয়ন্ত্রণ করে, কখনো ধমক দেয় এবং মৃদ্যু শাস্তি বিধানও করে। তার পেছনে থাকে প্রচ্ছন্ন ক্ষমা সুন্দর মূর্তি। কিন্তু আদালত অব্যাহতি দেয়, না হয় শাস্তি বিধান করে। সংবাদ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা সংরক্ষণ এবং সংবাদপত্র সংবাদ পরিবেশনের মান উন্নয়ন এ দুটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রেস কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট কাউন্সিলের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ১২টি দায়িত্ব অর্পণ করেছে। কাউন্সিলের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে বিচার করা। যেকোন ব্যক্তি কাউন্সিলের কাছে সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা বা সাংবাদিকের বিরুদ্ধে নালিশ আনতে পারে। অথবা অন্যভাবেও কাউন্সিল অভিযোগ গ্রহণ করতে পারে। যদি দেখা যায় যে, সংবাদপত্র বা সংবাদ সংস্থা নীতি ভঙ্গ করেছে কিংবা কোন সাংবাদিক পেশাগত অসদাচরণ অথবা সাংবাদিকতার আচরণ বহির্ভূত কাজ করেছে, তবে কাউন্সিল এ সম্পর্কে তদন্ত করতে পারে। তদন্তে দোষ প্রমাণিত হলে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সংস্থাকে কাউন্সিল তিরস্কার, নিন্দা বা হুশিয়ারির শাস্তি দিতে পারে। কাউন্সিল এ সংক্রান্ত আদেশ সংবাদপত্রে প্রকাশের নির্দেশ দিতে পারে।

সংবাদপত্রের মান উন্নয়নের যে দায়িত্ব তার মধ্যে সাংবাদিকদের কাজের বিচারের অধিকার অন্তর্ভুক্ত। যে সংবাদপত্র তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে অসতর্ক বা অসত্যাশ্রয়ী, যে সংবাদপত্র অভিমত প্রদানে গোঁয়ার, সে সংবাদপত্র যদি নিন্দা ও তিরস্কারের মাধ্যমে সুপথে আসে তবে তার মান উন্নত হয়। স্বাধীনতার সাথে নিয়ন্ত্রণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অমিতাচার রোধের মাধ্যমেই স্বাধীনতা শক্তি অর্জন করে ও শক্তিভিত্তি পায়। এদিক থেকে বিবেচনায় সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচার করাও তাদের স্বাধীনতা সংরক্ষণের অংশ।

প্রেস কাউন্সিল আইন ১৯৭৪-এর ফেব্রুয়ারি মাসে জারি হয়। ১৯৭৯ সালের ১৮ আগস্ট এ আইন অনুযায়ী প্রেস কাউন্সিল গঠিত হয়। কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা ১৫ জন। এদের মধ্যে একজন চেয়ারম্যান। যিনি বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিযুক্ত হবার যোগ্যতা রাখেন, কেবল তিনিই কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হতে পারেন। রাষ্ট্রপতি তাকে মনোনয়ন দান করেন। চেয়ারম্যান ব্যতীত অবশিষ্ট ১৪ জনের মধ্যে তিনজন হবেন কর্মরত সাংবাদিক। তিনজন হবেন সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার সম্পাদক।

www.pathagar.com

তিনজন হবেন সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার মালিক বা ব্যবস্থাপক। তিনজন হবেন শিক্ষা, বিজ্ঞান, কলা, সাহিত্য এবং আইনে বিশেষজ্ঞ এবং দু'জন হবেন সংসদ সদস্য। কর্মরত সাংবাদিক, সম্পাদক তাদের নিজ নিজ সংগঠন দ্বারা মনোনীত হবেন। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে তিনজনের মধ্যে একজন মনোনীত হবেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন দ্বারা আরেকজন বাংলা একাডেমীর দ্বারা এবং অবশিষ্ট জন বাংলাদেশ বার কাউন্সিল দ্বারা। স্পিকার দু'জন সংসদ সদস্যকে মনোনয়ন দান করবেন।

কাউন্সিলের সদস্যদের অপসারণ করার অধিকার কারো নেই। চেয়ারম্যান তিন বছরের জন্য তার পদে বহাল থাকবেন। সদস্যদের কাজের মেয়াদ দুই বছর, সদস্যরা পদত্যাগ করতে পারেন—এবং নিন্দাবাদের মাধ্যমে অপসারিত হতে পারেন।

www.pathagar.com

অধ্যায় : আট

জিয়াউর রহমানের আমলে সংবাদপত্র

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হন। সেনাবাহিনীর তিনজন পদচ্যুত অফিসারসহ ২০ থেকে ৩০ জন মেজর ও ক্যাপ্টেন গোলন্দাজ বাহিনীর প্রায় ১৪০০ সৈন্যের সমর্থনে এ অভ্যুত্থান ঘটায়। সেনাবাহিনীর তৎকালিন উপ-প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান অভ্যুত্থান পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু তিনি এ পরিকল্পনা প্রতিরোধে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। মুজিবের পতনের পর খন্দকার মোশতাক ক্ষমতায় আসেন। এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ষড়যন্ত্রের জন্য তিনি খুবই খ্যাতিমান ব্যক্তি। কিন্তু এই মানুষটিও জিয়ার কাছে পরাজিত হন। পঁচাত্তরের ৭ নভেম্বর আরেকটি সেনা অভ্যুত্থানে জিয়া ক্ষমতার পাদপ্রদীপের আলোয় চলে আসনে।

জিয়াউর রহমানের শাসনকাল চমক, রহস্যময়তা ও অভিনবত্বে ভরপুর। তিনি তার শাসনপর্বের প্রথমভাগে রাষ্ট্রশাসন ও রাজনীতিতে চমক সৃষ্টির চেষ্টা চালান। সংবিধান সংশোধন করে তিনি বাংলাদেশের নাগরিকদের বাংলাদেশিরূপে পরিচিত করেন, সংবিধানের মূল চার নীতির অন্যতম ধর্মনিরপেক্ষতা বাতিল করে সংবিধানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম' যুক্ত করেন এবং সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সামরিক শাসনের বৈধতা প্রদান করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'ঘরোয়া রাজনীতি' দলভাঙ্গা ও রাজনৈতিক নেতাদের ডিগবাজীতে ভূমিকা রেখে জিয়াউর রহমান এদেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে নিজের রাজনৈতিক ভিত গড়ে তোলেন। তার শাসনামলেই এদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির পুনরুত্থান ঘটে এবং দেশ শাসনে একাত্তরের পরাজিত শক্তির অংশীদারিত্ব কায়েম হয়।

পঁচাত্তরের ৭ নভেম্বর অভ্যুত্থানের পর দেশের সকল ক্ষমতার চলে আসে সামরিক বাহিনীর হাতে, যার কেন্দ্রবিন্দু হন জিয়াউর রহমান। তখন রাষ্ট্রপতিও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে বিচারপতি সায়েম দায়িত্ব পালন করলেও সকল সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হত সেনাবাহিনীর উচ্চ পর্যায়ে। '৭৬-এর ২ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি সায়েম বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ভূমিকা গ্রহণকারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সমস্ত মামলার রায় স্থগিত ঘোষণা করে এক নির্দেশ জারি করেন। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনসহ সর্বত্র তাদের নিয়োগসহ সকল প্রকার রাজনৈতিক অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হয়।

www.pathagar.com

'৭৬-এর ২৮ জুলাই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক রাজনৈতিক দল বিধি '৭৬ জারি করেন। আগস্ট মাস থেকে ঘরোয়া রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়। ১৯৭৬-এর নভেম্বরে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং ১৯৭৭-এর ২১ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রক্ষমতার একক শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হন। ১৯৭৭-এর ৩০ এপ্রিল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্র পরিচালনায় তার ১৯ দফা নীতি ও কর্মসূচী ঘোষণা করেন। এরপর থেকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জিয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৭৭-এর ৩০ মে সারাদেশে গণভোট গ্রহণ করা হয়। গণভোটের উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রপতি হিসাবে জিয়াউর রহমানের বৈধতা প্রতিষ্ঠা করা। ১৯৭৮-এর ১ সেপ্টেম্বর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) গঠনের ঘোষণা দেন। ১৯৭৮-এর ৩ জুন অনুষ্ঠিত হয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। নির্বাচনে ঐক্যজোট প্রার্থী জেনারেল ওসমানীকে পরাজিত করে বিপুল ভোটের ব্যবধানে জিয়াউর রহমান জয়ী হন। বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে, যে ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদে চাকুরিরত রয়েছেন, তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। কিন্তু জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীতে চাকুরিরত ছিলেন। ১৯৭৮-এর ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি সেনাবাহিনী প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

১৯৭৮ সাল ছিল রাজনৈতিক অঙ্গনে দল ভাঙ্গার বছর। আওয়ামী লীগ, সাম্যবাদী দল, মুসলিম লীগ, ন্যাপ (ভাসানী), ইউপিপি প্রভৃতি দল দ্বিধা কিংবা ত্রিধাবিভক্ত হয়। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করার এই প্রক্রিয়ায় তৎকালীন সামরিক সরকার বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ১৯৭৯ সলের ১৮ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ২৯টি রাজনৈতিক দল অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচনে বিএনপি ২০৫টি আসন লাভ করে। প্রধান বিরোধী দল ৪০টি আসনে বিজয়ী হয়। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল দলের নেতারা নির্বাচনে ভয়াবহ সন্ত্রাস ও দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ করেন।

জিয়াউর রহমানের শাসনের সাড়ে পাঁচ বছরে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে পরিচালিত হলেও এই সময়কালে সামরিক বাহিনীর ভেতরে অনৈক্যটাই ছিল মুখ্য। জেনারেল জিয়া সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ ও পরিচালনা করেন। কিন্তু পুরো সেনাবাহিনীর সমর্থন তার প্রতি ছিল না। ফলে জিয়াউর রহমানের শাসনামলে সরকার উৎখাতে বেশ কয়েকটি ব্যর্থ অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়। সরকার কঠোরহস্তে এগুলো দমন করে। ফলে বিপুল সংখ্যক অফিসার ও সিপাহী নিহত হন। ১৯৭৭-এর অক্টোবরে বিমান বাহিনীর সদস্যদের একটি অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার জন্য পরবর্তীতে সরকারি হিসাবে ১১৪৩ জন সৈনিককে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়। সর্বশেষ বিদ্রোহ ঘটে ১৯৮১ সালে ৩০ মে চট্টগ্রামে। এই বিদ্রোহের ফলেই জিয়াউর রহমান নৃশংসভাবে নিহত হন।

জিয়াউর রহমান সামরিক শাসনকে ক্রমশ বৈধ করার মাধ্যমে এদেশে গণবিচ্ছিন্ন ক্ষমতার হাত বদলের এক নতুন ধারা সৃষ্টি করেন। অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল, প্রশাসনকে

www.pathagar.com

নিজের হাতে মুঠোয় গ্রহণ এবং নিজের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ পূরণে প্রশাসন ব্যবহারের চর্চা চলে জিয়াউর রহমানের পুরো শাসনামল জুড়ে। তার শাসনামলের অর্ধেকেরও বেশি সময় দেশ ছিল সামরিক আইনের অধীনে। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের, দল গঠন ও রাজনীতি চর্চার সুযোগ ছিল সংকীর্ণ। তার আমলে বাংলাদেশ ছিল তার প্রিয় সানগ্লাসের মত মৌলিক অধিকারহীনতার কালো আবরণে ঢাকা। সংবাদপত্র যেন হাতের মুঠোর বাইরে যেতে না পারে সেজন্য তথ্য মন্ত্রণালয় তিনি তার নিজ হাতে রেখেছিলেন। ১৯৭৬ সালের ২২ আগস্ট দৈনিক ইত্তেফাক মালিকের কাছে ফেরত দেয়া হয়। এ বছর ৩০ ডিসেম্বর সংবাদ পুনঃপ্রকাশিত হয়। এভাবে নানা কায়দায় বন্ধ পত্রিকাগুলো প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭৭ সালের ২৭ এপ্রিল যখন দৈনিক সংগ্রাম পাঁচ বছর পর নবপর্যায়ে পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দেয়া হয় তখন সরকারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কেন তারা বন্ধ পত্রিকাগুলো তড়িঘড়ি করে পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করছেন।

জিয়াউর রহমানের শাসনামলে প্রথম বছর ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ থেকে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—আদদাওয়াত, গণশক্তি, বস্ত্রশিল্প, তির্যক, কনভয়, দৃষ্টি, ঠিকানা, সৈনিক, দৈনিক বার্তা, মহুয়া, কিষাণ, গল্পপত্র, নববার্তা, নয়াবার্তা, কৌসুমী, প্রতিরোধ করতোয়া ইত্যাদি। জানুয়ারি মাসে আবুল কাসেমের সম্পাদনায় রাজশাহী থেকে 'আদদাওয়াত' নামে একটি ইসলামি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রকাশক শাহ সুফী সাজজাদ আহমদ। প্রান্তিক প্রিন্টিং প্রেস, মালেপাড়া রাজশাহী থেকে এটি মুদ্রিত হত। ৩৫ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা। ২১ মার্চ মোহাম্মদ তোয়াহার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে নবপর্যায়ে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'গণশক্তি'। মোহাম্মদ তোয়াহা একাত্তরে মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। দেশ স্বাধীন হবার পর আত্মগোপন করেন। পঁচাত্তরের পট-পরিবর্তনের পর তিনি জিয়াউর রহমানের সামরিক সরকারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। এর অব্যবহিত পরেই তিনি তার পত্রিকা গণশক্তি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শাহানা প্রিন্টিং প্রেস থেকে গণশক্তি মুদ্রিত এবং ৪৩/১ যোগীনগর লেন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত।

এপ্রিল মাসে কলিম শরীফীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'বস্ত্র শিল্প' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশনের মুখপত্র। বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পের সমস্যা সম্ভাবনা, এর ব্যবস্থাপনা এবং সাতষট্টি হাজার বস্ত্রশিল্প কর্মীর প্রয়াসকে সাধারণের কাছে উপস্থাপনের লক্ষ্যে 'বস্ত্রশিল্প' প্রকাশিত হয়। ৩৩ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সপ্তর্ষি মুদ্রায়ণ, ২ ওয়ার স্ট্রিট ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। পরবর্তীতে কাজী আলাউদ্দিন আহমদ ও মির্জা আবদুল মতিন 'বস্ত্র শিল্প' সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মে মাসে রবিউল আলমের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে 'তির্যক' নামে নাট্য বিষয়ক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল তির্যক নাট্যগোষ্ঠীর মুখপত্র। প্রকাশক ছিলেন হাবিবউল্লাহ। ৮৩/এ হাই লেবেল রোড চট্টগ্রাম থেকে এটি প্রকাশিত এবং কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেস চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত হত। বাংলা ১৩৮৩-এর শ্রাবণ মাসে কাজী মন্টুর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'কনভয়' নামে একটি

www.pathagar.com

ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল সুকান্ত একাডেমীর মুখপত্র। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন মনিরুজ্জামান চঞ্চল। তিতাস প্রিন্টিং প্রেস ২৯/৩০ ললিতমোহন দাস লেন পিলখানা, ঢাকা থেকে কনভয় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত।

১৪ আগস্ট নুরুল আমিনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'দৃষ্টি' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল জাতীয় অন্ধ সংস্থার মুখপত্র। আলম প্রিন্টিং প্রেস, ২১ মিরপুর রোড ঢাকা থেকে দৃষ্টি মুদ্রিত এবং অরফানেজ রোড, ঢাকা থেকে জাতীয় অন্ধ সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হত। ২৫ আগস্ট আবুল হোসেন মীরের সম্পাদনায় যশোর থেকে 'ঠিকানা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি প্রেসক্লাব ভবন, মুজিব সড়ক, যশোর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৫০ পয়সা। ৩০ আগস্ট আবদুল গফুরের সম্পাদনায় নব পর্যায়ে সাপ্তাহিক সৈনিক প্রকাশিত হয়। আমাদের বিজ্ঞান প্রেস, ৩২/২ আজিমপুর রোড, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত এবং কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। ১২ পৃষ্ঠা পত্রিকার দাম ছিল ৫০ পয়সা।

১৮ অক্টোবর রাজশাহী থেকে নবপর্যায়ে প্রকাশিত হয় উত্তর জনপদের পত্রিকা 'দৈনিক বার্তা'। এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন আবদুর রাজ্জাক চৌধুরী। সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও অর্থানুকূল্যে দৈনিক বার্তার আত্মপ্রকাশ ঘটে। পত্রিকার জন্য অত্যাধুনিক লাইনো মেশিন, রোটারি মেশিন বসানো হয়। ১৯৭৫-এর সরকারি অধ্যাদেশে বাতিলকৃত সংবাদপত্রগুলোর কর্মচ্যুত অভিজ্ঞ সাংবাদিকদের বার্তায় নিয়োগ দেয়া হয়। অঙ্গসজ্জা ও সংবাদ পরিবেশনে অল্প সময়ে পত্রিকাটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু এক বছর পার না হতেই বার্তা সংকটের মুখোমুখি হয়। সংকটের মূল কারণ ছিল বিদ্যুত বিভ্রাট, টেলিযোগাযোগের অব্যবস্থা, আশানুরূপ বিজ্ঞাপন না পাওয়া এবং দুর্বল ব্যবস্থাপনা। এ অবস্থায় ১৯৭৭ সালে নুরুল ইসলাম পাটোয়ারী পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বার্তা প্রেস, নাটোর রোড, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৪০ পয়সা। কিন্তু নানা প্রতিকূলতার কারণে এ পত্রিকাটি শেষ পর্যন্ত উত্তর জনপদের মানুষের কাছে তার আবেদন ধরে রাখতে পারেনি। ১৯৮৩ সালে পত্রিকার প্রকাশনা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

অক্টোবর মাসে আশরাফ উদ্দিনের সম্পাদনায় ময়মনসিংহ থেকে 'মহুয়া' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকাটি ছিল ময়মনসিংহ জেলা বোর্ডের মুখপত্র। পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন মুশাররফ করিম। লোক সাহিত্যের পাদভূমি ময়মনসিংহের সমকালীন প্রতিভাবানদের প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। জেলা বোর্ড প্রেস, ময়মনসিংহ থেকে মহুয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৬৫ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা।

২৭ ফেব্রুয়ারি এ, কিউ, এম জয়নুল আবেদিনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'কিষাণ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কিষাণ সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে গোপালগঞ্জ থেকে। এর ছয় বছর পর নতুন করে কিষাণ ঢাকায় আত্মপ্রকাশ করে।

www.pathagar.com

১২৮ বি, খিলগাঁও চৌধুরীপাড়া ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং দি প্রিন্টার্স, ইস্পাহানি বিল্ডিং ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ১৯৭৬ সালের ৭ নভেম্বর কিষাণ দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। দৈনিকটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কাজী আবদুল কাদের। এ সময় এ, কি, উ, এম, জয়নুল আবেদিন সম্পাদক হিসাবে বহাল থাকেন। কার্যনির্বাহী সম্পাদক হন মিজানুর রহমান মিজান। দৈনিক কিষাণের প্রকাশক ছিলেন কাজী হারুনুর রশিদ। দি প্রিন্টার্স, ৩১/৩২ পি, কে, রায় রোড ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ১৯৮২ সালের এপ্রিল মাসে দৈনিক কিষাণের প্রকাশনা কিছু দিন বন্ধ থাকে। এ বছর ১ জুন এটি পুনরায় প্রকাশিত হয়। এ পর্যায়ে কাজী আবদুল কাদের সম্পাদক এবং মোহাম্মদ জমির আলী কার্যনির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইম্পেরিয়াল প্রেস, ১০ হাটখোলা রোড ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত এবং দৈনিক কিষাণ লিমিটেড ৩৬৯ আউটার সার্কুলার রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। ১৯৮৩ সালের ১১ জুলাই পত্রিকার প্রকাশনা আবারো বন্ধ হয়ে যায়। ৭ আগস্ট পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশিত হয়।

১৬ ডিসেম্বর নুরজাহান বেগমের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'নববার্তা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রকাশক নাজমা চৌধুরী। ১১৭ ডি আইটি এভেনিউ, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মিউচ্যুয়াল প্রিন্টিং প্রেস, ৮৫ বিজয় নগর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৫০ পয়সা। অক্টোবর মাসে আরেফিন বাদলের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'প্রতিরোধ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের মুখপত্র। জাতীয় প্রতিরক্ষা কমিটির পক্ষে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকা কর্তৃক এটি প্রকাশিত এবং নাটোর প্রেস ৮৯, যোগিনগর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ১৯৭৭ সালের ১ অক্টোবর থেকে এটি পাক্ষিকরূপে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে জাহাঙ্গীর হাবিবুল্লাহ পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৬ সালের ২২ আগস্ট আবদুল মতিনের সম্পাদনায় বগুড়া থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'করতোয়া'। এটি উত্তরবঙ্গের একটি পাঠক নন্দিত পত্রিকা। ১৯৮০ সালে মোজাম্মেল হক লালু পত্রিকার মালিকানা ও সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রথম দিকে পত্রিকাটি লেটার প্রেসে ছাপা হত। ১৯৮৫ সালে করতোয়া অফসেট মেশিনে ছাপা শুরু হয়। ১৯৮৯ সালে কম্পিউটার কম্পোজ পদ্ধতিতে উত্তরবঙ্গের অত্যাধুনিক পত্রিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৯২ সালে গজ মেশিন স্থাপনের মাধ্যমে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে পত্রিকা ছাপা হচ্ছে।

১৯৭৭ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—রিপোর্টার, পটভূমি, পিরোজপুর দর্পণ, স্পষ্টবাদী, শিল্পকলা, খবর, বক্তব্য, ক্রীড়াজগত, দেশবাণী, শিশু, উত্তরণ, লাইমাই, সিলেট সমাচার, স্কুলিঙ্গ ইত্যাদি। ১৩ ফেব্রুয়ারি ওবায়দুল হক কামালের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'রিপোর্টার' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি বানোকপোতা প্রেস, ১১৮/এ আরামবাগ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ১৯৮৩ সালের ১৫ এপ্রিল এরশাদ মজুমদার পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হন। এ সময় ইসহাক মজুমদার পত্রিকার প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পত্রিকাটি তখন

www.pathagar.com

২৮/জে টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং সোনালী মুদ্রণ ১৯৪/৪৫ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল একটাকা। জানুয়ারি মাসে নার্গিস রফিকা বানুর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'পটভূমি' নামে সমসাময়িক ঘটনাবলী বিষয়ক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৮৮/১ নয়াপল্টন এবং বর্ণমালা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স ২২ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৮০ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা।

মার্চ মাসে পিরোজপুর থেকে 'পিরোজপুর দর্পণ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক ছিলেন সুলতান মাহমুদ চৌধুরী। সম্পাদক বেলায়েত হোসেন, কার্যনির্বাহী সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম। চৌধুরী প্রিন্টিং প্রেস পিরোজপুর থেকে এটি মুদ্রিত হত। ১৯৭৯ সালের মাঝামাঝি ড. সালেহউদ্দিন আহম্মদ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক, এ, কে, এম, আইয়ূব আলী ব্যবস্থাপনা সম্পাদক এবং কাওসার আলী মোল্লা সম্পাদক এবং অমর সাহা পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক হন। ১৯৮২ সালের ৩১ মে হেমায়েত উদ্দিন পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হন। ৩১ জানুয়ারি আবদুল মতিনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'স্পষ্টবাদী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। পত্রিকার উপদেষ্টা সম্পাদক ছিলেন আসফউদদৌলা রেজা। মিতা মুদ্রায়ণ ৯৯ সবুজবাগ, কমলাপুর, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৫০ পয়সা।

বাংলা ১৩৮৪ সালের গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর উদ্যোগে 'শিল্পকলা' নামে একটি ষান্মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর প্রথম সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম। পত্রিকাটিতে চিত্রকলা, সংগীত, নৃত্য, নাটক, লোকশিল্প পুরাতত্ত্বসহ শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণামূলক রচনা প্রকাশিত হয়। পরিচালক গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, সেগুন বাগিচা, রমনা, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত। ২৪ জুন মিজানুর রহমান মিজানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'খবর' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার কার্যনির্বাহী সম্পাদক ছিলেন হোসনে আরা চৌধুরী। উপদেষ্টা সম্পাদক আবদুর রহিম আজাদ। জনতা প্যাকেজেস এন্ড প্রিন্টিং প্রেস ৩১/এ র‍্যাংকিন স্ট্রিট ঢাকা থেকে খবর মুদ্রিত এবং ১৭৮ ধানমন্ডি, সড়ক নং ২৪ ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৫০ পয়সা। প্রথম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যার পর থেকে পত্রিকাটি ৩২ তোপখানা রোড ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৮৩ সালের ১৩ এপ্রিল আপত্তিকর সংবাদ পরিবেশনের অভিযোগে সরকার ১৯৭৪-এর বিশেষ ক্ষমতা আইন বলে সাপ্তাহিক খবরের প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

জুন মাসে চট্টগ্রাম থেকে 'বক্তব্য' নামে একটি মননশীল পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন ভূঁইয়া ইকবাল, সম্পাদক ছিলেন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর। ৫৬ পাঁচলাইশ আবাসিক এলাকা চট্টগ্রাম থেকে বক্তব্য প্রকাশিত এবং বর্ণমিছিল ৪২ এ কাজী আবদুর রউফ রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ১৪৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল চার টাকা।

www.pathagar.com

১৫ জুলাই জাকারিয়া পিন্টুর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'গ্যালারি' নামে একটি ক্রীড়া বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মধুমতি মুদ্রণালয় ৮১, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত এবং ৭১ টিপু সুলতান রোড ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল একটাকা। কাজী আবদুল আলীমের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'ক্রীড়া জগত' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। জাতীয় ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড পত্রিকাটি প্রকাশ করে। ৬২/৩ পুরানা পল্টন থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হত।

১৮ জুলাই শামসুল হক খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'দেশবাণী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সোমা আর্ট প্রেস ১৯ আরামবাগ, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত এবং ৬৬ বঙ্গবন্ধু এভেনিউ ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। সেপ্টেম্বর মাসে জোবেদা খানমের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'শিশু' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এই পত্রিকাটি প্রকাশ করে। ৩, সেগুন বাগিচা, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং এ্যাবকো প্রেস, আওলাদ হোসেন লেন ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ১০২ দুই পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা। পরবর্তীতে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, পুরানো হাইকোর্ট এলাকা, ঢাকা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশ করে।

৩ অক্টোবর দেলোয়ার হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'উত্তরণ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটির প্রধান সম্পাক ছিলেন আহমদ ছফা। ৭৫ সিদ্দিক বাজার ঢাকা থেকে উত্তরণ প্রকাশিত এবং বাবু আর্ট প্রেস, ১৬৫ ডিআইটি রোড, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত হত। ১০ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা। ২১ মার্চ ওয়াহিদুর রহমানের সম্পাদনায় কুমিল্লা থেকে 'লাইমাই' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল কুমিল্লা জেলা বোর্ডের মুখপত্র। কুমিল্লা জেলা বোর্ড প্রেস থেকে এটি মুদ্রিত হত। ৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৫০ পয়সা। ৩১ মার্চ মাহমুদের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে 'গণচেতনা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৩৪ ডবলমুরিং রোড, এনায়েত বাজার, চট্টগ্রাম থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ১৬ আগস্ট আবদুল ওয়াহেদ খানের সম্পাদনায় সিলেট থেকে 'সমাচার' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। মুজাহিদ প্রেস তাঁতিপাড়া সিলেট থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত।

১৯৭৮ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—ঢাকা, সচিত্র সন্ধানী, গণমানস, ক্রীড়াবাণী, রোববার, আন্দোলন, গণমুখ, বনভূমি, পদধ্বনি, প্রভৃতি। ২১ জানুয়ারি শফিকুল ইসলাম ইউনুসের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ঢাকা'। নির্বাহী সম্পাদক সোহেল অমিতাভ, যুগ্ম সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম। ৪৬ নিউ পল্টন, আজিমপুর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং চিশতিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৫০ পয়সা। ১৩ এপ্রিল গাজী শাহাবুদ্দিনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'সচিত্র সন্ধানী' নামে একটি মননশীল সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। এটির নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন বেলাল চৌধুরী। সংযুক্ত সম্পাদকমন্ডলীতে ছিলেন কাইয়ূম চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, শফিক রেহমান, এটিএম, আবদুল হাই। পত্রিকাটি বিপুলভাবে পাঠক নন্দিত হয়েছিল। সন্ধানী প্রেস, ৪১

www.pathagar.com

নয়া পল্টন, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ৫০ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা।

১৬ জুলাই গোলাম মাজেদের সম্পাদনায় যশোর থেকে 'গণমানস' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিপ্লব মুদ্রণ ও প্রকাশনা কার্যালয় প্যারিমোহন রোড, বেজপাড়া যশোর থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৫০ পয়সা। ৬ আগস্ট আবদুল্লাহ আল-ফরমানের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে 'ক্রীড়াবাণী' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৬ ঈশ্বরনন্দী লেন, দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত এবং ছুরতিয়া প্রেস চন্দনপুরা চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত হত। ১০ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা। ১০ সেপ্টেম্বর আবদুল হাফিজের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'রোববার' নামে একটি মননশীল সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, খেলাধূলা, চলচ্চিত্র ইত্যাদি বিষয়ে আলোকদীপ্ত উপস্থাপনা পত্রিকাটিকে পাঠক মহলে জনপ্রিয় করে তোলে। এ পত্রিকাটি মূলত সম্পাদনা করতেন কবি রফিক আজাদ। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন সাজু হোসেন। দি নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস ১ রামকৃষ্ণ মিশন রোড ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ২১১ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল চার টাকা।

২০ অক্টোবর এম, এ, ইসলাম এর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'আন্দোলন' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ক্যাকসটন প্রেস ২৮/৮ সেন্ট্রাল রোড ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত এবং ১১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। ১১ জুন কে, এম, শহীদুল্লাহর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'গণমুখ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন মুনশি আবদুল মান্নান। ৩২, ডি, মিরপুর রোড থেকে এটি প্রকাশিত এবং সোনালী মুদ্রণালয় ৮, আর্মেনিয়ান স্ট্রিট, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৪০ পয়সা।

২ এপ্রিল পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় অরণ্যজনপদের প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা 'বনভূমি'। এর প্রধান সম্পাদক ছিলেন জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা। সম্পাদক এ, কে, এম, মকসুদ আহমদ। অরণ্য জনপদের বিচিত্র খবর এবং উপজাতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক তথ্যপূর্ণ আলোচনা প্রকাশের লক্ষ্যেই বনভূমি আত্মপ্রকাশ করে। ডিলাক্স প্রিন্টিং প্রেস, থেকে এটি মুদ্রিত এবং রাঙামাটি প্রকাশনী, রাঙামাটি থেকে প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল একটাকা। ১০ সেপ্টেম্বর সাইদুর রহমানের সম্পাদনায় খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'পদধ্বনি'। বাংলাদেশ লেখক শিবিরের সহায়তায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হত। ৬০ আপার যশোর রোড, খুলনা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত এবং মহিউদ্দিন প্রেস খুলনা থেকে মুদ্রিত হত। ১৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৭৫ পয়সা।

১৯৭৯ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—জনকণ্ঠ, বাংলার চাষী, ফরিদপুর বার্তা, একাল, রূপসী, দৈনিক দেশ, প্রতিবেদন, উন্মেষ, নাট্যরাজ ইত্যাদি। ৯ ফেব্রুয়ারি এম আলমগীরের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'জনকণ্ঠ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। জনকণ্ঠ ৩৯০ ডিআইটি রোড, রামপুরা ঢাকা

www.pathagar.com

থেকে প্রকাশিত এবং নাসিমা প্রিন্টিং প্রেস, ৯৮ ডিআইটি রোড, রামপুরা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ১৯৮২ সালের ১৭ জানুয়ারি থেকে জনকণ্ঠ জনতা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস লিমিটেড ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং ৩১/এ র‍্যাংকিন স্ট্রিট ঢাকা থেকে প্রকাশিত। ২৫ মার্চ এটিএম নুরুদ্দিনের সম্পাদনায় ময়মনসিংহ থেকে 'বাংলার চাষী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ইডেন প্রেস ময়মনসিংহ থেকে এটি মুদ্রিত এবং ইসলামিক প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স ২ মৃত্যুঞ্জয় স্কুল রোড ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হত। ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৫০ পয়সা। ৮ জুন আজম আমির আলীর সম্পাদনায় ফরিদপুর থেকে 'একাল' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মোসলেম প্রিন্টিং প্রেস, ঝিলটুলী ফরিদপুর থেকে এটি মুদ্রিত এবং একাল কার্যালয় জেলা পরিষদ ভবন থেকে প্রকাশিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৫০ পয়সা।

২৬ মার্চ ইউসুফ রেজা মন্টুর সম্পাদনায় ফরিদপুর থেকে 'ফরিদপুর বার্তা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক ছিলেন এস, এম, জিলানী। প্রেসক্লাব মুদ্রণালয়, মুজিব সড়ক, ফরিদপুর থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৫০ পয়সা। ১৮ জুলাই গুলশান আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'রূপসী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর কার্যনির্বাহী সম্পাদক ছিলেন আবদুর রহমান। প্রকাশক ছিলেন বোরহান আহামদ। ইডেন প্রেস, হাটখোলা রোড, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত এবং ৪৩/জি ইন্দিরা রোড ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৮০ পয়সা।

১৮ জুলাই সানাউল্লাহ নূরীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় 'দৈনিক দেশ'। এটি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর মুখপত্র ছিল। পত্রিকাটি প্রথমে ২৭ পুরানা পল্টন ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং আল হেলাল প্রেস, মতিঝিল ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। পত্রিকার প্রথম দিকে বোরহান আহমদ, গোলাম মহিউদ্দিন খান, সৈয়দ জাফর, মাহবুব হাসান, মাসুক চৌধুরী প্রমুখ বিভিন্ন বিভাগে কাজ করতেন। ১৯৮৩ সালের দিকে দৈনিক দেশ মধুমতি মুদ্রণালয়, ৮১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা থেকে মুদ্রিত এবং ৫ সেগুন বাগিচা ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। এটির সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি ছিলেন এ, কে, এম, মাঈদুল ইসলাম। নির্বাহী সম্পাদক আবদুল আউয়াল খান। পত্রিকার প্রকাশ ছিলেন বেগম মরিয়ম। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা। ১৬ ডিসেম্বর মশিউর রহমান খানের সম্পাদনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে 'প্রতিবেদন' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পপুলার প্রেস, মাদ্রাসা রোড ও তিতাস মুদ্রণালয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত।

১৯৮০ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে, সপ্তডিঙ্গা, সচিত্র স্বদেশ, নতুন কথা, প্রতিবাদ, ম্যারিজ, নিরীক্ষা, সচিত্র সময় ইত্যাদি। ২২ ফেব্রুয়ারি হাজেরা সুলতানার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'নতুন কথা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি ছিলেন রাশেদ খান মেনন। ব্যবস্থাপনা সম্পাদক নাসিম আলী। ৩১/ই তোপখানা রোড ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত

www.pathagar.com

এবং গ্রীন প্রিন্টার্স। ২২/২ শেখ সাহেব বাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৫০ পয়সা। ১৯ মার্চ জাকিউদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'সচিত্র স্বদেশ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ছিলেন মোশাররফ হোসেন। কার্যনির্বাহী সম্পাদক রফিক ভূইয়া। জান এন্ড কোম্পানি মালিবাগ ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত এবং ১৯ বঙ্গবন্ধু এভেনিউ ঢাকা থেকে প্রকাশিত। ৬৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

মার্চ মাসে শাহ মুহম্মদ খুরশিদ আলমের সম্পাদনায় খুলনা থেকে 'সপ্তডিঙ্গা' নামে একটি শিশু কিশোর বিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। খুলনা বিভাগীয় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে এটি প্রকাশিত এবং কপোতাক্ষ প্রেস খুলনা থেকে মুদ্রিত হত। ৪৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল একটাকা। ১ এপ্রিল আবদুল বাতেন হিরুর সম্পাদনায় পাবনা থেকে 'প্রতিবাদ' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি ছিলেন ইমদাদুল হক পান্না। কার্যনির্বাহী সম্পাদক জাহিদ হোসেন, সহযোগী সম্পাদক ছিলেন গোলাম মোস্তফা। জনতা প্রেস, উল্লাপাড়া পাবনা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল একটাকা। ২ এপ্রিল আতাহার আলী সিদ্দিকীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'ম্যারেজ' নামে বিয়ে সংক্রান্ত একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকার মাধ্যমে যৌতুক প্রথার কুফল, বিবাহ বিচ্ছেদ, প্রেমের ব্যর্থতা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে পাঠকদের সচেত করার লক্ষ্যে লেখা প্রকাশ করা হত। ফাতেমা আর্ট প্রেস, থেকে এটি মুদ্রিত এবং সিক্কাটুলি লেন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা। ১ মার্চ ধরণীকান্ত সাহার সম্পাদনায় ময়মনসিংহ থেকে 'গৌরীয় বৈষ্ণব দর্শন' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ২ শিরিশ চক্রবর্তী রোড, ময়মনসিংহ থেকে এটি প্রকাশিত এবং সিটি প্রেস, ১ দুর্গাবাড়ি রোড, ময়মনসিংহ থেকে মুদ্রিত হত। ৩০ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল পাঁচ টাকা।

৪ আগস্ট মমতা ভূইয়ার সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'মহিলা পত্রিকা'। উপদেষ্টা সম্পাদক রফিক ভূইয়া, নির্বাহী সম্পাদক রেহেনা সালাম। সাদেক আর্ট প্রিন্টার্স ৩২ কাটালী রোড, চট্টগ্রাম থেকে এটি মুদ্রিত এবং ১১ শহীদ মির্জা লেন মেহেদীবাগ চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হত। ১২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল একটাকা। সেপ্টেম্বর মাসে তোয়াব খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'নিরীক্ষা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। গণযোগাযোগ মাধ্যমের কর্মী, সাংবাদিক, ও সংবাদপত্রের পাঠকদের জন্য এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের পটভূমিতে আজকের বাংলাদেশে সাংবাদিকদের ভূমিকা নির্ধারণ এবং যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সাংবাদিকদের প্রস্তুত করাই নিরীক্ষা প্রকাশের মূল লক্ষ্য। সাংবাদিকতার সামগ্রিক মূল্যায়ণ, কোন ক্ষেত্রে নীতিমালা লংঘিত হচ্ছে, কোথায় তার সীমাবদ্ধতা এসব দিক পত্রিকাটি পাঠকের সামনে তুলে ধরবে। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ৩, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৭২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম পাঁচ টাকা।

www.pathagar.com

ডিসেম্বর মাসে নাঈমুল ইসলাম খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'সচিত্র সময়' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর সহকারি সম্পাদক ছিলেন আবু হাসান শাহরিয়ার, সৈয়দ আল ফারুক, সহ-সম্পাদক ইসমাইল হোসেন। পত্রিকাটি দৈনিক আজাদ প্রেস, ২৭/ক ঢাকেশ্বরী রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত এবং সচিত্র সময় কার্যালয়, ৩৬/৩ গ্রীন রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। ৫০ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

১৯৮১ সালের যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—সেবা, সিলহটকণ্ঠ, রাজনীতি, গণসংস্কৃতি, মা, সাংবাদিক, দেশ দর্পণ, জেহাদ, সমাচার সমীক্ষা, শক্তি, উত্তরাঞ্চল, খবরের কাগজ, গিরিদর্পণ ইত্যাদি। ৫ এপ্রিল এম, এ, করিমের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সেবা'। ১১৯ নবাবপুর রোড ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং আনন্দ মুদ্রণ ১১, শ্রীশদাস লেন বাংলাবাজার ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল একটাকা। ২১ এপ্রিল আবদুল মালিকের সম্পাদনায় সিলেট থেকে সিলহট কণ্ঠ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি ছিলেন রাগিব হোসেন চৌধুরী। সহকারি সম্পাদক আবদুল মঈদ চৌধুরী। মিতা প্রিন্টার্স, কাজিটোলা সিলেট থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা। পয়লা মে অধ্যাপক আবু সাইয়িদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'রাজনীতি' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন রাশেদ মোশাররফ। ৬০ লেক সার্কাস, কলাবাগান ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সুলেখা প্রিন্টিং প্রেস ১৬/১ জিন্দাবাহার প্রথম গলি ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল একটাকা পঞ্চাশ পয়সা।

মে মাসে জামিলা বেগমের সম্পাদনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে 'মা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পলাশ প্রেস, স্টেশন রোড, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল একটাকা। ২০ জুন মমতাজ সুলতানার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'সাংবাদিক' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর কার্যনির্বাহী সম্পাদক ছিলেন হাবিবুল্লাহ রানা। বাবু আর্ট প্রেস, ৬৫ শান্তিনগর ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল একটাকা। তিন জুলাই ইয়াসিন খানের সম্পাদনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে 'দেশ দর্পণ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। জুবেলি প্রেস, মসজিদ রোড, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ৫০ পয়সা। ৯ অক্টোবর গোলাম মোস্তফা খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'জেহাদ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৩৪ ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, হাতিরপুল ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং বর্ণালী এন্টারপ্রাইজ প্রেস, হাতিরপুল ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল একটাকা পঞ্চাশ পয়সা।

৮ নভেম্বর এ, কিউ, এম, জয়নুল আবেদিনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'শক্তি' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ২৮০/১ উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা থেকে এটি

www.pathagar.com

প্রকাশিত এবং বাবু আর্ট প্রেস ১৬৫, ডি আইটি এক্সটেনশন রোড ফকিরাপুল ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। শক্তি পরে দৈনিকে পরিণত হয়। ২৭ নবেম্বর দুর্গাদাস মুখার্জির সম্পাদনায় উত্তরাঞ্চলের জনপদ বগুড়া থেকে 'দৈনিক উত্তরাঞ্চল' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উত্তরাঞ্চল প্রিন্টিং প্রেস, শান্তাহার বগুড়া থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৬ ডিসেম্বর রায়হান ফেরদৌসের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'খবরের কাগজ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন আলী রিয়াজ। তিতাস প্রিন্টার্স, ৪ শান্তিনগর বাজার, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ২৩ সিদ্ধেশ্বরী সড়ক ঢাকা থেকে প্রকাশিত হত। ১৬ ডিসেম্বর এ, কে, এম, মকসুদ আহমদের সম্পাদনায় রাঙামাটি থেকে 'গিরি দর্পণ' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আনসার প্রেস, ফিরিঙ্গি বাজার, চট্টগ্রাম থেমে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত।

১৯৭৫ সালের জুলাই থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত সংবাদপত্রের জগত ছিল নিস্তরঙ্গ। পূর্বের নিবর্তনমূলক আইনগুলো এ সময়ে বাতিল করা হয়নি। তবে ওই সব আইনগুলো তখন নিস্ক্রিয় ছিল। এ সময় সংবাদপত্র দমনের জন্য কোন আইন দরকার ছিল না। সামরিক শাসকের অলিখিত নির্দেশই এর জন্য যথেষ্ট ছিল। ১৯৭৬-এর ৩০ জুন সংবাদপত্র ডিক্লারেশন অর্ডিন্যান্স (১৯৭৫) রহিত করে একটি নতুন আদেশ ঘোষণা করা হয়। এর ফলে পূর্বের বন্ধ পত্রিকাগুলো একে একে প্রকাশিত হয়। ১৯৭৬-এর ২ মার্চ বিচারপতি সাবিহউদ্দিন আহমদকে চেয়ারম্যান করে একটি বেতন বোর্ড গঠন করা হয়। ১৯৭৭-এর ১ মে ওয়েজবোর্ড রোয়েদাদ ঘোষণা করা হয়। জিয়াউর রহমানের শাসনামলে পর পর তিনবার নিউজপ্রিন্টের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়। ফলে সংবাদপত্র প্রকাশনার ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা একটি অত্যাবশ্যকীয় পেশা। এ পেশার সঠিক বিকাশে আধুনিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা অতি দরকারি পূর্বশর্ত। এই শর্ত পূরণে ১৯৭৬ সালের ১৮ আগস্ট সরকার বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে। সাংবাদিকতার পেশাগত মানউন্নয়নের প্রয়োজনে কর্মরত সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ দানের উদ্দেশ্য সরকার এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য, সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা, বেতার টেলিভিশন বা সরকারি ও স্থানীয় কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সাংবাদিক বা সংবাদপত্রসেবীকে প্রশিক্ষণ দান। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে গবেষণা কর্মসূচী গ্রহণ এবং সে সংক্রান্ত উপাত্ত ও তথ্য প্রকাশ, প্রয়োজনে সংবাদপত্র ও সংবাদসংস্থাকে পেশাগত প্রশ্নে পরামর্শ দান, জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গণযোগাযোগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা, মাইক্রোফিল্ম ইউনিটসহ একটি মর্গ ও একটি সংবাদ তথ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা। প্রয়োজনে সংবাদপত্র বিষয়ক কোন ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দেয়া এবং বাংলাদেশে সাংবাদিকতার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সব কিছু করা।

প্রস্তাবিত আদর্শ ও উদ্দেশ্যের আলোকে প্রেস ইনস্টিটিট কাজ করে। ১৯৯৫ সালের ১৮ জুন সরকার পিআইবি-এর অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য ৬ কোটি ৮৮ লাখ টাকা

www.pathagar.com

বরাদ্দ করেন। এই অর্থে পুরোনো ভবন ভেঙে বর্তমানে একটি অত্যাধুনিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকরা সমাজের চাবুক। সমাজের নানা করুণ কাহিনী, অপরাধ বিষয়ক ঘটনা, মানবাধিকার লংঘনজনিত খবর, জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিবেশন ও জনমত গঠনের লক্ষ্যে বস্তুনিষ্ঠ সৎ সাংবাদিকতার আদর্শ বাস্তবায়নে অধিক দক্ষতার একান্ত প্রয়োজন এবং তা একমাত্র হাতে কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব।

www.pathagar.com

অধ্যায় : নয়

এরশাদ আমলে সংবাদপত্র

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন। বিএনপি সরকারের অন্তর্দ্বন্দ্ব, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে তিনি ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন। ক্ষমতা দখলের পর এরশাদ সংবিধান স্থগিত, রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ এবং জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেন। তিনি বাক-ব্যক্তি স্বাধীনতাসহ জনগণের সকল মৌলিক অধিকার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন। এরশাদ নিজে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন। নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানদের উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ করেন এবং বিচারপতি আহসানউদ্দিন চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে নিয়োগ দেন।

রাষ্ট্র-ক্ষমতার ব্যাপারে সেনা প্রধান এরশাদের আগ্রহ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮১ সালের অক্টোবর মাসে। ৮ অক্টোবর লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকা এবং ১৮ অক্টোবর ঢাকার সাপ্তাহিক হলিডের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এরশাদ রাষ্ট্রক্ষমতায় সেনাবাহিনীর অংশীদারিত্বের দাবী উত্থাপন করেন। ওই বছর ২৮ নভেম্বর ঢাকার সংবাদপত্র সম্পাদকদের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি তৎকালীন প্রেক্ষাপটে শাসন ক্ষমতা ও রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের আগ্রহের কথা বলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি সাত্তার ১৯৮২ সালের ১ জানুয়ারি 'জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ' গঠন করেন। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নীতিমালা প্রণয়নে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সুযোগ সৃষ্টির জন্যই এটা করা হয়। কিন্তু সেনা প্রধানকে এতে সন্তুষ্ট করা যায়নি।

জেনারেল এরশাদের নয় বছরের শাসনকালকে জিয়াউর রহমানের শাসনকালের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ক্ষমতায় আরোহন প্রক্রিয়া, একনায়কত্ব, সামরিক ব্যবস্থা থেকে বেসামরিক শাসনে উত্তরণ, সব কিছুতেই এরশাদ তার পূর্বসূরী জিয়াউর রহমানকে অনুসরণ করেন। এরশাদ জিয়ার মতই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করেছেন। তিনি ভ্রষ্ট, নষ্ট ও তোষামোদকারী রাজনীতিকদের নিয়ে একটি চক্র তৈরি করেন। এদের সমর্থনেই তার শাসনকাল দীর্ঘায়িত হয়েছে। এদের ক্ষমতার অংশীদার করার জন্য তিনি মন্ত্রিসভায় ৬০ বার রদবদল ঘটান। তিনি চার বছর সাত মাস দেশ শাসন করেছেন সামরিক আইন জারির মাধ্যমে। বাকী চার বছর বেসামরিক ব্যবস্থায়। তিনি প্রশাসনকে জ্ঞান করেছেন ব্যক্তিগত সম্পদ হিসাবে।

www.pathagar.com

স্বৈরশাসক এরশাদের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদী হয়ে ওঠে ছাত্ররা। ১৯৮২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর মজিদ খানের শিক্ষানীতি ঘোষণা করলে ছাত্ররা আন্দোলনমুখী হয়ে ওঠে। ১৯৮২ সালের নভেম্বরে গঠিত হয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৮৩ সালে শুরু থেকেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সূচনা হয়। এ বছর ১৭ জানুয়ারি গঠিত হয় ১৫ দলীয় রাজনৈতিক জোট। এর পরপরই বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট এবং বামপন্থি দলগুলোর সমন্বয়ে গঠিত হয় পাঁচ দলীয় জোট। এই জোটগুলো এরশাদ বিরোধী আন্দোলন জোরদার করে তোলে। ১৯৮৩ সালে ৬ সেপ্টেম্বর তিন জোট পাঁচ দফা ঘোষণা করে। এতে সামরিক আইন প্রত্যাহার, মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, রাজনৈতিক তৎপরতার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, নির্বাচনের মাধ্যমে গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং রাজ বন্দিদের মুক্তি দাবী করা হয়। এই পাঁচ দফা দাবী তুঙ্গে উঠলে তা এরশাদ হটানোর এক দফা দাবীতে পরিণত হয়।

১৯৮৩ সালের ১৪ নভেম্বর সরকার প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে। ২৭ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি আহসান উদ্দিন চৌধুরীকে আহ্বায়ক করে 'জনদল' গঠিত হয়। ২৮ নভেম্বর তিন দলীয় জোট সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচী পালন করে। এ কর্মসূচী পালনকে কেন্দ্র করে ঢাকায় ব্যাপক উত্তেজনা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ, লাঠিচার্জ ও গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এরশাদ পুনরায় সকল রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৯৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বর হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বিচারপতি আহসানউদ্দিন চৌধুরীকে সরিয়ে নিজেই রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

১৯৮৪ সালে সরকার বিরোধী আন্দোলন সংহত ও ব্যাপ্তি লাভ করে। সরকার পক্ষ থেকে সংলাপের ডাক দিয়ে আন্দোলনের এই স্তরে এক নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়। ১৫ দল ও ৭ দলীয় জোট সংলাপে অংশ নিয়ে কয়েকটি প্রতিশ্রুতি পূরণে সরকারকে বাধ্য করে। ১৯৮৫ সালে মন্ত্রিপরিষদ বাতিল, সংবিধানের মৌলিক অধিকারসমূহের আংশিক পুনরুজ্জীবন ও সামরিক আদালতে বিচার বন্ধ করা হয়। তিন জোট এ বছর ৬ এপ্রিল ঘোষিত নির্বাচনে অংশ না নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২ মার্চ সামরিক আইন পুনর্বহাল করা হয়। ২১ মে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। এই গণভোট এরশাদের পক্ষে শতকরা ৯৪.১৫ ভাগ ভোট পড়ে।

১৯৮৬ সালের শুরুতেই আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। উভয় দল প্রথমবারের মত একক কর্মসূচী গ্রহণ করতে শুরু করে। ১ জানুয়ারি (১৯৮৬) এরশাদ 'জাতীয়' পার্টি নামে একটি নতুন দল গঠন করেন। মে মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ১৫ দলীয় জোটে ভাঙ্গন দেখা দেয়। বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৭ দল ও পাঁচ দল নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ৮ দল নির্বাচনের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। ১৯৮৬ সালের ৭ মে দেশে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং আওয়ামী লীগ বৃহত্তম বিরোধী দল হিসাবে পরিগণিত হয়।

www.pathagar.com

১৯৮৭ সালে ঐক্যের ভিত্তিতে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন দানা বেধে ওঠে। এ বছর অক্টোবর নভেম্বরে বিরোধী দলগুলোর ঢাকা অবরোধকে কেন্দ্র করে আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। সরকারি নির্যাতনে নূর হোসেনসহ বহু রাজনৈতিক কর্মী প্রাণ হারায়। গৃহবন্দী হন দু' নেত্রী। আন্দোলনের তোড়ে এরশাদ সংসদ নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করেন। ১৯৮৮ সালে আবার আন্দোলনে স্থবিরতা সৃষ্টি হয়। পরের বছরও রাজনৈতিক স্থবিরতা অব্যাহত থাকে। ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ চতুর্থ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ প্রধান বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বয়কট করে। একমাত্র জাসদ (রব) 'অনুগত' বিরোধী দল হিসেবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। এই নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হয়।

১৯৯০ সালের জুন মাসে পুনরায় সরকার পতনের আন্দোলন শুরু হয়। ১০ অক্টোবর সচিবালয় অবরোধকে কেন্দ্র করে আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করে। ওই দিন ঘেরাও কর্মসূচীতে সরকারের উন্মত্ত তান্ডবে ছাত্রনেতা জেহাদসহ পাঁচ জন নিহত এবং ৪০ জন পুলিশসহ তিন শতাধিক আহত হয়। ওই দিন জেহাদের লাশকে কেন্দ্র করে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য গঠিত হয়। এই ঘটনার পরবর্তী ৫৬ দিনে বাংলাদেশের উত্তাল গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থান ও সরকার পতনের এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে।

নব্বই-এর এই গণআন্দোলনের সাথে সম্মিলিত সাংবাদিক শক্তি ময়দানে ছিল। স্বৈরশাসনের প্রতিবাদে আটদিন তারা পত্রিকা প্রকাশ করেনি। আর এর প্রচন্ড প্রতিক্রিয়া হয়েছিল দেশ এবং বিদেশে। ২৭ নভেম্বর রাতে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। সকল সংবাদপত্রের ওপর আরোপিত হয় সেন্সরশিপ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিবকে সাংবাদিকদের লিখিত প্রতিবেদন দেখিয়ে ছাড়পত্র আনার নির্দেশ দেয়া হয়। প্রতিবাদে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন জরুরি অবস্থা বা সেন্সরশিপ থাকা অবধি-পত্রিকা প্রকাশনা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সকল সংবাদ প্রতিষ্ঠান এ সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে কাজ বন্ধ করে দেয়। ২৮ নভেম্বর দেশে কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়নি। ওই দিন বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদ সাংবাদিক ইউনিয়নের সিদ্ধান্তের প্রতি তাদের সমর্থন ব্যক্ত করে। ২৯ নভেম্বর তৎকালীন তথ্যমন্ত্রি এ বি এম গোলাম মোস্তফা পত্রিকা মালিক ও সম্পাদকদের সঙ্গে এক বৈঠক আহ্বান করেন। কিন্তু আলোচনা ব্যর্থ হয়। মালিক ও সম্পাদকরা পত্রিকা প্রকাশ না করার সিদ্ধান্তে অবিচল থাকেন। দাবী পূরণ না হলে কাগজ বেরুবে না এটা স্পষ্ট জানিয়ে দেন।

৩ ডিসেম্বর সকালে বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে সহকারি শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বৈঠক হয়। এতে সেন্সরশিপ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। সম্পাদকের দায়িত্বে কাগজ বেরুবে, বিরোধীদলের সংবাদ না গেলে সরকারি দলের সংবাদও যাবে না—এই মর্মে বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদ ও সম্পাদক পরিষদে মতৈক্য হয়। সাংবাদিক ইউনিয়নকে সম্মত করাতে বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৮ (১) ধারার বিধি নিষেধ প্রত্যাহার এবং এ ব্যাপারে প্রেসনোট জারি করে। কিন্তু সাংবাদিক ইউনিয়ন জানিয়ে দেয় জরুরি অবস্থা ও এর আওতাধীন সকল বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করা না হলে

www.pathagar.com

সংবাদপত্র প্রকাশিত হবে না। এভাবেই গণতান্ত্রিক সংগ্রামে সাংবাদিক সমাজ এবং সেই সঙ্গে সংবাদপত্র মালিকরা একযোগে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করে। এটা ছিল রাজনৈতিক আন্দোলনের বিশেষ সন্ধিক্ষণে জনগণের পাশে দাঁড়ানো। পত্রিকা প্রকাশনা বন্ধ রেখে একাজটি করা হয়েছিল। এটি ছিল সাংবাদিকদের সাহসী ও সঠিক ভূমিকা। এ জন্যই বিজয় দ্রুত অর্জিত হয়েছে।

অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পর সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ক্ষমতা আঁকড়ে রেখেছিলেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। এ কারণে তার শাসনামলে সরকারের চরিত্র ছিল অত্যাচারী, নির্যাতনমূলক, বাক-ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার চরম বিরোধী। এ কারণে তার নয় বছরের শাসনামলে খুব কম পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এরশাদের ক্ষমতা দখলের প্রথম বছর ১৯৮২ সালের যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—শিখা অনির্বাণ, এভিডেন্স, বাংলা সংবাদ, আল মিজান, হকার্স, এলান, জন্মভূমি, চলন্তিকা, তিস্তা, গাইবান্দা ইত্যাদি। ২৬ মার্চ চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'শিখা অনির্বাণ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মুখপত্র। সোনারগাঁও মুদ্রণালয়, ৪৯/এ নিউ এয়ারপোর্ট রোড, পশ্চিম তেজতরি বাজার ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। আট পৃষ্ঠার এই পত্রিকার দাম ছিল দুইটাকা।

৬ মার্চ আরজুমান্দ আরা চৌধুরীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'এভিডেন্স' নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বাড়ি নং-৮৬, সড়ক-৫, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং এভিডেন্স প্রেস, ৩০ প্রমিনেন্ট হাইজিং, ৩ পিসি কালচার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৩৫ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ১০ টাকা। ১ জুন আ,ন,ম, ইমরুল কায়েসের সম্পাদনায় ফরিদপুর থেকে 'বাংলা সংবাদ' নামে একটি অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মুজিব সড়ক, ফরিদপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং সূর্যমুখী মুদ্রায়ণ মুজিব সড়ক ফরিদপুর থেকে মুদ্রিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা। ২১ মার্চ ইউসুফ হোসেন তালুকদারের সম্পাদনায় ফরিদপুর থেকে 'আল মিজান' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৪ চৌরঙ্গী ভবন, ফরিদপুর, থেকে এটি প্রকাশিত এবং জেনারেল প্রিন্টার্স, স্টেশন রোড ফরিদপুর থেকে মুদ্রিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল একটাকা।

১৫ এপ্রিল নুরুল করিম মজুমদারের সম্পাদনায় ফেনী থেকে 'হকার্স' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। জে, বি, রোড ফেনী থেকে এটি প্রকাশিত এবং প্রেসম্যান প্রিন্টার্স উকিল পাড়া ফেনী থেকে মুদ্রিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল একটাকা। ২৩ এপ্রিল আবদুল মান্নান ভূইয়ার সম্পাদনায় লক্ষ্মিপুর থেকে 'এলান' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ফাতেমা প্রিন্টিং প্রেস, লক্ষ্মিপুর থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল একটাকা। ২৫ মে হুমায়ূন কবিরের সম্পাদনায় খুলনা থেকে 'দৈনিক জন্মভূমি' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১১০/১ ইসলামপুর রোড, খুলনা থেকে এটি প্রকাশিত এবং জন্মভূমি প্রকাশনী ১৫, ইকবাল নগর মসজিদ রোড, খুলনা থেকে মুদ্রিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল একটাকা। ১৭

www.pathagar.com

সেপ্টেম্বর শেখ মিজানুর রহমানের সম্পাদনায় ঝিনাইদহ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'চলন্তিকা'। শেরে বাংলা রোড, ঝিনাইদহ থেকে এটি প্রকাশিত এবং মানচিত্র মুদ্রণালয় ঝিনাইদহ থেকে মুদ্রিত হত। ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা।

২৪ অক্টোবর মিজানুর রহমান দুলুর সম্পাদনায় দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'তিস্তা'। গণেশতলা দিনাজপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং তিতাস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশার্স, দিনাজপুর থেকে মুদ্রিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল একটাকা। ২০ জানুয়ারি মশিয়ার রহমান খানের সম্পাদনায় গাইবান্ধা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'গাইবান্ধা'। স্টেশন রোড গাইবান্ধা থেকে এটি প্রকাশিত এবং খান প্রিন্টিং প্রেস গাইবান্ধা থেকে মুদ্রিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা।

১৯৮৩ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে— তারকালোক ও জামালপুর বার্তা। ৮ অক্টোবর বেলাল চৌধুরীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'তারকালোক'। এটি ছিল একটি চলচ্চিত্র ও বিনোদনমূলক পাক্ষিক। এর প্রকাশক ছিলেন রীতা আরেফিন। ধানসিড়ি প্রিন্টিং প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, ৮/৩ নীলক্ষেত, বাবুপুরা ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৬০ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ১২ টাকা। ১ নভেম্বর মোসলেম উদ্দিন সুজনের সম্পাদনায় জামালপুর থেকে 'জামালপুর বার্তা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। স্টেশন রোড জামালপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং রূপালী প্রেস জামালপুর থেকে মুদ্রিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল একটাকা। ১৯৭৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি 'জামালপুর বার্তা' প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু অল্প দিনপর এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৮৪ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে— দৈনিক জনতা, জেহাদ, ঢাকা কুরিয়ার, মেঘনা, ছুটি, সমাজ দর্পণ, অবদান, সাহিত্যপত্র, মৈত্রী, উন্নয়ন বিতর্ক, এশিয়ান এফেয়ার্স, ইজতিহাদ, ইসতেহাক, সিলেটের ডাক, সিলেটের বাণী, সুনামগঞ্জ বার্তা, সোনার দেশ, প্রকাশ ও জানাজানি। ২৩ মে মীর নূরুল ইসলামের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় 'দৈনিক জনতা'। আলহাজ শামস-উল-হুদা ছিলেন সম্পাদকমণ্ডলির সভাপতি। এটি ছিল জাতীয় পার্টির মুখপত্র। জাতীয় পার্টির সভাপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মোস্তাফিজুর রহমান প্রিন্স ছিলেন দৈনিক জনতার স্বত্ত্বাধিকারী। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন এ, এম, সাত্তার। এশিয়াটিক প্রিন্টার্স ২৪ আমিনবাগ, শান্তিনগর, ঢাকা থেকে দৈনিক জনতা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল চার টাকা। আগস্ট মাসে আশরাফ আলীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'জেহাদ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটির প্রকাশক গোলাম মোস্তফা খ । ২৯/৯ ব্লক এফ, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর ঢাকা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত এবং তিতাস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিমিটেড ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা।

২ জুন এনায়েতউল্লাহ খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'কুরিয়ার' নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৬২/১ পুরানা পল্টন ঢাকা থেকে ঢাকা থেকে

www.pathagar.com

এটি প্রকাশিত এবং এশিয়াটিক প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স লিমিটেড তেজগাঁ ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল পাঁচ টাকা। বিশ্লেষণধর্মী রাজনৈতিক সংবাদ পরিবেশনের জন্য পত্রিকাটি পাঠক মহলে নন্দিত হয়েছিল। ৫ ডিসেম্বর শরীফুল ইসলামের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'মেঘনা'। এটি হেরাল্ড প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ২৭ টংগী ডাইভারসন রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৬৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল পাঁচ টাকা। অক্টোবর মাসে জওয়াদুল করিমের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'ছুটি' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি প্রতি শুক্রবার ছুটির দিনে প্রকাশিত হত। এর প্রকাশক ছিলেন আগা আহমেদ ইউসুফ। ৯ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে ছুটি প্রকাশিত এবং সুন্নী প্রিন্টার্স ৯ নীলক্ষেত ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৬৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল আট টাকা। জুলাই মাসে শিবশংকর চক্রবর্তীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'সমাজ দর্পণ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হত। এটি ছিল জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির মুখপত্র। ১১৪ ঋষিকেশ দাস রোড, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত।

জুন মাসে খোদেজা জামান রীনার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'অবদান' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৩৪ স্বামীবাগ, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং অমৃত প্রিন্টার্স মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৩৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল পাঁচ টাকা। নভেম্বর মাসে বিজলি প্রভা সাহার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'সাহিত্যপত্র' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক ছিলেন জহরলাল সাহা। ৭৪, ফরাশগঞ্জ ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং প্রভাংশু রঞ্জন সাহা কর্তৃক ঢাকা প্রেস ৭৪ ফরাশগঞ্জ ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল বারো টাকা। জুলাই মাসে কবীর চৌধুরীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'মৈত্রী' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন ড. এম, আক্তারুজ্জামান। ২৮/জি ঈশা খান রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং দিগন্ত প্রেস, ২৪০ বংশাল রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ১১২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ২৪ টাকা। নভেম্বর মাসে ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'উন্নয়ন বিতর্ক' নামে একটি ত্রৈমাসিক অর্থনীতি বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হত। এর প্রকাশক ছিলেন খান মোহাম্মদ নবীউল ইসলাম। ২৯/৮ ব্লক-এ, রোড-৫, সেকশন-১১, মিরপুর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং যুথি প্রিন্টিং প্রেস, বশিরউদ্দিন রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৮৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল পনর টাকা।

৮ অক্টোবর ড. মিজানুর রহমান শেলীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'এশিয়ান এফেয়ার্স' নামে একটি ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ-এর মুখপত্র। ১২ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং পলওয়েল প্রিন্টিং প্রেস, নয়া পল্টন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ১২০ পৃষ্ঠার পত্রিকার পত্রিকার দাম ছিল ৩৫ টাকা। ১৭ আগস্ট মাঈনুদ্দিন কাদেরী শওকতের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে 'ইজতিহাদ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সিরাজউদদৌলা রোড, চট্টগ্রাম থেকে এটি প্রকাশিত এবং বুনিয়াদ পাবলিকেশন্স প্রেস, ঘাটফরহাদবেগ,

www.pathagar.com

চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল তিনটাকা। ২৮ ডিসেম্বর জহুরুল আলমের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে 'ইসতেহাক' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক ছিলেন মাহমুদ উল আলম। সুবর্ণলেখা প্রিন্টার্স চট্টগ্রাম থেকে এটি মুদ্রিত এবং ঘাটফরহাদবেগ, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল একটাকা। ১৮ জুলাই হান্নান চৌধুরীর সম্পাদনায় সিলেট থেকে 'সিলেটের ডাক' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কাজি ম্যানসন, জিন্দাবাহার, সিলেট থেকে এটি প্রকাশিত এবং জাগরণ প্রেস, সুবিদবাজার, সিলেট থেকে মুদ্রিত হত। চার পৃষ্ঠার এই পত্রিকার মূল্য ছিল দুই টাকা।

১৫ জুলাই জহিরুল হক চৌধুরীর সম্পাদনায় সিলেট থেকে 'সিলেট বাণী' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আগ-পাড়া, সিলেট থেকে এটি প্রকাশিত এবং নিউ বর্ণমালা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, রাজা ম্যানসন, জিন্দাবাজার সিলেট থেকে মুদ্রিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম তিন টাকা। ২২ আগস্ট কামরুজ্জামান চৌধুরীর সম্পাদনায় সুনামগঞ্জ থেকে 'সুনামগঞ্জ বার্তা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ষোলঘর, ডিএস রোড, সুনামগঞ্জ থেকে এটি প্রকাশিত এবং আরাফাত প্রেস, ডিএস রোড, সুনামগঞ্জ থেকে মুদ্রিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল এক টাকা। ১৭ জানুয়ারি আবুল হোসেন মালেকের সম্পাদনায় রাজশাহী থেকে 'সোনার দেশ' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সকাল মুদ্রায়ণ ১৪/২৪৩ সি বিসিক শিল্প নগরী রাজশাহী থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা। নভেম্বর মাসে কাজি গোলাম মোর্শেদের সম্পাদনায় নাটোর থেকে 'প্রকাশ' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ভেনাস প্রিন্টার্স এন্ড কালারস, আলাইপুর, নাটোর থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা। ৩ আগস্ট সুলতান আহমদের সম্পাদনায় লালমনিরহাট থেকে 'জানাজানি' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। জুয়েল প্রিন্টিং প্রেস, বিডিআর রোড, লালমনিরহাট থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত।

১৯৮৫ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে, দৈনিক শক্তি, আঁচল, চক্র, নয়া সমাজ, জীবনের আলো, ছায়াছন্দ, বিজ্ঞান চর্চা, বসুন্ধরা, রোখসানা, রহস্য পত্রিকা, আল মসজিদ, আল-ইসলাম, ঢাকা বিদ্যালয় বার্তা, দৈনিক ইনসাফ, আজকের বাংলাদেশ, শিরীন, নতুন দেশ, পূর্বাশা, জাতীয় বার্তা, স্বদেশ বার্তা, সুনামগঞ্জ, কল্যাণ, খোলা চিঠি, গণসংবাদ, চুয়াডাংগা দর্পন, পরিচয়, দক্ষিণাঞ্চল, ভোলাবাণী, পিরোজপুর দর্পন, জংশন ইত্যাদি। ২৫ মে এ, কিউ, এম, জয়নুল আবেদিনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'শক্তি' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৬৫ ডি আইটি এক্সটেনশন রোড, ফকিরাপুল ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং প্রেস পেপার, ৪৭/এ টয়েনবি সার্কুলার রোড, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত হত। ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল তিন টাকা।

১৯ মে ফেরদৌসী বেগমের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'আঁচল' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ফেরদৌসী প্রিন্টার্স ২৬৭/বি মালিবাগ চৌধুরী পাড়া ঢাকা থেকে

www.pathagar.com

এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৪০ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল পাঁচ টাকা। ১৮ আগস্ট হুসনে আরা আজিজের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'চক্র' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রকাশক মাসুদুর রহমান। ২৪২/এ পূর্বনাখাল পাড়া, তেজগাঁ, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মধুমতি মুদ্রণালয় ৮১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম দুই টাকা। ১৯ আগস্ট মোশাররফ হোসেন খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'নয়া সমাজ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন রফিক উদ্দিন খান। ১৪ বাংলাবাজার ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং উমা প্রেস, ৮/৯ কৈলাস ঘোষ লেন ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম দুই টাকা। ২১ জুলাই মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'জীবনের আলো' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটির প্রকাশক এ, বি, এম, নুরুল ইসলাম। ১২৫ লেক সার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং রিজিয়া প্রিন্টিং প্রেস ১২৫ লেক সার্কাস কলাবাগান ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম এক টাকা।

১৯ আগস্ট মিজানুর রহমান মিজানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'ছায়াছন্দ' নামে চলচ্চিত্র বিষয়ক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ফ্লোরা প্রিন্টিং প্রেস ২৬০/সি তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৬৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল বারো টাকা। ২৯ জানুয়ারি গাজিউর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'বিজ্ঞান চর্চা' নামে বিজ্ঞান বিষয়ক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৬/৫ তেজকুনিপাড়া ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং প্যানোরোমা প্রিন্টার্স ৩/১ গার্ডেন রোড, পশ্চিম তেজতুরিপাড়া, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল তিনটাকা। ১৪ এপ্রিল লুৎফর রহমান শাওনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'বসুন্ধরা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটির প্রকাশক ছিলেন মাহজাবীন পারভীন। ৫৯২/সি মালিবাগ চৌধুরীপাড়া, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সুমি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ৯ নীলক্ষেত ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল তিন টাকা।

জুলাই মাসে সৈয়দা আফসানার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'রোখসানা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক ছিলেন সৈয়দা হাফিজা ফাতিমা আফসানা। ১৩ বি অভয়দাস লেন ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং পাভেল প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজিং ১৩৭ শান্তিনগর ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৫৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল আট টাকা। ১ জানুয়ারি কাজী আনোয়ার হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'রহস্য পত্রিকা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সেবা প্রকাশনী প্রেস ২৪/৪ সেগুন বাগিচা ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ১৭৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ১৪ টাকা। সেপ্টেম্বর মাসে ইউনুস দেওয়ানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'আল মসজিদ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৬/২৩ ই লালমাটিয়া ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। জানুয়ারি মাসে এ, কে, এম, নাজির আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'আল ইসলাম।' ৭১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং আলফালাহ প্রিন্টিং

www.pathagar.com

প্রেস ৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল তিন টাকা।

সেপ্টেম্বর মাসে নুরুল ইসলামের সম্পাদনায় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত এবং ইস্টার্ণ কমার্শিয়াল সার্ভিস ৮/৪ এ তোপখানা রোড, সেগুন বাগিচা ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ১৬ ডিসেম্বর আসম নঈমউদ্দিনের সম্পাদনায় ময়মনসিংহ থেকে 'ইনসাফ' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক ছিলেন এটিএম নুরুদ্দিন। ইসলামিক প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স, ২ মৃত্যুঞ্জয় স্কুল রোড, ময়মনসিংহ থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম একটাকা পঞ্চাশ পয়সা। ১ আগস্ট অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের সম্পাদনায় ময়মনসিংহ থেকে 'আজকের বাংলাদেশ' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৩ গোলকি বাড়ি বাইলেন ময়মনসিংহ থেকে এটি প্রকাশিত এবং এসি প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স ৩৩ ছোটবাজার ময়মনসিংহ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠা পত্রিকার দাম একটাকা পঞ্চাশ পয়সা। ১০ অক্টোবর কামরুদ্দিন খানের সম্পাদনায় গোপালগঞ্জ থেকে 'শিরীন' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। নিতু মডার্ন আর্ট প্রেস, মাদরাসা রোড, গোপালগঞ্জ থেকে এটি মুদিত ও প্রকাশিত হয়। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম এক টাকা।

১৭ জানুয়ারি আফাজউল্লা খানের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে 'নতুন দেশ' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১২৩ আলকরণ রোড, চট্টগ্রাম থেকে এটি প্রকাশিত এবং মজলিস এ নাজমা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স ৭০০/৭০৪ অভয়মিত্র ঘাট, ফিরিঙ্গিবাজার চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম দুই টাকা। ২৬ জুন ওয়াহিদুর রহমানের সম্পাদনায় কুমিল্লা থেকে 'পূর্বাশা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বাগিচাগাঁও কুমিল্লা থেকে এটি প্রকাশিত এবং লাকী প্রিন্টার্স মোগলটুলী কুমিল্লা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠা পত্রিকার দাম একটাকা। ২৪ আগস্ট এ, কে, এম, শামসুল হকের সম্পাদনায় ফেনী থেকে 'জাতীয় বার্তা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বাঁশপাড়া কোয়ার্টার ফেনী থেকে এটি প্রকাশিত এবং হাসান প্রিন্টার্স ট্রাঙ্ক রোড ফেনী থেকে মুদ্রিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল একটাকা।

২৫ নভেম্বর ইসমাইল হোসেনের সম্পাদনায় হবিগঞ্জ থেকে 'স্বদেশ বার্তা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। হাসপাতাল সড়ক হবিগঞ্জ থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত এবং কথাকলি প্রিন্টার্স হবিগঞ্জ থেকে মুদ্রিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল এক টাকা। ২১ নভেম্বর এম, বি, এ, বেলালের সম্পাদনায় মৌলবী বাজার থেকে 'খোলা চিঠি' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। স্টেশন রোড, শ্রীমঙ্গল, মৌলবীবাজার থেকে এটি প্রকাশিত এবং মডার্ন প্রিন্টিং প্রেস শ্রীমঙ্গল থেকে মুদ্রিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা। ১৭ জুলাই রেজাউর রহমান রেজার সম্পাদনায় সুনামগঞ্জ থেকে 'সুনামগঞ্জ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১০৭ সুরমা মার্কেট, সুনামগঞ্জ থেকে এটি প্রকাশিত এবং সুরমা প্রিন্টিং প্রেস, সমবায় হকার্স মার্কেট

www.pathagar.com

সুনামগঞ্জ থেকে মুদ্রিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য একটাকা। ১৫ ফেব্রুয়ারি একরাম উদদৌলার সম্পাদনায় যশোর থেকে 'কল্যাণ' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এম, এম, আলী রোড যশোর থেকে এটি প্রকাশিত এবং পূবালী প্রিন্টিং প্রেস, লাল দীঘির পূর্বপাড়, যশোর থেকে মুদ্রিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম এক টাকা।

১০ আগস্ট আমিনুল ইসলাম শেলীর সম্পাদনায় মাগুরা থেকে 'গণসংবাদ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক ছিলেন খান শরাফত হোসেন। সৈয়দ আতর আলী রোড, মাগুরা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মডার্ন প্রিন্টিং প্রেস, এম, আর, রোড মাগুরা থেকে মুদ্রিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা। ২ আগস্ট আনোয়ার হোসেনের সম্পাদনায় চুয়াডাংগা থেকে 'চুয়াডাংগা দর্পণ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পুরাতন পাড়া চুয়াডাংগা থেকে এটি প্রকাশিত এবং চিত্রা প্রিন্টার্স, বড় বাজার চুয়াডাংগা থেকে মুদ্রিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ৭, সেপ্টেম্বর এস, এম, তোজাম্মেল আযমের সম্পাদনায় মেহেরপুর থেকে পরিচয় নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কাথুলি সড়ক মেহেরপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং গফুর প্রিন্টিং প্রেস, কাথুলি সড়ক, মেহেরপুর থেকে মুদ্রিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম এক টাকা।

১৫ নভেম্বর এম, এ, মতিনের সম্পাদনায় বরিশাল থেকে 'দক্ষিণাঞ্চল' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রণি প্রিন্টার্স, ১৪ সদর রোড, বরিশাল থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা। ৩১ মার্চ আবু সুফিয়ান বাহারের সম্পাদনায় ভোলা থেকে ভোলাবাণী নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ভোলাবাণী প্রেস, সদর রোড, কাদিরা ভোলা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল এক টাকা। ৭ আগস্ট অমর সাহার সম্পাদনায় পিরোজপুর থেকে 'পিরোজপুর দর্পণ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উকিলপাড়া সড়ক পিরোজপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং কাজী প্রেস, সদর রোড, পিরোজপুর থেকে মুদ্রিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল একটাকা। ৩১ জুলাই আতউর রহমানের সম্পাদনায় পাবনা থেকে 'জংশন' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। জেনারেল প্রিন্টিং প্রেস, ঈশ্বরদী, পাবনা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা।

১৯৮৬ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—দৈনিক ইনকিলাব, পূর্ণিমা, দৈনিক পত্রিকা, দেশ সমাচার, অর্থনৈতিক সমাচার, প্রিয়জন, এদেশ একাল, সুন্দরম, ভাটির দর্পণ, সৃষ্টি, শেরপুর, পূর্বকোণ, চাঁদপুর, হেফাজতে ইসলাম, শ্রীবাণী, পূরবী, নড়াইল বার্তা, চুয়াডাংগা, প্রবাসী, সময়ুগ ও লালপাতা। ৪ জুন এ, এম, এম, বাহাউদ্দিনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'ইনকিলাব' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটির প্রকাশক এ, এম, এম, বাকীবিল্লাহ। পত্রিকাটির স্বত্ত্বাধিকারী মওলানা মান্নান। তিনি কুমিল্লা জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার বাসিন্দা। স্বাধীনতা পূর্বকালে তিনি দু'বার গণপরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের

www.pathagar.com

পূর্ব-পাকিস্তান শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তিনি বিতর্কিত ভূমিকা পালন করেন। '৭২-এ তিনি দালাল আইনে গ্রেফতার হন এবং সাজাপ্রাপ্ত হয়ে জেল খাটেন। ১৯৭৪ সালে সুপ্রিম কোর্টে রীট আবেদনের রায়ের পর তিনি মুক্তিলাভ করেন। ১৯৭৬ সালে মাদরাসা শিক্ষকদের সংগঠন মোদারেসীনের সভাপতি হন। ১৯৮১ সালে তিনি তৎকালীন সরকারের প্রতিমন্ত্রি হন।

মওলানা মান্নান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সময় পূর্ণ মন্ত্রি হন। অভিযোগ রয়েছে যে, ১৯৮৬ সালে জমিয়াতুল মোদারেসীনের সদস্যদের কাছ থেকে সাত কোটি আটষট্টি হাজার টাকা অগ্রিম গ্রাহক চাঁদা নিয়ে তিনি পত্রিকা প্রকাশ করেন। মাদরাসা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিরাট অঙ্কের অর্থকে পুঁজি করে ইনকিলাবের যাত্রা শুরু। আধুনিক প্রযুক্তির পূর্ণ ব্যবহার করেই ইনকিলাব প্রকাশিত হয়। দৈনিক ইনকিলাব-এর সহযোগী সাময়িকপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক পূর্ণিমা। টেলিগ্রাফ নামে আরেকটি ইংরেজি দৈনিকও মওলানা মান্নান প্রকাশ করেন। ইত্তেফাক-এর সঙ্গে পাল্লা দেয়ার জন্য ইত্তেফাক ভবনের ঠিক গাঁ ঘেষেই নির্মিত হয়েছে ইনকিলাব ভবন। দৈনিক ইনকিলাব সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা, মৌলবাদী আদর্শ এবং যাবতীয় প্রগতি বিরোধী কার্যকলাপের সমর্থক। ২/১ আর, কে মিশন রোড, ঢাকা থেকে ইনকিলাব প্রকাশিত এবং মেশকাত অফসেট প্রেস, ২/১ আর, কে মিশন রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

৩১ জানুয়ারি আলী আসগরের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'দৈনিক পত্রিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন মিয়া মুসা হোসেন। তিনি জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের হুইপ ছিলেন। সরকারি দলের মুখপত্র হিসাবেই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। ৮৫ এলিফ্যান্ট রোড, মগবাজার, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং আজিজ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২/১ তাহের বাগ লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল চার টাকা। ১২ মে ফয়জুন্নেসা আহমদ দিলারার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'দেশ সমাচার' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৩৭/১৩৮ নতুন পল্টন লাইন, আজিমপুর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং এবং শাহী প্রিন্টিং ওয়ার্কস ১৯০ নতুন পল্টন লাইন আজিমপুর ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা। ১৫ এপ্রিল খালিদ মাহমুদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'অর্থনৈতিক সমাচার' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৫০ এফ/ইনার সার্কুলার রোড ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সপ্তবর্ণা প্রিন্টার্স, ১৪ কাকরাইল রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

ফেব্রুয়ারি মাসে কমল কুমকুমের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'প্রিয়জন' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৪/৬ ঝিকাতলা ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং স্বরূপ প্রিন্টিং প্রেস, ২১/১ ঝিকাতলা ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৬৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ১০ টাকা। প্রিয়জন পত্রিকা কিনে নেয় বর্তমানে এ পাক্ষিকের সম্পাদক আবদুর রহমান তিনি নতুনভাবে ডিক্লারেশনও নেন। এপ্রিল মাসে ডা. এস, এ, খালেকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় স্বাস্থ্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'আপনার স্বাস্থ্য'। এর প্রকাশক এস, ইমরান খালেক। ২৭/১৬ মনিপুরী পাড়া, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং কোয়ালিটি

www.pathagar.com

প্রিন্টার্স, সেকশন-৬, ব্লক-সি, বাড়ি নং-৭, মিরপুর ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল পাঁচ টাকা। আগস্ট মাসে নূরজাহান মুরশিদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'এদেশ একাল' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৭৩৫, সাত মসজিদ রোড, মোহাম্মদপুর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং একাল প্রিন্টার্স, ১৭৫ পশ্চিম ধানমন্ডি ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৪৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল পাঁচ টাকা। আগস্ট-অক্টোবরে মুস্তাফা নূরউল ইসলামের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'সুন্দরম' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক একটি মননশীল পত্রিকা। পাঠক মহলে সুন্দরম ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ৫২/৩ ইন্দিরা রোড ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং বাংলা একাডেমী প্রেস থেকে মুদ্রিত। ১১২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ১৫ টাকা।

৯ ফেব্রুয়ারি জিল্লুর রহমানের সম্পাদনায় কিশোরেগঞ্জ থেকে 'ভাটির দর্পণ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সোমা প্রিন্টিং প্রেস বাজিতপুর বাজার কিশোরগঞ্জ থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা। সেপ্টেম্বর মাসে জিয়াউদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় কিশোরগঞ্জ থেকে 'সৃষ্টি' নামে একটি দ্বিমাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি ছিল কিশোরগঞ্জ জেলা পাবলিক লাইব্রেরির মুখপত্র। কথাকলি প্রেস, ২ নং পেরি মার্কেট কিশোরগঞ্জ থেকে এটি মুদ্রিত হত। ১২০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল পনর টাকা। ২৯ সেপ্টেম্বর আবদুর রেজ্জাকের সম্পাদনায় শেরপুর থেকে 'শেরপুর' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক ছিলেন এডভোকেট মিজানুর রহমান। মদিনা প্রেস রঘুনাথ বাজার, শেরপুর টাউন, শেরপুর থেকে এটি মুদ্রিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা। ১০ ডিসেম্বর তসলিম উদ্দিন চৌধুরীর সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে 'পূর্বকোণ' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ইউসুফ চৌধুরী। পত্রিকাটি কো-অপারেটিভ এন্ড বুক সোসাইটি বিল্ডিং জুবেলি রোড চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত এবং সিগনেট প্রেস জুবেলী রোড চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম তিন টাকা।

২৮ মার্চ শহিদুল হক সেলিমের সম্পাদনায় কুমিল্লা থেকে 'শ্রমিক' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। গর্জনখোলা কুমিল্লা থেকে এটি প্রকাশিত এবং খান আর্ট প্রেস, চৌধুরী পাড়া, কুমিল্লা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম একটাকা। ১৬ ডিসেম্বর জাকারিয়া মিলনের সম্পাদনায় চাঁদপুর থেকে 'চাঁদপুর' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক ছিলেন গোলাম কিবরিয়া জীবন। মুন্সেফপাড়া চাঁদপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং শাহজালাল প্রিন্টার্স বগাদি রোড, নতুন বাজার, চাঁদপুর থেকে মুদ্রিত। চারপৃষ্ঠার পত্রিকার দাম এক টাকা। ৬ মে সালাম চৌধুরীর সম্পাদনায় মৌলবীবাজার থেকে 'হেফাজতে ইসলাম' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রকাশক খলিলুর রহমান হামিদী। মদনী প্রেস হাসপাতাল রোড, মৌলবীবাজার থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা। ১০ মার্চ আসাদ মিয়ার সম্পাদনায় মৌলবী বাজার থেকে 'শ্রীবাণী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। স্টেশন রোড, মৌলবী বাজার থেকে এটি প্রকাশিত এবং

www.pathagar.com

শিলালিপি মুদ্রায়ণ ৪৫/৩ আর, কে, মিশন রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা।

৯ জানুয়ারি মহিউদ্দিন আহম্মেদের সম্পাদনায় যশোর থেকে 'পূরবী' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিধুভূষণ রোড যশোর থেকে এটি প্রকাশিত এবং জাহান প্রিন্টিং প্রেস যশোর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম একটাকা পঞ্চাশ পয়সা। ১৮ আগস্ট সাঈদ হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় নড়াইল থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'নড়াইল বার্তা'। ক্রান্তি মুদ্রায়ণ, রেডক্রিসেন্ট ভবন, নড়াইল থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম এক টাকা। ৪ মে আজাদ মালিতার সম্পাদনায় চুয়াডাঙ্গা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'চুয়াডাঙ্গা'। প্রকাশক ওয়াসিকুর রহমান জোয়ার্দার। চুয়াডাঙ্গা প্রিন্টার্স ২১৪ পুরাতন হাসপাতাল রোড চুয়াডাঙ্গা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ১৫ মে এ, কে, এম, মুস্তাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় বরিশাল থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'প্রবাসী'। ডিনা প্রিন্টার্স, শেলী নীড় ব্যাপটিস্ট মিশন রোড বরিশাল থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

১২ নভেম্বর সুনীল কুমার ঘোষের সম্পাদনায় সিরাজগঞ্জ থেকে 'সময়ুগ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রকাশক শিপ্রারাণী ঘোষ। মুন্সি মেহেরুল্লাহ্ সড়ক, সিরাজগঞ্জ থেকে সময়ুগ প্রকাশিত এবং বাণী মুদ্রণ, আনন্দ প্রকাশনী সিরাজগঞ্জ থেকে মুদ্রিত। ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল এক টাকা। ৩১ অক্টোবর রফিকুল ইসলাম কলির সম্পাদনায় সিরাজগঞ্জ থেকে 'লালপাতা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রকাশক সেলিনা খাতুন। বাহিরগোলা সিরাজগঞ্জ থেকে এটি প্রকাশিত এবং আশা মুদ্রণ ও প্রকাশনী জুবেলী রোড, সিরাজগঞ্জ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা।

১৯৮৭ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—দিনকাল, মিল্লাত, বঙ্গব্যাপী, সুগন্ধা, সুচিত্রা, পূর্ণিমা, বিক্রম, রমণী, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, শিক্ষাবার্তা, কিশোরবার্তা, কমার্স এন্ড ইন্ড্রাস্ট্রিজ, আদালত অঙ্গণ, রোগ মুক্তি, সুরবাণী, নবীন বিজ্ঞানী, আলোর বাণী, নিউ টাইমস, মফস্বল, বিজ্ঞানবার্তা, পার্বত্য বার্তা, শিখর, রূপসী চাঁদপুর, বাংলাদেশ বার্তা, বরগুনা, উত্তরদেশ ইত্যাদি। ৩১ জুলাই এম, এ, জিন্নাহর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'দিনকাল' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৩ নয়া পল্টন ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সোনালী মুদ্রণ ১৯৪/৪/৫ ফকিরাপুল ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। পত্রিকাটি কিছু দিন চলার পর আর্থিক সংকট দেখা দেয় এ সময় পত্রিকা প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়।

১৯৯১ সালের ১ সেপ্টেম্বর মাজেদুল ইসলাম পত্রিকাটি প্রকাশের দায়িত্ব নেন। সৈয়দ জাফর পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এবং গোলাম মহিউদ্দিন খান নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় পত্রিকাটি বিএনপির মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়। শওকত মাহমুদ পত্রিকার চিপ রিপোর্টার, আলী মামুদ, আবদুস শহীদ, আলীমুজ্জামান হারুন, মোখলেসুর রহমান চৌধুরী সিনিয়র রিপোর্টার হিসাবে যোগদান

www.pathagar.com

করেন। সম্পাদকীয় বিভাগে শেখ নুরুল ইসলাম, আহমেদ মুসা, আমিনুর রহমান সরকার যোগদান করেন। আবু সাঈদ জুবেরী পত্রিকার চীপ সাব এডিটর হন। ১৯৯৪ সালে সানাউল্লাহ নূরী দিনকাল সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৯৮ সালে তারেক রহমান দিনকাল প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় কাজি সিরাজউদ্দিন আহমদ নির্বাহী সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন। বর্তমানে কাজি সিরাজউদ্দিন আহমদ দিনকালের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন।

২৩ ডিসেম্বর চৌধুরী মোহাম্মদ ফারুকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক মিল্লাত। বুক প্রমোশন প্রেস, ২৮ টয়েনবি সার্কুলার রোড ঢাকা থেকে মিল্লাত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। এটি ছিল ফ্রিডম পার্টির মুখপত্র। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল চার টাকা। ৫ জুলাই শফিকুল গণি স্বপনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বঙ্গব্যাপী'। ১৭/১ ইস্কাটন গার্ডেন রোড ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সুলেখা প্রিন্টিং প্রেস, প্লট-১, সড়ক নং-২, সেকশন-৭, মিরপুর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ২৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম তিন টাকা। ২২ অক্টোবর সৈয়দ মোয়াজ্জেম হুসাইনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সুগন্ধা'। শরীফ ম্যানসন, ৫৬/৫৭ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং জাহানারা প্রিন্টার্স ৪৯/৬ রামকৃষ্ণ মিশন রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য চার টাকা।

২৫ মে খালিদ মাহমুদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সুচিত্রা'। ৫০ এফ, ইনার সার্কুলার রোড, নয়া পল্টন ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সপ্তবর্ণা প্রিন্টার্স ১৪ শান্তিনগর ঢাকা থেকে প্রকাশিত। ৬৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম তিন টাকা। ২৬ আগস্ট এ, এম, এম, বাহাউদ্দিনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'পূর্ণিমা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি দৈনিক ইনকিলাবের একটি সহযোগী সাময়িকী। এর মূল মালিক মওলানা মান্নান। এর প্রকাশক এ, জেড, এম সালাহউদ্দিন। পত্রিকাটি কাদেরীয়া পাবলিকেশন এন্ড প্রোডাক্টস ২/১ আর, কে, মিশন রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৬৭ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ১০ টাকা। ৩০ নবেম্বর মোস্তফা আনোয়ারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'বিক্রম' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৯/৯ ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সোনিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ১৪১৪/এ খিলগাঁও ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম দুই টাকা। মার্চ মাসে মোশফেকা জাহিদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'রমণী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৩ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং জাহান প্রিন্টিং এন্ড কালার প্রসেস ১৫৩ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৪৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল পাঁচ টাকা।

মে মাসে এম, হেলালের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১১৭/১ এলিফ্যান্ট রোড ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং ইউনিভার্সিটি প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স ৪৪/জি আজিমপুর ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৩৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল তিন টাকা। ২৯ ডিসেম্বর আফরোজা নাহার রাশেদের

www.pathagar.com

সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'শিক্ষা বার্তা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। শিক্ষা বিষয়ক এই পত্রিকাটি সুমী প্রিন্টিং প্রেস, ৯ নীলক্ষেত রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম তিন টাকা। ১৫ ফেব্রুয়ারি নিয়ামুল হক কার্জনের সম্পাদনায় 'কিশোর বার্তা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। শিশু-কিশোরদের জন্য প্রকাশিত এই পত্রিকাটি গণবাণী প্রিন্টিং প্রেস, ১৩/১ ডি, কে, এম, দাস লেন ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম তিন টাকা। নভেম্বর মাসে মোশাররফ হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ' নামে একটি ইংরেজি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক এই পত্রিকাটি ১৯ বঙ্গবন্ধু এভেনিউ ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং এবং পূরবী প্রিন্টার্স ৭ সেগুন বাগিচা ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩৬ পৃষ্ঠার এই পত্রিকার দাম দশ টাকা।

১ জানুয়ারি এডভোকেট সাহিদা বেগমের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'আদালত অঙ্গন' নামে আইন বিষয়ক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৪ নর্থ সাউথ রোড, ফাতেমা মার্কেট ঢাকা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত এবং দি ইউনিক প্রেস ই/১/১৮ আসাদ এভেনিউ, মোহাম্মদপুর ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম আট টাকা। সেপ্টেম্বর মাসে ড. শাহ্ মোহাম্মদ কেরামত আলীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'রোগ মুক্তি' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। চিকিৎসা বিষয়ক এই পত্রিকাটির প্রকাশক ছিলেন সিদ্দিকা আকতার। ৪৫/১ দক্ষিণ বাসাবো ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং চিশতিয়া প্রেস ২২/২ শেখ সাহেব বাজার ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ২৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম পাঁচ টাকা। ১ জুলাই কাজী শামীমুল হকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'সুরবাণী' নামে সংগীত বিষয়ক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ফেরদৌসী প্রিন্টার্স ১০০ বি মালীবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ২৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল তিন টাকা।

জুন মাসে মোবারক আলীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'নবীন বিজ্ঞানী' নামে একটি ত্রৈমাসিক বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। জাতীয় বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিদ্যা যাদুঘর ঢাকা এই পত্রিকাটি প্রকাশ করে। বেইস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ১৪০ মতিঝিল ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত। ৩৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল আট টাকা। ২৯ ডিসেম্বর মজিবর রহমানের সম্পাদনায় মানিকগঞ্জ থেকে 'আলোর বাণী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। শহীদ রফিক সড়ক মানিকগঞ্জ থেকে এটি প্রকাশিত এবং যমুনা আর্ট প্রেস, মানিকগঞ্জ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা। ২৪ এপ্রিল আবদুল মতিনের সম্পাদনায় ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয় ইংরেজি দৈনিক 'নিউ টাইমস'। ৪৪ সি, কে ঘোষ রোড, ময়মনসিংহ থেকে এটি প্রকাশিত এবং টাইমস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোম্পানি ৩৫ সাহেব আলী রোড, ময়মনসিংহ থেকে মুদ্রিত। ৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা।

৮ এপ্রিল আবদুর রকিবের সম্পাদনায় টাঙ্গাইল থেকে 'মফস্বল' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ঝংকার প্রেস, আমঘাট রোড, টাঙ্গাইল থেকে এটি মুদ্রিত ও

www.pathagar.com

প্রকাশিত। চারপৃষ্ঠার পত্রিকার দাম এক টাকা। অক্টোবর মাসে এম, মহিউদ্দিন ইসলামের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে 'বিজ্ঞান বার্তা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞান বিষয়ক এই পত্রিকাটি ১২৫ সিরাজদ্দৌলা সড়ক চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত এবং রাউজান আর্ট প্রেস, চন্দনপুরা চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। ৪৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম চার টাকা। ১৭ মে শামীম রশিদের সম্পাদনায় রাঙামাটি থেকে 'পার্বত্য বার্তা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রাঙমাটি প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিকেশন বনরূপা, রাঙামাটি থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল এক টাকা। ১২ সেপ্টেম্বর তরুণ কুমার ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় খাগড়াছড়ি থেকে 'শিখর' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পশ্চিম মহাজন পাড়া, খাগড়াছড়ি থেকে এটি প্রকাশিত এবং তিলোত্তমা মুদ্রণালয় ৪৪/৪৮ নাজির আহমদ চৌধুরী সড়ক চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল পাঁচ টাকা।

১ নভেম্বর এম, এ, মাসউদ ভূইয়ার সম্পাদনায় চাঁদপুর থেকে 'রূপসী চাঁদপুর' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। স্টেডিয়াম রোড, চাঁদপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং জে এন সেনগুপ্ত সড়ক, চাঁদপুর থেকে মুদ্রিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল একটাকা পঞ্চাশ পয়সা। ২ জুলাই আবদুর রশিদ চৌধুরীর সম্পাদনায় কুষ্টিয়া থেকে 'বাংলাদেশ বার্তা' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বর্ণমালা মুদ্রণী, মজমপুর কুষ্টিয়া থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা। ২০ নভেম্বর মোশাররফ হোসেনের সম্পাদনায় বরগুনা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বরগুনা'। ১৬/এ বাজার সড়ক, বরগুনা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মনি প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, বাজার রোড, বরগুনা থেকে মুদ্রিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল এক টাকা। ২ জুন শহিদুল হাসানের সম্পাদনায় পাবনা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'উত্তরদেশ'। নিপুণ মুদ্রণালয়, পাবনা রোড, ঈশ্বরদী থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল এক টাকা।

১৯৮৮ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—আগামী, ফ্রাইডে, ইকোনমিক টাইমস, অনন্যা, করাদালত, মহুয়া, মুজিবনগর, মুক্তিবার্তা ও নওজোয়ান। পয়লা জানুয়ারি আরেফিন বাদলের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'আগামী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ধানসিড়ি প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং ৮/৩ নীলক্ষেত বাবুপুরা ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল তিন টাকা। ৩ জুন শফিকুল গণি স্বপনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'ফ্রাইডে' নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। ১৭/১ ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সুলেখা প্রিন্টিং প্রেস, প্লট-১, সড়ক-২, সেকশন-৭, মিরপুর ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল পাঁচ টাকা। ২৫ ফেব্রুয়ারি মনিরুল হকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'ইকোনমিক টাইমস' নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অর্থনীতি বিষয়ক এই ইংরেজি সাপ্তাহিকটি ৬৫/২ ল্যাবরেটরি রোড, দক্ষিণ ধানমন্ডি ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং হলিডে পাবলিকেশন ৩০/২ তেজগাঁ শিল্প এলাকা ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

www.pathagar.com

১৬ অক্টোবর তাসনিমা হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'অনন্যা' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১০/১৪ ইকবাল রোড মোহাম্মদপুর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং জেনিথ প্যাকেজেস ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৪৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল চার টাকা। পয়লা জানুয়ারি আবু আমজাদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'করাদালত' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৬১/শান্তিনগর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং স্কাইল্যাব প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজেস, ২৯৫ নিউ ইস্কাটন রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ২৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ১০ টাকা। মার্চ মাসে হাসিনা হোসেন মমতাজের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'মহুয়া' নামে একটি দ্বিমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকাটি ১৪ নুরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং প্যারাডাইস প্রিন্টার্স ৪৪/সি/১ আজিমপুর ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৫০ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ছয় টাকা।

১১ জুলাই সৈয়দ আমিনুল ইসলামের সম্পাদনায় মেহেরপুর থেকে 'মুজিবনগর' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। লুমা প্রিন্টিং প্রেস কোর্ট রোড, মেহেরপুর থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল একটাকা। ১৭ জুলাই ওয়াসেকুর রহমানের সম্পাদনায় বগুড়া থেকে 'মুক্তবার্তা' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটির প্রকাশক ছিলেন মোজাম্মেল হক স্বপন। মালতি নগর বগুড়া থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত এবং ন্যাশনাল প্রিন্টিং প্রেস, চকযাদু রোড, বগুড়া থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠা পত্রিকার দাম দুইটাকা। ১৯ জানুয়ারি আনোয়ারুল ইসলামের সম্পাদনায় বগুড়া থেকে 'নওজোয়ান' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কানিয়াপাড়া বগুড়া থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই টাকা।

১৯৮৯ সালে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—সচিত্র দেশ কাল, এই সময়, দেশ আমার, ডায়ালগ, যুগরবি, উত্তর বাংলা ও পার্বতী। ২৪ ডিসেম্বর আসাদুজ্জামান রিপনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'সচিত্র দেশকাল' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৪৪/১ নিউ বেইলি রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মরিয়ম প্রিন্টার্স, ৫ সেগুন বাগিচা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ছয় টাকা। পয়লা জানুয়ারি আমির হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'এই সময়' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৫২/সি গ্রীন রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সুমি প্রিন্টিং প্রেস, ৯, নীলক্ষেত বাবুপুরা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল পাঁচ টাকা। ১ সেপ্টেম্বর রাশেদ হাসানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'দেশ আমার' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উষার রানা প্রিন্টিং প্রেস, ৬৫ সিদ্ধেশ্বরী রোড, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৩০ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল পাঁচ টাকা।

২৭ অক্টোবর আমিনুর রহমান শামস-উদ-দোহার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'ডায়ালগ' নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের আনুকূল্যে একটি মিডিয়া এ্যাম্পায়ার গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ, আর, এস, দোহা কাজ শুরু

www.pathagar.com

করেন। তিনি ছিলেন এরশাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং তার মন্ত্রিসভার পররাষ্ট্র মন্ত্রী। মিডিয়া এ্যাম্পয়ার গড়ে তোলার জন্য সোনারগাঁ হোটেল অফিস নেয়া হয়। এ, আর, এস, দোহা ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউনের প্রকাশককে ঢাকায় নিয়ে আসেন। পরিকল্পনা ছিল হেরাল্ড ট্রিবিউন ঢাকা থেকে ছেপে দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বিতরণ করা হবে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আল বারাকা ব্যাংক থেকে বিপুল অংকের অর্থ ঋণ গ্রহণ করা হয়। প্রখ্যাত সাংবাদিক নাজমুদ্দিন হাশেম, কে, জি, মুস্তাফাকে ডায়ালগ এ নিয়োগ দেয়া হয়। এছাড়াও, লুৎফর রহমান, ইমামুর রশীদ, সাব্বির মোস্তফা, এনায়েতউল্লাহ, জাফরিন সুলতানা, জুলফিকার হায়দারসহ বিপুল সংখ্যক মেধাবী তরুণ সাংবাদিককে ডায়ালগে নিয়োগ দেয়া হয়। 'সংলাপ' নামে ডায়ালগ-এর সহযোগী বাংলা একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। পাশাপাশি 'দি মনিটর' নামে একটি ইংরেজি দৈনিক প্রকাশের ও পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু এরশাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পরিকল্পনা গুটিয়ে যায়। 'ডায়ালগ' পাবলিকেশন্স, ১৯ কাজী নজরুল ইসলাম এভেনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ১০ টাকা।

মে মাসে এম, হেলালের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'লক্ষ্মিপুর বার্তা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৭৭/৯ এলিফ্যান্ট রোড ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং ইউনিভার্সিটি প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স, ৪৪/ডি আজিমপুর ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ২৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল চার টাকা। ১৮ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহ জেলা পরিষদের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ময়মনসিংহ বার্তা'। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন জেলা পরিষদ সচিব এবং জেলা পরিষদ প্রেস থেকেই এটি ছাপা হত। ২০ ডিসেম্বর আশরাফ আলী খানের সম্পাদনায় বান্দরবান থেকে 'যুগরবি' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্লট নং-সি-২০৩ বান্দরবান থেকে এটি প্রকাশিত এবং আনসার প্রেস, কবি নজরুল ইসলাম সড়ক, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা।

১১ সেপ্টেম্বর যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরার সম্পাদনায় খাগড়াছড়ি থেকে 'পার্বতী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তিলোত্তমা মুদ্রণালয় ৪৪/৪৮ নাজির আহমদ চৌধুরী সড়ক, চট্টগ্রাম থেকে এটি মুদ্রিত হত। ২৩ এপ্রিল মতিউর রহমানের সম্পাদনায় দিনাজপুর থেকে 'দৈনিক উত্তর বাংলা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পাহাড়পুর দিনাজপুর থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা। ১৯৯০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি হাবিবুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'দেওয়ানবাগ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৫৪ আরামবাগ, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং আদর্শ মুদ্রায়ণ ৯/১০ নন্দলাল দত্ত লেন, লক্ষ্মিবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা।

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসনামলে বিভিন্ন পেশাজীবী গোষ্ঠী নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়েছে। এরশাদ তার শাসনামলের সাড়ে আট বছরে নানা কায়দায় সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছে। ১৯৮৬ সালের ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশে বিবিসির কার্যক্রম বন্ধ করা হয় এবং বিবিসির সংবাদদাতা আতাউস সামাদকে গ্রেফতার

www.pathagar.com

করা হয়। ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বরে লন্ডন থেকে প্রকাশিত ফিনান্সিয়াল টাইমসের এশিয়া এডিটর রবিন পলকে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে বিদায় করে দেয়া হয়। আরো বহু সাংবাদিককে ঢাকায় আসতে দেয়া হয়নি। বিশেষ ক্ষমতা আইন ও প্রিন্টিং প্রেসেস এন্ড পাবলিকেশন্স এ্যাক্টের যথেচ্ছ ব্যবহার, অঘোষিত সেন্সরশিপ, রাতে পি আইডির ফোন, বিজ্ঞাপন বন্টনে বৈষম্য ইত্যাদির মাধ্যমে এরশাদ সরকার বাক স্বাধীনতা বিরোধী এক ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টি করে।

১৯৮৪ সালের ২৮ নভেম্বর কয়েকটি রাজনৈতিক দলের আহ্বানে সচিবালয় পার্শ্ব সড়কে অবস্থান ধর্মঘট-এর কর্মসূচি পালনের সময় আর্মড পুলিশ প্রেসক্লাবের ভেতরে অতর্কিত আক্রমণ চালায়। এতে প্রায় ২৪ জন সাংবাদিক আহত হয়। সেদিন প্রেসক্লাবের বাইরেও সাংবাদিকদের ওপর হামলা চালানো হয়। এরশাদের শাসনামলে যশোরের দৈনিক রানারের সাংবাদিক আনন্দ কুমার বসু এবং দৈনিক নয়াবাংলার সাংবাদিক মোজাফফর আহমদকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ১২ জন সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হয় এবং ৬৯ টি সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। এরশাদের সাড়ে আট বছরের শাসনামলে বাংলার বাণী, রোববার, যায় যায় দিন, বিচিন্তা, ইত্তেহাদ, জয়যাত্রা, দেশবন্ধু, একতা, সাপ্তাহিক প্রহরসহ ২৪টি পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৮৩ সালের বেতন বোর্ড রোয়েদাদ বাস্তবায়নের দাবীতে ১২ জুলাই ১৯৮৪ থেকে ৬ আগস্ট এই ২৬ দিন দেশের সকল পত্র-পত্রিকা বন্ধ থাকে।

এরশাদের শাসনামলে ১৯৮৮ সালের জানুয়ারি মাসে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ও বেসরকারি পরিচালনায় ইউনাইটেড নিউজ এজেন্সি (ইউএনবি) নামে একটি সংবাদ সংস্থা চালু হয়। ইউএনবি প্রধান সম্পাদক এনায়েতউল্লাহ খান। মগবাজারস্থ কসমস সেন্টারে এই সংবাদ সংস্থার অফিস স্থাপিত হয়েছে। সংবাদ পরিবেশনার জন্য ইউএনবি আমেরিকান এসোসিয়েটেড প্রেস (AP), সুইডিশ নিউজ এজেন্সি, ফিনিস নিউজ এজেন্সি, ইরাক নিউজ এজেন্সি, ফরাসি সংবাদ সংস্থা ও চেকোশ্লাভাক নিউজ এজেন্সির সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এ সকল সংবাদ সংস্থার সাথে বাণিজ্যিক চুক্তি অনুযায়ী খবর ও ফটো ফিচার সংগ্রহ করা হয় এবং স্থানীয় রেডিও, টিভি, ম্যাগাজিন ও সংবাদপত্রে সরবরাহ করা হয়।

এরশাদের শাসনামলের শুরুতে ১৯৮২ সালের ২৬ এপ্রিল প্রখ্যাত রাজনীতিক আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে দেশে প্রথম প্রেস কমিশন গঠিত হয়। এ কমিশনে সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ, সংবাদপত্রের নেতৃবৃন্দ ও সরকারি কর্মকর্তারা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কমিশন তার কাজ শেষে ১৯৮৫ সালে সরকারের কাছে একটি রিপোর্ট পেশ করেন। সৎ সাংবাদিকতা, স্বাধীন সংবাদপত্রের বিকাশ এবং সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করে গণমাধ্যমের স্বাভাবিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য প্রেস কমিশন রিপোর্টে ১০২ টি সুপারিশ করে। প্রেস কমিশনের রিপোর্ট প্রদানের পর পরই এরশাদ সরকার রিপোর্টটি হিমাগারে পাঠাবার ব্যবস্থা করে। প্রেস কমিশনের সুপারিশের প্রতি সংবাদপত্র সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যাপক সমর্থন থাকা সত্ত্বেও পরবর্তী সরকার ওই রিপোর্টের সুপারিশ বাস্তবায়ন স্থগিত রাখেন।

www.pathagar.com

প্রেস কমিশনের সুপারিশে বলা হয়। সরকারি খাতে কোন দৈনিক পত্রিকা থাকবে না (২)। ট্রাস্ট সংবাদপত্রগুলিকে পুনর্গঠিত করে সরকারি প্রভাব মুক্ত করতে হবে (৬)। সংবাদপত্রকে শিল্প হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে সকল সুবিধা সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। প্রিন্টিং প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিসহ শিল্পের জন্য কর রেয়াত ও অন্যান্য ছাড় দেয়া যেতে পারে (৮)। পত্রিকার মালিক যদি সম্পাদকের পূর্ণ দায়িত্ব পালন না করেন, তাহলে সম্পাদকের পদবী ও অবস্থান গ্রহণ করবেন না (৫৪)। প্রধানতম প্রকাশনা বিশেষ করে দৈনিকের সম্পাদক পদ অবশ্যই পূর্নকালীন চাকুরি হতে হবে (৫৬)। গণমাধ্যমকে প্রভাবিত করার হাতিয়ার হিসাবে বিজ্ঞাপনকে ব্যবহার করা যাবে না (৬৭)। সরকারি ব্যবস্থাপনাধীন সংবাদপত্রকে সরকারি খাতের বিজ্ঞাপন প্রদানে বিশেষ সুবিধা ও অগ্রাধিকার দেয়ার প্রবণতা বন্ধ করতে হবে (৭২)। বিজ্ঞাপন কর প্রত্যাহার করা যেতে পারে (৭৪)। সরকার সংবাদ সংস্থার মালিক হবে না বা নিয়ন্ত্রণে রাখবে না (৮৪)। এ ছাড়া প্রেস কমিশন সংবাদ সংশ্লিষ্ট আইন কানুন যুগোপযোগী করার ও সুপারিশ করেছিল। কিন্তু কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন শুধু স্থগিতই রাখা হয়নি তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

অধ্যায় : দশ

খালেদা জিয়ার আমলে সংবাদপত্র

১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এক সফল গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এরশাদের নয় বছরের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে। তিন জোট বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি মনোনীত করে। তার শাসনকাল ছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি ঝঞ্জা বিক্ষুব্ধ সময়। বারুদের স্তুপের ওপর বসে শাহাবুদ্দিন আহমদ নির্মোহভাবে তার দায়িত্ব পালন করে গেছেন। ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছেন। জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দিয়েছেন, এবং স্বাস্থ্যনীতি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ ১৯৯০ বাতিল করেছেন। রাষ্ট্রপতি হবার ছয় দিন পর ১২ ডিসেম্বর পতিত রাষ্ট্রপতি এরশাদ এবং তার পরিবারবর্গকে গুলশানের সাবজেলে পাঠিয়েছেন।

শাহাবুদ্দিন আহমদের স্বল্পকালের শাসনামলে ঘটে কারা বিদ্রোহ, পোশাক শিল্পে সৃষ্টি হয় নৈরাজ্য। কিন্তু তিনি দক্ষতার সঙ্গে এগুলি সমাধান করেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে তার সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব হচ্ছে ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারির অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন 'অনুষ্ঠান'। এ জন্য তিনি দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হন। নির্বাচনে বিএনপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আবির্ভূত হয় এবং দলীয় প্রধান বেগম খালেদা জিয়া দেশের প্রধানমন্ত্রির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তার হস্তক্ষেপে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সমঝোতার ভিত্তিতে জাতীয় সংসদে সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাশ করে। একাদশ সংশোধনী বিলের মাধ্যমে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির কর্মকান্ডের বৈধতা দান ও তাঁর পূর্বপদে ফিরে যাবার বিধান করা হয়। দ্বাদশ সংশোধনীর মূল লক্ষ্য প্রচলিত রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির পরিবর্তে সংসদীয় পদ্ধতি তথা জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং তার সাথে সাথে সংবিধানের অধিকতর গণতন্ত্রায়ন। বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯১ সালের ৯ অক্টোবর পর্যন্ত দশ মাস স্বপদে বহাল ছিলেন। এই স্বল্প সময়ে তিনি গণতান্ত্রিক শাসনের একটি সোপান তৈরি করে দিয়েছিলেন।

গণঅভ্যুত্থানে স্বৈর শাসকের পতন এবং তারপর অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি সরকার গঠন করে। মানুষ আশা করেছিল এরপর গণতন্ত্র সুসংহত এবং সংসদ কার্যকর হবে। কিন্তু খুব শিগগিরই সরকারি দলের সঙ্গে বিরোধী দলের সংঘাত

www.pathagar.com

বাঁধে। ফলে সংসদ কার্যক্রম নিস্প্রাণ হয়ে পড়ে। খালেদা জিয়ার প্রধান মন্ত্রিত্বের ৩৯ দিন পর ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। এতে চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ জনপদ মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাসে লক্ষাধিক লোকের প্রাণহানি ঘটে। বিনষ্ট হয় হাজার কোটি টাকার সম্পদ। সরকারের একার পক্ষে দুর্যোগ মোকাবিলা কঠিন হয়ে পড়ে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাহায্য কামনা করা হয়।

দেশে গণতন্ত্রের নবযাত্রায় আশা ছিল যে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠবে। কিন্তু বিএনপি সরকার গঠনের পর থেকেই সরকার ও বিরোধীদলের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। কোন ব্যাপারেই ঐকমত্যের প্রতিফলন দেখা গেল না। সর্বত্র দেখা দিতে শুরু করল অশনি সংকেত। ১৯৯২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি জাহানারা ইমামের নেতৃত্বের গঠিত হয় ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটিকে প্রতিহত করার জন্য এপ্রিল মাসের দিকে গঠিত হয় 'যুবকমান্ড'। উভয় সংগঠনের প্রতিরোধমূলক কর্মসূচী ও তৎপরতায় সারা দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দেশে সমাজ বিরোধী, সহিংস সন্ত্রাসী তৎপরতা ও বেআইনী কার্যকলাপ বৃদ্ধির অভিযোগ উত্থাপন করে ১৯৯২ সালের ১২ আগস্ট বিরোধী দল বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করে। সংসদে প্রস্তাবটি ভোটাধিক্যে নাকচ হয়ে যায়। ক্রমাবনতিশীল আইন শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের জন্য সরকার ১৯৯২ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর নৈরাজ্যমূলক অপরাধ দমন আইন পাশ করে। বিরোধী দলকে দমন করার জন্যই এই আইন পাশ করা হয়েছে বলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অভিযোগ উত্থাপন করে।

১৯৯৩ সালের নভেম্বরে জাতীয় সংসদ এক মহাসংকটের সম্মুখীন হয়। প্রধানমন্ত্রি বেগম খালেদা জিয়া এক জনসভায় বক্তৃতাকালে বলেন যে, 'সংসদে মিথ্যা কথা বলা হয়'। প্রধানমন্ত্রির বক্তব্যে অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার নোটিশ দেয় ২৭ জন বিরোধী দলীয় সদস্য। এ বিষয়ে স্পিকার ২৯ নভেম্বর আলোচনার দিন ধার্য করেন। অন্যদিকে বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনার বক্তব্যে অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার নোটিশ দেন পূর্ত মন্ত্রি ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া। এর প্রতিবাদে বিরোধী দল ওয়াক আউট করে। পরে এ সম্পর্কে উভয় নেত্রীর সংসদে বিবৃতি দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে উভয়পক্ষের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৯৪ সালের ১ মার্চ সংসদে লেবাননের হেবরন অঞ্চলে ইসরাইলি সৈন্যদের গুলি চালানোর বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব আলোচনাকালে তৎকালিন তথ্যমন্ত্রি ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদার এক মন্তব্যের প্রতিবাদে বিরোধী দল সংসদ থেকে ওয়াক আউট করে। সংসদ বর্জন অব্যাহত থাকাকালে ২০ মার্চ ১৯৯৪ মাগুরা এক আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিএনপির বিরুদ্ধে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন করে বিরোধী দল সংসদ বর্জন অব্যাহত রাখে। তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানায়। এই রাজনৈতিক সংকট সমাধানের জন্য কূটনৈতিকমহল তৎপর হয়ে ওঠে। ১৯৯৪ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর এমেকা এনিয়াওকু ঢাকায় আসেন। এ

www.pathagar.com

সময় তিনি রাজনৈতিক জটিলতা নিয়ে সরকার ও বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন। এমেকা দেশে ফিরে গিয়ে প্রধানমন্ত্রি খালেদা জিয়া এবং বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার কাছে ২১ সেপ্টেম্বর ফ্যাক্স পাঠান। ২৬ সেপ্টেম্বর উভয় নেত্রী আরেকটি ফ্যাক্সের মাধ্যমে সংলাপ শুরু করতে রাজি হন। এ অবস্থায় কমনওয়েল মহাসচিব এমেকা এনিয়াওকুর প্রতিনিধি হিসাবে স্যার নিনিয়ান স্টিফ্যান ১৩ অক্টোবর ঢাকায় আসেন। ২০ অক্টোবর সংলাপ শুরু হয়। এক মাস সংলাপ চলার পর এ উদ্যোগ ব্যর্থ হয়।

এদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবী উপেক্ষা করায় বিরোধী দলের ১৪৭ জন সদস্য ১৯৯৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর একযোগে সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। স্পিকার পদত্যাগপত্রগুলো বৈধ বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত পদত্যাগপত্রগুলো সম্পর্কে সুপ্রিমকোর্টের অভিমত চাওয়া হয়। সুপ্রীম কোর্ট পদত্যাগপত্র বৈধ বলে ঘোষণা করে। ইতিমধ্যে ৯০ দিন সংসদে অনুপস্থিত থাকায় বিরোধী সদস্যদের আসন শূন্য হয়ে যায়।

সংবিধানের ১২৩ (৪) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ৯০ দিনের মধ্যে উপনির্বাচনের মাধ্যমে শূন্যপদ পূরণের কথা। নির্বাচন কমিশন প্রাকৃতিক দুর্যোগের (ACT of God) কারণ দেখিয়ে শূন্যপদ পূরণের সময় সীমা আরো ৯০ দিন বর্ধিত করে। এ সময় সীমার মধ্যেই নির্বাচন কমিশন শূন্যপদ পূরণের জন্য উপনির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে। ১৫ ডিসেম্বর উপনির্বাচনের তারিখ ধার্য করা হয়। এদিকে পঞ্চম সংসদের মেয়াদ অনুযায়ী ১৯৯৬ সালের ৪ এপ্রিলের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক ছিল। সাধারণ নির্বাচনের নির্ধারিত সময় সীমা কাছাকাছি থাকায় স্বল্প সময়ের ব্যবধানে উপনির্বাচন অনুষ্ঠান বাস্তবসম্মত ছিল না। এ প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রি খালেদা জিয়ার পরামর্শে রাষ্ট্রপতি মেয়াদ পূর্তির ১৩৩ দিন আগে পঞ্চম জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন।

১০ জানুয়ারি ১৯৯৬ নির্বাচন কমিশন বিরোধী দলগুলোর সাথে অর্থপূর্ণ আলাপ আলোচনা ছাড়াই ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে। ২০ জানুয়ারি বিরোধীদলগুলো পত্রযোগে নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন স্থগিত বা বাতিল করার অনুরোধ জানায়। কিন্তু নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কথা বলে নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। প্রধান বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বর্জন করে। তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ছাড়া নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না বলে ঘোষণা করে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন নির্বাচনে বিএনপি এককভাবে জয় লাভ করে।

দেশ-বিদেশের পর্যবেক্ষকরা নির্বাচনকে ত্রুটিপূর্ণ বলে নাকচ করে দেয়। দাতা দেশের রাষ্ট্রদূতরা পরিস্থিতি মূল্যায়ণের জন্য ঢাকায় এক বৈঠকে মিলিত হন। নির্বাচনে মোট প্রদত্ত ভোটের হার শতকরা ১০ ভাগের বেশি নয় এবং নির্বাচনে অনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে বলে তারা অভিমত প্রকাশ করেন। বিরোধী দল দাবী করে যে তাদের নির্বাচন বর্জনের ডাকে সারা দিয়ে জনগণ প্রহসনের নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছে। বিরোধী

www.pathagar.com

দল ৯ মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকার ফলে সারা দেশে জনজীবন অচল হয়ে পড়ে। ১৯ মার্চ খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ২৭ সদস্যবিশিষ্ট নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ওই দিনই ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়। এতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করে।

২৩ মার্চ প্রেসক্লাবের সামনে জনতার মঞ্চ নির্মাণ করা হয়। এই মঞ্চ থেকে শেখ হাসিনার নামে হরতাল, অসহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনের ঘোষণা দেয়া হয়। সচিবালয় কর্মচারি সংযুক্ত পরিষদ ও প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা সমন্বয় পরিষদ আন্দোলনের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করলে আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ হয়। ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফ সরকারের বিরুদ্ধে ৯০টি ওয়ার্ডে সংগ্রাম পরিষদ গঠনের আহ্বান জানান। এদিকে ২১ মার্চ বিএনপি সংসদে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের লক্ষ্যে একটি বিল উত্থাপন করে। ২৬ মার্চ বিলটি সংসদে আলোচিত হয়। সারারাত আলোচনার পর ২৭ মার্চ সকাল বেলা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল গৃহীত হয়। ২৮ মার্চ রাষ্ট্রপতি বিলটি অনুমোদন করেন। তিনি ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ ভেঙে দিয়ে বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায় সরকার গঠন করেন।

এরশাদের পতনের পর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদ ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই সাংবাদিক সমাজ বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রিন্টিং প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স বাতিলের দাবী জানায়। এ দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি মাহমুদুর রহমানের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির টার্মস অব রেফারেন্স ছিল বিশেষ ক্ষমতা আইনের সংবাদপত্রের স্বাধীনতারোধকারী ধারাগুলো চিহ্নিতকরণ প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স আইনের সহজীকরণ, যাতে সংবাদপত্র প্রকাশে কাউকে বেগ পেতে না হয়। কমিটি বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫, ১৬ ও ১৭ ধারার ওপর গুরুত্বারোপ করে। এই তিনটি ধারার মধ্যে ছিল, সংবাদপত্র বন্ধ করার ক্ষমতা, প্রিসেন্সরশিপ আরোপের ক্ষমতা এবং সংবাদের সূত্র প্রকাশের বাধ্যবাধকতা। কমিটি এই তিনটি ধারা বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিচারপতি মাহমুদুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি দ্রুততম সময়ের প্রস্তাবনা পেশ করেন। ১৯৯১ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে বিশেষ ক্ষমতা আইনের এই তিনটি ধারা বাতিল করেন।

নব্বুইয়ের গণঅভ্যুত্থানে সামরিক শাসনের অবসান ঘটে। দেশে গণতন্ত্রের সুবাতাস বইতে শুরু করে। পাশাপাশি বিশেষ ক্ষমতা আইনের সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট ধারা বাতিল ঘোষণা এবং কম্পিউটার প্রযুক্তির সুবিধা সংবাদপত্র প্রকাশনা অনেক সহজ হয়। এর ফলে দেশে সংবাদপত্র প্রকাশের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। বেগম খালেদা জিয়ার পাঁচ বছরের শাসনামলে বহু নতুন পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯৯১ সালের ১৪ জানুয়ারি এস. এম. আলীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'ডেইলি স্টার' নামে একটি ইংরেজি দৈনিক প্রকাশিত হয়। এস. এম. আলী দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাংবাদিকতার পরিমন্ডলে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। নব্য সাংবাদিকতা শিক্ষার প্রসার ঘটানোর বিশ্বজোড়া আন্দোলনে তিনি এক শীর্ষ সাংবাদিক ব্যক্তিত্ব।

www.pathagar.com

এস. এম. আলী ১৯৫৮ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তান সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন। এ সময়ে তিনি লাহোরে পাকিস্তান টাইমসের সহকারি সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৬২ সালে তিনি এশিয়া ম্যাগাজিনের সহকারি সম্পাদক হন। ১৯৬৪ সালে তিনি করাচির দৈনিক ডন-এর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের ব্যুরো প্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৬৩ সালে থাইল্যান্ডের ইংরেজি ভাষার প্রধান দৈনিক ব্যাংকক পোস্ট-এর ম্যানেজিং এডিটর হন। সত্তরের দশকে তিনি ম্যানিলায় প্রেস ফাউন্ডেশন অব এশিয়ার নির্বাহী পরিচালক এবং ১৯৮১ সালে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে ইউনেস্কো আঞ্চলিক অফিসের এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার আঞ্চলিক গণমাধ্যম উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। প্রায় এক দশক ওই পদে চাকুরি করার পর এস. এম. আলী স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে স্বদেশে ফিরে আসেন। তার মত যোগ্য ব্যক্তির সম্পাদনায় ডেইলি স্টার প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক ৫২, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং সংবাদ প্রেস ৩৫, পুরানা পল্টন ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। পরবর্তীতে মাহফুজ আনাম পত্রিকার সম্পাদক হন। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল চার টাকা।

৯ মার্চ নাঈমুল ইসলাম খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'আজকের কাগজ' নামে একটি ব্যতিক্রমী দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটি দেশের দৈনিক পত্রিকা জগতে একটি নতুন ধারার সৃষ্টি করে। প্রচলিত কাঠামো অনুসরণ না করে পত্রিকাটি এক নতুন আঙ্গিক তৈরি করে, যা ব্যাপক সংখ্যক পাঠক কর্তৃক আদৃত হয়। আজকের কাগজ সংবাদপত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন আনে। পত্রিকাটি নানা ধরনের খবরের পাশাপাশি বিভিন্ন মতাশ্রয়ী সংবাদ পরিবেশন করে। নাঈমুল ইসলাম খান এদেশে নিউজ বেইজড পত্রিকার পরিবর্তে ভিউজ এবং ফিচার বেইজড পত্রিকার প্রচলন করেন। আজকের কাগজে নাঈমুল ইসলাম খানের সহযোগী হিসাবে এক ঝাক তরুণ সাংবাদিক কাজ করেন। এদের মধ্যে ছিলেন আবু হাসান শাহরিয়ার, সৈয়দ বোরহান কবীর, নঈম নিজাম, আনিস আলমগীর, জিল্লুর রহমান, মারুফ চিনু প্রমুখ। পত্রিকার প্রকাশক কাজী শাহেদ আহমদ। বাড়ি নং-৭, সড়ক নং-২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং হলিডে প্রিন্টার্স ৩৯, তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। পরবর্তীতে কাজী শাহেদ পত্রিকার সম্পাদক হন।

২৫ মার্চ ফেরদৌস আহমদ কোরেশীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'দেশ বাংলা' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বুড়িগঙ্গা প্রেস, ১৫/১৭ আগামসিহ লেন ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা। ৩১ মার্চ জাকের আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'পূর্বাভাস'। পূর্বাভাস প্রিন্টিং প্রেস, ৪৭ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল তিন টাকা। ৬ মার্চ দীন মোহাম্মদ ভূইয়ার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় 'দৈনিক জাগরণ'। ১৩/এ উত্তর-পশ্চিম যাত্রাবাড়ি ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং বারী পাবলিকেশন্স, ১০ যোগীনগর লেন ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত।

www.pathagar.com

আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল বার টাকা। ২৪ ফেব্রুয়ারি আবুল কাশেম মজুমদারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'আবির্ভাব'। ১১ পুরানা পল্টন ইব্রাহিম ম্যানসন ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং আবেদিন প্রিন্টার্স, ২৯ নবরায় লেন ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল তিন টাকা।

২৯ মে আলহাজ্ব মকবুল হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় 'দৈনিক আল আমিন'। ১৪/২৬ ব্লক-এ, শাহজাহান রোড মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং এশিয়াটিক প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, ২২৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল চার টাকা। ৪ ফেব্রুয়ারি মোস্তফা জব্বারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'আনন্দপত্র' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৮, মতিঝিল সার্কুলার রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং আনন্দ প্রিন্টার্স ১৬৬, আরামবাগ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। আটপৃষ্ঠার পত্রিকার দাম তিন টাকা। ২৫ জুলাই মুস্তাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে দৈনিক রূপালী নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সন্দ্বীপ প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স কোম্পানি ২৮/৩/এ টয়েনবি সার্কুলার রোড ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল চার টাকা। ১ সেপ্টেম্বর সেকান্দর হায়াত মজুমদারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'সমাবেশ'। সমাচার মুদ্রায়ণ, ২ জয়চন্দ্র ঘোষ লেন, বাংলাবাজার ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই টাকা।

এপ্রিল মাসে আতিকউল্লাহ খান মাসুদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'জনকণ্ঠ'। সংবাদপত্রে ব্যবহৃত সকল প্রযুক্তির সফল ব্যবহার করে প্রকাশিত হয় এই নতুন দৈনিক। জনকণ্ঠ ঢাকা থেকে প্রকাশিত হলেও ডিটিপি মোডেম ও ফ্যাক্সের সহায়তায় পত্রিকাটির একই ম্যাটার ও ছবি একই মেকআপে বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, বগুড়া ও খুলনা এই পাঁচটি জেলা থেকে মুদ্রিত হয়। রাজধানীর জাতীয় দৈনিক জনকণ্ঠ তাই প্রতিদিন প্রত্যুষে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকায় পাওয়া যায়। জনকণ্ঠের উপদেষ্টা সম্পাদক তোয়াব খান, নির্বাহী সম্পাদক বোরহান আহমদ। সহকারি সম্পাদক হিসাবে যারা কাজ করছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন—এটিএম শামসুদ্দীন, এখলাস উদ্দিন আহমেদ, শুভ রহমান, ইউসুফ পাশা, নাসির আহমদ। বার্তা সম্পাদক- কামরুল ইসলাম খান। রিপোর্টিং-এ রয়েছেন আবদুল খালেক, আহমেদ নূরে আলম, হাসান হাফিজ, খায়রুল আনোয়ার, কাওসার রহমান, ওবায়দুল কবির, মাসুদ কামাল, প্রমুখ। পত্রিকাটি পাঠক নন্দিত হয়েছে। পত্রিকাটি প্রথমে ১১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং পূর্বাচল আর্ট প্রেস, ৫৯/এ স্বামীবাগ ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। বর্তমানে পত্রিকাটি গ্লোব প্রিন্টার্স, ২৪/এ নিউ ইস্কাটন রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হচ্ছে।

৬ আগস্ট আজিজুল হক মল্লিকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'দেশবাণী'। ২২/এ/২ সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সোনারগাঁও প্রিন্টার্স, ২ রমাকান্ত নন্দী লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার

www.pathagar.com

দাম ছিল দুই টাকা। ১৫ সেপ্টেম্বর আ.ক.ম রুহুল আমিনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'সকালের খবর'। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন শেখ মোহাম্মদ আমিন। গোল্ডেন প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজেস ২২ শান্তিনগর ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল চার টাকা। ৩ ডিসেম্বর কাজী শফিকুল ইসলামের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক ইনসাফ বার্তা। ৮/৩ জুমরাইল লেন, নয়াবাজার ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং প্রসূণ লিমিটেড ২০/১ নয়া কাটরা ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। চার পৃষ্ঠা পত্রিকার দাম ছিল চার টাকা। ১৬ ডিসেম্বর নাজমা হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'বিরল'। পাইওনিয়ার প্রিন্টিং প্রেস, ৫৫/৭ পাইকপাড়া, মিরপুর ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা।

ডিসেম্বর মাসে আবদুর রকিবের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'সবুজ বাংলা'। প্রকাশক ছিলেন কে, এম, হোসেন। রতন আর্ট প্রেস ৯, পাটুয়াটুলি ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা। ৪ সেপ্টেম্বর নিয়ামুল হক মালিকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'গণবার্তা'। ১৩/১ ডি, কে, এম, দাস লেন, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং গণবাণী প্রিন্টিং প্রেস ১৩/ বি, কে, দাস লেন ঢাকা থেকে মুদ্রিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা। ১২ জুন শামসুল হক দূররাণীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'নওরোজ' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১২ ফোল্ডার স্ট্রিট ওয়ারি ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং চাঁন প্রিন্টিং প্রেস ৭৭/৭৮ ডরি আঙ্গুল লেন, লালবাগ ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা। ১ নভেম্বর খোরশেদ আলমের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'এশিয়াবাণী' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৩৮০ পূর্ব নাখালপাড়া ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং রিয়াজ প্রেস ৬৬৮/সি মালিবাগ চৌধুরীপাড়া ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা।

১৫ আগস্ট ফকীর আমির হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'বিকালবার্তা'। ২৫/১ শেরশাহ সূরী রোড, মোহাম্মদপুর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং বাবু আর্ট প্রেস ১৬৫ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম দুই টাকা। ৭ মার্চ ইফতেখারউদ্দিন খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'নবজাতক'। ২০ বি, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং আলপাইন প্রিন্টার্স ১১/৪ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম দুই টাকা। ২৪ মার্চ জালাল উদ্দিন রুমীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'নাগরিক'। ১১২ নয়াপল্টন ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং ৯৬/২ নয়াপল্টন ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম তিন টাকা। ১৫ নবেম্বর শেখ আলী আক্কাসের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'গুড মর্নিং' নামে একটি ইংরেজি দৈনিক প্রকাশিত হয়। ১৩ বি/৭/৪ মিরপুর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং ইউনিটি প্রিন্টিং প্রেস ৪৮/৮ দক্ষিণ বিশিল মিরপুর ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম তিন টাকা।

www.pathagar.com

৭ এপ্রিল এম, মোস্তফা আলীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'বাংলার দূত'। আলিফ প্রিন্টার্স, ৪২/৪ হাটখোলা রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম দুই টাকা। ১৬ ডিসেম্বর হাফিজুর রহমান খাজার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'আপাতত'। ডিআইটি রোড ৪৭৪ মালিবাগ ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং পিপলস প্রিন্টার্স ৩২/১ মালিবাগ চৌধুরীপাড়া, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। পৃষ্ঠা চার, মূল্য দুই টাকা। ৭ এপ্রিল মুন্সি জিয়াউদ্দিনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'নগরবার্তা'। ৫৫৩, পেয়ারা বাগ, মগবাজার ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং জাহান প্রিন্টিং প্রেস ১২৮৭ মালিবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম তিন টাকা। ২৪ ফেব্রুয়ারি গাজী নূর হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সংবাদচিত্র'। প্রকাশক ছিলেন সাইদুজ্জামান। ৪৩/৫ এ ঝিকাতলা ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং এ, কে, প্রিন্টার্স ১৭২, আরামবাগ ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছয় টাকা।

১৫ এপ্রিল শহীদুল্লাহ আনসারীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'চত্বর'। ৫৭৯ ধনিয়া, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সুজ প্রিন্টিং প্রেস ২৮৪, ধনিয়া, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ২৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল পাঁচ টাকা। ২১ এপ্রিল মোখলেসুর রহমান চৌধুরীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'প্রেক্ষিত'। ৮৫, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং আজিজ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২/১ তাহেরবাগ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছয় টাকা। ১৫ এপ্রিল জাহিদুর রহমান মল্লিকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'অমৃত' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পার্ল প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস ৩৭৬ মগবাজার, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল তিন টাকা। ৪ এপ্রিল মতিউর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'লেখক'। ১২১/এ আরামবাগ ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং ন্যাশনাল প্রিন্টার্স ১২২/এ আরামবাগ ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল এক টাকা। ১০ জুন মিজানুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'শেষ খবর'। মহানগর প্রিন্টার্স, ৮১/১ নয়াপল্টন ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। আট পৃষ্টার পত্রিকার দাম চার টাকা।

২৭ জুলাই কে, এম, শহীদুল্লাহর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'পথযাত্রা'। ৩২ মিরপুর রোড ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং বিনিময় প্রিন্টার্স ৯৬ সি গ্রীনরোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ছয় টাকা। ১৯ জুলাই নূর মোহাম্মদ খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'যদি কিছু মনে না করেন।' মুক্তি প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশার্স ১/১ হাজীপাড়া, রামপুরা ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ২৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছয় টাকা। ৪ জুলাই মেসবাহউদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সমীক্ষণ'। ৪১/১ পুরানাপল্টন ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং ইম্প্রেশন প্রিন্টিং হাউস ২২ আলমগঞ্জ লেন ফরিদাবাদ ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ছয় টাকা। ১৯ জুলাই মাহবুব মাহেসীর

www.pathagar.com

সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'আয়না'। এটির প্রকাশক ছিলেন শরিফুল ইসলাম। বিকল্প প্রিন্টিং প্রেস, ৩০ বঙ্গবন্ধু এভেনিউ ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল একটাকা। ১৭ মে কে, এম, বেলায়েত হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বাংলার খবর'। ৮৫, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং জাহান প্রিন্টিং প্রেস ৪২০ বি মালিবাগ চৌধুরী পাড়া ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল তিন টাকা। ২১ ফেব্রুয়ারি আনোয়ারুল ইসলামের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ঘন্টা'। মান্দাইল, কেরানীগঞ্জ ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং এহসান প্রিন্টিং প্রেস ৬/৯ চম্পাতলী লেন ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা।

৮ এপ্রিল মোস্তফা মঈনুদ্দিন খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'মুসলিম জাহান'। মদিনা প্রিন্টার্স ৩৮/২ বাংলা বাজার ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ১২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল তিন টাকা। ১৯ জুলাই সরকার নাসিম আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক আজকের কথা। ৯৯ মতিঝিল ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং জাহান প্রিন্টিং প্রেস ১২৮৭/বি মালিবাগ চৌধুরীপাড়া ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল পাঁচ টাকা। ২ জুন আলতাফ হোসেন তালুকদারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'গর্জন'। ৩৭৮/১ টংগী ডাইভারশন রোড মগবাজার ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং ধামরাই ট্রেডিং করপোরেশন ৪৯৪/ বড় মগবাজার ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম তিন টাকা। ১০ জুন রোকেয়া সাজানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক ঢাকার কথা। প্রকাশক সাজান মাহমুদ। ৮১ দক্ষিণ মুগদা পাড়া ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং বাবু আর্ট প্রেস ডি আইটি এক্সটেনশন রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম দুই টাকা। ১৪ এপ্রিল হোসেন আলতাফের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় বিজ্ঞাপন বিষয়ক সাপ্তাহিক 'এডভারটাইজ' আলতাফ প্রেস, ২৩ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২৬ মার্চ খন্দকার মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'আজকের সূর্যোদয়'। ২২১ ফকিরাপুল ঢাক থেকে এটি প্রকাশিত এবং এশিয়াটি প্রিন্টার্স, তেজগাঁও ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল পাঁচ টাকা। ২২ জুন সাহিদ রেজার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ব্যারিকেড'। প্রকাশক আনিসুজ্জামান ভূইয়া। ৫৬৩ শাহীনবাগ পুরানা এয়ারপোর্ট রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ২৯ মে কামালউদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'যুগান্তর'। প্রকাশক শামসুল জামাল। অজন্তা প্রিন্টার্স, ২৫ মনেশ্বর রোড, হাজারিবাগ ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল পাঁচ টাকা। ২০ জুন এ, কে, এম, মাহবুবুল করিমের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বিবেক'। বারকো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯ শেখ সাহেব বাজার রোড, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল পাঁচ টাকা। ২৪ এপ্রিল মনজুর

www.pathagar.com

মোরশেদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'চতুষ্কোণ'। প্রকাশক ছিলেন দিল আফরোজা বেগম। ৩৫ সি মণিপুরিপাড়া ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং রেকস রোটারি সার্ভিস ৩/৫ লিয়াকত এভেনিউ ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ২৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল পাঁচ টাকা।

১০ জুন বেলায়েত হোসেন শরীফের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'দশ দিশা'। এডভ্যান্স প্রিন্টিং প্রেস, ১০০ মহাখালী ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৪৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল সাত টাকা। ২৩ জুন মুজাফফর হোসেন মানিকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'চিৎকার'। প্রকাশক এম, এম, হোসেন রজব আলী। সর্দার রোড, জুরাইন ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং হলিডে প্রিন্টার্স, ৩০ তেজগাঁ ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৪০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ছয় টাকা। ১০ জুন এস, এম, ইকবালের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'কথা'। প্রকাশক সৈয়দ মাহবুল হোসেন। ৮৪ এ তোপখানা রোড, সেগুন বাগিচা ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং গ্রুপ এন্ড প্রিন্ট আরামবাগ ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠা পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা। ৩ সেপ্টেম্বর মাহফুজ সিদ্দিকীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বিশ্ব বাংলা'। দানেশ প্রিন্টার্স ১৪০ আরামবাগ, থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই টাকা।

২ জুন মোয়াজ্জেম হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'চারদিক'। ৩৫ সিদ্বেশ্বরী রোড ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং রঙধনু মুদ্রণালয়, ২৪/৪ চামেলীবাগ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল তিনটাকা। ১৫ মে সুশান্ত অধিকারীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'অহরহ'। ৩৩/১ সেনপাড়া পার্বতা, মিরপুর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং আঞ্জুমান প্রিন্টিং প্রেস, যোগীনগর লেন ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম দুই টাকা। ২৬ মার্চ এম, মোস্তফা আলীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'গণমত'। আলিফ প্রিন্টার্স ৪২/৪ হাটখোলা রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল পাঁচটাকা। ২৬ মার্চ শামসুজ্জামান দুদুর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'স্বাধীনতা'। ৭৮ মতিঝিল ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং বনানী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস এইচ-৭-৯ ব্লক-এল, বিমানবন্দর সড়ক ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ২৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম পাঁচ টাকা। ২০ মে আমির হোসেন খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'প্রতিধ্বনি'। এটির প্রকাশক মঞ্জু হোসেন। ৭ সিদ্ধেশ্বরী রোড ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং আবসার প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস ২৪ সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ২০ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল তিন টাকা।

৮ জুলাই অধ্যাপক ওসমান গণির সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'শিক্ষাপত্র'। ওম্যাফা ইন্টারন্যাশনাল ২৮ এইচ সেগুন বাগিচা ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ২৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল পাঁচ টাকা। ৫ জুলাই জিয়াউল হক কাওনাইনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'কাওনাইন'। প্রকাশক ছিলেন এ আর এম আবদুল মতিন। কাওনাইন প্রিন্টিং এন্ড প্রেস ১২৭ ব্লক ডি,

www.pathagar.com

শেরশাহসূরী রোড, মোহাম্মদপুর ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই টাকা। ১ জুলাই কে, এম, কামরুজ্জামান জিয়ার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ঝুমুর'। ১৮২ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং দানেশ প্রিন্টার্স ১৪০ আরামবাগ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ৩০ জুন এইচ, এম, নুরুল হুদার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'পাঠক'। ১২৩/৭ এ নিউ কাকরাইল ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং বর্ণশ্রী মুদ্রায়ণ, ২৬ ওয়ারি স্ট্রিট ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা। ৯ জানুয়ারি সাইদুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ঘোষণা'। বর্ণমালা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স ৩/১ আই পুরানা পল্টন ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম দুই টাকা।

৫ মে ওবায়দুল হক পীরজাদার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'প্রয়াস'। প্রকাশক গাজী নুরুল হুদা বাবু। ১১৬৩ খিলগাঁও চৌধুরী পাড়া, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং বাবু আর্ট প্রেস, ১৬৫/১ ডি আইটি এক্সটেনশন রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা। ৬ ফেব্রুয়ারি মোস্তফা জব্বারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ঢাকার চিঠি'। ১৮৮ মতিঝিল সার্কুলার রোড ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং আনন্দ প্রিন্টার্স ১৬৬ আরামবাগ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩০ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ছয় টাকা। ১২ মে জালালউদ্দিন রুমীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সত্যকণ্ঠ'। সত্যকণ্ঠ প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স ১১২ নয়া পল্টন, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই টাকা। ৭ জুন নাজিমউদ্দিনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সপ্তবর্ণা'। ৩৮৯/১ দক্ষিণ গোড়ান, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং কাপাসিয়া প্রিন্টিং প্রেস ৮৫, আরামবাগ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩০ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম পাঁচ টাকা।

১১ জুন মঞ্জুর মোর্শেদ দীপকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় 'এ সপ্তাহের পুনশ্চ'। ৪০ গ্রীন রোড ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মার্জ প্রিন্টার্স ১৫৭ শান্তিনগর ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম পাঁচ টাকা। ২৬ অক্টোবর এস, এম, আজিজুল হক শাহজাহানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'কিষাণ মজদুর।' ১৬৯ উত্তর বাড্ডা গুলশান ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সানরাইজ প্রিন্টিং প্রেস, ৬৩ ঋষিকেশ দাস রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল চার টাকা। ১ জুলাই নোমানুল হকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সভ্যতা'। ১৬৫, নতুন পল্টন লাইন, আজিমপুর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং তানিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স ১৪ কবিরাজ গলি লেন ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই টাকা। ১৪ অক্টোবর আক্তার হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'পেনসিল'। ৯০ স্বামীবাগ রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং কথাকলি প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স ৩৩/৩৪ মনির হোসেন লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা।

www.pathagar.com

২৯ সেপ্টেম্বর জামাল উদ্দিনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সমাজ চিন্তা'। প্রকাশক ছিলেন হাজি শাহাবুদ্দিন। ৮৪ নিউ এয়ারপোর্ট রোড বনানী ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং জে, আই প্রিন্টার্স ৭৮ মগবাজার ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা। ১৬ সেপ্টেম্বর সৈয়দ আল-ফারুকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'আকর্ষণ'। জামান প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ৬২, হাজিপাড়া, ডিআইটি রোড, রামপুরা, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল তিন টাকা। ৮ সেপ্টেম্বর আবুল কালাম আজাদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'আজাদ পরিক্রমা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আজাদ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ৫৫, পুরানা পল্টন ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত এবং প্রকাশিত। ৬৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ১২ টাকা। ১০ নভেম্বর ফ্লোরা নাসরিনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় 'আজকের নিবেদন'। উত্তর মুগদা পাড়া ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং ড্যাফোডিল প্রিন্টিং প্রেস ১৪৩, দক্ষিণ মুগদাপাড়া, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল পাঁচ টাকা। ১৯ জানুয়ারি নুরুল হকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'পলাশী'। ৬৩, কাফরুল রোকেয়া সরণি, তালতলা, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং কাওনাইন প্রেস, ১২৭ শেরশাহ্ সূরী রোড মোহাম্মদপুর ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছয় টাকা।

৪ সেপ্টেম্বর হারুনুর রশীদ ভূইয়ার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বহুমত'। পি ২৭/নূরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং শামস প্রিন্টিং প্রেস ৮৯/ বিসিসি রোড ঠাঠারি বাজার ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম দুই টাকা। ৩০ আগস্ট শাহ আলম চঞ্চলের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ঐক্যবাণী'। ক-৪১/জোয়ার সাহারা ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং ১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল একটাকা। ৩০ সেপ্টেম্বর সাদেক সিদ্দিকীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'মঙ্গলবার'। প্রকাশক ছিলেন খলিলুর রহমান। ৮/৬ সেগুনবাগিচা ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মমতা মুদ্রায়ণ, ২৪ আর, কে, মিশন রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল তিন টাকা। ১৬ সেপ্টেম্বর হারুনুর রশীদ খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় চলচ্চিত্র বিষয়ক সাপ্তাহিক 'ছায়াচিত্র'। ১৬২/সি খিলগাঁও চৌধুরী পাড়া ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং আল হেলাল প্রেস মতিঝিল ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৬৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ১২ টাকা।

১৬ অক্টোবর মোজাফফর হোসেন পল্টুর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'দিবানিশি'। ১৬/১ নর্থ-সাউথ রোড, সিদ্দিক বাজার ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং কলিম আর্ট প্রেস ২৪৭/তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা। পাঁচ অক্টোবর সাইফুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ইংরেজি সাপ্তাহিক 'কান্ট্রিম্যান'। ৬২ পুরানা পল্টন ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মিডিয়া প্রিন্টার্স ৩২৭ টংগী ডাইভারশন রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার

www.pathagar.com

পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই টাকা। ৭ আগস্ট সৈয়দ এম, রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ইংরেজি সাপ্তাহিক 'নিউজ লাইন'। ২৯০/এ খিলগাঁও ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং জামান প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজিং ৬২ ডিআইটি রোড, রামপুরা ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ছয় টাকা। ৪ আগস্ট কামাল আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'তৃতীয়মত'। ১৬ পশ্চিম আগারগাঁও ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং বনানী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং এইচ-৭৯, ব্লক এল, বনানী ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম তিন টাকা।

২৯ আগস্ট সুভাষ সাহার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বিষের বাঁশী'। ৬২ পুরানা পল্টন ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মিডিয়া প্রিন্টার্স ৩২৭ টংগী ডাইভারশন রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল তিন টাকা। ২০ আগস্ট ফারুখ ফয়সলের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'দেশ দশ'। প্রকাশক জাকিয়া খাতুন। ৭১ নর্থ সাউথ রোড, ধানমন্ডি ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং এশিয়াড মুদ্রণ, ১৭০ আরামবাগ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ছয় টাকা। ১ আগস্ট বিমলচন্দ্র গোপের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'জনমন'। ২/২ ওয়ারি স্ট্রিট, ওয়ারি ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং ফাইন আর্ট প্রেস ৩৬ র‍্যাংকিন স্ট্রিট ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম দুই টাকা। ৬ সেপ্টেম্বর ফকির গুলজার রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সময় কথা বলে'। উন্মেষ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত এবং ৮ তাজমহল রোড শিল্প প্লট মোহাম্মদপুর ঢাকা থেকে প্রকাশিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল তিন টাকা।

৩০ আগস্ট ফজলুল ইসলাম খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সময় সংলাপ'। প্রকাশক ফয়জুল ইসলাম। ৫৯/সি সড়ক ৪ এ, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সুমি অফসেট প্রেস এন্ড প্যাকেজিং ৯ নীলক্ষেত ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৪২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল সাত টাকা। ১ জুলাই নিখিল রঞ্জন সাহার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'দিক পাল'। প্রকাশক উদয় কৃষ্ণ ঘোষ। ৮৯/ নিউ এলিফ্যান্ট রোড ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মুক্তা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স ২৪, রাধিকা মোহন বসাক লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম দুই টাকা। ২৯ অক্টোবর অধ্যক্ষ কে, আলী খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'জনপ্রহরী'। ২, কে ২৫ রূপনগর শিল্প এলাকা মিরপুর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং লিথোগ্রাফিক সিস্টেম ৩৮/৩ র‍্যাংকিন স্ট্রিট, ওয়ারি ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা। ১৩ ফেব্রুয়ারি ফখরুল ইসলাম মুন্সির সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'দেবিদ্বার'। বাড়ি নং ২৯, রোড নং ৩০, গুলশান ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং হলিডে প্রিন্টার্স ৩০ তেজগাঁ শিল্প এলাকা ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল পাঁচ টাকা।

২৩ মে জাহাঙ্গীর হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'মৌ'। পপুলার আর্ট প্রেস, ২১/২ কোর্ট হাউস স্ট্রিট ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ২৪

www.pathagar.com

পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছয় টাকা। ৪ জুন মতিউর রহমান বাচ্চুর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'কিছুক্ষণ'। মনি প্রিন্টার্স, ১৭৬ নতুন পল্টন লাইন, আজিমপুর ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১০ মে কে, এম, বেলায়েত হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'বাংলাদেশ সংবাদ'। ৮৫ এলিফ্যান্ট রোড ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং জাহান প্রিন্টিং প্রেস ১২৮৭/বি মালিবাগ চৌধুরী পাড়া ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম দুই টাকা। ১ এপ্রিল বানু আজমের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'আলেখ্য'। ৮০ রাধিকা মোহন বসাক লেন ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং উমা প্রেস, কৈলাস ঘোষ লেন ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা। ১ জুন ফারজানা মোজাম্মেলের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'সোনার তরী'। প্রকাশক খন্দকার মোজাম্মেল হক। ২২১ ফকিরাপুল ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং এশিয়াটিক প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশার্স তেজগাঁও ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছয় টাকা।

১ মে শেখ তৈয়বুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'নতুন দিন'। মধুমতি মুদ্রণালয় ৫০ রাজনারায়ণ ধর লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৪ জুলাই কাজি সাকীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'অনিবার্য'। প্রকাশক সেলিম আনোয়ার চৌধুরী। ৫০ আই শহীদ সরণি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত এবং সুদীপ্ত প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ৮/৮ বাবুপুরা নীলক্ষেত ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা। ১ জুলাই কাজী শামীমুল হকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'অপরাধ জগত'। ফেরদৌসী প্রিন্টার্স ১০০ বি মালিবাগ চৌধুরী পাড়া ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ২৫ মে সেলিম রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'মাতৃবাংলা'। আমিন বাজার সাভার, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং বোগদাদিয়া প্রিন্টার্স ১ ডি/৭-১১/মিরপুর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৪০ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম পাঁচ টাকা। ৪ ফেব্রুয়ারি আতিয়ার রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'ঢাকা রিপোর্ট'। মেমোরিয়াল অফসেট প্রিন্টার্স ৬৮, যোগীনগর রোড, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১২ পৃষ্ঠা পত্রিকার মূল্য তিন টাকা।

১৫ নভেম্বর আলীমুজ্জামান হারুনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'হাওয়াবদল'। প্রকাশক আলাউদ্দিন হোসেন। ২২ শান্তিনগর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মডার্ণ টাইপ ফাউন্ড্রি নবাবপুর ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম পাঁচ টাকা। ১০ ফেব্রুয়ারি এম, এম, রহমান মুকুলের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'পদ্মা'। প্রকাশক সৈয়দা জেবুন্নাহার। ১৩ আউটার স্টেডিয়াম ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং পূর্ব প্রিন্টার্স ৭, সেগুন বাগিচা ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল পাঁচ টাকা। ১ সেপ্টেম্বর আবদুল জব্বার মেহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'ব্যাংক বীমা'। ১৯৯/ডিও এইচ মহাখালী ঢাকা থেকে এটি

www.pathagar.com

প্রকাশিত এবং সালমান প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ১৬৭ আরামবাগ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছয় টাকা। ১ মে সেলিনা মাসুদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'রাজধানী এক্সপ্রেস।' প্রকাশক মাসুদ হাসান সিদ্দিকী। ২৮৭/ঙ/১ নয়াটোলা ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মোমিন অফসেট প্রেস, ৯ নীলক্ষেত বাবুপুরা ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩৮ পৃষ্ঠা পত্রিকার মূল্য সাত টাকা।

২২ মে মোহাম্মদ শাহজালালের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'ব্যানার'। মহানগর প্রিন্টিং প্রেস ৮১/১ নয়াপল্টন ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১৬ জুলাই সুশান্ত অধিকারীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'স্বর্গমর্ত্য'। সড়ক-১০, বায়তুল আমান, শ্যামলী ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং আঞ্জুমান প্রিন্টিং প্রেস, ৩২ যোগী নগর লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১৩ মে দ্বিজেন্দ্রনাথ সাহার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ইংরেজি পাক্ষিক 'সোলার টাইম'। বিথী প্রিন্টিং প্রেস ১৬, সোনার গাঁ, পরীবাগ ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং উষা আর্ট প্রেস, ১২৭/১ আরামবাগ ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল তিন টাকা। ৭ জুন ফারুক আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'রাজধানী বার্তা'। ২ নন্দকুমার দত্ত রোড, চকবাজার ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সন্দ্বীপ প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং ২৮/এ ৩ টয়েনবি সার্কুলার রোড ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ১৪ জুন আমিন আহমদ মোস্তফা কাদিরের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'নয়া ইশতেহার'। ৮৬/৮ ঝিকাতলা ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং জাহান প্রিন্টিং প্রেস ১২৮৭ মালিবাগ চৌধুরী পাড়া ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই টাকা।

১ অক্টোবর শহীদুল হক খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'হৃদয়ে বাংলাদেশ।' ১৩৪ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং ইছামতি অফসেট প্রেস ১/১ হাজীপাড়া ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল তিন টাকা। ২৪ আগস্ট ডা. এম. এ. হাসানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'বিজয় বাণী'। ২৩/১ খিলজি রোড, শ্যামলী ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং পলাশ প্রিন্টিং প্রেস, ৭৮/৩ আর কে, মিশন রোড গোপীবাগ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ১০ টাকা। ১ নভেম্বর তাজউস শফীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'সমন্বয়।' ৯০ কদমতলা ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং নাজিম আর্ট প্রেস ১২, হরমোহন সেন স্ট্রিট ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই টাকা। ১ নভেম্বর শামসুল হক সরকারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'শুভেচ্ছা'। ১৩ এফ, পীরবাগ বড়মগবাজার ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং দেশ প্রিন্টার্স ইসলামপুর ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৪৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ১০ টাকা। ১৬ জুন নুরুন্নবী সিদ্দিকীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'পাঁচমিশালী' ২৯৬ উত্তর শাহজাহানপুর ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

www.pathagar.com

২৭ আগস্ট সর্দার কেরামত আলীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'জ্বালা মুখ'। ২৮/৮ টোলাবাগ মিরপুর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং রানা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ১৪/১৯ এ অভয় দাস লেন ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২৯ সেপ্টেম্বর ফজলুস সাত্তারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'নতুন ভুবন'। ৬৬৬ জাহাবক্স লেন, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং নিশাত প্রিন্টার্স, হাজী বশিরউদ্দিন রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল চার টাকা। ৫ সেপ্টেম্বর শামীমা আনিসের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'দিনগুলি'। ৬৪৬ বড় মগবাজার ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মির্জা অফসেট প্রেস, ৮৯ জয়কালী মন্দির রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই টাকা। ৩০ অক্টোবর তাপস সরকারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'সুপ্রভাত'। রঙধনু মুদ্রাণালয় ২৪/৪ চামেলিবাগ, শান্তিনগর ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল পাঁচ টাকা।

১৫ এপ্রিল রানা মুস্তফীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় অর্থনীতি বিষয়ক পাক্ষিক 'অর্থ কথা'। ৫২/২ কাকরাইল ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং প্রমিনেন্ট প্রেস ১৪৬ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ২৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল পাঁচ টাকা। ২৫ অক্টোবর বাসুদেব ধরের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'উত্তরায়ণ'। ৫ গুরুদাস সরকার লেন, নারিন্দা ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সমুদ্র প্রিন্টিং প্রেস ১৬/২ র‍্যাংকিন স্ট্রিট ওয়ারি ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ১০ ডিসেম্বর সাইফুল ইসলাম দিলদারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'মানবাধিকার'। ২৭৮ গুলবাগ, মালিবাগ ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল তিন টাকা। ১ জুলাই মনু ইসলামের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় আইন বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা 'আইন'। ৪৩ এ সড়ক -৩৩ ধানমন্ডি ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং গ্রাফিক প্রিন্টার্স ১৮৮ সার্কুলার রোড, মতিঝিল ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ১০ টাকা। ৭ জুলাই এটিএম আতিকুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'ইতিকথা'। বেনুকুঞ্জ, ২৭৫ উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং এ, কে, প্রিন্টার্স ১৭২ আরামবাগ ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৮৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই টাকা।

এ বছর জানুয়ারি মাসে আবুল হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ইংরেজি মাসিক 'গার্ডিয়ান'। ১/১ আউটার সার্কুলার রোড, মালিবাগ ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সৈকত প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস ১৪২ আরামবাগ ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা। জানুয়ারিতে এটিএম কামরুজ্জামানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় অর্থনীতি বিষয়ক ইংরেজি মাসিক 'ইকোনমিক অবজারভার।' প্রকাশক ছিলেন তাহেরা নার্গিস সৈয়দ। ১৪ উত্তরা মডেল টাউন, রোড-১৭, সেকশন-৭, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সন্দ্বীপ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস ২৮/এ -৩ টয়েনবি সার্কুলার রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ২০ টাকা। মে মাসে

www.pathagar.com

এস, এ, বিএম, বদরুদ্দোজার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় কম্পিউটার বিষয়ক মাসিক 'কম্পিউটার জগত'। প্রকাশক নাজমা কাদের। ১৪৬/এ আজিমপুর রোড ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং ক্যাপিটাল প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস, ৫০-৫১ বেগম বাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ত্রিশ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ১০ টাকা। জুন মাসে ইকবাল আহমেদ সিদ্দিকীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত ইংরেজী মাসিক 'বিজনেস গাইড'। ২১/এ পুরানা পল্টন ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মধুমতি প্রেস এন্ড প্যাকেজিং ২৭/বি কে, এম, দাস লেন ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ২০ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ১০ টাকা। জুলাই মাসে এস, আই চৌধুরীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত ইংরেজি মাসিক 'বাংলাদেশ ট্রেড জার্নাল'। স্কয়ার প্রিন্টার্স ৯৫/১ আর, কে, মিশন রোড, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত ৩৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ২০ টাকা।

জুন মাসে শাহজাহান আলীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'শুকতারা'। ৯২ উত্তর গোরান ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং এ্যাডপার্ল ৬৮৭ উত্তর-শাহজাহানপুর ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ছয় টাকা। জুন মাসে আলেম আলী খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'অক্ষয়'। বেঙ্গল প্রেস এন্ড পাবলিকেশন ২৬ ফ্রি স্কুল স্ট্রিট ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল চার টাকা। জুন মাসে গিয়াস সিদ্দিকীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ইংরেজি মাসিক 'দি এইজ'। বুক প্রমোশন প্রেস, ২৮ টয়েনবি সার্কুলার রোড, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দশ টাকা। এপ্রিল মাসে ফকির আমির হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সিনেমা বিষয়ক বাংলা মাসিক 'সিনে বাংলা'। ১২৬ ফকিরাপুল ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং বাবু আর্ট প্রেস ১৬৫ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ২০ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল পাঁচ টাকা। জুলাই মাসে ময়নুল হকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'চরিত্র'। ৯৯ ডিআইটি মার্কেট, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং রকেট প্রেস জিন্দাবাহার লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম তিন টাকা।

অক্টোবর মাসে কাজি রশিদা আনওয়ারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় শিশু কিশোরদের জন্য মাসিক 'সচিত্র শিশু কিশোর।' ১৪/২ পল্লবী, মিরপুর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মডার্ন প্রিন্টার্স ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল আট টাকা। সেপ্টেম্বর মাসে সৈয়দা আমেনা আকতারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'কৈফিয়ত'। ১৯৩/১ মেরাদিয়া খিলগাঁও ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং বাবু আর্ট প্রেস ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ২৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল সাত টাকা। অক্টোবর মাসে হাবিবুর রহমান চৌধুরীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় আইন বিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'আইন সংবাদ'। জাতীয় আইন মহা বিদ্যালয় ২১/বি পশ্চিম মালিবাগ, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং বাবু আর্ট প্রেস ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ২০ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল পাঁচ টাকা। জুন মাসে মোস্তফা বাবুলের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়

www.pathagar.com

মাসিক 'আহ্বান'। প্রকাশক আবদুল হাদি। আহমদিয়া আর্ট প্রেস, ৪ বখশিবাজার, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৬৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল পাঁচ টাকা।

নভেম্বর মাসে মাসুদ মোস্তাফিজের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় অর্থনীতি বিষয়ক মাসিক 'অর্থবাজার'। জেট শাহ্ হাউস, ১২০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সোনারগাঁও প্রিন্টিং প্রেস ৫৪-এ-১ আজিমপুর ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৪৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ১২ টাকা। সেপ্টেম্বর মাসে নাসির আল মামুনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'বন্ধুজন'। ২২৫ মুরাদপুর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মমতা মুদ্রায়ণ, ২৪ আর, কে, মিশন রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা। জুন মাসে যাযাবর মিন্টুর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'পালক'। বি-৬৫, এফ-১৩, মতিঝিল কলোনি ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং আমিন প্রিন্টার্স ৭২ নারিন্দা ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল পাঁচ টাকা। নভেম্বর মাসে আহসান হাবিবের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'দূরন্ত'। প্রকাশক জিয়াউর রহমান। ৫০ টিপু সুলতান রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং উন্মাদ পাবলিকেশন্স, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল সাত টাকা। ২৫ নভেম্বর গাজী নূর হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'গেরিলা'। ১৫৯ মালিবাগ ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং আদর্শ ছাপাখানা ৫৬/এ প্যারিদাস রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৪৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ১০ টাকা।

১ আগস্ট গোলাম আল ফারুকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'প্রিন্টার্স'। ১৪৩/এ নিউ বেইলি রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং এলিট প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজিং ৬৮, দিলকুশা ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ২৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ২০ টাকা। ডিসেম্বর মাসে তারিক ওসমান শুভ্র-র সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় কম্পিউটার বিষয়ক মাসিক 'কম্পিউটার এন্ড ইলেকট্রোনিক্স'। প্রকাশক মাহফুজুর রহমান। ১২ বি কে দাস রোড, ফরাশগঞ্জ ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং আনন্দ প্রিন্টার্স ১৬৬ আরামবাগ ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দশ টাকা। ডিসেম্বর মাসে আজিজুল শাহের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'শিক্ষকবার্তা'। ৪১১ এ খিলগাঁও ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মনির আর্ট প্রেস ২৩, রূপলাল দাস লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল তিন টাকা। ডিসেম্বরে গোলাম কিবরিয়ার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'মাটি'। ১৯ নয়াপল্টন ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং এশিয়াটিক প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স ২২৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৮০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল পনর টাকা। সেপ্টেম্বর মাসে শেখ আবদুস সামাদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'আকাশ'। ৩০১/ গুলবাগ, মালিবাগ ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং জাহান প্রিন্টিং প্রেস ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ২৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম পাঁচ টাকা।

১৫ জুন কাজি শামসুন নাহারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'তারকাবাণী'। ২৫/১১ শেরশাহসূরী রোড মোহাম্মদপুর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং

www.pathagar.com

বাবু আর্ট প্রেস ১৬৫ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১ সেপ্টেম্বর রকিবুল হাসানের সম্পাদানয় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় শিশু কিশোর বিষয়ক মাসিক 'কিশোর কথা'। প্রকাশক বজলুর রহমান। ৩৫ বিজয়নগর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং জাহান প্রিন্টিং প্রেস ১২৮৭ মালিবাগ চৌধুরী পাড়া ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৬৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম পাঁচ টাকা।

মে মাসে খোন্দকার আশরাফ হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'একবিংশ'। ১ বি মহসিন হল কোয়ার্টার ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং প্যাপিরাস প্রেস ১৪২ আরামবাগ ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১৫২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পনর টাকা। জুলাই মাসে কাজি শামীমুল হকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'গানের আসর'। ফেরদৌসী প্রিন্টার্স ১০০ বি মালিবাগ চৌধুরী পাড়া ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৮৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল তিন টাকা। জানুয়ারি মার্চে শাহীন হোসাইনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'শেকড়'। প্রকাশক হোসাইন আলীফ-৬, পূবালী সার্কিট হাউস ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং প্রভাতি প্রিন্টার্স, ৯৬, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১২৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পনর টাকা।

জুন মাসে লিয়াকত হোসেন খোকনের সম্পাদনায় নরসিংদী থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'উত্তাপ'। প্রকাশক আফরোজা আহমদ। বলাকা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, ১৬৫ সি এন্ড বি রোড, ভোলানগর নরসিংদী থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা। ২৯ আগস্ট জাকির হোসেনের সম্পাদনায় নরসিংদী থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'জাগরিত বাংলা'। দত্তপাড়া নরসিংদী থেকে এটি প্রকাশিত এবং একতা প্রিন্টিং প্রেস সদর রোড নরসিংদী থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা। ৯ আগস্ট হাবিবুল্লাহ বাহারের সম্পাদনায় নরসিংদী থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'নরসিংদী খবর'। ভোলা নগর নরসিংদী থেকে এটি প্রকাশিত এবং রণী প্রিন্টিং প্রেস নরসিংদী থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই টাকা। ২৮ জুন আবু মহসিনের সম্পাদনায় নরসিংদী থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'গ্রামীণ খবর'। ডোকার চর, বাজার হাসনাবাদ, নরসিংদী থেকে এটি প্রকাশিত এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেস, কাদাপাড়া, রাঙ্গামাটিয়া রোড, নরসিংদী থেকে মুদ্রিত। ২৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা।

১২ আগস্ট এম, মাহবুব আলম খানের সম্পাদনায় ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সবার কথা'। প্রকাশক শফিকুল আলম খান। মৈত্রী প্রিন্টার্স মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১২ ডিসেম্বর নিজাম মল্লিক নিজুর সম্পাদনায় ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'স্বজন'। প্রকাশক সৈয়দ রবিউল আলম। ৪৯/এ কলেজ রোড, ময়মনসিংহ থেকে এটি প্রকাশিত এবং যমুনা অফসেট প্রিন্টিং প্রেস ৩৫ ছোট বাজার, ময়মনসিংহ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। এপ্রিল মাসে অধ্যক্ষ আফতাব উদ্দিন ভূইয়ার সম্পাদনায় কিশোরগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় 'কিশোরগঞ্জ বার্তা'। শাহীন প্রিন্টার্স আখড়া বাজার কিশোরগঞ্জ থেকে এটি

www.pathagar.com

মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল চার টাকা। ১৩ আগস্ট লাবলু আনসারের সম্পাদনায় জামালপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'জামালপুর'। প্রকাশক ফরিদা সিদ্দিকী। কলেজ রোড জামালপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং বর্ণবিন্যাস ৪৪ আরামবাগ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম দুই টাকা। ১ সেপ্টেম্বর মোস্তফা বাবুলের সম্পাদনায় জামালপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'পূর্বকথা'। বজরাপুর, জামালপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং প্রেস পেপার ৪৭/এ টয়েনবি সার্কুলার রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। মোস্তফা বাবুলের সম্পাদনায় লোকশিল্প ও সাহিত্য সাময়িকী নামে আরো একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আলহেরা প্রিন্টিং প্রেস বিসিক শিল্প নগরী জামালপুর থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ৩২ পৃষ্ঠার এ পত্রিকার মূল্য ছিল পাঁচ টাকা।

২৫ আগস্ট জাকির হোসেনের সম্পাদনায় শেরপুর থেকে 'চলতি খবর' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। শের আলী গেট, শেরপুর টাউন, শেরপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং চলন্তিকা প্রিন্টার্স নিউমার্কেট শেরপুর থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল এক টাকা। ২৪ আগস্ট আবু বকরের সম্পাদনায় শেরপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'দশ কাহুনিয়া'। ইউনুস প্রেস, তিন আনী বাজার, শেরপুর টাউন, শেরপুর থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ১৭ নভেম্বর জাফর আহমদের সম্পাদনায় টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'খামোশ'। কাগমারী টাঙ্গাইল থেকে এটি প্রকাশিত এবং হারুন প্রিন্টিং প্রেস, নিরালা মোড়, টাঙ্গাইল থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা। ১৬ নভেম্বর এম, এ, সাত্তার উকিলের সম্পাদনায় টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'মৌবাজার'। হিরক প্রিন্টিং প্রেস সালেহা সুপার মার্কেট টাঙ্গাইল থেকে এটি প্রকাশিত এবং মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই টাকা। ৭ জুলাই আমীর আলীর সম্পাদনায় ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ফরিদপুর ইদানিং'। নীলটুলি ফরিদপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং সুমনা প্রিন্টিং প্রেস, মসজিদ বাড়ি সড়ক ফরিদপুর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য একটাকা।

২৯ এপ্রিল ফোরকান আহমদের সম্পাদনায় মাদারিপুর থেকে 'বর্তমান ইশারা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পুরান শহর মাদারিপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং কো-অপারেটিভ প্রেস, মাদারিপুর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল এক টাকা। ১ ফেব্রুয়ারি ফরহাদ ফেরদৌসের সম্পাদনায় মাদারিপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'আড়িয়াল খাঁ'। আমিন ভবন, মাদারিপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং বর্ণমালা ছাপাঘর নতুন শহর মাদারিপুর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল এক টাকা। ১৪ মে মজিবর রহমান মাদবরের সম্পাদনায় শরিয়তপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'শরিয়তপুর'। প্রতিমা আর্ট প্রেস, সদর রোড শরিয়তপুর থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দুই পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল এক টাকা। ২৬ জুলাই জিএম, শাহাবুদ্দিন খানের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'চট্টগ্রাম'। ৯, রহমতগঞ্জ চট্টগ্রাম থেকে

www.pathagar.com

এটি প্রকাশিত এবং মীট প্রেস, মোমিন রোট চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল এক টাকা।

১৬ ডিসেম্বর মাহবুবুল আলমের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'খতিয়ান'। ৫ সি ডি এ বাণিজ্যিক এলাকা মোমিন রোড চট্টগ্রাম থেকে এটি প্রকাশিত এবং লিমিট প্রেস, ৬৭ জামাল খান সড়ক চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল তিন টাকা। ১ ডিসেম্বর আমিনুর রহমান চৌধুরীর সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় ইংরেজি মাসিক 'অরেশন'। ৮২, চটেশ্বরী রোড, চকবাজার চট্টগ্রাম থেকে এটি প্রকাশিত এবং খাজা ইলেকট্রিক প্রেস ৯৮ চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ১০ টাকা। ৪ মার্চ নুরুল ইসলামের সম্পাদনায় কক্সবাজার থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'কক্সবাজার'। রুমালির ছড়া, কক্সবাজার থেকে এটি প্রকাশিত এবং স্বদেশবাণী প্রিন্টিং প্রেস, কক্সবাজার থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ২২ মে ফরিদুল আলমের সম্পাদনায় কক্সবাজার থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সাগরকণ্ঠ'। রূপা আর্ট প্রেস, থানা রোড, কক্সবাজার থেকে এটি মুদ্রিত এবং প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল এক টাকা। ১ জুলাই আশরাফুল করিমের সম্পাদনায় নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'নোয়াখালী বার্তা'। 'কবি মহল' মাইজদী কোর্ট নোয়াখালী থেকে এটি প্রকাশিত এবং কওমী প্রেস, মেইন রোড, মাইজদী কোর্ট নোয়াখালী থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই টাকা।

১৬ ডিসেম্বর জামালউদ্দিন ভূঞার সম্পাদনায় নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'দিশারী'। মাইজদী কোর্ট নোয়াখালী থেকে এটি প্রকাশিত এবং সুলেখা আর্ট প্রেস হকার্স মার্কেট, করিমপুর রোড নোয়াখালী থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই টাকা। ১ নভেম্বর আফতাব আহমদ বাচ্চুর সম্পাদনায় নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'নোয়াখালী কণ্ঠ'। বিরাহিমপুর, বসুর হাট, কোম্পানিগঞ্জ নোয়াখালী থেকে এটি প্রকাশিত এবং সৈকত প্রেস বসুর হাট, কোম্পানিগঞ্জ নোয়াখালী থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম দুই টাকা। ১২ আগস্ট মীর হোসেন মীরের সম্পাদনায় ফেনী থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ফেনী বার্তা'। 'ক্যামেলিয়া হাউস' এস, এস, কায়সার সড়ক ফেনী থেকে এটি প্রকাশিত এবং হাসান প্রিন্টার্স ট্রাঙ্ক রোড, ফেনী থেকে মুদ্রিত। ১৫ আগস্ট জয়নাল হাজারীর সম্পাদনায় ফেনী থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'হাজারিকা'। মাস্টারপাড়া ফেনী থেকে এটি প্রকাশিত এবং ফেনী প্রেস, স্টেশনরোড, ফেনী থেকে মুদ্রিত চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল এক টাকা।

১০ নভেম্বর লুৎফা চৌধুরীর সম্পাদনায় ফেনী থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'আজকের অরণী'। দাগন ভূইয়া চৌধুরী বাড়ি, ফেনী থেকে এটি প্রকাশিত এবং প্রেসম্যান প্রিন্টার্স উকিলপাড়া ফেনী থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ২৫ ডিসেম্বর মোফাচ্ছেরুল হক খন্দকারের সম্পাদনায় ফেনী থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ফেনী সংবাদ'। খন্দকার মঞ্জিল, এস, এস কায়সার রোড ফেনী থেকে এটি প্রকাশিত এবং দাওয়াখানা প্রেস, তাকিয়া রোড, ফেনী থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার

www.pathagar.com

পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ১০ নভেম্বর খলিলুর রহমানের সম্পাদনায় ফেনী থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'স্বদেশ কণ্ঠ'। হাজি ফজল মাস্টার লেন, ফেনী থেকে এটি প্রকাশিত এবং ফেনী প্রেস, স্টেশন রোড, ফেনী থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল এক টাকা।

৭ অক্টোবর হোসাইন আহমদ হেলালের সম্পাদনায় লক্ষ্মিপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'নতুন পথ'। বর্ণমালা প্রিন্টার্স, হাসপাতাল সড়ক, লক্ষ্মিপুর থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৪ জুন গোলাম রহমানের সম্পাদনায় লক্ষ্মিপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'দামামা'। রহমানিয়া প্রেস তমিজ মার্কেট লক্ষ্মিপুর থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল এক টাকা। ২৫ আগস্ট ফয়জুর রহমানের সম্পাদনায় সিলেট থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'সিলেট সংলাপ'। দেশকাল কম্পিউটার প্রিন্টার্স কাজি ম্যানসন জিন্দাবাহার সিলেট থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই টাকা।

১২ অক্টোবর শামীম আহসানের সম্পাদনায় হবিগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'খোয়াই'। মুন্সেফ কোয়ার্টার হবিগঞ্জ থেকে এটি প্রকাশিত এবং মহানগর প্রিন্টার্স ৮১/১ নয়াপল্টন ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ৬ নভেম্বর গোলাম মোস্তফা রফিকের সম্পাদনায় হবিগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'হবিগঞ্জ সমাচার'। রাজনগর কোয়ার্টার হবিগঞ্জ থেকে এটি প্রকাশিত এবং জনতা প্রিন্টার্স, টাউন মসজিদ রোড, হবিগঞ্জ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ১ নভেম্বর সৈয়দ মোহাম্মদ আলীর সম্পাদনায় মৌলবীবাজার থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'বহ্নি শিখা'। মৌলবীবাজার থেকে এটি প্রকাশিত এবং প্রগতি প্রিন্টার্স কোর্ট রোড, মৌলবীবাজার থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২৬ মে শহীদুজ্জামান চৌধুরীর সম্পাদনায় সুনামগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'স্বজন'। হাসাননগর সুনামগঞ্জ থেকে এটি প্রকাশিত এবং অনুপম কম্পিউটার প্রিন্টার্স সবুজ বিপনী সিলেট থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল এক টাকা। ৩ জুলাই দেওয়ান ইমদাদ রেজা চৌধুরীর সম্পাদনায় সুনামগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সুনামগঞ্জ সংবাদ'। হাসান নগর সুনামগঞ্জ থেকে এটি প্রকাশিত এবং সুবর্ণ প্রেস, উকিলপাড়া, সুনামগঞ্জ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

২৫ ডিসেম্বর এ, কে, এম, মহিবুর রহমানের সম্পাদনায় সুনামগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'অনল'। ইউসুফ মঞ্জিল কলেজ রোড, হাসান নগর সুনামগঞ্জ থেকে এটি প্রকাশিত এবং রাজলক্ষ্মি প্রেস, কালীবাড়ি রোড সুনামগঞ্জ থেকে মুদ্রিত। ১২ ডিসেম্বর আবুল কালামের সম্পাদনায় সুনামগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সুনামগঞ্জের কাগজ'। ধানসিড়ি আবাসিক এলাকা ষোলঘর সুনামগঞ্জ থেকে এটি প্রকাশিত এবং রহমানিয়া প্রেস মধ্যবাজার সিলেট থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ১২ জুন আবদুল বারী ইজারাদারের সম্পাদনায় বাগেরহাট থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'উত্তাল'। নাগের বাজার বাগেরহাট থেকে এটি প্রকাশিত এবং তানিয়া প্রেস এন্ড

www.pathagar.com

প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ নাগের বাজার বাগেরহাট থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ১৫ জুন বিনয়কৃষ্ণ মল্লিকের সম্পাদনায় যশোর থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'টেলিগ্রাম'। হাজী আবদুল করিম রোড, চুড়িপট্টি যশোর থেকে এটি প্রকাশিত এবং বলাকা প্রেস কাজিপাড়া পুরাতন কসবা যশোর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২৬ মে আবুল খায়েরের সম্পাদনায় মাগুড়া থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'অঙ্গীকার'। প্রকাশক আমিনুল ইসলাম শেলী। সৈয়দ আতর আলী রোড, মাগুড়া থেকে এটি প্রকাশিত এবং সুফিয়া প্রিন্টিং প্রেস, জামে মসজিদ রোড, মাগুড়া থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা।

১০ জুন সাইফুল ইসলাম পিনুর সম্পাদনায় চুয়াডাংগা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'মাথাভাংগা'। প্রকাশক সর্দার আলামিন। দৌলতদিয়া, চুয়াডাংগা থেকে এটি প্রকাশিত এবং আজিজ প্রিন্টিং প্রেস, শহীদ আবুল কাশেম সড়ক চুয়াডাংগা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম এক টাকা। ১৫ এপ্রিল শাহ্ সাজেদার রহমানের সম্পাদনায় বরিশাল থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'শাহনামা'। লুকাস বিলডিং ৪৫, সদর সড়ক বরিশাল থেকে এটি প্রকাশিত এবং আমেনা প্রেস, সদর রোড, বরিশাল থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২৬ অক্টোবর কায়সার আহমদ দুলালের সম্পাদনায় ভোলা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'উপকূল'। প্রকাশক রহিমা ইসলাম। দক্ষিণ চরফ্যাশান ভোলা থেকে এটি প্রকাশিত এবং উপকূল প্রিন্টিং প্রেস, সদর রোড চরফ্যাশান, ভোল থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ২৭ ডিসেম্বর আবু তাহেরের সম্পাদনায় ভোলা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'দ্বীপবাণী'। বাংলা স্কুল রোড, ভোলা থেকে এটি প্রকাশিত এবং ইসলামিয়া মেশিন প্রেস সদর রোড, ভোলা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা।

২২ জুন আবুল কালাম আজাদের সম্পাদনায় পিরোজপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'পিরোজপুর বার্তা'। প্রকাশক এমডি লিয়াকত আলী বাদশা। খেপুপাড়া পিরোজপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং পিরোজপুর প্রিন্টিং প্রেস, পোস্ট অফিস সড়ক পিরোজপুর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ৩১ মে এ, কে, এম, এনায়েত হোসেনের সম্পাদনায় পটুয়াখালী থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'রূপান্তর'। পুরাতন ফৌজদারি কোর্ট, লঞ্চঘাট, পটুয়াখালী থেকে এটি প্রকাশিত এবং মুদ্রিত। ২০ নভেম্বর জহিরুল হাসান বাদশার সম্পাদনায় বরগুনা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সৈকত সংবাদ'। বাজার রোড বরগুনা থেকে এটি প্রকাশিত এবং আদর্শ প্রেস, শেরে বাংলা সড়ক, বরগুনা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ২৪ জানুয়ারি সাখাওয়াত হোসেনের সম্পাদনায় রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'সান সাইন'। সান সাইন প্রিন্টিং প্রেস, কাদিরগঞ্জ আমবাগান সেনানিবাস রোড, রাজশাহী থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১২ এপ্রিল সাঈদ উদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'দুনিয়া'। প্রকাশক মোসলেমা খাতুন। এফ-৭২০, রানীবাজার, ঘোড়ামারা রাজশাহী থেকে এটি প্রকাশিত

www.pathagar.com

এবং হাসান প্রিন্টিং ওয়ার্কস, রানী বাজার ঘোড়ামারা রাজশাহী থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

৩০ ডিসেম্বর আখতার হামিদ সিদ্দিকীর সম্পাদনায় নওগাঁ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বাংলার কথা'। সোনার বাংলা প্রেস, চকদেব, সদর রোড, নওগাঁ থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা। ১০ জুন ডিএম তালেবান নবীর সম্পাদনায় চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'চাপাই সংবাদ'। ইসলামপুর চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে এটি প্রকাশিত এবং কাদেরিয়া প্রিন্টার্স, হুজরাপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে মুদ্রিত। ৩১ মার্চ শফিউর রহমান খানের সম্পাদনায় পাবনা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'ইছামতি'। টাংবাড়ি, বেড়া, পাবনা থেকে এটি প্রকাশিত এবং বার্তা প্রেস পাবনা থেকে মুদ্রিত। ২৯ এপ্রিল রেজা কাদিরের সম্পাদনায় পাবনা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'নয়া রাজনীতি'। প্রকাশক টি জি আনোয়ার কাদির। পৌলানপুর, বেড়া পাবনা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সজল আর্ট প্রেস, রূপকথা রোড, পাবনা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল দুই টাকা।

১১ এপ্রিল মথলুফা খাতুনের সম্পাদনায় পাবনা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'জনদাবী'। নূর মহল্লা, ঈশ্বরদী পাবনা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সমীর প্রেস ঈশ্বরদী পাবনা থেকে মুদ্রিত। ৬ অক্টোবর সাইফুল ইসলাম তালুকদারের সম্পাদনায় সিরাজগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'কলম সৈনিক'। মসী মুদ্রণ ও প্রকাশনী ২ নং খলিফা পট্টি, সিরাজগঞ্জ থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল এক টাকা। ২০ ফেব্রুয়ারি জাহেদুর রহমান যাদুর সম্পাদনায় বগুড়া থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'চাঁদনী বাজার'। প্রকাশক মাকসুদার রহমান। সূত্রাপুর চকযাদু রোড, বগুড়া থেকে এটি প্রকাশিত এবং মুকুল প্রেস এন্ড প্যাকেজেস, চকযাদু রোড, বগুড়া থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৩০ জুন সৈয়দ তাইফূর ইসলামের সম্পাদনায় বগুড়া থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সূর্যমুখী'। রহমান নগর, বগুড়া থেকে এটি প্রকাশিত এবং মুকুল প্রেস, চকযাদু রোড, বগুড়া থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১৫ এপ্রিল আশরাফুল আলমের সম্পাদনায় ঠাকুরগাঁ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'জনরব'। প্রকাশক আনম নাজমুল হাসান। কলেজ পাড়া, ঠাকুরগাঁ থেকে এটি প্রকাশিত এবং পূর্বাশা কালার প্রিন্টার্স ঠাকুরগাঁ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য একটাকা। ১৬ ডিসেম্বর রহিম উদ্দিন ভরসার সম্পাদনায় রংপুর থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'যুগের আলো'। নিউ সেনপাড়া, রংপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং রহিম প্রিন্টিং প্রেস, আলমনগর রংপুর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

৩০ অক্টোবর মোজাম্মেল হক সরকারের সম্পাদনায় গাইবান্ধা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'পান্থশালা'। চিথুলিয়া, গাইবান্ধা থেকে এটি প্রকাশিত এবং শান্তি আর্ট প্রেস গাইবান্ধা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম দুই টাকা। ১৮ জুন শামিউল ইসলামের সম্পাদনায় কুড়িগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'কুড়িগ্রাম বার্তা'। প্রকাশিক এ, বি, সিদ্দিক। চিলমারি কুড়িগ্রাম থেকে এটি প্রকাশিত এবং শাহীন প্রেস

www.pathagar.com

চিলমারি কুড়িগ্রাম থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ১৫ জুলাই এ, কে, এম, শফিকুল ইসলামের সম্পাদনায় কুড়িগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'গণকথা'। মোল্লাপাড়া কুড়িগ্রাম থেকে এটি প্রকাশিত এবং রংধনু প্রেস, ২৪/৪ শান্তিনগর ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ১১ ফেব্রুয়ারি খন্দকার মোহাম্মদ আলীর সম্পাদনায় কুড়িগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ধরলা'। নাজিরা কুড়িগ্রাম থেকে এটি প্রকাশিত এবং সুরুহী প্রিন্টিং প্রেস কলেজ রোড কুড়িগ্রাম থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ১৬ জুন মওলানা মমতাজুল হাসানের সম্পাদনায় কুড়িগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'জুলফিকার'। একতা প্রিন্টিং প্রেস, উলিপুর বাজার কুড়িগ্রাম থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা।

১৬ ডিসেম্বর এস, এম, শফিকুল ইসলামের সম্পাদনায় লালমনিরহাট থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'লালমনিরহাট বার্তা'। গোশালা বাজার রোড, লালমনিরহাট থেকে এটি প্রকাশিত এবং সোনালী প্রিন্টিং প্রেস বিডিআর রোড, লালমনিরহাট থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ২৭ মে আমিনুল হকের সম্পাদনায় নীলফামারি থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'আলপনা'। শহীদ জিকরুল হক সড়ক, সৈয়দপুর নীলফামারি থেকে এটি প্রকাশিত এবং আলম প্রেস, আলম লেন নীলফামারি থেকে এটি মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা।

১৯৯২ সালের ১৬ নভেম্বর এম, এ, মতিনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'আমল'। ৫১/১ সিমসন রোড, সদরঘাট, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং তিতাস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ২৩ যদুনাথ বসাক লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৫ জুন আমিনুল হকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'সংবাদপত্র'। প্রকাশক আশরাফুল হক। ১৫১, এলিফ্যান্ট রোড, হাতিরপুল ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং জাহান প্রিন্টিং প্রেস, মালিবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ১৫ ফেব্রুয়ারি নাঈমুল ইসলাম খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'ভোরের কাগজ'। আজকের কাগজের স্বত্বাধিকারী কাজি শাহেদ আহমদের সঙ্গে মতানৈক্যের কারণে নাঈমুল ইসলাম খান ওই পত্রিকা থেকে বের হয়ে আসেন এবং ভোরের কাগজ প্রকাশ করেন। এটিও ছিল একটি ব্যতিক্রমী দৈনিক। আজকের কাগজে কর্মরত অধিকাংশ সাংবাদিক ভোরের কাগজে চলে আসেন। ফলে খুব স্বল্প সময়ে পত্রিকাটি পাঠক নন্দিত হয়ে ওঠে। এ পত্রিকাটি প্রকাশের অল্প কিছু দিনের মধ্যে মালিকানা ও সম্পাদক পরিবর্তন হয়। মতিউর রহমান পত্রিকার নতুন সম্পাদক হন। ২/৪ ময়মনসিংহ রোড শাহবাগ ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং প্রগতি প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজিং ১৫/১ দক্ষিণ কমলাপুর ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১২ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম চার টাকা।

১৭ মার্চ আবুল হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'আজকের প্রত্যাশা'। ৩০/৩১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সেন্ট্রাল

www.pathagar.com

অফসেট প্রেস ৪১/১ জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২১ জুলাই ফারুক রেজার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'বর্তমান বাংলা'। ৩৪/১ তল্লাবাগ, জিগাতলা, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং আলকরণী প্রিন্টার্স ১৬৭ শান্তিবাগ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২৩ মার্চ জাকের আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ইংরেজি দৈনিক 'ক্যাপিটাল ভিউস'। ঢাকা প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজেস ৮৩, নয়াপল্টন ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত এবং প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৭ জুন নাজিম উদ্দিনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সপ্তবর্ণা'। ৩৮৯/১ দক্ষিণ গোরান ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং কাপাসিয়া প্রিন্টিং প্রেস ৮৫, আরামবাগ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল পাঁচ টাকা। ১১ জুন মঞ্জুর মোরশেদ দীপকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'এ সপ্তাহের পুনশ্চ'। ৪০ গ্রীন রোড ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মার্ক প্রিন্টার্স ১৫৭ শান্তিনগর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা।

১ জুলাই নোমানুল হকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সভ্যতা'। ১৬৫ নতুন পল্টন লাইন আজিমপুর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং তানিয়া প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স ১৪ কবিরাজ গলি লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১৮ মে আবদুর রহমান আকতারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ভিন্নকথা'। ৫৫ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং বর্ণমালা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স ২২ পুরানা পল্টন ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১ জুন আবদুর রাজ্জাক মিয়ার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'প্রিয়ভাষী'। ৯১/১ সলিমুল্লাহ রোড, মোহাম্মদপুর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং জামান প্রিন্টার্স ৬২, হাজীপাড়া, রামপুরা ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ২৮ জুন ডা. আবদুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ইনতিফাদা'। ১৮৬/১ তেজকুনিপাড়া ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং জাহান প্রিন্টিং প্রেস ১২৮৭ মালিবাগ চৌধুরীপাড়া ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই টাকা।

১ মার্চ আনোয়ারুল ইসলামের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বিন্দু থেকে বৃত্ত'। মান্দাইল কেরানীগঞ্জ, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং এহসান প্রিন্টিং প্রেস ৬/৯ চম্পাবতী লেন, সোয়ারী ঘাট, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ১ জুলাই প্রকৌশলী খালিদ মাহমুদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'অর্থনৈতিক পরিক্রমা।' ৫০ এফ/ইনার সার্কুলার রোড ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মহানগর প্রিন্টার্স ৮১/১ নয়াপল্টন ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৭ জুন শহিদুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ইংরেজি সাপ্তাহিক 'দি ম্যাসেজ'। সুফি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৪০ আরামবাগ, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং জেহাদ প্রিন্টিং প্রেস আরামবাগ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য চার টাকা। ১০ সেপ্টেম্বর তাহমিনা বেগমের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে

www.pathagar.com

প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'লং মার্চ'। ১২২ ডিআইটি এক্সটেনশন, রোড ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং জাহান প্রিন্টিং প্রেস ১২৮৭ মালিবাগ চৌধুরীপাড়া, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য চার টাকা।

১৪ অক্টোবর আকতার হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'পেনসিল'। ৯০ স্বামীবাগ ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং কথাকলি প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স ৩৩/৩৪ মনির হোসেন লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২৬ মার্চ কর্নেল (অবঃ) শওকত আলীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'মুক্তি'। ৩১/এফ তোপখানা রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং পিপলস প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স ৩২ পুরানা পল্টন ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা। ১৭ জানুয়ারি এম, মোল্লার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'রাষ্ট্র'। প্রকাশক নাজিমউদ্দিন। মুক্তা প্রিন্টিং প্রেস, ২৪ রাধিকা মোহন বসাক লেন ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১২ মে নার্গিস ফাতেমার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'উক্তি'। ৫১/১ পূর্ব বাসাবো ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং পূর্বালী আর্ট প্রেস বাসাবো, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ২৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য চার টাকা। ২৫ মে সরকার নাসেরুল হকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'প্রেস'। প্রকাশক নুরুল হক সরকার। বি ৮৭, এফ-১৯, মতিঝিল কলোনি ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং ফেনী ফটোস্ট্যাট ১ পীরজঙ্গি মাজার মতিঝিল ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা।

২৭ ফেব্রুয়ারি হাসিমউদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'আজকাল'। ২৯ ধানমন্ডি, সড়ক নং-৮, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং বাংলা প্রেস ৩২/১ আজিমপুর রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ২১ জানুয়ারি মঞ্জুরুল হকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'দিনের সন্ধানে'। ৮৮ সি লেক সার্কাস কলাবাগান ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সুমি প্রিন্টিং প্রেস, নীলক্ষেত বাবুপুরা থেকে এটি মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা। ৪ সেপ্টেম্বর হারুনুর রশীদ ভূইয়ার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বহুমত'। পি-২৭ নুরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মামস প্রিন্টিং প্রেস ৮৯, বিসিসি রোড, ঠাটারি বাজার ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম দুই টাকা। ৩ জানুয়ারি রফিকুল ইসলামের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'রক্তিম সূর্য'। ১৬৫ শান্তিনগর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং দি প্রিন্টার্স কম্পিউটার ৯৬/বি মালিবাগ চৌধুরী পাড়া ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য সাত টাকা। ১ অক্টোবর রেজওয়ান খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'অগ্নি সাক্ষী'। ৬৯০/বি মালিবাগ, চৌধুরী পাড়া, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং জলসিড়ি মুদ্রায়ণ ৩৯১/বি মালিবাগ চৌধুরীপাড়া ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ২২ জানুয়ারি এম, এ, তারিকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'প্রহর'। ২৭১/নিউ সুপার মার্কেট ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং দাতা প্রিন্টার্স ২৭০ আউটার সার্কুলার রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

www.pathagar.com

১৯ ফেব্রুয়ারি সামছুজ্জমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'আল-আখবার'। এস, আই ডি-৪, রোড-১৩৭ গুলশান ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং আনন্দ প্রিন্টার্স ১৬৬, আরামবাগ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ২৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য চার টাকা। ৩০ আগস্ট আলাউদ্দিন হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'অর্থ সংবাদ'। ৩৯ শান্তিবাগ ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মডার্ণ টাইপ ফাউন্ড্রি নবাবপুর ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছয় টাকা। ২ অক্টোবর আবুল কাশেম হায়দারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'প্যানোরমা'। প্যানোরমা প্রিন্টিং প্রেস, ৫ রিং রোড, শ্যামলী ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৪০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছয় টাকা। ২৫ নভেম্বর ইলিয়াস মিন্টুর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'রাজপথ বার্তা'। সুলতানা রাজিয়া প্রিন্টিং প্রেস ১৪৫ এয়ারপোর্ট রোড, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৪ অক্টোবর নুরুন্নাহারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বঙ্গতাজ'। ২৮ বনগ্রাম লেন, ওয়ারি, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মহানগর প্রিন্টিং প্রেস ৮১/১ নয়া পল্টন ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ২৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

১০ ডিসেম্বর গাজী জাকির হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'অনিয়ম'। ৮৩ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং বারিধারা মুদ্রায়ণ ৮৭/১ হৃষিকেশ দাস রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২৩ মার্চ আরমান খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'কারুকাজ'। প্রকাশক রশিদুল হক। ২৩ কাকরাইল রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং বিনিময় প্রিন্টার্স ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৫৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল ১২ টাকা। ১৬ জানুয়ারি সুশীল কুমার দাসের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'হাসতে মানা'। প্রকাশক কে, এম, বেলায়েত হোসেন। ৮৫ এলিফ্যান্ট রোড মগবাজার ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং জাহান প্রিন্টিং প্রেস ১২৮৭ মালিবাগ চৌধুরীপাড়া ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১৬ অক্টোবর আবদুর রহমান চৌধুরীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'সালাম'। মমতা প্রিন্টার্স, ১৯০ নতুন পল্টন লাইন আজিমপুর ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই টাকা। ১৫ সেপ্টেম্বর মনোয়ারা জামানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় 'বাংলাদেশ শিক্ষাবার্তা'। প্রকাশক শাহজাদা মোহাম্মদ আলী। ২৩, হরিচরণ রায় রোড, ফরিদাবাদ, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং শাহাজাদা প্রিন্টিং প্রেস প্লট-৩, এভেনিউ-২, রোড-৭, সেকশন ১১ এ মিরপুর ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

১ আগস্ট সুশান্ত অধিকারীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'রোদ্দুর'। বাড়ি নং-৭২৫, রোড নং-১০ রায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি আদাবর, শ্যামলী ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং পর্বতা প্রিন্টার্স, ২৬/১-১ সেনপাড়া পর্বতা মিরপুর ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ২০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা। ফেব্রুয়ারি মাসে শামসুল আরেফিনের

www.pathagar.com

সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'সুবর্ণ রেখা'। ম্যারেঞ্জা কম্পিউটার্স ২৫, শান্তিনগর, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ১ ফেব্রুয়ারি আশরাফুল ইসলাম বুলবুলের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'প্রতিঘাত'। ১০১ নয়াপল্টন ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং ইসলাম প্রেস, ২১১ ইব্রাহিমপুর ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা। ৮ ফেব্রুয়ারি আবু জহির কনকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'পক্ষবার্তা'। ৩৫৮/১ মধুবাগ মগবাজার ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সেনসেটিভ প্রিন্টিং এন্ড প্রোসেসিং ৪৭ গ্রীন রোড এলিফ্যান্ট রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ২৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা।

৩ ডিসেম্বর খন্দকার বেলায়েত হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়—পাক্ষিক 'প্রিয়বার্তা'। ১৬৬/১২ খ মাদারটেক আদর্শপাড়া, বাসাবো ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং এ, কে, প্রিন্টার্স ১৭২ আরামবাগ ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১০ জুলাই মনিরুল আলমের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'শোভন শোভা'। প্রকাশক মুজিবুল হায়দার চৌধুরী। বানোকপেতা, ৮ মুরাদ সড়ক, অভয়দাস লেন, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফেব্রুয়ারি মাসে আবু জোহর মোহাম্মদ শফির সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় প্রকৌশল বিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'প্রকৌশলপত্র'। ৮৬ উত্তর মুগদা, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং আদর্শ প্রিন্টার্স ৯/কে মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা। জুলাই মাসে ফেরদৌসী বেগমের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'প্রিয়দেশ'। প্রকাশক মাহবুব আলম। ২৩/১ সাঈদাবাদ ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সোনারগাঁও প্রিন্টার্স ১১/২ টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

১ অক্টোবর গৌতম দত্তের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'পর্যাস'। ৪৯/৫ আর, কে, মিশন রোড ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং এস, এন, প্রিন্টার্স ২০ সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত। ২৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা। জানুয়ারি মাসে আহমদ মোস্তফা কামালের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'মহাকাশ বার্তা'। প্রকাশক মশহুরুল আমিন। ১৫১ মনিপুরি পাড়া, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং নিশাত প্রিন্টার্স ১৪/বি বশির উদ্দিন রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৪ এপ্রিল বেলায়েত হোসেন মজুমদারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'মেহনত'। ২৪/৪ চামেলিবাগ, শান্তিনগর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং কালান্তর প্রেস ইন্টারন্যাশনাল ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২০ মে এইচ, এম, হাকিম আলীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পর্যটন বিষয়ক মাসিক 'টুরিজম ইন্টারন্যাশনাল'। প্রকাশক আলী আসগর। ৮২ কাকরাইল ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং প্রাইম আর্ট প্রেস, ৭ সেগুন বাগিচা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা। মে মাসে শুধাংশু চক্রবর্তীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'ভ্যানগার্ড'। প্রকাশক আবদুল্লাহ সরকার।

www.pathagar.com

২৩/২ তোপখানা রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সুদীপ্ত প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজেস, ৮/৮ বাবুপুরা ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

জুন মাসে শাহ আলম সরকার সানুর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'কসবা বার্তা'। ১/এফ/৫৬ পলওয়েল সুপার মার্কেট, নয়া পল্টন, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সাগর প্রিন্টিং প্রেস টিকাটুলি, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ২৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য আট টাকা। ১৫ জুন জিল্লুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ইংরেজি মাসিক 'নেশান টুডে'। বাড়ি নং-৬, সড়ক নং-২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং দি ডানা প্রিন্টার্স, গ-১০ মহাখালী ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৬৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ২০ টাকা। জুলাই মাসে জহীর হায়দারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'শতাব্দী'। বি-৩০, জাকির হোসেন রোড-ব্লক-২ মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সোনারগাঁও মুদ্রণালয় ৪৯/এ নিউ এয়ারপোর্ট রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য চার টাকা। ১০ আগস্ট শফিকুর রহমান নেওয়াজের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'পল্লীবার্তা'। প্রকাশক বজলুর রহমান। ৫৪/৬ পশ্চিম মাদারটেক ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং আদর্শ প্রিন্টিং প্রেস, ২৪/২৫ উত্তর শাহজাহানপুর ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ১ মে কমরউদ্দিন চৌধুরীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'পরওয়ানা'। ফকিরাপুল ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং নীট প্রিন্টার্স ১২৪ আরামবাগ ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৫৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দশ টাকা।

১৫ নভেম্বর হাসনাইন সাজ্জাদীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'পূর্বাপর'। ৩/১২ নূরজাহান রোড মোহাম্মদপুর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মাতুয়াইল প্রিন্টিং প্রেস, ১১১/ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা। ১ অক্টোবর শাহ আহমদ রেজার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'অনুসরণ'। সেক্টর-৩, রোড-২, বাড়ি-৫ উত্তরা মডেল টাউন ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং ধানসিড়ি প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং ২৫/৩ গ্রীন রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা। ১ আগস্ট সেলিমা সাবিহার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'টুইটুম্বুর'। প্রকাশক মেসবাহ উদ্দিন জঙ্গী। ৬২/১ পুরানা পল্টন ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং হলিডে প্রিন্টার্স, ৩০ তেজগাঁ শিল্প এলাকা ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৪০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ১০ টাকা। ১৫ সেপ্টেম্বর সাইদুজ্জামান চৌধুরীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'চিন্ময়'। জেবুন্নেসা মুদ্রণালয় ৪০ সাবেক শরাফতগঞ্জ লেন, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৭২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছয় টাকা। ১ অক্টোবর রেজাউল করিমের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'শিক্ষা দর্পণ'। ১৩-বি, ৯-৪৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং উত্তরা প্রিন্টার্স ৬৪/৩ আর, কে, মিশন রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ২৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা।

এপ্রিল মাসে কাজি আনিসউদ্দিন ইকবালের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক 'স্থাপত্য ও নির্মাণ।' ১২ বি রামকৃষ্ণ মিশন রোড ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত

www.pathagar.com

এবং বিনিময় প্রিন্টার্স ৬৯/সি গ্রীন রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ষোল পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ২০ টাকা। ২২ মার্চ আবু ইউসুফ মোহাম্মদ শামসুল হকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'আত্মপ্রতিকৃতি' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ২৫২ শান্তিবাগ ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত হত। ৪৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ১০ টাকা। এপ্রিল মাসে লিলি হকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে 'চয়ন' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১১১/২ আরামবাগ ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং নন্দন প্রকাশন ৪৭/দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পনর টাকা। ১ অক্টোবর ইকবাল হোসেন সিদ্দিকীর সম্পাদনায় গাজীপুর থেকে প্রকাশিত হয় শিশু-কিশোর বিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'কিশোর মানস'। প্রকাশক আ, ক, ম, মোজাম্মেল হক। হাবিবুল্লাহ সরণি গাজীপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং গাজী প্রিন্টিং প্রেস, চন্দনা, গাজীপুর থেকে মুদ্রিত। ১২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

৩ মে মাকসুদুল ইসলাম খোকনের সম্পাদনায় নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'জীবন চিত্র'। ৭২/১ বঙ্গবন্ধু সড়ক, উকিল পাড়া নারায়ণগঞ্জ থেকে এটি প্রকাশিত এবং বিচিত্রা প্রিন্টার্স নয়ামাটি নারায়ণগঞ্জ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৩০ সেপ্টেম্বর আশিক আহমদের সম্পাদনায় নারায়ণগঞ্জ থেকে 'কুড়ির কথা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৫৩, জি, এ, রোড, কদমপুল, নারায়ণগঞ্জ থেকে এটি প্রকাশিত এবং বিরল প্রেস, ২৪ আর, কে, মিশন রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ২০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই টাকা। ১১ নভেম্বর ফজলুল হক ভূইয়ার সম্পাদনায় নরসিংদী থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'আজকের চেতনা'। নরসিংদী কলেজ রোড নরসিংদী থেকে এটি প্রকাশিত এবং আইডিয়াল প্রেস বাজির মোড়, নরসিংদী থেকে মুদ্রিত। ৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১০ মে শেখ সাদীর সম্পাদনায় নরসিংদী থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'বোরাক'। মাধবদী, বাধুর বাড়ি, নরসিংদী থেকে এটি প্রকাশিত এবং মাস্টার প্রিন্টিং ওয়ার্কস মাধবদী নরসিংদী থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

২৮ জুন আবুবকর সিদ্দিকের সম্পাদনায় ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'ভুমন্ডল'। প্রকাশক রুকনউদ্দিন। আলিয়া মাদরাসা কোয়ার্টার ময়মনসিংহ থেকে এটি প্রকাশিত এবং উদ্যান প্রিন্টিং প্রেস পাদ্রি মিশন রোড, ময়মনসিংহ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা। ১০ জুন আবুল হোসেনের সম্পাদনায় ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'আজকের স্মৃতি'। ৪০ ছোট বাজার ময়মনসিংহ থেকে এটি প্রকাশিত এবং স্মৃতি প্রিন্টিং প্রেস ৪০ ছোট বাজার ময়মনসিংহ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য একটাকা পঞ্চাশ পয়সা। ১০ মার্চ আ, ক, ম, রফিকুল ইসলামের সম্পাদনায় ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'জয়বাণী'। সালেঙ্গা, ভালুকা ময়মনসিংহ থেকে এটি প্রকাশিত এবং স্মৃতি প্রিন্টিং প্রেস; ৪০ ছোট বাজার, ময়মনসিংহ থেকে এটি প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ২৯ ফেব্রুয়ারি ফারুকুজ্জামান খানের সম্পাদনায় ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'জামানা'।

www.pathagar.com

৪/১ পুরোহিত পাড়া ময়মনসিংহ থেকে এটি প্রকাশিত এবং লিফা প্রিন্টার্স ১১ মদনবাবু রোড, আমপট্টি ময়মনসিংহ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ৬ মে এ, জেড এম, ইমামউদ্দিন মুক্তার সম্পাদনায় ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'আলোড়ন বার্তা'। বিলগাতি, মুক্তাগাছা ময়মনসিংহ থেকে এটি প্রকাশিত এবং সিটি প্রেস, ১ নং দুর্গাবাড়ি রোড, ময়মনসিংহ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা।

১০ ডিসেম্বর ডা. কে, আর, ইসলামের সম্পাদনায় ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ময়মনসিংহ সংবাদ'। ২২ দুর্গাবাড়ি রোড, ময়মনসিংহ থেকে এটি প্রকাশিত এবং সিটি প্রেস ১ দুর্গাবাড়ি রোড ময়মনসিংহ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ১ জানুয়ারি ইফফাত আরার সম্পাদনায় ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'দ্বিতীয় চিন্তা'। ইফফাত আরা ম্যানসন, সেনবাড়ি রোড, ময়মনসিংহ থেকে এটি প্রকাশিত এবং দেশ মুদ্রণ, সেনবাড়ি রোড, ময়মনসিংহ থেকে মুদ্রিত। ৭৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ১০ টাকা। ৬ ফেব্রুয়ারি আলতাফ হোসেন আল আব্বাসীর সম্পাদনায় টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ইন্তেখাব'। কালিহাতি, টাঙ্গাইল থেকে এটি প্রকাশিত এবং স্বরলিপি প্রিন্টার্স কালিহাতি বাসস্ট্যান্ড, কালিহাতি, টাঙ্গাইল থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১৭ জুন কাজি নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় টাংগাইল থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'শোষিতের স্বপ্ন'। আকুরটাকুর পাড়া, বটতলা লেকের পাড়, টাংগাইল থেকে এটি প্রকাশিত এবং পূবালী প্রেস সখিপুর টাংগাইল থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

৭ জুন আজিজুল হক শিকদারের সম্পাদনায় ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সোনালী খবর'। গোয়াল চামট, ফরিদপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং সোনালী প্রিন্টিং প্রেস, ফরিদপুর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ১০ জুন শেখ মোহাম্মদ ইলিয়াসের সম্পাদনায় গোপালগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'যুগ কথা'। প্রকাশক শিরীন বানু। ডিসি রোড, গোপালগঞ্জ থেকে এটি প্রকাশিত এবং মুন্সি প্রেস গোপালগঞ্জ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ২২ নভেম্বর জামিলুর রহমানের সম্পাদনায় শরিয়তপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'রুদ্রকণ্ঠ'। রুদ্রকর, পালং, শরিয়তপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং সীমা অফসেট প্রেস সদর রোড, ২৫ শাহজাদা মিয়া লেন, কদমতলী, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১ মে সৈয়দ জাকির হোসাইনের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে 'ইতিহাস' নামে একটি মননশীল সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ৩৮ নাজির আহমদ রোড, আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম থেকে এটি প্রকাশিত এবং এ্যার্ডন প্রেস, ৫৬৭/৭৭ ও আর নিজাম রোড চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা।

মার্চ মাসে সৈয়দ তারেকুল আনোয়ারের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'ফটিকছড়ি'। ১৬০, আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম থেকে এটি প্রকাশিত এবং ডিজাইন প্রেস আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। ২৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা। ২৬ মার্চ

www.pathagar.com

মাহবুবুর রহমানের সম্পাদনায় কক্সবাজার থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'সৈকত'। রহমান ম্যানসন, প্রধান সড়ক কক্সবাজার থেকে এটি প্রকাশিত এবং ইসলামিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ঝাউতলা, কক্সবাজার থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ১০ জুন এ, কে, এম, গিয়াসউদ্দিন সম্পাদনায় কক্সবাজার থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'চকোরী'। বিনামারা চিরিংগা, চকোরিয়া কক্সবাজার থেকে এটি প্রকাশিত এবং ফ্রেন্ডস প্রিন্টার্স ৪৪/৪৮ নাজির আহমদ সড়ক চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ২২ অক্টোবর কাজি মোশাররফ হোসেনের সম্পাদনায় রাঙ্গামাটি থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'রূপসী কাপ্তাই'। চন্দ্রঘোনা, রাঙামাটি থেকে এটি প্রকাশিত এবং ফ্রেন্ডস প্রিন্টার্স ৪৪/৪৮ নাজির আহমদ সড়ক, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২৬ নভেম্বর হাবিবুর রহমানের সম্পাদনায় কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'প্রান্তর'। গৌরিপুর দাউদকান্দি কুমিল্লা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সোনালী প্রিন্টার্স, চান্দিনা কুমিল্লা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

১ জুলাই নীতিশ সাহার সম্পাদনায় কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'শিরোনাম'। কান্দির পাড়, কুমিল্লা থেকে এটি প্রকাশিত এবং প্যানোরমা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স কলেজ রোড কুমিল্লা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ২০ অক্টোবর গোলাম মাহফুজের সম্পাদনায় কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'কুমিল্লা মুক্তকণ্ঠ'। সুফি মহল, মোস্তাক আহমদ সড়ক বাগিচাগাঁও, কুমিল্লা থেকে এটি প্রকাশিত এবং জেমা আর্ট প্রেস, রেসকোর্স কুমিল্লা থেকে মুদ্রিত। ১ ফেব্রুয়ারি নুরুল হোসেনের সম্পাদনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া'। পাইকপাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এটি প্রকাশিত এবং হাবিলী প্রেস মসজিদ রোড ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ১ আগস্ট মনিরুজ্জামান চৌধুরীর সম্পাদনায় নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'নয়া সংবাদ'। মিয়াপুর, মিরের পাড়া, বেগমগঞ্জ নোয়াখালী থেকে এটি প্রকাশিত এবং হারুন প্রিন্টিং প্রেস, হকার্স মার্কেট, চৌমুহনী নোয়াখালী থেকে এটি মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১৪ জুলাই মোজাম্মেল হোসেন মিরনের সম্পাদনায় নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'উপকূল বার্তা'। সার্কিট হাউস রোড, মাইজদী নোয়াখালী থেকে এটি প্রকাশিত এবং আল আমিন অটোমেটিক অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, চৌমুহনী নোয়াখালী থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

আগস্ট মাসে অধ্যাপক আশরাফুল করিমের সম্পাদনায় নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'নোয়াখালী দর্পণ'। কবির মহল, মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী থেকে এটি প্রকাশিত এবং হিতৈষী প্রেস, মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী থেকে এটি মুদ্রিত। ৪০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা। ১ সেপ্টেম্বর আগা মঞ্জুর আহমেদ আজিমের সম্পাদনায় ফেনী থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'আনন্দ ভৈরবী'। মুক্তনীড়, ডাক্তারপাড়া, ফেনী থেকে এটি প্রকাশিত এবং প্রগতি প্রেস, ট্রাংক রোড, ফেনী থেকে মুদ্রিত। ৪৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দশ টাকা। ২২ নভেম্বর মনিরউদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় সিলেট থেকে প্রকাশিত হয়

www.pathagar.com

সাপ্তাহিক 'অনুপম'। রামের দিঘির পাড়, সিলেট থেকে এটি প্রকাশিত এবং অনুপম অফসেট প্রেস, সিলেট থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১ জানুয়ারি এম, সিরাজুল ইসলামের সম্পাদনায় সিলেট থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বাংলার আলো'। ইদ্রিস মার্কেট সিলেট থেকে এটি প্রকাশিত এবং বর্ণবিচিত্রা অফসেট প্রেস, চৌকিদেখি সিলেট থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

২৮ জানুয়ারি ইখতিয়ার উদ্দিনের সম্পাদনায় সিলেট থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সুপান্থ'। ৩৭/এম উর্মি সোনারপাড় সিলেট থেকে এটি প্রকাশিত এবং 'সিলেট কণ্ঠ' অফসেট প্রেস, চারা দিঘীর পাড়, সিলেট থেকে মুদ্রিত। ১২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৮ জুন ফয়েজ আহমদের সম্পাদনায় সিলেট থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'তাহরিক'। ৩৫ প্রবাহ, নাঈমা মঞ্জিল, মাছু দিঘীর পূর্বপাড়, সিলেট থেকে এটি প্রকাশিত এবং আল মাহমুদ প্রিন্টার্স তেলি হাওর, সিলেট থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৩১ ডিসেম্বর আরজু আলীর সম্পাদনায় সিলেট থেকে প্রকাশিত হয় নাট্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'নাটক'। ১২ মধুবন মার্কেট, সিলেট থেকে এটি প্রকাশিত এবং অনুপম অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, জিন্দাবাজার সিলেট থেকে মুদ্রিত। ৭৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পনর টাকা। ১৬ ডিসেম্বর সৈয়দ আবু জাফর আহমদের সম্পাদনায় মৌলবীবাজার থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'মনবাতা'। ৬ পূর্ব-সুলতানপুর মৌলবীবাজার থেকে এটি প্রকাশিত এবং নবীন প্রেস, পুরাতন হাসপাতাল রোড, মৌলবীবাজার থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

২০ অক্টোবর ডা. সাদেক আহমদের সম্পাদনায় মৌলবীবাজার থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'দূর দিগন্ত'। কুদরতউল্লাহ রোড মৌলবীবাজার থেকে প্রকাশিত এবং প্রগতি প্রিন্টিং প্রেস, কোর্ট রোড, মৌলবীবাজার থেকে মুদ্রিত। ২৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছয় টাকা। ১৪ এপ্রিল গোলাম রব্বানীর সম্পাদনায় সুনামগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'গ্রাম বাংলার কথা'। প্রকাশক শাহানা রব্বানী। ভাষা প্রিন্টিং প্রেস, বাসস্ট্যান্ড সুনামগঞ্জ থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ২১ মার্চ হুমায়ূন রশিদ চৌধুরীর সম্পাদনায় সুনামগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'দিন যায়'। ষোলঘর, সুনামগঞ্জ থেকে এটি মুদ্রিত এবং রাজলক্ষ্মি প্রেস, কালীবাড়ি রোড সুনামগঞ্জ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ৩ এপ্রিল এস, এম, নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'তথ্য'। ২৮, বি, কে, রায় রোড, খুলনা থেকে এটি প্রকাশিত এবং নাবিলা পাবলিশার্স ৩০ বি, কে, রায় রোড, খুলনা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই টাকা। ২৪ অক্টোবর বেগম আশরাফুন্নেসার সম্পাদনায় খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'সদ্য খবর'। মুকুল প্রিন্টিং প্রেস, ৪ ডি, কে, ঘোষ রোড খুলনা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ৩০ নভেম্বর জাকির হোসেনের সম্পাদনায় খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'হিযবুল্লাহ'। প্রকাশক মাহমুদা খাতুন। ১৭ কে, ডি, এ, এভেনিউ খুলনা থেকে এটি প্রকাশিত এবং ঢাকা থেকে আহসান আহমদ রোড, খুলনা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

www.pathagar.com

৯ জানুয়ারি সাহারুজ্জামান মোর্তাজার সম্পাদনায় খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বহুবচন'। প্রকাশক জেসমিন নাহার। ১৫ ভৈরব বাসস্ট্যান্ড রোড খুলনা থেকে এটি প্রকাশিত এবং আইডিয়াল কেমিক্যাল এন্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস ১২ বাবু খান রোড, খুলনা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২ জুলাই শেখ শেফারুল ইসলামের সম্পাদনায় খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'খুলনা বার্তা'। ১৯ বাগমারা ঈদগা লেন, খুলনা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মাসুদ প্রিন্টিং প্রেস, ৬৫ ইসলামপুর রোড, খুলনা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১ নভেম্বর হারুন উর রশিদের সম্পাদনায় খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'মনন'। ৪/১ টুটপাড়া ক্রস রোড, খুলনা থেকে এটি প্রকাশিত এবং কথাকলি প্রিন্টার্স ৫/১ লোয়ার যশোর রোড, খুলনা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১৫ অক্টোবর মোস্তফা কামাল জাহাঙ্গীরের সম্পাদনায় খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সুন্দরবন'। প্রকাশক মনোয়ারা খাতুন। মনোয়ারা ম্যানসন, কলেজ রোড, পাইকগাছা, খুলনা থেকে এটি প্রকাশিত এবং পাইকগাছা ছাপাখানা, থানা মেইন রোড, খুলনা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

১ আগস্ট রফিকুল ইসলাম খোকনের সম্পাদনায় বাগেরহাট থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'দক্ষিণ বাংলা'। পুরাতন বাজার বাগেরহাট থেকে এটি প্রকাশিত এবং শুভ প্রিন্টিং প্রেস, পুরাতন বাজার বাগেরহাট থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ২১ ডিসেম্বর শেখ হেমায়েত হোসেনের সম্পাদনায় বাগেরহাট থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'সুন্দরবন'। সুন্দরবন প্রকাশনী বিএল রোড, মোংলা পোর্ট, সুন্দরবন বাগেরহাট থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ২৮ ফেব্রুয়ারি আবদুল মোতালেবের সম্পাদনায় সাতক্ষীরা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'কাফেলা'। আহমদিয়া প্রেস, ১ কবি আহসানউল্লা রোড সাতক্ষীরা থেকে এটি মুদ্রিতও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠা পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ১৪ নভেম্বর বোরহান উদ্দিন জাকিরের সম্পাদনায় যশোর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সোনালী দিন'। আর, এন রোড যশোর থেকে এটি প্রকাশিত এবং ইম্পেরিয়াল প্রেস, জামে মসজিদ লেইন, যশোর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২৬ সেপ্টেম্বর আলী বকরের সম্পাদনায় ঝিনাইদহ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'চেতনা'। প্রকাশক আলী কদর। সুকান্ত সড়ক ঝিনাইদহ থেকে এটি প্রকাশিত এবং বন্ধু প্রিন্টিং প্রেস, ঝিনাইদহ থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

৭ নভেম্বর অশোক কুমার করের সম্পাদনায় ঝিনাইদহ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ঝিনাইদহ বার্তা'। বন্ধু প্রিন্টিং প্রেস ঝিনাইদহ থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১৬ ফেব্রুয়ারি এম আলমগীরের সম্পাদনায় কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'গ্রামের ডাক'। বংকু বিহারি রোড, কুষ্টিয়া থেকে এটি প্রকাশিত এবং সোনালী প্রিন্টিং প্রেস কুষ্টিয়া থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৩০ এপ্রিল মঞ্জুর এহসান চৌধুরীর সম্পাদনায় কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক

www.pathagar.com

'আন্দোলন বাজার'। ১ কাওসার উদ্দিন চৌধুরী সড়ক কুষ্টিয়া থেকে এটি প্রকাশিত এবং মুকুল মুদ্রায়ণ মজমপুর গেট, কুষ্টিয়া থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২৯ সেপ্টেম্বর এস, এম, আলী আহসান পান্নার সম্পাদনায় কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'দেশভূমি'। পূর্ব-মজমপুর কুষ্টিয়া থেকে এটি প্রকাশিত এবং বলাকা প্রেস ৩০ চাঁদ মোহাম্মদ সড়ক, থানাপাড়া, কুষ্টিয়া থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা।

২৩ সেপ্টেম্বর সাইফুল্লাহ খালেদের সম্পাদনায় কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'কুষ্টিয়া'। মজমপুর গেট কুষ্টিয়া থেকে এটি প্রকাশিত এবং দেওয়ান প্রেস ১৭, এস, এন, রোড, কুষ্টিয়া থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ১১ সেপ্টেম্বর এস, এম আলী আহসান পান্নার সম্পাদনায় কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'গড়াই'। পূর্ব-মজমপুর কুষ্টিয়া থেকে এটি প্রকাশিত এবং রহমতউল্লাহ আর্ট প্রেস, ইসলামিয়া কলেজ রোড, কুষ্টিয়া থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। এছাড়াও, এস, এম, আলী আহসান পান্নার সম্পাদনায় এ বছর ১৫ অক্টোবর লালনভূমি নামে আরো একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। স্থানীয় বলাকা প্রেস থেকে পত্রিকাটি ছাপা হত। ২০ আগস্ট খাদেমুল ইসলামের সম্পাদনায় কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'কুষ্টিয়া বার্তা'। রহমতউল্লাহ আর্ট প্রেস, ১১/১ আবদুল আজিজ সড়ক কুষ্টিয়া থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। এছাড়াও এ বছর আবদুর রশীদ মজুমদারের সম্পাদনায় 'সীমান্ত কথা', কাজী মামুনুর রহমানের সম্পাদনায় 'কুষ্টিয়া বাণী' এবং শামসুর রহমানের সম্পাদনায় 'কুষ্টিয়া পরিক্রমা' নামে আরো তিনটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

১২ জানুয়ারি আলী কদম পলাশের সম্পাদনায় চুয়াডাংগা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'এই আমার দেশ।' ৫ ফেব্রুয়ারি হাবিবুর রহমানের সম্পাদনায় চুয়াডাংগা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'গণতথ্য'। প্রকাশক চিত্তরঞ্জন সাহা। বিমলা প্রিন্টিং প্রেস, বড়বাজার, চুয়াডাংগা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ১৫ ফেব্রুয়ারি রুহুল কুদ্দুস টিটোর সম্পাদনায় মেহেরপুর থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'মেহেরপুর'। ২৫ আগস্ট গোলাম রহমানের সম্পাদনায় বরিশাল থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'গ্রাম সমাচার'। স্টার প্রিন্টিং প্রেস কাঠপট্টি রোড বরিশাল থেকে এটি মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১০ জানুয়ারি মেহেরুন্নেসা বেগমের সম্পাদনায় বরিশাল থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'আজকের বার্তা'। ১১৫ ডি. সদর রোড, বরিশাল থেকে এটি প্রকাশিত এবং কীর্তনখোলা প্রিন্টিং প্রেস, কালিবাড়ি রোড, বরিশাল থেকে মুদ্রিত। চারপৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১৫ ফেব্রুয়ারি হাসান করিম শাহীনের সম্পাদনায় বরিশাল থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সময়ের কাগজ'। ফকিরবাড়ি রোড, বরিশাল থেকে এটি প্রকাশিত এবং জসিম আর্ট প্রেস, হাসপাতাল রোড, বরিশাল থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ১ মে রফিকুল ইসলামের সম্পাদনায় বরিশাল থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'শব্দাকাশ'। নাহার নীড়, সি এন্ড বি রোড, দক্ষিণ

www.pathagar.com

আলেকানা বরিশাল থেকে এটি প্রকাশিত এবং আহমদ প্রিন্টার্স এন্ড কালার্স সদর রোড বরিশাল থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা।

১ মার্চ হেমায়েত উদ্দিন হিমুর সম্পাদনায় ঝালকাঠি থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সূর্যালোক'। স্টেশন রোড, ঝালকাঠি থেকে এটি প্রকাশিত এবং সুগন্ধা আর্ট প্রেস, কামারপট্টি ঝালকাঠি থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ১৫ জুন শহিদুল আলম নীরুর সম্পাদনায় পিরোজপুর থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'জনগণ'। পাড়ের হাট পিরোজপুর থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠা পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১ ডিসেম্বর শামসুল আলম সরদারের সম্পাদনায় রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয় শিশু কিশোর বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা 'কিশোর বিচিত্রা'। প্রকাশক সুজলা ইসলাম। লক্ষিপুর, ভাটপাড়া রাজশাহী থেকে এটি প্রকাশিত এবং প্রত্যাশা মুদ্রণ, হকার্স মার্কেট, নিউ মার্কেট রাজশাহী থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ২০ জুলাই আজিজা বেগমের সম্পাদনায় রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'মালঞ্চ'। প্রকাশক এ, কে, এম, ইউনুস। মালঞ্চ হাউস রাজশাহী থেকে এটি প্রকাশিত এবং প্রত্যাশা মুদ্রণ, হকার্স মার্কেট, নিউ মার্কেট রাজশাহী থেকে মুদ্রিত। ৩০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা।

১৮ অক্টোবর প্রখ্যাত কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হকের সম্পাদনায় রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক 'প্রাকৃত'। প্রকাশক ছিলেন শহিদুল হক। ৭৬ সি আবাসিক এলাকা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী থেকে এই মননশীল সাহিত্য পত্রিকাটি প্রকাশিত এবং সোনালী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং রাজশাহী থেকে মুদ্রিত। ১৭৬ পৃষ্ঠার এই সাহিত্য সাময়িকীর মূল্য ছিল ৩৫ টাকা। পত্রিকাটি সারা দেশের সাহিত্যমোদী পাঠকদের কাছে সমাদর লাভ করেছিল। ১ মার্চ নাসরিন রহমানের সম্পাদনায় রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'বনলতা'। বড়কুঠি মঞ্জিল, ঘোড়ামারা রাজশাহী থেকে এটি মুদ্রিত এবং প্রত্যাশা মুদ্রণ, হকার্স মার্কেট, নিউ মার্কেট রাজশাহী থেকে মুদ্রিত। ৪০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ১০ টাকা। ১৯ আগস্ট জাহাঙ্গীর আলমের সম্পাদনায় নাটোর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'নাটোর বার্তা'। এইচ-২৬৯ আলাইপুর, নাটোর থেকে এটি প্রকাশিত এবং মর্ডান প্রেস, মাদরাসা রোড, নাটোর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা।

২৩ জুন অধ্যাপক শাহাবুদ্দিনের সম্পাদনায় বগুড়া থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'সাতমাথা'। চকযাদু রোড, বগুড়া থেকে এটি প্রকাশিত এবং আলম শারাকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স সূত্রাপুর বগুড়া থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১৩ ফেব্রুয়ারি আবদুস সালামের সম্পাদনায় বগুড়া থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সচিত্র নোতুন খবর'। খান মার্কেট বগুড়া থেকে এটি প্রকাশিত এবং প্রগতি মুদ্রণালয়, কবি নজরুল ইসলাম সড়ক বগুড়া থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই টাকা। ১৮ ফেব্রুয়ারি সৈয়দ তাইফুল ইসলামের সম্পাদনায় বগুড়া থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সূর্য তোরণ'। রহমান নগর বগুড়া থেকে এটি প্রকাশিত এবং শ্যামলী প্রকাশনী, রহমান

www.pathagar.com

নগর, বগুড়া থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৭ নভেম্বর আবদুস সাত্তারের সম্পাদনায় দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'যোদ্ধা'। পুনম প্রিন্টার্স, সেতাবগঞ্জ দিনাজপুর থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

১ অক্টোবর এ, কে, এম, ফজলুল হকের সম্পাদনায় রংপুর থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'পরিবেশ'। সোনালী প্রিন্টিং প্রেস, আলম নগর, রংপুর থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই টাকা। ১৭ আগস্ট মনিরুজ্জামানের সম্পাদনায় রংপুর থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'সূর্য'। মুলাটোলা রংপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং তাজ প্রিন্টিং প্রেস, আলমনগর রংপুর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই টাকা। ১২ অক্টোবর আসম রুহুল হক নান্নুর সম্পাদনায় গাইবান্ধা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'গণউত্তরণ'। মাস্টারপাড়া, গাইবান্ধা থেকে এটি প্রকাশিত এবং রংধনু প্রেস, ডিবি রোড, গাইবান্ধা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ১৮ এপ্রিল ইউনুস আলীর সম্পাদনায় কুড়িগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'কুড়িগ্রাম সংবাদ'। প্রকাশক আবদুল বাতেন। নাজিরা, খলিফাগঞ্জ, কুড়িগ্রাম থেকে এটি প্রকাশিত এবং বিজলি প্রিন্টিং প্রেস, কুড়িগ্রাম থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য একটাকা।

১৯৯৩ সালের ১০ জানুয়ারি আমিনুল হকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'প্রিয় দেশ'। প্রকাশক মাহবুবুল আলম। ২০, সায়েদাবাদ ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সোনারগাঁও প্রিন্টার্স ১১/২ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১ আগস্ট সৈয়দ মোসাদ্দেক বিল্লাহর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'ইত্তেসাল'। ৩১৭/২ উলন রোড ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং কাওনাইন প্রিন্টিং প্রেস, ১২৭, শেরশাহ সূরী রোড, মোহাম্মদপুর ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২৭ আগস্ট মোরশেদ আলমের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'সবুজ নিশান'। ৩৮০, পূর্ব নাখালপাড়া, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং হিরণ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন ৪৮/৮ দক্ষিণ বিশিল, মিরপুর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিনটাকা। ১ নভেম্বর আবু নছরের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'নবচেতনা'। ১৭৮ নয়াটোলা, মগবাজার ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং জাহান প্রিন্টিং প্রেস, ৪২০ মালিবাগ চৌধুরী পাড়া খিলগাঁও ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

১০ নভেম্বর এ, এইচ, এম মোয়াজ্জেম হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ইংরেজি দৈনিক 'ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেস'। ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স, ২৮/১ টয়েনবি সার্কুলার রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং দৈনিক বাংলা মুদ্রণালয়, ১ রাজউক এভেনিউ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য চার টাকা। ১ সেপ্টেম্বর মেজর (অবঃ) মোজাহের উদ্দিন টিপুর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'আজকের দর্পণ'। ছায়াবীথি, থানা রোড, সাভার ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং

www.pathagar.com

ফটোপ্রেস পেপার, হাটখোলা রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১০ ডিসেম্বর এ, কে, এম, খালেকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'সবুজ দেশ'। ১৬/২ জাহানবাদ মিরপুর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং দানেশ প্রিন্টার্স ১৪০, আরামবাগ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

১৫ ডিসেম্বর মোহাম্মদ শাহজালালের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'ব্যানার'। ৮১ নয়া পল্টন ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং ঢাকা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস, ৮৩ নয়া পল্টন ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই টাকা। ৮ ডিসেম্বর মামুনুর রশিদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'জাতীয় বাণী'। খিলক্ষেত, মধ্যপাড়া, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সোনালী ফসল প্রেস, ১৩৬ আরামবাগ, ফকিরাপুল ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২০ জুন ফরহাদ খাঁর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'নববিধান'। এ, কে, প্রিন্টার্স, ১৭২ আরামবাগ, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১৩ মার্চ জাকের আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'রহস্যজগত'। ঢাকা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস, ৮৩ নয়াপল্টন ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

১৩ জুন রাম কিশোর মহালনবীশের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'এদিন'। ১৪৩/১ আরামবাগ ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মহালনবীশ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স ১২০/১ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য চার টাকা। ১৪ জুন আবদুস সামাদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সচিত্র ঘটনা'। ১২ ফোল্ডার স্ট্রিট, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং ফারজানা প্রিন্টিং প্রেস, ৬১/১ বড় মগবাজার ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৮ জুলাই কাজী আবদুল হালিমের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়, সাপ্তাহিক 'সুসময়'। প্রকাশক পারভিন আকতার। ২৫৭/৩ পূর্ব-নাখালপাড়া, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং একাল মুদ্রায়ণ, ৯২ যোগীনগর, ওয়ারি, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৮ আগস্ট মোসলেম উদ্দিনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'অগ্রগামী'। প্রকাশক মীর মোস্তফা কামাল। ৬৮, ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং দ্বীন ব্রাদার্স প্রিন্টিং প্রেস, ১৪০ আরামবাগ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১০ অক্টোবর ফারুক আহমেদ রায়হানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বাংলার সংগ্রাম।' ৮৪ হোসেনউদ্দিন খান, প্রথম গলি, লালবাগ ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সুবর্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস ১৯০, নতুন পল্টন লেন ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য সাত টাকা।

১ নভেম্বর এস, এম, শাহাদত হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'তদন্ত চিত্র'। সেকশন-৬, ব্লক-ট, বাড়ি ৮১/৮২/মিরপুর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মহানগর প্রিন্টার্স ৮১/১ নয়াটোলা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১৮ নভেম্বর আমিনুল হকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত

www.pathagar.com

হয় সাপ্তাহিক 'তথ্যবাণী'। ৬ সায়েদাবাদ, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং নিপুণ প্রিন্টার্স ১৮/১ এ কে এম দাস লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১৯ নভেম্বর খলিলুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সকালের খবর'। ৬৬, কলাবাগান, মিরপুর রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সোনালী মুদ্রায়ণ ১৯৪/৫ ফকিরাপুল ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২৬ জুলাই হাসনাইন সাজ্জাদীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'খোজ খবর'। ৯/৩ সলিমুল্লাহ রোড, মোহাম্মদপুর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মাতুয়াইল প্রিন্টিং প্রেস, ১১১, ফকিরাপুল ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

১ জানুয়ারি মহিউদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'মাটির বাংলা'। ১০১ ঋষিকেশ দাস রোড ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং পেপার প্রসেসিং এন্ড প্যাকেজিং ১০৯ ঋষিকেশ দাস রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ৮ সেপ্টেম্বর এম, এ, করিমের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'শেষ সংবাদ'। ৬১ ইন্দিরা রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং শোভা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস ৬৩, মহাখালী ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছয় টাকা। ২৬ মার্চ হোসেন আলতাফের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক পাক্ষিক 'ব্যবসাকণ্ঠ'। আলতাফ মুদ্রণ ও প্রকাশনা, ২৩ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৪৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য সাত টাকা। ১ অক্টোবর নাজমুস সাকিবের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'সাভার বার্তা'। ২ পশ্চিম রাজাসন, সাভার থেকে এটি প্রকাশিত এবং জাহান প্রিন্টিং প্রেস, ২১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

২ সেপ্টেম্বর লুৎফুল কবিরের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় আইন বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা 'আইনের দর্পণ'। ৫৩/৯ জনসন রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং আলী প্রিন্টিং প্রেস ১ মিরপুর ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ২৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য চার টাকা। ৩১ জানুয়ারি সৈয়দ শাহজাহান শহীদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় অর্থনীতি বিষয়ক মাসিক 'অর্থবাণী'। মমতা মুদ্রায়ণ, ২৪ আর, কে, মিশন রোড ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৩৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য সাত টাকা। ১ মার্চ হেনা আখতার চৌধুরীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মহিলা বিষয়ক মাসিক 'বান্ধবী'। প্রকাশক সৈয়দ শাহাজাহান শহীদ। মমতা মুদ্রায়ণ, ২৪ আর, কে মিশন রোড, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য সাত টাকা। এপ্রিল মাসে এম, এ, গাফফারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'সমকালীন'। ২২২/৩ ধানমন্ডি, মধুবাজার, সড়ক-২৯, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং জামান প্রিন্টার্স, ১৪৬ নতুন পল্টন লাইন, আজিমপুর ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ২৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা।

২৫ মে মুহম্মদ মহসীন রেজার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'রূপকার'। আলিফ প্রিন্টিং প্রেস, ১৪৫, আরামবাগ, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও

www.pathagar.com

প্রকাশিত। ৩৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য আট টাকা। ১০ সেপ্টেম্বর নিলুফার বানুর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'প্রদ্যোত'। প্রকাশক কাজী ড. খলীকুজ্জামান আহমেদ। বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ ২৭ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মদিনা প্রিন্টার্স ৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছয় টাকা। নভেম্বর মাসে এম, এ, বাতেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'বর্তমান সংলাপ'। প্রকাশক সিরাজুল ইসলাম। ৬ সি ১৩/৫ মিরপুর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং অডিয়ন প্রিন্টার্স, ৪ দারুস সালাম রোড, মিরপুর ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল সাত টাকা। ৫ জানুয়ারি রুহুল আমিন খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'কর ও বাণিজ্য'। রংধনু মুদ্রণালয় ৩৪/৪ শান্তিনগর চৌরাস্তা ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৪২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দশটাকা।

ফেব্রুয়ারি মাসে লতা হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দ্বিমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'পূর্ণতা'। প্রকাশক আজহার হোসেন। ৭৫৪, সাত মসজিদ রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং স্ট্যান্ডার্ড প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস, ২৬ আর, কে, মিশন রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৬৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পনর টাকা। ৭ সেপ্টেম্বর সৈয়দা শাবানা হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'প্রিয় দর্পণ'। বাসা নং-১৫০, রোড ৪, সেকশন-৭ ব্লক-১ মিরপুর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মহানগর প্রিন্টার্স ৮১/১ নয়া পল্টন ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১৮ মে অধ্যাপক আমজাদ হোসেনের সম্পাদনায় গাজীপুর থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'গণমুখ'। আবাস বাড়ি, ভোগড়া, চন্দনা, গাজীপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং দি নিউ সোনালী আর্ট প্রেস, জয়দেবপুর, গাজীপুর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১৮ নভেম্বর নিরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সঠিক সংবাদ'। প্রকাশক আফরোজা মহসীন। ৫০ এ সি ধর রোড, কালিবাজার নারায়ণগঞ্জ থেকে এটি প্রকাশিত এবং সকাল বার্তা প্রেস, ৯ কে, বি, সাহা রোড, নারায়ণগঞ্জ থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য চার টাকা।

৬ আগস্ট এফ, কে, এম, এ রহমানের সম্পাদনায় মুন্সিগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'মুন্সিগঞ্জ।' ৮২৬, বাগ মাহমুদ আলী, মুন্সিগঞ্জ থেকে এটি প্রকাশিত এবং লিথু আর্ট প্রেস, ৬ কোর্ট হাউস স্ট্রিট, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৯ জানুয়ারি আবদুর রাজ্জাক তালুকদারের সম্পাদনায় ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'ঈষিকা'। ১৩/ক গোলকি বাড়ি রোড, ময়মনসিংহ থেকে এটি প্রকাশিত এবং এবি প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স ৩৩ ছোটবাজার, ময়মনসিংহ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১ অক্টোবর জগদীশচন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'স্বদেশ সংবাদ'। প্রকাশক গোলাম রসুল তালুকদার। ৪১, ছোট বাজার ময়মনসিংহ থেকে এটি প্রকাশিত এবং যমুনা অফসেট প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ময়মনসিংহ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

www.pathagar.com

১৩ সেপ্টেম্বর শামসুল আলম খানের সম্পাদনায় ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'জনতার কণ্ঠস্বর'। ৩৭, সেনবাড়ি রোড, ময়মনসিংহ থেকে এটি প্রকাশিত এবং উদ্যান প্রিন্টিং প্রেস, আলিয়া মাদরাসা রোড, ময়মনসিংহ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

১৩ জুন আবদুর রকিবের সম্পাদনায় টাংগাইল থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'ঝংকার'। ঝংকার প্রেস, আমঘাট রোড, টাংগাইল থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা। ২৬ সেপ্টেম্বর প্রবীর শিকদারের সম্পাদনায় ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'জয় জনতার জয়'। আলিপুর মোড়, ফরিদপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং নবকল্লোল মুদ্রায়ণ, ফরিদপুর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৪ জানুয়ারি হাবিবুর রহমান হাবিবের সম্পাদনায় শরিয়তপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'দেশের সংবাদ'। সদর রোড শরিয়তপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং কামাল কম্পিউটার সার্ভিস, ৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। অল্পদিন প্রকাশের পর পত্রিকাটি পুনরায় বন্ধ হয়ে যায় এবং ৩০ আগস্ট পুনঃপ্রকাশিত হয়। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

১১ সেপ্টেম্বর আবদুল্লাহ্ আল হারুনের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা'। সীমান্ত মুদ্রণালয় ৯৯/এ জামাল খান সড়ক, চট্টগ্রাম থেকে এটি মুদ্রিত এবং প্রকাশিত। বার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল চার টাকা। ১৫ আগস্ট তৌফিক বিন আফসারের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ইকামত'। ১৬৯৩ শেখ মুজিব সড়ক, জাকের ম্যানসন আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম থেকে এটি প্রকাশিত এবং ফ্রেন্ডস প্রিন্টার্স ৪৪/৪৮ নাজির আহমদ রোড, আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১ জুন নিলুফার আকতার নীলুর সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় মহিলা বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা 'সচিত্র মহিলা'। ১১০৬ শেখ মুজিব সড়ক, পাঠানটুলি চট্টগ্রাম থেকে এটি প্রকাশিত এবং পপুলার আর্ট প্রেস, ১৬৯৪ শেখ মুজিব সড়ক, আগ্রাবাদ চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। ২৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ১০ টাকা।

১৬ জুলাই নোমান আহমদ সিদ্দিকীর সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'বঙ্গোপসাগর'। ৯ মোমিন রোড, চট্টগ্রাম থেকে এটি প্রকাশিত এবং সুলেখা ছাপাঘর ৪৩, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। ১৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য চার টাকা। ১৬ মে মোখলেসুর রহমান ভুইয়ার সম্পাদনায় রাঙামাটি থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'রাঙামাটি'। ২৬ এফ দৈনিক রাঙামাটি সড়ক, রাঙামাটি থেকে এটি প্রকাশিত এবং রাঙামাটি মুদ্রণালয় পুরাতন বাসস্ট্যান্ড রাঙামাটি থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই টাকা। ২৭ অক্টোবর চৌধুরী আতাউর রহমানের সম্পাদনায় রাঙামাটি থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'কম্পাস'। মাঝির বস্তি, শহীদ শান্তি বাহাদুর সড়ক, রাঙামাটি থেকে এটি প্রকাশিত এবং রাঙামাটি মুদ্রণালয়, পুরাতন বাস স্টেশন, রাঙামাটি থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১ জুলাই শহীদুল হকের সম্পাদনায় কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'জয়ভেরী'। প্রকাশক নোমানুল হক। জেলা স্কুল রোড, কুমিল্লা থেকে এটি প্রকাশিত এবং লাকী প্রিন্টার্স মোগলটুলী কুমিল্লা থেকে মুদ্রিত।

www.pathagar.com

৬ ডিসেম্বর মশিউর রহমান খানের সম্পাদনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'প্রতিবেদন'। প্রতিবেদন মুদ্রণালয়, কাজি পাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৯ জুন আ,ন,ম, আনোয়ারের সম্পাদনায় নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'নোয়াখালী খবর'। শেখনী প্রেস, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১৬ জানুয়ারি মাহবুবুল আলমের সম্পাদনায় ফেনী থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ফেনী দর্পণ'। আজিজ ভবন, সওদাগর পট্টি, ফেনী থেকে এটি প্রকাশিত এবং ফেনী স্টেশন রোড, ফেনী থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ১ জুলাই আবু তাহের ভূইয়ার সম্পাদনায় ফেনী থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'সরাসরি'। ট্রাংক রোড, ফেনী থেকে এটি প্রকাশিত এবং দাওখানা প্রেস, তাকিকা সড়ক, ফেনী থেকে মুদ্রিত। ৪৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১৫ নভেম্বর মুকতাবিউস উন নূরের সম্পাদনায় সিলেট থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'জালালাবাদ'। ভার্থখোলা সিলেট থেকে এটি প্রকাশিত এবং জালালাবাদ অফসেট প্রেস ধোপা দিঘীর পাড়, সিলেট থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা।

২ নভেম্বর এম, এ, রহিমের সম্পাদনায় মৌলবীবাজার থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'শ্রীভূমি'। প্রকাশক সাদেক আহমদ। সৈয়দ কুদরত উল্লাহ সড়ক মৌলবীবাজার থেকে এটি প্রকাশিত এবং প্রগতি প্রিন্টার্স কোর্ট রোড, মৌলবীবাজার থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১ ডিসেম্বর মোস্তফা রশিদী সূজার সম্পাদনায় খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'পাঠকের কাগজ'। ৫০ ইস্ট লিংক রোড, টুটপাড়া খুলনা থেকে এটি প্রকাশিত এবং উত্তরণ প্রেস, ইসলামপুর খুলনা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১১ অক্টোবর মাহমুদ আলীমের সম্পাদনায় খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বর্ণন'। ৩৮/৪৫ আরামবাগ খুলনা থেকে এটি প্রকাশিত এবং ঢাকা প্রেস, আহসান আহমদ রোড, খুলনা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১ নভেম্বর শেখ মোস্তাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ফলাফল'। উত্তরণ প্রেস, ইসলামপুর রোড, খুলনা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

১৯ ডিসেম্বর মারুফ হোসেনের সম্পাদনায় খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সেবক।' ১৫ ইকবাল নগর, মসজিদ রোড খুলনা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মধুমতি মুদ্রণালয়, ১৮ ইসলামপুর রোড-খুলনা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১ জানুয়ারি এটিএম আকরাম হোসেনের সম্পাদনায় বাগেরহাট থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'দূত'। হরিণখোলা পিসি কলেজ রোড, বাগেরহাট থেকে এটি প্রকাশিত এবং খান জাহানিয়া প্রিন্টিং প্রেস, মেইন রোড, বাগেরহাট থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ১২ নভেম্বর জাহিদ হাসানের সম্পাদনায় যশোর থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'যশোর'। যশোর মুদ্রণ, মনি মঞ্জিল, রেল রোড যশোর থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১৫ নভেম্বর এ, কে, এম, নুরুজ্জামানের

www.pathagar.com

সম্পাদনায় যশোর থেকে প্রকাশিত হয় মানবাধিকার বিষয়ক পাক্ষিক 'মানবাধিকার সংবাদ'। রামকৃষ্ণ রোড, যশোর থেকে এটি প্রকাশিত এবং হায়দার প্রিন্টিং প্রেস, বেজপাড়া যশোর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

১৪ এপ্রিল আমিনুর রহমানের সম্পাদনায় ঝিনাইদহ থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'ঝিনাইদহ'। প্রকাশক খায়রুল বাশার। মর্ডান আর্ট প্রেস, এইচ এস এম রোড ঝিনাইদহ থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ২২ নভেম্বর শহিদুল ইসলামের সম্পাদনায় ঝিনাইদহ থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'নবচিত্র'। গণি প্রিন্টিং প্রেস, কালিগঞ্জ ঝিনাইদহ থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ১ জানুয়ারি আলমগীর সিদ্দিকীর সম্পাদনায় নড়াইল থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'ওশান'। রূপগঞ্জ বাজার নড়াইল থেকে এটি প্রকাশিত এবং আলম প্রিন্টিং প্রেস, রতনগঞ্জ নড়াইল থেকে মুদ্রিত। দশ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২৭ ফেব্রুয়ারি আমিরুল ইসলামের সম্পাদনায় কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'কুষ্টিয়া দর্পণ'। বিশ্বাস প্রিন্টিং প্রেস, ভেড়ামারা কুষ্টিয়া থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। জুলাই মাসে হরিজন কিংকর ও জয়দেব দাস অধিকারীর সম্পাদনায় কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'গৌড়ীয় প্রভা'। প্রকাশক কৃষ্ণপ্রিয়া দেবী। উত্তর সখিপুর, খোকসা, কুষ্টিয়া থেকে এটি প্রকাশিত এবং সুলভ প্রেস, কুষ্টিয়া থেকে মুদ্রিত। ২৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা।

১ আগস্ট আকবর আলীর সম্পাদনায় চুয়াডাংগা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'ভোরের কাগজ'। প্রকাশক শিরীন ফেরদৌস। ইশি প্রিন্টিং প্রেস, কোর্ট রোড, চুয়াডাংগা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১৮ ডিসেম্বর হুমায়ূন কবীরের সম্পাদনায় বরিশাল থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'পল্লী অঞ্চল'। প্রকাশক মোহাম্মদ হোসেন শাহ। আমেনা প্রেস, সদর রোড, বরিশাল থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১ জানুয়ারি মোশাররফ হোসেনের সম্পাদনায় বরগুনা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'দ্বীপাঞ্চল'। মনি প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স বাজার রোড বরগুনা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২৩ জুন জাফর উল আলমের সম্পাদনায় চাপাই নবাবগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সীমান্তের কাগজ'। কাঠাল বাগিচা, চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে এটি প্রকাশিত এবং ইউনিয়ন প্রেস, বাসুনিয়া পট্টি, চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে এটি মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ৫ নভেম্বর মিজানুর রহমানের সম্পাদনায় চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বিশেষ প্রতিবেদন।' বেলে পুকুর চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে এটি প্রকাশিত এবং কাদেরিয়া প্রিন্টার্স, হুজরাপুর চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে মুদ্রিত। ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা।

১ জুলাই অঞ্জন চৌধুরীর সম্পাদনায় পাবনা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'নির্ভর'। গোপালপুর পাবনা থেকে এটি প্রকাশিত এবং ফার্মা প্যাকেজ, পাবনা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২ জানুয়ারি আবদুস শুকুরের সম্পাদনায় পাবনা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'পল্লীগ্রাম'। মৈত্রী প্রেস, সুজানগর পাবনা থেকে এটি মুদ্রিত ও

www.pathagar.com

প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই টাকা। ১৪ জুলাই জাহিদ কামালের সম্পাদনায় বগুড়া থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'আজ ও আগামীকাল'। প্রকাশক শামীম ফেরদৌস। ঠনঠনিয়া, শেরপুর রোড, বগুড়া থেকে এটি প্রকাশিত এবং এ্যানি প্রিন্টার্স, চক সূত্রাপুর বগুড়া থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ১৪ এপ্রিল মামুনুর রশিদের সম্পাদনায় রংপুর থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'বিজলি'। জুম্মাপাড়া রংপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং সাধনা প্রেস, সেনপাড়া রংপুর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

১৯৯৪ সালের ৫ জানুয়ারি কামরুজ্জামান মিয়ার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'বংগ জননী'। ১৫৪ আরামবাগ ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং দানেশ প্রিন্টার্স, ১৪০ আরামবাগ ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১ ফেব্রুয়ারি ফরহাদ আহমদ কাঞ্চনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'আজকের গণশক্তি'। ১৬৮ মধ্যবাসাবো ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং বিকো প্রিন্টার্স, ৪৭১ দক্ষিণ পাইকপাড়া, মিরপুর ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য চার টাকা। ১ মার্চ শাহাজাহান আলীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'জনতার সংবাদ'। ৯২ উত্তর গোরান, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং এ্যাডপার্ল প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ৬৮৭ উত্তর শাজাহানপুর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২১ এপ্রিল ফারুক আহমদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'রূপবাণী'। ১৫/৩ ওয়্যার স্ট্রিট, ওয়ারি ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং জনতা প্রিন্টিং প্রেস, ৩১/এ র‍্যাংকিন স্ট্রিট, ওয়ারি ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা।

১০ মে সালাহউদ্দিন আহমদ এর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'দেশ জনতা'। ১৮৩, শ্যামপুর, কদমতলী ডেমরা থেকে এটি প্রকাশিত এবং দানেশ প্রিন্টার্স ১৪০ আরামবাগ ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল চার টাকা। ১ জুন মোস্তফা আমীর ফয়সালের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'আল মোজাদ্দেদ'। ২৭, টংগি ডাইভারশন রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং হলিডে প্রিন্টার্স ৩০ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল পাঁচ টাকা। ৪ জুলাই কামাল মাহমুদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'চৌকস'। প্রকাশক সৈয়দ রিয়াজুল ইসলাম। ইস্টার্ন প্যালেস, ২১ সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং ইউনিক প্রিন্টিং প্রেস, ৭৮ আরামবাগ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ১৬ সেপ্টেম্বর গাজী নূর হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'সবুজ বিপ্লব'। ৫৯৯ উত্তর শাহজাহানপুর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সোনালী মুদ্রণ, ১৯৪/৫ ফকিরাপুল ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য চার টাকা।

২৬ ফেব্রুয়ারি শহিদুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'ঘোষণা'। ৩১/১ আই পুরানা পল্টন, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং বর্ণমালা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স ২২ পুরানা পল্টন ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

www.pathagar.com

১২ মে আবদুল মোমিন খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'নবকণ্ঠ'। ৫২, টয়েনবি সার্কুলার রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং লিথু আর্ট প্রেস, ১৫ কোর্ট হাউস স্ট্রিট ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য চার টাকা। ২৮ এপ্রিল সৈয়দ হাবিবুল বাশারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'আজকের আওয়াজ'। ১২১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মনিকা প্রিন্টিং প্রেস, ৫২, জিন্দাবাহার ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২১ এপ্রিল এম, এ, তাহেরের সম্পাদানয় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'সোনালী বাংলাদেশ'। ৯৭ পিসি কালচার সোসাইটি, শ্যামলী ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং এফ, এফ, প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, ২৫/১৯ খিলজি রোড, মোহাম্মদপুর ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা।

২৩ জানুয়ারি মাহবুব উল আলমের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'পূর্বালোক'। ১৬ ডি সনাতনগড়, জিগাতলা, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং নাটোর প্রেস, ৮৯ যোগীনগর ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ২৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল পাঁচ টাকা। ১৪ এপ্রিল আবদুল মালেক মনির সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'রূপালী দেশ'। ২৯/১ জি. টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং প্রেস পেপার ৪৭, টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ১৪ এপ্রিল আকতার হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'যুবকণ্ঠ'। ৯০ স্বামীবাগ রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং কথাকলি প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ৩৩/৩৪ মনির হোসেন লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল তিন টাকা।

১৫ এপ্রিল আই, এইচ, শরীফের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ইংরেজি সাপ্তাহিক 'রিফ্লেকশন'। ২৫/১ সিদ্ধেশ্বরী লেন, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং শিলালিপি মুদ্রায়ণ, ৪৫/৩ আর, কে মিশন রোড ঢাকা মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ৫ ডিসেম্বর মাহবুবুল আলম তারার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'অগ্রযাত্রা'। প্রগোসিভ এন্টারপ্রাইজ প্রেস ৪৬/১ পুরানা পল্টন ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ৭ অক্টোবর এ, বি, এম, ওয়ালিউর রহমান এর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়, পাক্ষিক 'গৌরব'। সলিমাবাদ প্রেস ২৩/১ কোর্ট হাউস স্ট্রিট, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৪০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দশ টাকা। ১ এপ্রিল হাসান মেহেদীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'বাংলার বুকে'। ৪৬ নিউ সুপার মার্কেট ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সোনারগাঁও প্রিন্টার্স ১১/২ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

১৫ নভেম্বর নাঈম আহসানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'কিংবদন্তি'। বাড়ি-৭৪, সড়ক ৭ এ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ প্যাকেজিং প্রেস, ১২৮/এ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা থেকে

www.pathagar.com

মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য সাত টাকা। ২৫ ফেব্রুয়ারি মাহবুবুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'আজকের বিচিত্রা'। ১৪/১৫ নবরায় লেন ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং র‍্যাপিড প্রিন্টার্স ২৩, নবরায় লেন ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৪৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ১২ টাকা। ৩০ মার্চ সাজ্জাদ হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় আইন বিষয়ক পাক্ষিক 'আইনের কথা'। ১০৯/৮ পশ্চিম ধানমন্ডি রোড-১৫ ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং চিস্তিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ৩৬ শেখ সাহেব বাজার ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১ সেপ্টেম্বর রবীন সিদ্দিকীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'দুর্নীতি চিত্র'। প্রকাশক আলম সিদ্দিকী। ৫১ হাকিম হাবিবুর রহমান রোড, চকবাজার ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং নিউ প্রগতি প্রিন্টার্স, ইসলামপুর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা।

২৮ আগস্ট দেলোয়ার হোসেনের সম্পাদনায় গাজীপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'আজকের জনতা'। প্রকাশক সোহরাব উদ্দিন। ভোগড়া, চন্দনা গাজীপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং নিউ সোনালী আর্ট প্রেস জয়দেবপুর গাজীপুর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৩ সেপ্টেম্বর এনামুল হকের সম্পাদনায় গাজীপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'গাজীপুর বার্তা'। প্রকাশক আলতাফ হোসেন। ৪৭ কাজির মার্কেট, চন্দনা গাজীপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং রব আর্ট প্রেস, জয়দেবপুর, গাজীপুর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১ আগস্ট আবদুল হাই দুর্বারের সম্পাদনায় গাজীপুর থেকে প্রকাশিত হয় অর্ধ-সাপ্তাহিক 'সুবাণী'। গণি মার্কেট, মেইন রোড, কালিয়াকৈর গাজীপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং সুবাণী প্রিন্টার্স, মেইন রোড কালিয়াকৈর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১ এপ্রিল কাজি আনোয়ার কামালের সম্পাদনায় নরসিংদী থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'গ্রামীণ দর্পণ'। কাহেতেরগাঁও বড়চাপা, মনোহরদী, নরসিংদী থেকে এটি প্রকাশিত এবং এবং দর্পণ প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স, মনোহরদী বাজার নরসিংদী থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা।

২১ সেপ্টেম্বর কাজী শাহিন খানের সম্পাদনায় কিশোরগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'আজকের দেশ'। শাহীন প্রিন্টার্স, আখড়াবাজার কিশোরগঞ্জ থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১ সেপ্টেম্বর এ, বি, এম, সালাহউদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় টাংগাইল থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক আজকের 'টেলিগ্রাম'। প্রকাশক আতিয়ার রকিব। এতিমখানা রোড টাংগাইল থেকে এটি প্রকাশিত এবং ঝংকার প্রেস, আমঘাট রোড, টাংগাইল থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ১ ফেব্রুয়ারি কামরুল হাসান চৌধুরীর সম্পাদনায় টাংগাইল থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'লোককথা'। কবি নজরুল সরণি আকুর টাকুর পাড়া, টাংগাইল থেকে এটি প্রকাশিত এবং লোককথা প্রেস, কালিবাড়ি সড়ক, টাংগাইল থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১৪ এপ্রিল খান মোহাম্মদ খালেদের সম্পাদনায় টাংগাইল থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'পূর্বাকাশ'। কাকলিকুঞ্জ আকুরটাকুর পাড়া থেকে এটি প্রকাশিত

www.pathagar.com

এবং ঝংকার প্রেস, আমঘাট রোড, টাংগাইল থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

১৬ জুলাই কাজী আশরাফুল হাসানের সম্পাদনায় ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'চন্দনা'। সোনিয়া প্রিন্টার্স, বোয়ালমারী ফরিদপুর থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই টাকা। ১৬ ডিসেম্বর খন্দকার এ, এস, এম, মঞ্জুর মোর্শেদের সম্পাদনায় ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'প্রগতির পথে'। কমলাপুর, ফরিদপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং সুমন প্রিন্টিং প্রেস ৪১/৩ অম্বিকা সড়ক ঝিলটুলী ফরিদপুর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠা পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২৫ এপ্রিল এ, বি, এম, বজলুর রহমান খানের সম্পাদনায় মাদারিপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'মাদারিপুর বাণী'। ১৩৬ কুকরাইল, মাদারিপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং মৈত্রী মুদ্রণ, নতুন শহর মাদারিপুর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১ আগস্ট খান মুহম্মদ শহীদের সম্পাদনায় মাদারিপুর থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'যুগ চেতনা'। প্রকাশক ফজলুল হক। মৈত্রী মুদ্রণ, নতুন শহর মাদারিপুর থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ২৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছয় টাকা।

২ নভেম্বর আবু রেজা আশরাফুল মাসুদের সম্পাদনায় রাজবাড়ি থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'সহজকথা'। মল্লিক প্রেস, স্টেশন রোড, রাজবাড়ি থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১৩ মার্চ খান আবদুল হাই-এর সম্পাদনায় রাজবাড়ি থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'পদ্মা বার্তা'। মুক্তি প্রেস, স্টেশন রোড, পাংশা রাজবাড়ি থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৫ জুলাই আতাউর রহমান খানের সম্পাদনায় শরিয়তপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সেতু'। দীপা প্রেস, সদর সড়ক, শরিয়তপুর থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

১১ ডিসেম্বর আল মাহমুদের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'কর্ণফুলী'। প্রকাশক আফসার উদ্দিন চৌধুরী। জনকল্যাণ প্রকাশনী, ১৯ জামাল খান সড়ক চট্টগ্রাম থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য চার টাকা। ২১ ফেব্রুয়ারি গোলাম মঈন উদ্দিনের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সত্যবার্তা'। ১৭/এ শহীদ মির্জা লেইন, মেহেদীবাগ চট্টগ্রাম থেকে এটি প্রকাশিত এবং বলাকা প্রেস, ৫৬ মোমিন রোড, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৬ এপ্রিল এ, কে, এম, মফিজুর রহমানের সম্পাদনায় কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত হয়, দৈনিক 'কুমিল্লা বার্তা'। বিসিক শিল্প এলাকা কুমিল্লা থেকে এটি প্রকাশিত এবং রংধনু মুদ্রণালয়, নজরুল একাডেমি, কুমিল্লা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য চার টাকা। ১২ জানুয়ারি ইয়াসমীন রিমার সম্পাদনায় কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'পাঠক বার্তা'। প্রকাশক শাহীন মজুমদার। লাকসাম রোড, মনোহরপুর কুমিল্লা থেকে এটি প্রকাশিত এবং রত্না প্রিন্টিং প্রেস চৌধুরী মার্কেট, কুমিল্লা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা।

www.pathagar.com

১২ আগস্ট নুরুল হকের সম্পাদনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'অগ্নিবীণা'। জননী প্রেস, কসবা সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ১৭ জুন ইকবাল বিন বাসারের সম্পাদনায় চাঁদপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'চাঁদপুর কণ্ঠ'। ২৫২ বকুলতলা রোড, চাঁদপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং শাহজালাল প্রিন্টার্স, লঞ্চঘাট, চাঁদপুর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৩০ মে সিরাজউদ্দিন হেলালের সম্পাদনায় নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'আলিফ'। ১২ সমবায় ব্যাংক সুপার মার্কেট, মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী থেকে এটি প্রকাশিত এবং মিতালী প্রেস, চৌমুহনী, নোয়াখালী থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৫ জুন আবুল কালাম ভূইয়ার সম্পাদনায় নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'নূর পত্রিকা'। কাজল ম্যানসন, মাইজদী বাজার, নোয়াখালী থেকে এটি প্রকাশিত এবং সুলেখা আর্ট প্রেস, হকার্স মার্কেট, চৌমুহনী নোয়াখালী থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২৫ জুন আবুল বাশার বাহারের সম্পাদনায় নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'আজকের যোগাযোগ'। প্রকাশক ফরহাদ হোসেন ভূইয়া। আল আমিন অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, চৌমুহনী নোয়াখালী থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

৩ মে রবিউল হকের সম্পাদনায় ফেনী থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ফেনী খবর'। উত্তর বিরিনিউ ফেনী থেকে এটি প্রকাশিত এবং ফেনী প্রেস, স্টেশন রোড, ফেনী থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১২ ডিসেম্বর মফিজুর রহমান খানের সম্পাদনায় সিলেট থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক সিলেট 'পরিক্রমা'। পুরান লেইন সিলেট থেকে এটি প্রকাশিত এবং বর্ণমালা প্রেস জিন্দাবাজার সিলেট থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৯ সেপ্টেম্বর ড. সাদেক আহমদের সম্পাদনায় মৌলবীবাজার থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'জন প্রত্যাশা'। প্রকাশক শহিদুজ্জামান আনসার। সংবাদ প্রেস, ১০ কোর্ট রোড, মৌলবীবাজার থেকে এটি মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ১৫ অক্টোবর শেখ রেজাউল হকের সম্পাদনায় খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'এশিয়া অঞ্চল'। কাশীপুর, দৌলতপুর, খুলনা থেকে এটি প্রকাশিত এবং দি মুসলিম স্কলার প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৩০৯ খান জাহান আলী রোড, খুলনা থেকে মুদ্রিত। ১৫ ফেব্রুয়ারি এম, মাকতুন আহমদের সম্পাদনায় খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'আজাদ বার্তা'। প্রকাশক আবেদা সুলতানা ১৪ আজিজুর রহমান সড়ক, দরগা পাড়া খুলনা থেকে প্রকাশিত এবং উত্তরণ প্রেস খুলনা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

২০ অক্টোবর গোলাম মোস্তফা কাজলের সম্পাদনায় যশোর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'স্মৃতি'। বিধুভূষণ সড়ক, যশোর থেকে এটি প্রকাশিত এবং মান্নান প্রিন্টিং প্রেস গরীব শাহ সড়ক, যশোর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ৬ ফেব্রুয়ারি ফাতেমা আরার সম্পাদনায় ঝিনাইদহ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'নির্বাণ'। শহীদ মশিউর রহমান সড়ক, ঝিনাইদহ থেকে এটি প্রকাশিত এবং সুফিয়া প্রেস,

www.pathagar.com

গীতাঞ্জলী সড়ক, ঝিনাইদহ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৯ মার্চ খান শারাফত হোসেনের সম্পাদনায় মাগুড়া থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'খেদমত'। সৈয়দ আতর আলী সড়ক, মাগুড়া থেকে এটি প্রকাশিত এবং মর্ডান প্রিন্টিং প্রেস, এম, আর, রোড, মাগুড়া থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য একটাকা। ১৪ এপ্রিল হাসিনা সাখাওয়াত হোসেনের সম্পাদনায় কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'শিকল'। মইনুল হক পাবলিকেশন্স এন্ড প্রিন্টিং প্রেস, ৩৭/৭ নতুন কেটি পাড়া, কুষ্টিয়া থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

২৫ জুন মফিজুর রহমানের সম্পাদনায় কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'দিনের খবর'। প্রকাশক আলম সিদ্দিকী। সোনার বাংলা সড়ক, কুষ্টিয়া থেকে এটি প্রকাশিত এবং ন্যাশনাল প্রিন্টিং প্রেস, উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সড়ক, আলমপাড়া, কুষ্টিয়া থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা। ১৮ মার্চ এস, এম, শামসুল আলমের সম্পাদনায় চুয়াডাংগা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'চুয়াডাংগা বার্তা'। বড় বাজার চুয়াডাংগা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সোনালী প্রিন্টিং প্রেস, চুয়াডাংগা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১৮ ফেব্রুয়ারি আনোয়ারুল হক শাহের সম্পাদনায় বরিশাল থেকে প্রকাশিত হয় ইংরেজি সাপ্তাহিক 'উইকলি সান'। আগরপুর বরিশাল থেকে এটি প্রকাশিত এবং আমেনা প্রেস, সদর রোড, বরিশাল থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২৪ এপ্রিল শওকত হোসেনের সম্পাদনায় ভোলা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'আজকের ভোলা।' স্বদেশ প্রিন্টিং প্রেস, নতুনবাজার ভোলা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

২১ ডিসেম্বর হাবিবুর রহমানের সম্পাদনায় ভোলা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'বাংলার কণ্ঠ'। পত্রিকাটি সম্পাদক কর্তৃক সাগর প্রিন্টার্স, মহাজন পট্টি, সদর রোড ভোলা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ২৭ নভেম্বর নাসির উদ্দিন আল মামুনের সম্পাদনায় ভোলা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ভোলাবার্তা'। কালিবাড়ি রোড, ভোলা থেকে এটি প্রকাশিত এবং দ্বীপাঞ্চল প্রিন্টার্স, নতুনবাজার ভোলা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ১ জুলাই জাহাঙ্গীর হোসেন মঞ্জুর সম্পাদনায় ঝালকাঠি থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'শতকণ্ঠ'। প্রকাশক তাহমিনা আকতার। বাহের রোড, ঝালকাঠি থেকে এটি প্রকাশিত এবং সুগন্ধা আর্ট প্রেস, কামার পট্টি রোড, ঝালকাঠি থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য আড়াই টাকা। ৮ নভেম্বর গোলাম কিবরিয়ার সম্পাদনায় পটুয়াখালী থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'গণদাবী'। সেতু প্রিন্টিং প্রেস, নিউ মার্কেট রোড, পটুয়াখালী থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল দুই টাকা।

৩ ফেব্রুয়ারি লিয়াকত আলীর সম্পাদনায় রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'সোনালী সংবাদ'। বসপাড়া, ঘোড়ামারা রাজশাহী থেকে এটি প্রকাশিত এবং সোনালী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং সপুরা শিল্প নগরী, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২৮ মার্চ এস, এম, এ কাদেরের সম্পাদনায় রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'উপাচার'। প্রকাশক আবদুল্লাহ আল মাহমুদ বাবলু। এ/১৭৫ উপশহর,

www.pathagar.com

সপুরা, রাজশাহী থেকে এটি প্রকাশিত এবং প্রত্যাশা মুদ্রণ, ১৩ হকার্স মার্কেট, নিউ মার্কেট রাজশাহী থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১ নভেম্বর ফখরুল ইসলাম মিয়ার সম্পাদনায় রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'উত্তর বাংলা'। কাঠাল বাড়িয়া রাজশাহী থেকে এটি প্রকাশিত এবং সোনালী প্রিন্টিং প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

২ আগস্ট আবদুল মবিনের সম্পাদনায় রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'বিশ্বরূপ'। কাজির হাতির দড়ির খড়বোনা, রাজশাহী থেকে এটি প্রকাশিত এবং বেঙ্গল প্রেস, রাণী বাজার, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত। ৬৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২৭ জানুয়ারি আবদুর রহমান প্রামানিকের সম্পাদনায় নাটোর থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'উত্তর পথ'। আলহাজ্ব পাবলিকেশন্স নাটোর থেকে এটি মুদ্রিত প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২৩ সেপ্টেম্বর আবদুল হামিদ খানের সম্পাদনায় সিরাজগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'যমুনা সেতু'। সুন্দর মুদ্রণ বড় গোলা, সিরাজগঞ্জ থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৯ মার্চ এস, এম, মুজিবর রহমানের সম্পাদনায় সিরাজগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'আসে যায় এই দিন'। বাহির গোলা রোড, সিরাজগঞ্জ থেকে এটি প্রকাশিত এবং সুন্দর মুদ্রণ, বড়গোলা রোড, সিরাজগঞ্জ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

১ মে মহসীন আলীর সম্পাদনায় দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'আজকের প্রতিভা'। পটুয়াপাড়া, দিনাজপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং নিউ কোহিনুর প্রেস, মুন্সিপাড়া, দিনাজপুর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১৯ এপ্রিল চিত্ত ঘোষের সম্পাদনায় দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'আজকের দেশবার্তা'। প্রকাশক পবন চৌধুরী। মালদহ পট্টি দিনাজপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং করতোয়া প্রিন্টার্স, বাহাদুর বাজার দিনাজপুর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৭ সেপ্টেম্বর সুলতান আহমদ সোনার সম্পাদনায় রংপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বজ্রকথা'। রাভিভিলা থানা রোড, পীরগঞ্জ, রংপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং সুবর্ণ মুদ্রায়ণ, রংপুর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

১ জানুয়ারি আবু জাফর সাবুর সম্পাদনায় গাইবান্ধা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'পলাশ'। প্রকাশক অধ্যাপক মোখলেসুর রহমান। লতিফা মঞ্জিল, সাদুল্লাহপুর সড়ক, গাইবান্ধা থেকে এটি প্রকাশিত এবং উত্তরণ প্রেস, গাইবান্ধা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ৫ আগস্ট কাজি মাহবুবুল হক দোদুলের সম্পাদনায় নীলফামারি থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'নীলকথা'। আল আমিন ইলেকট্রিক প্রেস, বড় মসজিদ সড়ক, নীলফামারি থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১০ জানুয়ারি মোহাম্মদ আবদুল্লাহর সম্পাদনায় নীলফামারি থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'নীল সমাচার'। স্টেশন রোড, নীলফামারি থেকে এটি প্রকাশিত এবং আল আমিন ইলেকট্রিক প্রেস, নীলফামারি থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

১ ডিসেম্বর মর্জিনা সুলতানার সম্পাদনায় নীলফামারি থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'জলকথা'। প্রকাশক অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা। বাবুল প্রিন্টিং প্রেস, জল ঢাকা,

www.pathagar.com

নীলফামারি থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ২৬ নভেম্বর শাহ্ আলমের সম্পাদনায় নীলফামারি থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'রতনা'। শহীদ আলী হোসেন সড়ক, নীলফামারি থেকে এটি প্রকাশিত এবং আলীম প্রিন্টিং প্রেস, নীলফামারি থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা।

১৯৯৫ সালের ২৬ মার্চ সৈয়দ মাহ্বুব আলম চৌধুরীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ইংরেজি দৈনিক 'ইনডিপেন্ডেন্ট'। প্রকাশক ইকবাল আহমেদ। পত্রিকাটির মালিক বেক্সিমকো গ্রুপের স্বত্বাধিকারী শিল্পপতি সোহেল এফ. রহমান ও সালমান এফ. রহমান। ১০ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং ডায়ালগ পাবলিকেশন্স, ১৯ কাজি নজরুল ইসলাম এভেনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল পাঁচ টাকা। ২৮ মার্চ নাজমা হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সান্ধ্য ইংরেজি দৈনিক 'ইভেনিং নিউজ'। ২৪, আর, কে, মিশন, রোড ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং আবু বকর প্রিন্টার্স, ২৬ আর, কে, মিশন রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য চার টাকা। ১৪ এপ্রিল আনোয়ারুল ইসলামের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'ক্যাপশন'। মান্দাইল, কেরানিগঞ্জ, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং এহসান প্রিন্টিং প্রেস, ৬/৯ চম্পাতলী লেন, সোয়ারীঘাট, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য চার টাকা।

৯ জুন জয়নুল আবেদীন জামানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'সোনালী বার্তা'। ২১১, নবাবপুর রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সূচনা আর্ট প্রেস, ২০২/এ নবাবপুর রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য চার টাকা। ১৮ মে আবদুল লতিফ ভাসানীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'ইনসাফ'। বাসা-১৯, রোড-৫, ব্লক-এ সেকশন-১০ মিরপুর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সুপার অফসেট প্রিন্টার্স, ১৮৬/১ ইনার সার্কুলার রোড, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ১৩ জুন মাহ্বুবুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'প্রভাতী খবর'। প্রকাশক মীর আবদুস সবুর। ২০ আর, কে, মিশন রোড, গোপীবাগ, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং জাহান প্রিন্টিং প্রেস, ১২৮৭, মালিবাগ চৌধুরীপাড়া, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা।

১ সেপ্টেম্বর গিয়াস উদ্দিন শিকদারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'দেশ পত্রিকা'। ১৩০, রাজউক এভেনিউ এক্সটেনশন রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মহানগর প্রিন্টার্স ৮১/১ নয়া পল্টন ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ২৬ জুন আনোয়ার হোসেন খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'দেশচিন্তা'। সেগুন বাগিচা, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং পিপলস প্রিন্টার্স, ৩২/১ মালিবাগ, চৌধুরীপাড়া ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ২০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য সাত টাকা। ৩১ অক্টোবর মোহাম্মদ শাহজাহানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'আইন আদেশ আদালত'। ২৩/১ সায়েদাবাদ ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং পপুলার

www.pathagar.com

আর্ট প্রেস, ২১/২ কোর্ট হাউস স্ট্রিট, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা। ২৪ ডিসেম্বর মাহবুবুল বাসেতের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় 'উইকলি পলিটিক্স'। ডেফ প্রিন্টিং প্রেস, ৬২ বিজয় নগর, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা। ২০ মার্চ রফিকুল ইসলামের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'স্বকাল চিত্র'। ১১০ দক্ষিণ কমলাপুর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সোনালী মুদ্রণ ১৯৪/৫ ফকিরাপুল ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য সাত টাকা।

১৫ ফেব্রুয়ারি জামিলা আকতার মলির সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'রিশতা'। ২৪/৩ হরিচরণ রায় রোড, ফরিদাবাদ ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং জাকের প্রিন্টিং প্রেস, ৪৮/৬ দক্ষিণ বিশিল মিরপুর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য সাত টাকা। ১৬ ফেব্রুয়ারি কায়সুল হকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাহিত্য বিষয়ক পাক্ষিক 'শৈলী'। প্রকাশক ইকবাল আহমেদ। এটি বেক্সিমকো গ্রুপের দ্বিতীয় প্রকাশনা। ১৭ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, সড়ক-২ ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং নন্দিনী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন ৫৫ বি ইনার সার্কুলার রোড ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত। ৬৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ২০ টাকা। ৭ অক্টোবর আবদুর রবের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'স্টার ভিশন'। ৩৪, বিজয়নগর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং হামিদ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ৬০ সি পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৬৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ১২ টাকা।

১ এপ্রিল এ, আর, আতিকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'শেয়ার বাজার'। প্রকাশক কামরুন নাহার। ৭১৫, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং ঢাকা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং প্রেস, ৮৩ নয়াপল্টন ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৮০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ১০ টাকা। ৩০ জানুয়ারি মহসীন রেজার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'অর্থ সাগর'। আলিফ প্রিন্টিং প্রেস, ১৪৫ আরামবাগ ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ১০ টাকা। ২৭ ফেব্রুয়ারি এম, কে, মজুমদারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ইংরেজি মাসিক 'গ্রীন ওয়াচ'। ৮৩ নয়াপল্টন ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মুক্তা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স, ২৪ রাধিকা মোহন বসাক লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা। জানুয়ারিতে মোহাম্মদ শাহজাহানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ইংরেজি মাসিক 'বাংলা পোস্ট'। ২১ মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং আমিন প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজেস ২১০, শান্তিনগর ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

৫ নভেম্বর আসাদুল করিম এর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'পরিবেশ পরিক্রমা'। ১৯ বি, পূর্ব বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং বার্ণিক প্রিন্টার্স ৮/১-২ নীলক্ষেত বাবুপুরা ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ১০ টাকা। ১৫ জুলাই আমির হোসেন পাটোয়ারীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়

www.pathagar.com

শিক্ষা বিষয়ক মাসিক 'শিক্ষাঙ্গণ বার্তা'। ৮৭ ঢাকা হাউস, শ্যামলী ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং বর্ণালী প্রিন্টিং ওয়ার্কস ১৮৯ সৈয়দ আওলাদ হোসেন লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছয় টাকা। ফেব্রুয়ারি মাসে ফেরদৌস আহমদ ভূইয়ার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় স্বাস্থ্য বিষয়ক মাসিক 'স্বাস্থ্য ডাইজেস্ট'। ৮৭ পূর্ব বাসাবো, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মাসরো প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ১৪৩ আরামবাগ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ১০ টাকা।

১ আগস্ট লুৎফর রহমান রিটনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'ছোটদের কাগজ'। ১৩৬, লালবাগ রোড, আজিমপুর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং ধানসিড়ি প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোম্পানি, তারকালোক কমপ্লেক্স ২৫/৩ গ্রীনরোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ১৫ টাকা। ১ নভেম্বর নুরুন্নবীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্ট'। ৪৪/৭ এইচ আজিমপুর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং জাকির আর্ট প্রেস, ৯১ বশির উদ্দিন রোড, কলাবাগান ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৪০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ১০ টাকা। জুলাই মাসে আমিনুল ইসলাম খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'অগ্নিবার্তা'। প্রকাশক আবদুর রউফ খান। ১৪ কোর্ট হাউস স্ট্রিট, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং শহিদ আর্ট প্রেস ২৪ আর, কে, মিশন রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা।

জুলাই মাসে লালারুখ সেলিমের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় চারুকলা নির্ভর দ্বিমাসিক ইংরেজি পত্রিকা 'আর্ট'। ৬ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, সড়ক নং-৯, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং কালার স্টেপস, ৭৭ সার্কুলার রোড, মগবাজার ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ২৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ২০ টাকা। ১ নভেম্বর মাসুদুল ইসলামের সম্পাদনায় নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'গণ জোয়ার'। ক্রিসেন্ট প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স ৭২/১ বঙ্গবন্ধু সড়ক, উকিলপাড়া, নারায়ণগঞ্জ থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ২ জুলাই আফসার উদ্দিনের সম্পাদনায় ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'সবুজ'। ২১ কালিবাড়ি বাইলেন ময়মনসিংহ থেকে এটি প্রকাশিত এবং লিমা প্রিন্টিং প্রেস ৮ ছোট বাজার ময়মনসিংহ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা।

৬ মে আতিকুল ইসলাম দীপুর সম্পাদনায় ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ব্রহ্মপুত্র'। ৭০ কলেজ রোড, ময়মনসিংহ থেকে এটি প্রকাশিত এবং লিফা প্রিন্টার্স, ১১ মদনবাবু রোড, ময়মনসিংহ থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য চার টাকা। ১ অক্টোবর শফিকুল ইসলাম দুলালের সম্পাদনায় কিশোরগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'নব অংকুর'। জুনাতওয়াল, মাইজহাটি, পাকুন্দিয়া কিশোরগঞ্জ থেকে এটি প্রকাশিত এবং কথাকলি প্রেস, ২ নং পৌর মার্কেট, কিশোরগঞ্জ থেকে মুদ্রিত। ৩৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ১০ টাকা। ২৬ মার্চ নাসিউল হক সুইটের সম্পাদনায় টাংগাইল থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ষোল আনা'। কেয়া সিনেমা হল

www.pathagar.com

রোড, টাংগাইল থেকে এটি প্রকাশিত এবং হিরক প্রিন্টিং প্রেস, সালেহা সুপার মার্কেট, টাংগাইল থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

১ ডিসেম্বর জেসমিন আরা বেগমের সম্পাদনায় গোপালগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'বাংলার সংকেত'। প্রকাশক এস, এম, মুনীর। ব্যাংকপাড়া গোপালগঞ্জ থেকে এটি প্রকাশিত এবং প্রিয়াংকা প্রিন্টিং প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স কলেজ রোড, গোপালগঞ্জ থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১৪ এপ্রিল এস, এম, আতিকুর রহমানের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'সত্যবাণী'। ১৩২ সিরাজদৌলা সড়ক, দিনার মার্কেট, দেওয়ান বাজার চট্টগ্রাম থেকে এটি প্রকাশিত এবং সুন্দরা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। ১ অক্টোবর আবদুল হাইয়ের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'আজকের চট্টগ্রাম'। ১ মোমিন রোড, সাত্তার ম্যানসন, চট্টগ্রাম থেকে এটি প্রকাশিত এবং পিপলস প্রিন্টিং প্রেস, ১০২, নবাব সিরাজদৌলা রোড, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৫ মে মইনুল আহসান সিদ্দিকীর সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক ইংরেজি দৈনিক 'কমার্শিয়াল টাইমস'। ২২০ ঘাট ফরহাদবেগ, চট্টগ্রাম থেকে এটি প্রকাশিত এবং বুনিয়াদ প্রেস, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা।

২১ সেপ্টেম্বর তৌফিক বিন আফসারের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'গণঅধিকার'। ১৬৬৩ শেখ মুজিব রোড, জাকের ম্যানসন, আগ্রাবাদ চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত এবং ফ্রেন্ডস প্রিন্টার্স ৪৪/৪৮ নাজির আহমদ রোড, আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠা পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ডিসেম্বর মাসে মাহবুবুল আলমের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'আলোক ধারা'। ফটিকছড়ি, ভান্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম থেকে এটি প্রকাশিত এবং শৈলী মুদ্রণালয়, ৫ সিডি এসি/এ মোমিন রোড, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য চার টাকা। ১৭ জুলাই সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'পটিয়া'। পটিয়া চট্টগ্রাম থেকে এটি প্রকাশিত এবং সোনালী আর্ট প্রেস, আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা।

১ নভেম্বর মিজান উদ্দিনের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'মিরশ্বরাই'। মর্ডান আর্ট প্রেস, মিরশ্বরাই, চট্টগ্রাম থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা। ৩ জুন ফরিদুল আলমের সম্পাদনায় কক্সবাজার থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সাগর কণ্ঠ'। স্বদেশবাণী প্রিন্টিং প্রেস, কক্সবাজার থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ২ এপ্রিল জসীম উদ্দিনের সম্পাদনায় কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'অপরাধ সংবাদ'। লাকসাম রোড, টমস ব্রীজ, কুমিল্লা থেকে এটি প্রকাশিত এবং খান আর্ট প্রেস, পুরাতন চৌধুরী পাড়া, কুমিল্লা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২২ ডিসেম্বর আজিজুল হকের সম্পাদনায় কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'জনতার প্রত্যাশা'। প্রকাশক আরিফ মাহমুদ। হিলটপ প্রেস শহীদ নগর, দাউদকান্দি কুমিল্লা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

www.pathagar.com

১৪ এপ্রিল আলমগীর কবির পাটোয়ারির সম্পাদনায় চাঁদপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'হাজীগঞ্জ'। শওকত প্রিন্টার্স, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১ জানুয়ারি আবদুর রহমানের সম্পাদনায় চাঁদপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'চাঁদপুর সংবাদ'। নাজিরপাড়া চাঁদপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং পূবালী ছাপাখানা বাগদাদী রোড, চাঁদপুর থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৭ জুন আবুল কালাম আজাদের সম্পাদনায় নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'আজকের সমাবেশ'। একাব্বারপুর, নোয়াখালী থেকে এটি প্রকাশিত এবং ইউনুস আর্ট প্রেস, চৌমুহনী নোয়াখালী থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১ জানুয়ারি নুরুল ইসলামের সম্পাদনায় ফেনী থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'বীর বাঙ্গালী'। বনানীপাড়া, ফেনী থেকে এটি প্রকাশিত এবং অখন্ড মুদ্রণালয় ৩৪, ট্রাঙ্করোড, ফেনী থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

১৩ অক্টোবর সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকীর সম্পাদনায় লক্ষিপুর থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'আল চিশত'। মটবী, মান্দারী লক্ষিপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং মিতালী প্রেস, করিমপুর রোড, বেগমগঞ্জ, লক্ষিপুর থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ১৯ জুন কাজি রফিকউল্লাহর সম্পাদনায় লক্ষিপুর থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'লক্ষিপুর কণ্ঠ'। এখলাসপুর, বেগমগঞ্জ লক্ষিপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং কাজী প্রিন্টিং প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, চৌমুহনী, নোয়াখালী থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১৪ এপ্রিল মাইন উদ্দিন পাঠানের সম্পাদনায় লক্ষিপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'আনন্দ প্রকাশ'। শমসেরাবাদ, লক্ষিপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং বাণী প্রিন্টিং প্রেস, চকবাজার, লক্ষিপুর থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৫ সেপ্টেম্বর রেজাউল ইসলাম চৌধুরীর সম্পাদনায় সিলেট থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'বৃহত্তর সিলেটের মানচিত্র'। শাহী ঈদগা সিলেট থেকে এটি প্রকাশিত এবং সিলেট কণ্ঠ অফসেট প্রেস, চারা দিঘীর পাড়, সিলেট থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ৫ মার্চ ইলিয়াসুর রহমানের সম্পাদনায় সিলেট থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সময়ের ডাক'। প্রকাশক শাহীনুর পাশা চৌধুরী। ৫১/১৩ সুবিদ বাজার, সিলেট থেকে এটি প্রকাশিত এবং উসমানিয়া প্রেস জেল রোড সিলেট থেকে মুদ্রিত। ১২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা।

৩০ নভেম্বর ফারুক উদ্দিন চৌধুরীর সম্পাদনায় হবিগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'তরফ বার্তা'। চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ থেকে এটি প্রকাশিত এবং জনতা প্রিন্টার্স, টাউন মসজিদ রোড, হবিগঞ্জ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। অক্টোবর মাসে আবদুর রবের সম্পাদনায় হবিগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'শ্বেত পায়রা'। অর্পণা প্রিন্টার্স, কমার্শিয়াল এরিয়া হবিগঞ্জ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১ জানুয়ারি সৈয়দ শফির সম্পাদনায়, খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'প্রবর্তন'। ৬৮, মিউনিসিপ্যাল ট্যাংক রোড, খুলনা থেকে প্রকাশিত এবং সাতক্ষীরা প্রিন্টিং প্রেস, ফরাজিপাড়া, খুলনা থেকে মুদ্রিত। ১২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য

www.pathagar.com

চার টাকা। ১৬ এপ্রিল আশরাফুল কবিরের সম্পাদনায় খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বনছায়া'। বিআইডিসি রোড, খালিশপুর খুলনা থেকে এটি প্রকাশিত এবং বৈকালী প্রেস, ৮৭/৭ খান সবুর রোড, খুলনা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

২৩ জানুয়ারি লুৎফুন্নেসা বেগমের সম্পাদনায় সাতক্ষীরা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'পত্রদূত'। লস্করপাড়া সাতক্ষীরা থেকে এটি প্রকাশিত এবং জাহান প্রিন্টিং প্রেস, শহীদ নাজমুল সরণি, সাতক্ষীরা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ১৬ জুন সাখাওয়াতউল্লাহর সম্পাদনায় সাতক্ষীরা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সাতক্ষীরা ডাইজেস্ট'। আগরদাড়ী, সাতক্ষীরা থেকে এটি প্রকাশিত এবং গ্লোব প্রিন্টিং প্রেস, প্রধান সড়ক, সাতক্ষীরা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা ১৪ এপ্রিল মাহমুদুল হকের সম্পাদনায় যশোর থেকে প্রকাশিত হয় 'বর্তমান দৈনিক'। প্রগতি প্রিন্টার্স, হরিনাথ দত্ত লেন, যশোর থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৬ সেপ্টেম্বর আসলাম বেগের সম্পাদনায় যশোর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'নওয়াপাড়া'। শরীফ মার্কেট, নওয়াপাড়া, যশোর থেকে এটি প্রকাশিত এবং বাংলাদেশ ছাপাখানা, নওয়াপাড়া, যশোর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

১ আগস্ট আরিফ উদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় যশোর থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'ঘুমন্তের ডাক'। ১১৪ শহীদ মসিউর রহমান সড়ক, যশোর থেকে এটি প্রকাশিত এবং পূর্বাচল প্রেস, বি, কে, রোড, যশোর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২৮ জুলাই আলী আনসারীর সম্পাদনায় ঝিনাইদহ থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'নবগংগা'। প্রকাশক হাবিবুল বাশার, মর্ডান আর্ট প্রেস, এইচ, এস, এস রোড, ঝিনাইদহ থেকে প্রকাশিত এবং মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ২২ মে অহিদুর রহমানের সম্পাদনায় ভোলা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'দ্বীপাঞ্চল কণ্ঠ'। প্রকাশক এম, মনিরুজ্জামান। শহীদ হামিদপুর, চর ফ্যাশান, ভোলা থেকে এটি প্রকাশিত এবং বনরেখা প্রেস, জনতা রোড, চরফ্যাশান ভোলা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১৯ এপ্রিল এ, কে, এম, নুরুল আহসানের সম্পাদনায় ভোলা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সুগন্ধ পত্রিকা'। দরগা রোড, ভোলা থেকে এটি প্রকাশিত এবং বন্ধুজন প্রেস, ভোলা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা।

২২ আগস্ট গোলাম মোস্তফা মন্টুর সম্পাদনায় চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'মহানন্দ'। মসজিদপাড়া, চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে এটি প্রকাশিত এবং ইউনিয়ন প্রেস, দাউদপুর রোড, চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ৫ নভেম্বর শহিদুল ইসলামের সম্পাদনায় পাবনা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'উত্তর জনতা'। পাবনা রোড, ঈশ্বরদী পাবনা থেকে এটি প্রকাশিত এবং কোহিনুর প্রেস, বেনিয়াপট্টি পাবনা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১৩ ফেব্রুয়ারি মহিউল ইসলামের সম্পাদনায় পাবনা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বিজয় দীপ্ত'। প্রকাশক তৌহিদ আকতার। সদর ভিলা, ঈশ্বরদী পাবনা থেকে এটি প্রকাশিত এবং

www.pathagar.com

বিশ্বাস প্রিন্টিং প্রেস, স্টেশন রোড ঈশ্বরদী পাবনা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য চার টাকা। ১০ অক্টোবর আবু সাঈদ মোহনের সম্পাদনায় পাবনা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সত্যের সাক্ষী'। জুবিলি ট্যাংক রোড, পাবনা থেকে এটি প্রকাশিত এবং কোহিনুর প্রেস, বেনিয়াপট্টি, পাবনা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা।

৪ অক্টোবর হারুনুর রশিদের সম্পাদনায় সিরাজগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'আনন্দ ভোর'। প্রকাশক কে, এন, এম, আনোয়ার হোসেন। মতিন খান প্রিন্টিং প্রেস, বাহিরগোলা রোড, সিরাজগঞ্জ থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৯ মে রফিকুল ইসলাম কালার সম্পাদনায় সিরাজগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'দোলন চাপা'। প্রকাশক সেলিনা খাতুন। রহমতগঞ্জ সিরাজগঞ্জ থেকে এটি প্রকাশিত হয়। আনন্দ প্রিন্টিং প্রেস, বাহির গোলা রোড, সিরাজগঞ্জ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২৭ অক্টোবর আবদুল ওয়াজেদের সম্পাদনায় দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'তুলাই'। সুবর্ণ প্রেস, ধনতলা, সেতাবগঞ্জ, দিনাজপুর থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১ সেপ্টেম্বর মতলুবুর রহমান শফির সম্পাদনায় কুড়িগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'আজকের কুড়িগ্রাম'। কালিবাড়ি সড়ক কুড়িগ্রাম থেকে এটি প্রকাশিত এবং কাত্যায়নী প্রেস, কুড়িগ্রাম থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ১৬ জানুয়ারি অধ্যাপক লিয়াকত আলীর সম্পাদনায় কুড়িগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'তথ্যকথা'। বাস টার্মিনাল জামে মসজিদ পাড়া, কুড়িগ্রাম থেকে এটি প্রকাশিত এবং মর্ডান প্রেস, কুড়িগ্রাম থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

নব্বুই-এর দশকের শুরুতে বাংলা সংবাদপত্র শিল্পে প্রযুক্তিগত দিক থেকে প্রভূত উন্নতি হয়। যদিও আশির দশকের মাঝামাঝি বাংলাদেশ ডেস্কটপ পাবলিকেশন (ডিটিপি) প্রযুক্তি বিকশিত হয়, যা সর্বত্র কম্পিউটার নামে পরিচিত অর্জন করে। এই ডিটিপি প্রযুক্তি সংবাদপত্র কাম্পোজের জন্য আদর্শ এবং এর ব্যয় তুলনামূলকভাবে কম। ডিটিপির কারণে সংবাদপত্রের চেহারা পাল্টে যায়। এর আগে বেশির ভাগ সংবাদপত্রে সীসার টাইপ দিয়ে কম্পোজ করা হত। বহুল ব্যবহৃত সীসার টাইপে ছাপা সংবাদপত্র মোটেও আকর্ষণীয় ছিল না। পরবর্তীকালে মনো, লাইনো টাইপও ব্যবহৃত হয়েছে। তবে ডিটিপি প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে সংবাদপত্রের অবয়ব বদলে গিয়ে হয়ে ওঠে ঝকঝাকে সুন্দর। নব্বুই-এর গণতান্ত্রিক পরিবেশে এদেশে ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকতা শুরু হয়। এর আগে এটি ছিল এদেশে একটি অবাস্তব ধারণা।

১৯৯১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সেন্সরশিপ ও কালো আইন বাতিল করে দেয়। তাই খালেদা জিয়ার শাসনামলে সংবাদপত্র সেন্সর বা প্রকাশনা বন্ধ করার কোন সুযোগ ছিল না। এ সময় ভিন্ন মতের প্রচুর পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কিন্তু কালাকানুন না থাকলেও এ সময় মানহানির দোহাই দিয়ে ৫০০ ও ৫০১ ধারায় বহু সাংবাদিককে অপদস্থ করা হয়, কোমরে দড়ি বেধে বহু সাংবাদিককে কোর্টে হাজির করানো হয়। ফলে এ আইনটি বাতিল করার জন্য সাংবাদিকরা দাবী উত্থাপন করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ওয়ারেন্ট

www.pathagar.com

প্রথা বাতিল করে সমন প্রথা চালুর অঙ্গীকার করেন। বেগম খালেদা জিয়ার তথ্য মন্ত্রি নাজমুল হুদা একবার সাংবাদিকদের এক্রিডেশন কার্ড বাতিল করার হুমকি দেন। এ সময় সরকারের হাতে সংবাদপত্র দমনের অন্য কোন হাতিয়ার না থাকায় তারা পছন্দসই পত্রিকাকে প্রচুর বিজ্ঞাপন দেয়, আর অপছন্দের পত্রিকাকে বিজ্ঞাপন থেকে বঞ্চিত করে। শুধু বিজ্ঞাপন বন্টনে বৈষম্য নীতি গ্রহণ নয়—নিউজ প্রিন্টের কোটা বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিএনপি সরকার বৈষম্য নীতি বজায় রাখে।

১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ সাল সময়ে দেশে পত্রিকা প্রকাশের হিড়িক পড়ে যায়। কিন্তু পত্রিকার মান বজায় রাখার কোন প্রয়াস এ সময় লক্ষ্য করা যায়নি। অভিজ্ঞতাহীন, অসাংবাদিক কালো টাকার মালিকরা পত্রিকা প্রকাশ করে সম্পাদক বনে যান। এদের দৌরাত্ম্যে দেশে 'হলুদ সাংবাদিকতার' প্রসার ঘটে। এ ছাড়া খালেদা জিয়ার পাঁচ বছরের শাসনামলে দেশে পত্র-পত্রিকা প্রকাশের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও পত্রিকার প্রচার সংখ্যা বা পাঠক সংখ্যা ততটা বৃদ্ধি পায়নি। গণতন্ত্রের অভ্যুদ্বয়ের ফলে সরকারের পক্ষ থেকে পত্র-পত্রিকার ওপর চাপ হ্রাস পায়, কিন্তু সমাজের বিভিন্ন গ্রুপের চাপ এখনও আগের মতই অব্যাহত রয়েছেন।

খালেদা জিয়ার পাঁচ বছরের শাসনামলে সংবাদপত্র অফিসে বোমা হামলা, লুণ্ঠন, সাংবাদিক পেটানো, গ্রেফতার, তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং সংবাদপত্রে অগ্নি সংযোগের বহু ঘটনা ঘটেছে। অনেক সাংবাদিকের প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হয়েছে। খালেদা জিয়া শাসনামলে সাংবাদিকের ঐক্যে ফাটল ধরেছে। বাংলাদেশের সাংবাদিকরা রক্ষণশীল ও উদারপন্থি এই দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। সাংবাদিকদের বিরোধ চরম পর্যায়ে পৌছে। বেগম খালেদা জিয়ার শাসনের পাঁচ বছর বিভিন্ন ঘটনায় দু'জন সাংবাদিক নিহত, ১৮৩ জন আহত, ৩০ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি, এবং ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় পাঁচটি পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা হয়।

এ সময় সরকার বিরোধী রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ উত্থাপন করে সাপ্তাহিক বিচিত্রার নির্বাহী সম্পাদক শাহরিয়ার কবিরকে চাকুরিচ্যুত করা হয়। সরকার দৈনিক বাংলার সম্পাদক হিসাবে তোয়াব খানকে নিয়োগ করে পরে তাকে চাকুরি ছেড়ে দিতে বাধ্য করেন। ১৯৯২ সালের ২৪ মার্চ সংবাদ অফিসে একদল সন্ত্রাসী সশস্ত্র হামলা চালায়। এ হামলায় চারজন সাংবাদিকসহ নয়জন আহত হয়। হামলাকারীরা সংবাদ অফিসে আসবাবপত্র ভাংচুর করে। ২১ জুন সন্ধ্যায় পুলিশ অতর্কিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবে হামলা করে, এতে বিপুল সংখ্যক সাংবাদিক আহত হন। ১৯৯৩ সালে সংবাদপত্র জগতে চরম বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। জানুয়ারি মাসে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। এই বিভক্তির ফলে মনস্তাত্ত্বিকভাবে সাংবাদিকরা বিভক্ত হয়ে পড়েন। এ বছর জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত, ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন ঐক্যবদ্ধ ছিল। ৩০ জুন ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নও বিভক্ত হয়ে যায়। এই বিভক্তির পেছনে তথ্যমন্ত্রি নাজমুল হুদার হাত ছিল বলে সাংবাদিক মহল মনে করে। সাংবাদিক

www.pathagar.com

ইউনিয়ন চূড়ান্ত বিভক্তির দু'বছর পর বিভিন্ন দৈনিকে কর্মরত রিপোর্টাররা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে। এই উপলব্ধি থেকেই ১৯৯৫ সালের ২৫ মে তারা ঢাকা রিপোর্টারস ইউনিটি নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলে। শফিকুল কবির এ সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন।

১৯৯৩ সালে সরকারি নীতির সমালোচনা করায় ইংরেজি দৈনিক মর্নিং সান অফিস সন্ত্রাসী হামলার শিকারে পরিণত হয়। আজকের কাগজ অফিসে বোমা হামলা চালানো হয়। এক বছরে আজকের কাগজের বিরুদ্ধে ২৬ টি মামলা হয়। মামলা হয় 'যায় যায় দিন' ও 'বাংলার বাণী'র বিরুদ্ধে। জ্বালানি মন্ত্রি খোন্দকার মোশাররফ হোসেন নিজে বাদী হয়ে জনকণ্ঠের বিরুদ্ধে ১০ কোটি টাকার মানহানির মামলা করেন। এ বছর ২৩ ফেব্রুয়ারি বন্দুকধারী সন্ত্রাসীরা বাংলাবাজার অফিসে হামলা চালায়। তারা কম্পিউটার বিভাগে ব্যাপক ভাংচুর করে এবং অফিসের আসবাবপত্র ভেঙ্গে ফেলে। সরকারের সমালোচনা করায় ভোরের কাগজের বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেয়া হয়। সরকারের সমালোচনা করে সংবাদ প্রকাশের দায়ে আজকের কাগজের চিপ রিপোর্টার এবং সম্পাদক কাজী শাহেদ আহমদের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করা হয়।

১৯৯৪ সালে জনকণ্ঠ, সংবাদ, ভোরের কাগজ, আজকের কাগজ প্রভৃতি পত্রিকাগুলো উগ্র মৌলবাদী গোষ্ঠীর হামলার শিকারে পরিণত হয়। এ বছর ১২ মে দৈনিক জনকণ্ঠে একটি উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রি আবদুল মতিন চৌধুরীর নির্দেশে মতিঝিল থানার ওসি বাদী হয়ে জনকণ্ঠের বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার জন্য মামলা দায়ের করেন। পত্রিকার সম্পাদক আতিকুল্লাহ খান মাসুদ, উপদেষ্টা সম্পাদক তোয়াব খান, নির্বাহী সম্পাদক বোরহান আহমদ এবং উপসম্পাদকীয়-এর লেখক সহকারি সম্পাদক এটিএম শামসুদ্দীনকে মামলার আসামী করা হয়। মৌলবাদী গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করার জন্য পত্রিকা অফিস ঘেরাও করে তোয়াব খান ও বোরহান আহমদকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৯৫ সালে সরকারের মন্ত্রি প্রতিমন্ত্রিরা সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সমালোচনা মুখর হয়ে ওঠেন। এমন কি জাতীয় সংসদে স্পিকার স্বয়ং সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে বিষোদগারণ করেন।

www.pathagar.com

অধ্যায় : এগার

শেখ হাসিনার আমলে সংবাদপত্র

১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার পদত্যাগ করে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমান ৩১ মার্চ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমদ, ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ, শেগুফতা বখত, মেজর জেনারেল (অবঃ) আবদুর রহমান খান, ড. মোহাম্মদ ইউনুস, সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী, এ, জেড, এম, নাসিরউদ্দিন, অধ্যাপক, শামসুল হক, অধ্যাপক নাজমা চৌধুরী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসাবে যোগদান করেন। রাষ্ট্রপতি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। জনমনে সন্দেহ দেখা দেয় যে, রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় রাখার পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১৯৯৬ সালের ১২ জুন সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন।

সারা জাতি যখন নির্বাচনমুখী তখন সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৯ মে আবদুর রহমান বিশ্বাস আকস্মিকভাবে বগুড়ার আঞ্চলিক কমান্ডার বিগ্রেডিয়ার ডি, এম, মোর্শেদ খান এবং বিডিআর-এর উপমহাপরিচালক বিগ্রেডিয়ার মিরন হামিদুর রহমানকে সেনাপ্রধান জেনারেল নাসিমের সাথে কোন আলাপ আলোচনা না করেই একক সিদ্ধান্তে বরখাস্ত করেন। এতে সেনাপ্রধান রাষ্ট্রপতির ওপর ক্ষুব্ধ হন। তিনি বগুড়া, যশোর ও ময়মনসিংহ থেকে সেনাবাহিনীকে ঢাকা আসার নির্দেশ দেন। ২০ মে রাষ্ট্রপতি সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমকে বরখাস্ত করেন এবং জেনারেল মাহবুবুর রহমানকে সেনাপ্রধান নিয়োগ করেন। রাষ্ট্রপতি জেনারেল নাসিমকে প্রতিরোধ করার নির্দেশ দেন। জেনারেল নাসিমকে গ্রেফতার করে সামরিক আদালতে তার বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। প্রধান উপদেষ্টার সাথে কোন আলোচনা না করেই রাষ্ট্রপতি এসব কাজ করেন। সকল জাতীয় পত্রিকা রাষ্ট্রপতির এ কাজের কঠোর সমালোচনা করে।

১৯৯৬ সালের ১২ জুন অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ২৩ জুন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর শেখ হাসিনা একজন সর্বজনগ্রাহ্য ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি মনোনয়ন দিতে মনস্থির করেন। তিনি রাষ্ট্রপতি পদটিকে বিতর্কের উর্ধ্বে স্থান দেয়ার জন্য বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদকে ওই পদে মনোনয়ন দেন। জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে শাহাবুদ্দিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধন করে

www.pathagar.com

মন্ত্রির পরিবর্তে সংসদ সদস্যদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রধান হিসাবে নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। সংসদকে কার্যকর এবং মন্ত্রণালয়সমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে এ সিদ্ধান্ত সকল মহলে প্রশংসিত হয়।

১৯৯৬ সালের ১২ নভেম্বর জাতীয় সংসদে ইনডেমনিটি বাতিল বিল পাস। ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যার পর সামরিক সরকার ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করে ওই হত্যার বিচারের পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়। মৌলিক মানবাধিকার পরিপন্থি ওই অধ্যাদেশ বাতিলের পর বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের প্রক্রিয়া শুরু হয়। গঙ্গার পানির ন্যায় হিসাব আদায়ের ক্ষেত্রে ভারতের সাথে দীর্ঘ দিন ধরে বিরোধ চলছিল। প্রধানমন্ত্রি শেখ হাসিনার সরকার ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গঙ্গার পানি বন্টন সংক্রান্ত ৩০ বছর মেয়াদী এক চুক্তি সাক্ষর করেন। এ চুক্তির শর্তানুযায়ী ১৯৯৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ফারাক্কায় দুই দেশের পানি বন্টন শুরু হয়।

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে এক শান্তি চুক্তি সাক্ষরিত হয়। প্রধানমন্ত্রির উপস্থিতিতে জাতীয় সংসদের চিপ হুইচ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং জনসংহতি সমিতির প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই শান্তি চুক্তির ফলে যুগ যুগ ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘটে। ১৯৯৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) প্রধানমন্ত্রি শেখ হাসিনার নিকট অস্ত্র জমা দেন। শান্তি চুক্তির ফলে ওই অঞ্চলের দু'হাজার সশস্ত্র সদস্য অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। প্রায় ৬৪ হাজার উপজাতি ভারতের ত্রিপুরা ও মিজোরাম থেকে দীর্ঘদিন পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯৯৮ সালের ৮ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায় ঘোষণা করা হয়। মোট ১৯ জন আসামীর মধ্যে ১৫ জন আসামীকে প্রকাশ্যে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য আদালত আদেশ দেয়। ২০ মাস ধরে এ মামলা চলে। ১৯ জন আসামীর মধ্যে সাত জন কারাগারে এবং ১২ জন পালাতক ছিল। আসামীপক্ষ জেলা ও দায়রা আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করে। এ বছর সংবাদপত্র ও বিচার বিভাগ সম্পর্কে সরকারের বিভিন্ন ব্যক্তি অসহিষ্ণু সমালোচনা করেন। ১৯৯৯ সালের দিকে দেশে আইন শৃঙ্খলার ও অবনতি ঘটে।

১৯৯৬ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত শেখ হাসিনার শাসনামলে এই চার বছরে নতুন সংবাদপত্র প্রকাশের প্রবাহ কিছুটা কমে আসে। ১৯৯৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি খোন্দকার আমিনুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'পূর্বদিন'। মধুবাগ ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং রৌশন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স ১৩ কারকুন বাড়ি লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আর্ট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১ জানুয়ারি ফকির আশরাফের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'সকালের বাণী'। প্রকাশক বাণী আশরাফ। ৭৯২ মনিপুর, মিরপুর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং ইউনিক প্রেস, ১২০ আরামবাগ

www.pathagar.com

ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য চার টাকা। ১ এপ্রিল মোরশেদ আলমের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'অগ্নিশিখা'। বিসমিল্লাহ প্রিন্টার্স ৫২ গোয়ালনগর লেন, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য চার টাকা। ১ জানুয়ারি আবদুর রকিবের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'নয়া জামানা'। উত্তরা প্রেস, ৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা।

৮ জুন গিয়াসউদ্দিন খন্দকারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'আজকের অমৃতবাজার'। ৩৬৪ মিরহাজারিবাগ, ফরিদাবাদ, যাত্রাবাড়ি ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং বিক্রম প্রিন্টার্স ৭৫/বি শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা। ১৭ মে আস্‌ম্‌, আনোয়ারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'বাংলার গৌরব'। ৩৫২, প্রি স্কুল স্ট্রিট, হাতিরপুল, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং প্রগতি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ১৫০/৩ আরামবাগ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১ জানুয়ারি শফিক রেহমানের সম্পাদনায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'যায় যায় দিন' দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। ১৫ ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সিটি পাবলিশিং হাউস, ৯০ কাকরাইল, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল তিন টাকা। ২০ ফেব্রুয়ারি আবদুল আউয়াল খানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'আজকের জনমত'। প্রকাশক ড. রওশন আলম। টুইন হাউস, নবাব হাবিবুল্লাহ রোড, স্বামীবাগ ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং বুক প্রমোশন প্রেস, ২৮ টয়েনবি সার্কুলার রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য চার টাকা।

১৭ মার্চ মুন্সি জিয়াউদ্দিনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'সত্যাচার'। ৪২/৪ হাটখোলা রোড, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং ফ্রেন্ডস প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স, ১১ নবাব আবদুল গনি স্ট্রিট, ওয়ারি ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ৩১ ডিসেম্বর আবু আশরাফের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'আল ইহসান'। প্রকাশক হাবিবুল হক। ৯/২ মোমেনবাগ ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং ল্যাজিনা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ১৩/২ কে, এম, দাস লেন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২৩ ডিসেম্বর এ, কে, এম, নুরুল হকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'কলধ্বনি'। ৭৫/৩ মহাখালী বাণিজ্যিক ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং ফেডারেল পাবলিশার্স এফ-১২৯ মহাখালী ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা। ২ জুন কাজী মোহাম্মদ হাসানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'শুভ দিন'। ১৯৫/বি-২ লালকুঠি তৃতীয় কলোনি, মিরপুর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সলিমাবাদ প্রিন্টিং প্রেস, ২১/৩ কোর্ট হাউস স্ট্রিট, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা।

১০ জানুয়ারি এ, কে, এম, নুরুল হকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'কলমবাজি'। ৭৫/৩ মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত

www.pathagar.com

এবং ফেডারেল পাবলিশার্স এফ, ২৯, মহাখালি ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ১৬ জুন হাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'দেশ মাটি মানুষ'। প্রকাশক মোয়াজ্জেম হোসেন। ৪ যোগীনগর রোড, ওয়ারি ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং নাটোর প্রেস ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য সাত টাকা। ১০ অক্টোবর শাহ আকতারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'গরমিল'। ১৩২ রায়ের বাজার, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং খান আর্ট প্রেস, এন্ড পাবলিকেশন্স ৩৭/১ বাংলা বাজার ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা। ১৬ জানুয়ারি মাজহারুল ইসলামের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'অন্যদিন'। ৭০৩/১ গ্রীন রোড, ফার্মগেট, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং কালার নাইস ১৪ সোনারগাঁ রোড, হাতিরপুল ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৬৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ১২ টাকা।

১ জুন এবিএম আলাউদ্দিনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় অর্থনীতি বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা 'দেশ অর্থনীতি'। দিশারী কম্পিউটার সিস্টেম, ১৯০ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা। ১৫ আগস্ট হাবিবুর রহমানের সম্পাদনায় নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'শীতলক্ষ্যা'। প্রকাশক মতিউর রহমান। ২২৮ দেওভোগ, পাকা রোড, নারায়ণগঞ্জ থেকে এটি প্রকাশিত এবং বর্ণমালা প্রিন্টার্স, চুনকার রোড, নারায়নগঞ্জ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ২৩ এপ্রিল মোখলেসুর রহমানের সম্পাদনায় নেত্রকোণা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'জননেত্র'। কেনাগী, বারহাট্টা, নেত্রকোণা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মেসার্স আমিন প্রেস, স্টেশন রোড নেত্রকোণা থেকে এটি মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা।

১৪ এপ্রিল আনোয়ার হোসেন বাবুর সম্পাদনায় জামালপুর থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'ঋদ্ধি'। শহীদ হারুন সড়ক জামালপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং সোনালী আর্ট প্রেস, জামালপুর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৭ ফেব্রুয়ারি আনোয়ার সাদাতের সম্পাদনায় টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'মধুপুর বার্তা'। বোয়ালী, মধুপুর, টাংগাইল থেকে এটি প্রকাশিত এবং সততা প্রিন্টিং প্রেস, মধুপুর, টাংগাইল থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১০ নভেম্বর সৈয়দ গোলাম মুরসালিনের সম্পাদনায় শরীয়তপুর থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'মিনহাজ'। চিশতি নগর, প্রিন্টিং প্রেস, নড়িয়া, শরিয়তপুর থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ১২ টাকা। ১২ এপ্রিল মোখলেসুর রহমান ভুইয়ার সম্পাদনায় রাঙামাটি থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'পাহাড়ের ডাক'। ২৬, এফ, রাঙামাটি সড়ক, রাঙামাটি থেকে এটি প্রকাশিত এবং রাঙামাটি মুদ্রণালয় পুরাতন বাস স্টেশন, রাঙামাটি থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

১২ ফেব্রুয়ারি শামীম রশিদের সম্পাদনায় রাঙামাটি থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'পার্বত্য বার্তা'। বনরূপা, রাঙামাটি থেকে এটি প্রকাশিত এবং রাঙামাটি প্রিন্টার্স এন্ড

www.pathagar.com

পাবলিকেশন্স বনরূপা রাঙামাটি থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠা পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ২১ এপ্রিল চৌধুরী আতাউর রহমানের সম্পাদনায় খাগড়াছড়ি থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'অরণ্যবার্তা'। পূর্ণিমা প্রেস, কোর্ট রোড, খাগড়াছড়ি থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২০ আগস্ট ওয়াহিদুর রহমানের সম্পাদনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'আজকের হালচাল'। প্রকাশক আবদুল হক। মৌলবীবাজার ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এটি প্রকাশিত এবং প্রতিচ্ছবি প্রিন্টিং প্রেস, কাজীপাড়া রোড, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৮ জুন ইখতিয়ার উদ্দিনের সম্পাদনায় সিলেট থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'সুরমা বার্তা'। প্রকাশক আ,ফ,ম, কামাল। চারা দিঘীর পাড়া, সিলেট থেকে এটি প্রকাশিত এবং সিলেট কণ্ঠ অফসেট প্রেস, চারা দিঘীর পাড়, সিলেট থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

২৬ মার্চ তাবেদার রসুল বকুলের সম্পাদনায় সিলেট থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'সিলেটের সকাল'। মীর বক্সটুলী, নয়া সড়ক, সিলেট থেকে এটি প্রকাশিত এবং চৌধুরী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং পশ্চিম সুবিদবাজার, সিলেট থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৪ জুলাই শেখ আজাদ করিমের সম্পাদনায় খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'অনন্ত প্রত্যাশা'। পুরাতন যশোর রোড খুলনা থেকে এটি প্রকাশিত এবং উত্তরণ প্রেস, ৫৭ ইসলামপুর রোড, দোলখোলা, খুলনা থেকে প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠা পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ৯ জুন শেখ আবু আসলাম বাবুর সম্পাদনায় খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'খুলনা কণ্ঠ'। ১২৪/১ পল্লী কুটির, আঞ্জুমান রোড, দৌলতপুর খুলনা থেকে এটি প্রকাশিত এবং নবযুগ ছাপাখানা, ২৯৮/খান জাহান আলী রোড, খুলনা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ১ জুন রবিউল ইসলামের সম্পাদনায় খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'সারস'। প্রকাশক আবদুর রহমান। আলিমপুর খুলনা থেকে এটি প্রকাশিত এবং উত্তরণ প্রেস, ৫৭ ইসলামপুর রোড খুলনা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠা পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা।

১০ জুন কামরুন নাহার হাই-এর সম্পাদনায় বাগেরহাট থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'দক্ষিণ হাওয়া'। মংলা ৯৩৫০, বাগেরহাট থেকে এটি প্রকাশিত এবং হাসিম ছাপাঘর, মাদরাসা রোড, বাগেরহাট থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৯ মে তালুকদার আখতার ফারুকের সম্পাদনায় বাগেরহাট থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'মংলা'। মাদরাসা রোড, বাগেরহাট থেকে এটি প্রকাশিত এবং সাজ আর্ট প্রেস, বাগেরহাট থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১ ফেব্রুয়ারি আনিসুর রহমানের সম্পাদনায় সাতক্ষীরা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'সাতক্ষীরা চিত্র'। ৩৫, হাজী মহসীন রোড, সাতক্ষীরা থেকে এটি প্রকাশিত এবং শাপলা প্রিন্টিং প্রেস, সাতক্ষীরা থেকে মুদ্রিত। চারপৃষ্ঠা পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ৩০ অক্টোবর ফকির শওকতের সম্পাদনায় যশোর থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'লোক সমাজ'। প্রকাশক তরিকুল ইসলাম। ইনি এক সময় বাম রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পরবর্তীতে বিএনপি

www.pathagar.com

সরকারের মন্ত্রি হন। সেন্ট্রাল রোড যশোর থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত এবং ঋতু প্রিন্টার্স এস, এস রোড, বাবুঘাট, যশোর থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য চার টাকা।

২৬ মার্চ রোহানী সরওয়ারের সম্পাদনায় যশোর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বাংলা লোক'। প্রকাশক এ, কে, এম, গোলাম সরোয়ার। পুরাতন কসবা, আবু তালেব রোড, যশোর থেকে এটি প্রকাশিত এবং পূর্বাচল প্রেস, বি, কে, রোড, যশোর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৫ জুন বজলুর রাশিদের সম্পাদনায় কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'দৌলতপুর বার্তা'। প্রকাশক এম, জি, মোস্তফা। তুহিন প্রিন্টিং প্রেস, দৌলতপুর কুষ্টিয়া থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ২০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা। ২৬ মার্চ সৈয়দ দুলালের সম্পাদনায় বরিশাল থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'আনন্দ লিখন'। মীর বাড়ি, বটতলা, নবগ্রাম রোড, বরিশাল থেকে এটি প্রকাশিত এবং হক প্রেস, ৫৪ সদর রোড, বরিশাল থেকে মুদ্রিত। ২৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ১০ টাকা। ১ জানুয়ারি রোকনুজ্জামান রোকনের সম্পাদনায় রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'লাল গোলাপ'। ২১০/এ প্রফেসর পাড়া, ছোটবন সুরমা, রাজশাহী থেকে এটি প্রকাশিত এবং মুক্তা প্রিন্টিং প্রেস, বিমানবন্দর রোড, সপুরা রাজশাহী থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

১ জানুয়ারি সুকুমার প্রামানিকের সম্পাদনায় চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বরেন্দ্র কাগজ'। শিবতলা, চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে এটি প্রকাশিত এবং ইউনিয়ন প্রেস, বাসুনিয়াপট্টি, চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ১৪ এপ্রিল রফিকুল ইসলামের সম্পাদনায় বগুড়া থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'দুর্জয় বাংলা'। কাটনার পাড়া, বগুড়া থেকে এটি প্রকাশিত এবং রয়াল প্রিন্টার্স, চকযাদু ক্রস লেন, বগুড়া থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১৪ জুন শামসুল হুদার সম্পাদনায় দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'দিনাজপুর কাগজ'। ইসলামপুর মেইন রোড, পুরাতন বাজার, দিনাজপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং রুমা অফসেট প্রেস, পাহাড়পুর, দিনাজপুর থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১১ ফেব্রুয়ারি মাসুদার রহমান মিলুর সম্পাদনায় রংপুর থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'আখিরা'। তিস্তা প্রিন্টিং প্রেস, স্টেশন রোড, রংপুর থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২৩ জুন সাইফুল ইসলামের সম্পাদনায় রংপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'রংপুর বার্তা'। বিচিত্রা প্রিন্টার্স, নিউক্রস রোড, গুপ্তপাড়া, রংপুর থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

১৯৯৭ সালের ১৫ জানুয়ারি হামিদা শিরিনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'প্রভাত'। পত্রিকাটির প্রকাশক মোজাফফর হোসেন পল্টু। ২৯, চামেলিবাগ, শান্তিনগর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং প্রভাত প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স ১০০/এ ফকিরাপুল ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ছয় টাকা। ২১ জুন কে, জি, মুস্তাফার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'মুক্তকণ্ঠ'। কে, জি মুস্তাফার পুরো নাম খন্দকার গোলাম মুস্তাফা। ১৯৪৬ সালে দৈনিক আজাদে সাব-এডিটর হিসাবে

www.pathagar.com

তার সাংবাদিকতা জীবন শুরু হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে তিনি দৈনিক ইত্তেহাদ, দৈনিক ইনসাফ, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক ইত্তেফাক প্রভৃতি পত্রিকার কাজ করেন। রাজনৈতিক কারণে ১৯৫৫ সালে তিনি কারাবরণ করেন, ১৯৬১ সালে তিনি পাকিস্তান আবজারভার-এ যোগদান করেন। এ পত্রিকায় পাঁচ মাস কাজ করার পর তিনি পুনরায় কারারুদ্ধ হন। ১৯৬২ সালের জুন মাসে তিনি জেল থেকে ছাড়া পান।

কে, জি, মুস্তাফা ষাটের দশকের শুরুতেই পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ওই পদে পর পর তিনবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হবার পর ১৯৬৮ সালে তিনি পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর তিনি বিএফ ইউ জে-এর সাংগঠনিক কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৭৩ সালে তিনি অবজারভার-এর জয়েন্ট এডিটরের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব নিয়ে প্রথমে লেবানন ও পরে ইরাক যান। পঁচাত্তরের পটপরিবর্তনের পর তিনি ইরাকে সাংবাদিকতা শুরু করেন। দেশে ফিরে আসেন ১৯৮৫ সালে এবং চট্টগ্রামের দৈনিক পূর্বকোণের সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৮৯ সালে 'ডায়ালগ'-এ যোগদান করেন। ১৯৯১-সালে তিনি সংবাদ-এর অস্থায়ী সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন। সেখানে থেকে তিনি মুক্তকণ্ঠের সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিপুল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এই সাংবাদিক মুক্তকণ্ঠকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হন।

বিপুল অংকের অর্থ বিনিয়োগ ও প্রচুর ঢাকঢোল পিটিয়ে বেক্সিমকো মিডিয়া এই পত্রিকাটি প্রকাশ করে। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন ইকবাল আহমদ। মুস্তাফিজুর রহমান নামে স্বল্প অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এক যুবককে মিডিয়ার কো-অর্ডিনেটর নিযোগ করা হয়। পত্রিকার সহকারি সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন মীর নুরুল ইসলাম, আবু আল সাইদ, অজয় দাশগুপ্ত প্রমুখ। সাহিত্য সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন আবু হাসান শাহরিয়ার। রিপোর্টিয়ে ছিলেন জাফর ওয়াজেদ, স্বপন দাসগুপ্ত, মনোজ রায়, মাহমুদ হাসান, শিশির শীল, শাহনাজ বেগম, তালুকদার হারুন, জুলফিকার হায়দারসহ আরো অনেক তরুণ। অরুণ কুমার দে নামে একজন অনভিজ্ঞ সাব-এডিটরকে চিপ সাবএডিটর হিসাবে নিয়োগ দিয়ে তাকে পত্রিকার নিউজ এডিটরের দায়িত্ব দেয়া হয়। অরুণের অযোগ্যতার পাশাপাশি স্থায়ী কোন চিপ রিপোর্টার না থাকায় রিপোটিং বিভাগে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে সম্পাদক হিসাবে কে, জি, মুস্তফা অদক্ষ, অনভিজ্ঞ বাকসর্বস্ব ভারপ্রাপ্ত নিউজ এডিটরের ওপর সকল ব্যাপারে নির্ভরশীল হওয়ায় প্রেস প্রিন্ট বিভাগে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, ফলে পত্রিকাটি পাঠকের কাছে আকর্ষণ হারায়।

পত্রিকা প্রকাশনার ক্ষেত্রে আর্থিক অবস্থান, বিজ্ঞাপন প্রাপ্তির হার, লোকবল, বিপণন প্রভৃতি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। সব দিক ঠিকঠাক থাকার পরও শুধু ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে এই পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। প্রকাশনার ব্যাপক জোয়ারে বিপুল সম্ভাবনাময় মুক্তকণ্ঠ অচিরেই ভাটারটানে হারিয়ে যায়। মিডিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ৩২ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা থেকে মুক্তকণ্ঠ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হত। ২০০১ সালে পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ১২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছিল ছয় টাকা।

www.pathagar.com

১ জানুয়ারি শফিকুর রহমান নেওয়াজের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'নিরপেক্ষ'। প্রকাশক বজলুর রহমান। ৮২/২ দক্ষিণ যাত্রাবাড়ি ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং ইউনিক প্রিন্টিং প্রেস, ৭৮, আরামবাগ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠা পত্রিকার মূল্য ছিল চার টাকা। ৫ মার্চ তরিকুল ইসলামের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'ভোরের কণ্ঠ'। মিরপুর ১২/সি, ৮/১১ ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং এশিয়াটিক প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, ২২৬, তেজগাঁও ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা। ৪ জুন অধ্যাপিকা এম, ভিকারুননেসার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'মুক্তির গান'। ৪৬২/সি, খিলগাঁও ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং প্যাসিফিক প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস, ২০০ মালিবাগ ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য চার টাকা। ১ আগস্ট জাকির হোসেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'চাকুরির খবর'। রুনা প্রেস আরামবাগ থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২ অক্টোবর মোসাদ্দেক মজুমদারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'আনন্দপুর'। ১০৫, ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং ইউনিক অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, ৭৮ আরামবাগ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ২৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ১০ টাকা। ১ জানুয়ারি আতাউর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'অবন্তিকা'। প্রকাশক হাজেরা আকতার মুক্তা। ৫৫ ফকিরাপুল বাজার, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং ইউনিক অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, ৭৮ আরামবাগ ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ১০ টাকা। ১০ ডিসেম্বর প্রণব রাউতের সম্পাদনায় ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'পরিচয়'। প্রকাশক গোলাম রসুল তালুকদার। ৫১ ছোট বাজার, ময়মনসিংহ থেকে এটি প্রকাশিত এবং যমুনা অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, ময়মনসিংহ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

২৫ মে এন, বি, এম, ইব্রাহিম খলিলের সম্পাদনায় ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'বিশ্বের মুখপত্র'। ত্রিশাল বাজার, ময়মনসিংহ থেকে এটি প্রকাশিত এবং উদ্যান প্রিন্টিং প্রেস, আলিয়া মাদরাসা রোড, ময়মনসিংহ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২২ আগস্ট সাঈদ আলী হোসেনের সম্পাদনায় ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'ফরিদপুর'। মোল্লা বাড়ি সড়ক, গোয়াল চামট, ফরিদপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং জাগরণ প্রিন্টিং প্রেস, ঝিলটুলী ফরিদপুর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ২৭ এপ্রিল এ বি এম, বজলুর রহমান খানের সম্পাদনায় মাদারিপুর থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'সুবর্ণ গ্রাম'। ১৩৬, কুকরাইল, মাদারিপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং নাজমা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, মাদারিপুর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২৯ জুন মাহফুজুর রহমানের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'অনুবীক্ষণ'। তিলোত্তমা মুদ্রণালয়, ৪৪/৪৮ নাজিম আহমদ রোড, চট্টগ্রাম থেমে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৩৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ১০ টাকা।

১ ডিসেম্বর আওরঙ্গজেব চৌধুরীর সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'সমাজ উন্নয়ন'। কদমতলী চট্টগ্রাম থেকে এটি প্রকাশিত এবং সুলেখা ছাপাঘর,

www.pathagar.com

আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য চার টাকা। ১৫ জুলাই সৈয়দ শহীদুল হকের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'জীবনবাতি'। ২০২-২০৪ নূর আহমদ সড়ক, চট্টগ্রাম থেকে এটি প্রকাশিত এবং ফ্রেন্ডস প্রিন্টার্স, ৪৪/৪৮ নাজির আহমদ রোড, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। ৪৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দশটাকা। ১ মার্চ নুরুল আফসারের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'আন্দর কিল্লা'। শাকেরপুর চট্টগ্রাম থেকে এটি প্রকাশিত এবং কম্পোজ শৈলী, লুসাইভবন, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। ১৬পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা। ১ মে সৈয়দ হোসেন চৌধুরীর সম্পাদনায় কক্সবাজার থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'মেহেদী'। প্রকাশক জমিরউদ্দিন। বায়তুশ শরফ রোড, চিরিঙ্গা, চকোরিয়া কক্সবাজার থেকে এটি প্রকাশিত এবং ফ্রেন্ডস প্রিন্টার্স, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। ৪৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ১৫ টাকা। ৯ সেপ্টেম্বর লুৎফর রহমানের সম্পাদনায় কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'দেশ গোয়েন্দা'। বদরপুর বাজার কুমিল্লা থেকে এটি প্রকাশিত এবং লাকী প্রিন্টার্স, মোগলটুলী, কুমিল্লা থেকে মুদ্রিত।

১ মে মুজিবর রহমান ভূইয়ার সম্পাদনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'প্রজাবন্ধু'। হাবিলি প্রেস, মসজিদ রোড, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৩০ সেপ্টেম্বর কামরুল হাসান মঞ্জুর সম্পাদনায় নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'লোক সংবাদ'। আজাদ মঞ্জিল, হাসপাতাল রোড, নোয়াখালী থেকে এটি প্রকাশিত এবং মিতালী প্রেস, চৌমুহনী, নোয়াখালী থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৫ জুলাই শেখ নুরুল আমিনের সম্পাদনায় ফেনী থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ফেনী প্রবাহ'। ৫১, ট্রাংক রোড, ফেনী থেকে এটি প্রকাশিত এবং মিলন প্রেস ফেনী থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১৫ ডিসেম্বর সাহেদউদ্দিন মিল্লাতের সম্পাদনায় ফেনী থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'মসিমেলা'। ৪৮ গোডাউন কোর্য়াটার ফেনী থেকে এটি প্রকাশিত এবং দাওয়াখানা প্রেস, ২০১ তাকিয়া রোড, ফেনী থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

১ নভেম্বর চিন্ময় আচার্যের সম্পাদনায় হবিগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় 'প্রতিদিনের বাণী'। প্রকাশক শাবান মিয়া। প্রগতি প্রিন্টার্স হবিগঞ্জ থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২৬ মার্চ হাবিবুর রহমানের সম্পাদনায় হবিগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'পরিক্রমা'। রামকৃষ্ণ মিশন রোড, হবিগঞ্জ থেকে এটি প্রকাশিত এবং নয়ন প্রিন্টার্স ঘাটিয়া বাজার, হবিগঞ্জ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১ আগস্ট কাজী কামরুল আহসানের সম্পাদনায় নওগাঁ থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'নওগাঁ খবর'। বলিরঘাট, শান্তাহার, নওগাঁ থেকে এটি প্রকাশিত এবং আরামবাগ, আর্ট প্রেস, নওগাঁ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২৪ ডিসেম্বর মাহতাব উদ্দিনের সম্পাদনায় চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'গৌড় সংবাদ'। চকমোড়া, পাখিয়া, চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে এটি প্রকাশিত এবং প্রাইম অফসেট প্রিন্টার্স, হুজরাপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

www.pathagar.com

১৫ মে হানিফ আলী শেখের সম্পাদনায় নাটোর থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'উত্তরবঙ্গ বার্তা'। কান্দিভিটুয়া নাটোর থেকে এটি প্রকাশিত এবং বিজয় প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজেস মিচা বাজার, নাটোর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৭ ডিসেম্বর আবু হাসান আইয়ুবের সম্পাদনায় পাবনা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'মুক্তির মিছিল'। চরচিনখরা, সুজানগর পাবনা থেকে এটি প্রকাশিত এবং কোহিনূর প্রেস পাবনা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১১ ডিসেম্বর দেলোয়ার হোসেন তালুকদারের সম্পাদনায় রংপুর থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক রংপুর। গুপ্তপাড়া, রংপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং তিস্তা প্রিন্টিং প্রেস, স্টেশন রোড রংপুর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা ২৮ আগস্ট আবু নছর ফেরদৌস আলীর সম্পাদনায় রংপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'রংপুরের কাগজ'। রাজারামপুর, বদরগঞ্জ, রংপুর থেকে প্রকাশিত এবং তিস্তা প্রিন্টার্স, স্টেশন রোড, রংপুর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২ জানুয়ারি তরিকুল গণির সম্পাদনায় নীলফামারি থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'জনসমস্যা'। নতুন বাবুপাড়া, নীলফামারি থেকে এটি প্রকাশিত এবং আলম প্রেস, আলম লেন, সৈয়দপুর নীলফামারি থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা।

১৯৯৮ সালের ১৬ জানুয়ারি মাহবুবা চৌধুরীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় বাংলাদেশের প্রথম ট্যাবলয়েড পত্রিকা দৈনিক 'মানবজমিন'। আকারে, রুচি ও মেজাজের বিচারে খবরের কাগজ দুই প্রকার, একটি ব্রডশিট অন্যটি ট্যাবলয়েড। ডিমাই আকারে যে সংবাদপত্র সেটাই হচ্ছে ব্রডশিট। এর দৈর্ঘ্য ২৩ ইঞ্চি ও প্রস্থ ১৬ ইঞ্চি। ট্যাবলয়েড আকারে ডিমাই সাইজের প্রায় অর্ধেক। এর দৈর্ঘ্য ১৫ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ১৩ ইঞ্চি। অনুমান করা হয় ট্যাবলেট (বড়ি) শব্দটি থেকেই ট্যাবলয়েড শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে। এই কাজটি করেছে বরোজ ওয়েলকাম নামে একটি ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান। ১৮৮৪ সালে বরোজ ওয়েলকাম ট্যাবলয়েড নাম দিয়ে দুটি ধন্বন্তরি ঔষধ বাজারে ছাড়ে। ঔষধ দুটি ছিল অত্যন্ত ঘণীভূত ও কঠিন। আকার ছিল বড়ি বা বটিকার। সম্ভবত এ কারণেই সংসদ অভিধানে ট্যাবলয়েড শব্দটির অর্থ হয়েছে—a drug or anything in a very concentruted form.অর্থাৎ ট্যাবলয়েড বলতে বোঝায় ঘণীভূত ও কঠিন ঔষধ অথবা ওই রকম কোন কিছু, তা সংবাদপত্রকেও বোঝানো যেতে পারে। আর ওই অর্থেই বলা হয়েছে, News paper That gives news in a concentruted and easily assimilible form. যে সংবাদপত্র সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য আকারে সংবাদ প্রকাশ করে। ট্যাবলয়েড সম্পর্কে ওয়েবস্টার ডিকশনারিতে বলা হয়েছে, 'এ স্মল ফরমেট, হেভিলি ইলাস্ট্রেটেড নিউজ পেপারস, ফিচারিং নিউজ আইটেমস অব এ সেনসেশনাল ন্যাচার।' এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকাতে বলা হয়েছে, 'এ নিউজ পেপার লুজলি ক্যারেকটারাইজড বাই পেইজ সাইজ হাফ অব নরমাল, কনডেন্সড টেক্সট এন্ড মেনি পিকচার্স' এই হচ্ছে ট্যাবলয়েড পত্রিকা সম্পর্কে সংজ্ঞা।

ট্যাবলয়েড সাংবাদিকতার সূচনা হয় ১৯০৩ সালে। আলফ্রেড হামসওয়ার্থ নামে একজন সাংবাদিককে একটি ভিন্নধর্মী নববর্ষ সংস্কারণের দায়িত্ব দেয়া হয়। ওই দায়িত্ব

www.pathagar.com

পালনকালে তিনি ট্যাবলয়েড উদ্ভাবনের আইডিয়া পেয়ে যান। ১৯০৩ সালে তিনি 'ডেইলি মিরর' নামে একটি ক্ষুদ্রাকার পত্রিকা প্রকাশ করেন। সেটিই বিশ্বের প্রথম ট্যাবলয়েড পত্রিকা। তবে তখনও এ ধরনের পত্রিকার ক্ষেত্রে ট্যাবলয়েড শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। পাঠকরা তখন এটাকে বলত 'হাফ পেনি পিকচার্স' পেপার (অর্ধ পেনি মূল্যের সচিত্র পত্রিকা)।

গোড়ার দিকে ট্যাবলয়েড পত্রিকাগুলোর লক্ষ্য ছিল অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা, আর অসংখ্য ছবি ছাপানো। কিছু কাল পরে অন্য পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ মুদ্রণের রেওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়। তার বদলে নিজেদের সংগৃহীত সংবাদ নিয়ে পত্রিকা বের হয়। ট্যাবলয়েড পত্রিকাগুলো পাঠকদের মধ্যে চমক সৃষ্টির দিকে ঝুঁকে পড়ে। সেজন্য তারা যৌনতা, যৌন কেলেঙ্কারি, ভায়োলেন্স কেন্দ্রিক সংবাদ ও ছবি ছাপানোর ওপর অধিকতর গুরুত্ব দিতে শুরু করে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গোপন জীবন, বিশেষ করে যৌন জীবন ফাঁস করে দেয়া পাশ্চত্যের ট্যাবলয়েড পত্রিকার আকর্ষনীয় উপজীব্য হয়ে ওঠে। কোন কোন পত্রিকায় নগ্ন-নারীর ছবিও ছাপানো শুরু হয়। পত্রিকা পর্ণোগ্রাফির কাছাকাছি চলে যায়। রিপোর্টের রগরগে বর্ণনা, পর্ণো ছবি প্রভৃতি মানুষের অন্তর্নিহিত পশুসত্তাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। শিরোনামে চাঞ্চল্য সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

মূলধারার সংবাদপত্রের সঙ্গে ট্যাবলয়েডের পার্থক্য মৌলিক। মূলধারার পত্রিকায় সেক্স-ভায়োলেন্স, কেলেঙ্কারির খবরও থাকে। কিন্তু এসব সংবাদ ট্যাবলয়েডে যে গুরুত্ব পায় মূলধারার পত্রিকায় তা পায় না। এছাড়া, মূলধারার পত্রিকায় রাজনীতি, অর্থনীতির গুরুত্ব অধিক, অথচ ট্যাবলয়েডে এগুলোকে কম গুরুত্ব দেয়া হয়। ট্যাবলয়েড পত্রিকার কাজ হচ্ছে অনুসন্ধান, ছিদ্র সন্ধান। ট্যাবলয়েড খুঁজে ফেরে সেলিব্রেটিদের, হোন তিনি রূপের, গুণের বা দুষ্কর্মের জন্য সেলিব্রেটি। মূলধারার সংবাদপত্রের সঙ্গে ট্যাবলয়েডের পার্থক্য শুধু আকৃতিতেই নয় প্রকৃতি ও চরিত্রগত দিক থেকেও। দুয়ের রুচি ও মেজাজে আকাশ পাতাল ফারাক। রুচিবান, মননশীল ও সংস্কৃতিবান এবং কিছুটা উন্নাসিক পাঠক ট্যাবলয়েডের দিকে ফিরেও তাকান না। তাদের আকর্ষণ মূলধারার পত্রিকার প্রতি।

গণতান্ত্রিক অসহিষ্ণুতা ও সেলিব্রেটিদের অপ্রতুলতা বাংলাদেশে ট্যাবলয়েড প্রকাশের ক্ষেত্রে বড় বাধা। এ সব বাধা উপেক্ষা করেই এ দেশের একমাত্র ট্যাবলয়েড মানবজমিন প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকার প্রকাশনা অব্যাহত থাকার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে; অধীর উন্মাদনায় আক্রান্ত পাঠকের সংখ্যাও এদেশে কম নেই। পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী। ৫/এ ওয়ালসো টাওয়ার, বাংলামটর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মিডিয়া প্রিন্টার্স ৩২ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছয় টাকা।

৪ নভেম্বর মতিউর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'প্রথম আলো'। মতিউর রহমান ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ছাত্র-রাজনীতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'একতা'-র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব

www.pathagar.com

পালন করেন। ১৯৯১ সালে নাঈমুল ইসলাম খানের সম্পাদনায় আজকের কাগজ প্রকাশিত হলে তিনি তাতে বিশেষ সংবাদ দাতা হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত তিনি ভোরের কাগজের সম্পাদক ছিলেন। তার সম্পাদনায় ভোরের কাগজ পাঠক মহলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বিশ শতকের শেষ পাদে দৈনিক পত্রিকার সফল সম্পাদকদের মধ্যে মতিউর রহমানের স্থান সবার শীর্ষে। প্রথম আলোতে প্রথম থেকেই যারা বিভিন্ন বিভাগে কাজ করছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন— আবদুল কাইয়ুম (যুগ্ম সম্পাদক), মোজাম্মেল হোসাইন, সাজ্জাদ শরীফ, আনিসুল হক (উপসম্পাদক), সানাউল্লাহ্ (বার্তা সম্পাদক)। সংবাদ বিভাগে কাজ করছেন তৌহিদুর রহমান, জুয়েল মাজহার, সেলিম খান, রোকেয়া রহমান, সুপ্রীতি ধর। রিপোর্টিং-এ রয়েছেন, অরুণ কর্মকার, অরূপ দত্ত, প্রভাষ আমিন, প্রণব সাহা, মোস্তাফিজ শফি প্রমুখ। পত্রিকার প্রকাশক মাহফুজ আনাম। ৫২ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং ট্রান্সকম লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য সাত টাকা।

২০ এপ্রিল মোস্তফা কামাল মহিউদ্দিনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ইংরেজি দৈনিক 'দিন ডেইলি ডিসক্লোজার'। বিসিআইসি ভবন, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং পেপার প্রসেসিং এন্ড প্যাকেজিং ১৯০, ঋষিকেশ দাস রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ১২ মার্চ শফিকুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'স্পষ্ট কথা'। ফেডারেল প্রিন্টার্স, ১১৯/৪ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৩২ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছয় টাকা। ১৪ আগস্ট সুলতানা নাসিমা বানুর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ইংরেজি সাপ্তাহিক 'নিউজ এন্ড ভিউজ'। ৮৭ বশিরউদ্দিন রোড, কলাবাগান, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মমিন অফসেট প্রেস, ৯ বাবুপুরা, নীলক্ষেত ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৪০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দশ টাকা। ২৩ অক্টোবর শেখ রেহানার সম্পাদনায় ঢাকা থেকে নব কলেবরে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'। বাড়ি নং ৮, সড়ক নং ১১, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং গ্রাফটোন প্রিন্টার্স, ৫৫/১ পুরানা পল্টন ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৮৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য বার টাকা।

১৫ মে শাহাদত চৌধুরীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক ২০০০। প্রকাশক মাহফুজ আনাম। মিডিয়া ওয়ার্ল্ড, ৫২ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সিটি পাবলিশিং, ৯০ কাকরাইল ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত। ৮৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ১২ টাকা। ২৫ জানুয়ারি জুলকার নাইন-এর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'জনচিত্র'। ৪২ নয়াপল্টন, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং রাজীব অফসেট প্রিন্টিং এন্ড বাইন্ডিং ১৬৭/৩ আরামবাগ ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা। ১ জুন শাহাদত চৌধুরীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক আনন্দধারা। প্রকাশক মাহফুজ আনাম। মিডিয়া ওয়ার্ল্ড, ৫২ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং সিটি পাবলিশিং ৯০ কাকরাইল, ঢাকা

www.pathagar.com

থেকে মুদ্রিত। ৬৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ১৫ টাকা। ৯ মার্চ ডা. বি, এইচ, নাজমা ইয়াসমিনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় স্বাস্থ্য বিষয়ক মাসিক 'স্বাস্থ্য কথা'। ৬৫ পশ্চিম আগারগাঁও ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং প্রকাশ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ২৩/এক/ ও ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, পান্থপথ ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৪৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ১৫ টাকা।

২০ সেপ্টেম্বর নিজাম মল্লিক মিজুর সম্পাদনায় ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'স্বজন'। প্রকাশক গোলাম রসুল তালুকদার। ৪১ ছোট বাজার ময়মনসিংহ থেকে এটি প্রকাশিত এবং পপুলার প্রেস এন্ড পাবলিকেশন ময়মনসিংহ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২৫ মে শহিদুর রহমান শহিদের সম্পাদনায় জামালপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহকি 'উর্মি বাংলা'। বেলগাছা, ইসলামপুর, জামালপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং দিগুড লাক প্রিন্টার্স জামালপুর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১৬ ডিসেম্বর খন্দকার আবদুল মতিনের সম্পদানায় রাজবাড়ি থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সাহসী সময়'। ৩ বেড়াভাঙ্গা সড়ক, রাজবাড়ি থেকে এটি প্রকাশিত এবং শুভ প্রিন্টিং প্রেস, ৪০ কবি জসিমুদ্দীন রোড, রাজবাড়ি থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠা পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১ জুলাই মোহাম্মদ মহসীনের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'গণজীবন'। বন্দরটিলা, চট্টগ্রাম থেকে এটি প্রকাশিত এবং কিনোবিক প্রিন্টার্স জাহান সুপার মার্কেট, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ১ ডিসেম্বর শরিফা বুলবুল লাকীর সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'বলাকা'। ৪০ মোমিন রোড, চট্টগ্রাম থেকে এটি প্রকাশিত এবং দি কালার প্রেস, ১২ নাজির আহমদ চৌধুরী রোড, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছয় টাকা।

২১ অক্টোবর মোহাম্মদ হোসাইনের সম্পাদনায় কক্সবাজার থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'আজকের দেশ বিদেশ'। এন্ডারসন রোড, কক্সবাজার থেকে এটি প্রকাশিত এবং ইসলামিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ঝাউতলা, কক্সবাজার থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১১ সেপ্টেম্বর মুজিবুল ইসলামের সম্পাদনায় কক্সবাজার থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'মায়ের দেশ'। রূপালীর ছড়া, কক্সবাজার থেকে এটি প্রকাশিত এবং স্বদেশ প্রিন্টিং প্রেস, কক্সবাজার থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১৪ এপ্রিল নাসরিন সুলতানার সম্পাদনায় কক্সবাজার থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'দৈনিন্দন'। সাগর প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিকেশন, পূর্ববাজার ঘাটা, প্রধান সড়ক কক্সবাজার থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২২ ডিসেম্বর মঞ্জুরুল আলমের সম্পাদনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'তিতাস কণ্ঠ'। প্রকাশক শওকত হায়াত খান। মোড়াইল ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এটি প্রকাশিত এবং রওশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজীপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে মুদ্রিত চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

১৫ ফেব্রুয়ারি নোমান চৌধুরীর সম্পাদনায় হবিগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'প্রভাকর'। মাস্টার কোয়ার্টার হবিগঞ্জ থেকে এটি প্রকাশিত এবং সোনালী প্রিন্টিং প্রেস,

www.pathagar.com

হবিগঞ্জ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৮ নভেম্বর হুমায়ূন কবিরের সম্পাদনায় খুলনা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'রাজপথের দাবী'। জন্মভূমি প্রকাশনী ১১০/১ ইসলামপুর রোড, খুলনা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ১ মার্চ রফিকুল ইসলাম মামুনের সম্পাদনায় বাগেরহাট থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'মোড়েলগঞ্জ বার্তা'। প্রকাশক আফতাব হোসেন। গুলিশাখালী, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট থেকে এটি প্রকাশিত এবং তালুকদার প্রিন্টিং প্রেস, থানা রোড, মোড়েলগঞ্জ বাগেরহাট থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ১৬ ডিসেম্বর আবদুর রাজ্জাকের সম্পদানায় ঝিনাইদহ থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'সীমান্ত বাণী'। মহেশপুর বাজার, ঝিনাইদহ থেকে এটি প্রকাশিত এবং গণি অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২৯ জুন নাজির ওয়াদুদের সম্পাদনায় রাজশাহী থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'উত্তর জনপদ'। রাজপাড়া, রাজশাহী থেকে এটি প্রকাশিত এবং আহমদ অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, নিউ মার্কেট রাজশাহী থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

২১ ফেব্রুয়ারি আমিরুল মোমেনিনের সম্পাদনায় চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'নবাব'। বালুবাগান, চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে এটি প্রকাশিত এবং প্রাইম অফসেট প্রিন্টিং হুজরাপুর চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ১৬ ডিসেম্বর মোস্তফা কামালের সম্পাদনায় সিরাজগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'যমুনা প্রবাহ'। আশা মুদ্রণ ও প্রকাশনী সিরাজগঞ্জ থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। ১৫ ফেব্রুয়ারি মনোরঞ্জনশীল গোপালের সম্পাদনায় দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'পত্রালাপ'। মিশন রোড, দিনাজপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং নিউ কোহিনূর প্রেস, মুন্সিপাড়া, দিনাজপুর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা। এক ডিসেম্বর নেসার আহমদের সম্পাদনায় গাইবান্ধা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'ভোরের সূর্য'। প্রকাশক জুলফিকার আহমদ। হেলাল প্রেস, স্টেশন রোড, গাইবান্ধা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা।

১৯৯৯ সালের ১৫ অক্টোবর কাজী শামীমুল হকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'সংবাদ চর্চা'। ১৭ নিউ ইস্কাটন রোড, মগবাজার ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং এম, আর, প্রিন্টিং প্রেস, ৮৩ নয়াপল্টন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা। ৩ নভেম্বর ফরিদ আহমেদ রিপনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'দেশ কথামালা'। প্রকাশক আবদুস সালাম। ২/এ, ১/১০৭ রাইনখোলা মিরপুর ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং আবেদীন প্রিন্টার্স ১০১ আরামবাগ ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা। ১৬ নভেম্বর আলী আশরাফের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'ভোরের চেতনা'। প্রকাশক আবুল বাশার। জাহান প্রিন্টিং প্রেস, ১২৮৭/বি মালিবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা। ১৫ আগস্ট আজিজুল ইসলামের সম্পাদনায় ঢাকা

www.pathagar.com

থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'জয় বাংলা'। ৪০/১ ডি ইনার সার্কুলার রোড, নয়াপল্টন, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং হাইটেক প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন ২/সি আসাদ এভেনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৪০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ১০ টাকা।

১৯ ডিসেম্বর আমির হোসেন পাটোয়ারীর সম্পাদানায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'বাংলার সূর্য'। ৮৭ ঢাকা হাউজিং শ্যামলী, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং চৌকস প্রিন্টার্স ১৩১/ডি আইটি এক্সটেনশন রোড ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ২৫ মার্চ শাফিয়ী বিল্লাহ্ জব্বারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'আনন্দনগর'। ১৪০ বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং জাস প্রিন্টার্স ৪৫, লালবাগ রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছয় টাকা। ১০ সেপ্টেম্বর কাজী জাহাঙ্গীর আলমের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'অর্থকণ্ঠ'। প্রকাশক আমিনা এনাম। ২৫ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং অলিম্পিক প্রিন্টার্স ১৪০ আরামবাগ ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৬৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ১০ টাকা। ১ অক্টোবর এ এইচ এম মোস্তাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় কৃষি বিষয়ক পাক্ষিক 'কৃষি বিপ্লব'। ২৭৯, পূর্ব হাজিপাড়া, রামপুরা, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং খান প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং ১৫৩/১ আরামবাগ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা।

মে মাসে মহিউদ্দিন হোসেন-এর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'সাগর নাইয়া'। ১৫/৯/২ সি মধুবাগ, মগবাজার ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং দশ দিশা প্রিন্টার্স আরামবাগ ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৪০ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ছয় টাকা। ১৬ জুন এস, এন, আহমদ মোর্শেদের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'সুরেশ্বর'। প্রকাশক সৈয়দ শাহনুর আখতার হোসাইন। ৩৮৫/সি মালিবাগ, চৌধুরী পাড়া, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং হাওলাদার প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স ১৯আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৬৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ১২ টাকা। অক্টোবর মাসে সৈকত চৌধুরীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'সাঁকো'। প্রকাশক সেলিনা আলম। বাড়ি-৯, সড়ক-১৮, ব্লক-এ, বনানী ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং ডানা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, ১৯ আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৬৪ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ১২ টাকা। সেপ্টেম্বর মাসে মাকসুদুর রহমানের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মাসিক 'সত্য প্রবাহ'। মর্ডান ম্যানসন ৫৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে এটি প্রকাশিত এবং মর্ডান টাইপ ফাউন্ডার্স, প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স ২০/এ নবাবপুর রোড, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। ৫৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য ১৫ টাকা।

৩ অক্টোবর এনামুল হকের সম্পাদনায় গাজীপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'গাজীপুর সংবাদ'। ২৮৬ পশ্চিম জয়দেবপুর, গাজীপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং রব আর্ট প্রেস, রেল গেট জয়দেবপুর, গাজীপুর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ৬ জুন হিমা বেগমের সম্পাদনায় মুন্সিগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'মুন্সিগঞ্জের কাগজ'। পুরান বাউশিয়া, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ থেকে এটি প্রকাশিত এবং মিতু প্রিন্টিং

www.pathagar.com

প্রেস, ২০/এ নয়াপল্টন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য চার টাকা। ৪ সেপ্টেম্বর এম, এ, জলিলের সম্পাদনায় জামালপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'জামালপুর সংবাদ'। ফুলতলা রোড, জামালপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং দি গুড লাক প্রিন্টার্স, ১৩ নয়াপল্টন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

১১ মার্চ রিজিয়া পারভিনের সম্পাদনায় টাংগাইল থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ন্যায্য কথা'। বেপারিপাড়া, দেলদুয়ার রোড, টাংগাইল থেকে এটি প্রকাশিত এবং সোনালী প্রিন্টিং প্রেস, টাংগাইল থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ৭ সেপ্টেম্বর গোলাম মোহাম্মদ বাবুলের সম্পাদনায় রাজবাড়ি থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'গতকাল'। প্রকাশক শাহজাহান মিয়া। বারাদী, বহরপুর, রাজবাড়ি থেকে এটি প্রকাশিত এবং সোহনা কম্পিউটার, ১৯২ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ২৩ আগস্ট হাবিবুর রহমানের সম্পাদনায় শরিয়তপুর থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'হুংকার'। পাপরাইল, ভেদরগঞ্জ, শরিয়তপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং জুয়েল প্রিন্টিং প্রেস, ডমুড্যা, সদর রোড, শরিয়তপুর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৫ আগস্ট গাজী মোহাম্মদ শাহজাহানের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'দেশলোক'। ইফতেখার প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, ১১৯/১২০ মিউনিসিপ্যাল হাউজিং এস্টেট, মুরাদপুর চট্টগ্রাম থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা।

১০ জুলাই শিমুল কুমার চৌধুরীর সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'চলমান সীতাকুন্ড'। প্রকাশক ইকরাম আহমদ রানা। কলেজ রোড, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম থেকে এটি প্রকাশিত এবং তিলোত্তমা মুদ্রণালয় ৪৪/৪৮ নাজিম আহমদ রোড, আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য পাঁচ টাকা। ২৯ সেপ্টেম্বর আবদুল গফুরের সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় পাক্ষিক 'রূপালী রাঙ্গুনিয়া'। সৈয়দ বাড়ি, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম থেকে এটি প্রকাশিত এবং শেলী প্রকাশনা লুসাই ভবন, ৫ সিডিন, বাণিজ্যিক এলাকা, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত। ৭ অক্টোবর মঞ্জুরুল আলমের সম্পাদনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'সমতট বার্তা'। বর্ণমালা অফসেট প্রেস, খেয়া সার, পশ্চিম মেড্ডা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ২০ সেপ্টেম্বর ইকরাম চৌধুরীর সম্পাদনায় চাঁদপুর থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'চাঁদপুর দর্পণ'। জাহানারা কটেজ, নাজির পাড়া, চাঁদপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং চৌধুরী অফসেট প্রেস, নিলুফা ভবন, কুমিল্লা রোড, চাঁদপুর থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা।

২৩ সেপ্টেম্বর হেলাল উদ্দিনের সম্পাদনায় মৌলবীবাজার থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ধলাই'। আফজাল মঞ্জিল, কলেজ রোড, মৌলবীবাজার থেকে এটি প্রকাশিত এবং পাতাকুড়ি কম্পিউটার এন্ড অফসেট প্রিন্টার্স সিলেট সড়ক মৌলবীবাজার থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ২৩ মার্চ মবিনুল ইসলাম কবিরের সম্পাদনায় যশোর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'গ্রামের কাগজ'। মান্নান প্রিন্টিং ওয়ার্কস

www.pathagar.com

পোস্ট অফিস পাড়া, যশোর থেকে এটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য তিন টাকা। ৬ সেপ্টেম্বর আজিজুল হকের সম্পদানায় কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'আজকের আলো'। প্রকাশক গাজী মাহবুবুর রহমান। ৪ হাজী মার্কেট, এস, এন, রোড, কুষ্টিয়া থেকে এটি প্রকাশিত এবং কোয়ালিটি প্রিন্টার্স, উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লেন, কুষ্টিয়া থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৭ এপ্রিল মুকুল মুস্তাফিজুর রহমানের সম্পাদনায় রংপুর থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'অটল'। বাহার কাছরা, রংপুর থেকে এটি প্রকাশিত এবং বর্ণসজ্জা, স্টেশন রোড, রংপুর থেকে মুদ্রিত। আট পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য দুই টাকা। ৩০ সেপ্টেম্বর তোফায়েল হোসেনের সম্পাদনায় কুড়িগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় দৈনিক 'চাওয়া-পাওয়া'। মোগলবাশ রোড, কুড়িগ্রাম থেকে এটি প্রকাশিত এবং কুড়িগ্রাম প্রিন্টিং প্রেস, কুড়িগ্রাম থেকে মুদ্রিত। চার পৃষ্ঠার পত্রিকার মূল্য এক টাকা।

১৯৯৬ সালের ২৩ জুন শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসে। আশা করা হয়েছিল আওয়ামী লীগ সুন্দর গণতান্ত্রিক ধারা রচনা করবে। কিন্তু সে স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। আওয়ামী বলয়ভুক্ত সংবাদপত্র ছাড়া অন্যান্য পত্রিকা সরকারের রোষানলে পড়ে। সরকারবিরোধী পত্রিকাগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করা হয়। এ সব পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের পরিমাণ হ্রাস করা হয়। সরকারের কোপানলে পতিত কয়েকটি পত্রিকার বিজ্ঞাপন বন্ধ করা হয়! সেনা সদরে সামরিক গোয়েন্দা পরিদফতরের ইস্যু করা এক সার্কুলারে সেনা সদস্যদের মধ্যে ইনকিলাব ও দিনকাল পাঠ, সংগ্রহ, প্রচার এবং বিতরণ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। সরকারি অনুষ্ঠানে ভিন্নমতের সাংবাদিকদের প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। ১৯৯৭-এর ৩০ অক্টোবর সরকার দৈনিক বাংলা, বাংলাদেশ টাইমস বিচিত্রাও আনন্দ বিচিত্রা ট্রাস্টভুক্ত এ চারটি পত্রিকা বন্ধ করে দেয়।

১৯৯৬ সালের জুন থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত এই সাড়ে তিন বছরে সাংবাদিকরা একেবারে নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারেনি। প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে, উড়ো চিঠি বা টেলিফোনে সাংবাদিকদের হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে। হরতাল মিছিল, সভা-সমাবেশের রিপোর্ট করার সময় বহু সাংবাদিক পুলিশ ও রাজনৈতিক দলের নেত-কর্মীদের হাতে লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হয়েছেন। এই সাড়ে তিন বছরে কমপক্ষে চার জন সাংবাদিক নিখোঁজ অথবা নিহত হয়েছেন। ১৯৯৬ সালের ১৬ জুলাই সন্ত্রাসীরা খুলনা থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'পাঠকের কাগজের' সংবাদদাতা রেজাউল ইসলাম রেজাকে প্রকাশ্যে দিবালোকে গুলি করে হত্যা করে। ১৯৯৮ সালের ১২ জুন সন্ত্রাসীরা ঢাকা থেকে প্রকাশিত সোনালী বার্তার চুয়াডাংগা প্রতিনিধি বজলুর রহমানকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। আজো পর্যন্ত তিনি নিখোঁজ। ধারণা করা হচ্ছে যে, তাঁকে হত্যা করে লাশ গুম করা হয়েছে। ১৯৯৯ সালের ১৫ জানুয়ারি ঝিনাইদহ থেকে প্রকাশিত দৈনিক বীরদর্পণ পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক মীর ইলিয়াস হোসেন দিলীপকে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা গুলি করে হত্যা করে। ১৯৯৮ সালের ৩০ আগস্ট সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হন যশোর রানার পত্রিকার সম্পাদক সাইফুল আলম মুকুল।

www.pathagar.com

শেখ হাসিনার শাসনামলের প্রথম সাড়ে তিন বছরে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে বহু মামলা দায়ের করা হয়। বিভিন্ন মামলায় প্রায় ১৬ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি, ছয়টি পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এছাড়া পুলিশ ও সন্ত্রাসীদের হামলায় বহু সাংবাদিক আহত হন। যে সব পত্রিকার প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা হয় তার মধ্যে রয়েছে সাপ্তাহিক দেশব্রতী, সাপ্তাহিক উপমা, সাপ্তাহিক দিশারী, সাপ্তাহিক সমকাল বার্তা, দৈনিক নতুন দিশারী ও ইংরেজি সাপ্তাহিক এভিডেন্স। শেখ হাসিনার শাসনামলে প্রধানমন্ত্রি, মন্ত্রি ও এমপিরা সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের সম্পর্কে চরম অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেছেন। এই অসহিষ্ণুতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৯৯ সালে ১৯ আগস্ট প্রধানমন্ত্রির জাতীয় দৈনিক ও বার্তা সংস্থাগুলোর সম্পাদকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে। মত বিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রি বলেন, 'আদালতের বিচারক, আইনজীবী এবং সাংবাদিকদের জন্য জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকতে হবে।'

বাংলাদেশের সাংবাদিকরা আজ নিজের আঙ্গিনাও নির্যাতিত নিস্পেষিত হচ্ছে। সংবাদপত্র শিল্পে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এখানে নিয়ম নীতির কোন বালাই নেই। কোন আইন কানুনের কার্যকারিতা তেমন লক্ষ্য করা যায় না। চরম বিশৃঙ্খল অবস্থায় পরিচালিত হচ্ছে সংবাদপত্র শিল্প। অধিকাংশ সাংবাদিক মালিক কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারের নিড়ে বন্দি। দেশের একমাত্র শিল্প যেখানে মাসের পর মাস বেতন না দিয়ে কাজ চালানো যায়। কথায় কথায় চাকুরিচ্যুতি একটি সাধারণ নিয়ম। দেশের সংবাদপত্র শিল্পে নিয়োগের যেমন কোন নীতি নেই, তেমনি মাস শেষে মজুরি পরিশোধের কোন দায়বদ্ধতা নেই। উন্নততর সামাজিক মর্যাদা অর্জন বা অন্যান্য ব্যবসার অপরাধসমূহ আড়াল করতে অনেকে এ শিল্পে বিনিয়োগ করেন। এ কারণে এ শিল্পের ও সমাজের প্রতি তাদের কোন দায়বদ্ধতা নেই।

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

অতুল সুর ড. : আঠার শতকের বাংলা ও বাঙালি
অলি আহাদ : জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫
আনিসুজ্জামান ড. : কাল নিরবধি
আনিসুজ্জামান ড. : মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য।
আনিসুজ্জামান ড. : মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র
আবুল মনসুর আহমদ : স্মৃতিকথা
আবুল মনসুর আহমদ : আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর
আবুল কালাম শামসুদ্দীন : অতীত দিনের স্মৃতি
আবু জাফর শামসুদ্দীন : আত্মস্মৃতি
আবদুল গাফফার চৌধুরী : ধীরে বহে বুড়িগঙ্গা
আবদুল গাফফার চৌধুরী : সওগাত যুগ ও মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন
আবুল ফজল হক, ড. : বাংলাদেশের রাজনীতি ঃ সংঘাত ও পরিবর্তন (১৯৭১-৯১)
আলী আকবর টাবী : মুক্তিযুদ্ধে দৈনিক সংগ্রামের ভূমিকা
আশরাফ কায়সার : বাংলাদেশের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড
এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ
এম. এ. ওয়াজেদ মিয়া : বাংলাদেশে রাজনীতি ও সরকারের চালচিত্র
এম. আর. আখতার মুকুল : কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী
এম. আর. আখতার মুকুল : শতাব্দীর কান্নাহাসি
ওয়াকিল আহমদ ড. : উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা।
কামরুদ্দীন আহমদ : পূর্ব-বাংলার সমাজ ও রাজনীতি।
কামরুদ্দীন আহমদ : বাংলার এক মধ্যবিত্তের আত্মকাহিনী
কাজী জাফরুল ইসলাম : ব্রিটিশ যুগে বাংলাদেশের সংবাদপত্র ও সাময়িকী ১৮৪৭-১৯৪৭
কৃষ্ণধর : কলকাতার তিনশতক
কৃষ্ণধর ও মিহির ভট্টাচার্য : বাংলার ক'জন সেরা সাংবাদিক
গাজী শামসুর রহমান : সংবাদ বিষয়ক আইন
গোলাম মুরশিদ : বঙ্গদেশে মুদ্রণ ও প্রকাশনার আদিপর্ব
গোলাম মুরশিদ : সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক
জয়নাল আবেদীন, মোহাম্মদ : বাংলা প্রহসনের আলোকে উনিশ শতকের বাংলা ও বাঙালি সমাজ
জয়িতা দত্ত : সমকালের প্রেক্ষাপটে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য
তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া : পাকিস্তানি রাজনীতির বিশ বছর

www.pathagar.com

তপংকর চক্রবর্তী : বরিশালের সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র
তারাপদ পাল : ভারতের সংবাদপত্র
দিলওয়ার হোসেন : মোহাম্মদী পত্রিকায় মুসলিম সমাজ
দেশের রায় : উপনিবেশ সমাজ ও সাংবাদিক গদ্য
নরহরি কবিরাজ : স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা
নন্দলাল ভট্টাচার্য ড. : সংবাদপত্রের ইতিবৃত্তি
পার্থ চট্টোপাধ্যায় ড. : বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ
পার্থ চট্টোপাধ্যায় ড. : বিষয় সাংবাদিকতা
প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় : রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য
ফয়েজ আহম্মদ : মধ্যরাতের অশ্বারোহী
ফয়েজ আহম্মদ : সত্য বাবু মারা গেছেন
ফয়েজ আহমদ : নন্দনে নন্দিনী
ফয়েজ আহমদ : আগরতলা মামলা ঃ শেখ মুজিব ও বাংলার বিদ্রোহ
বদরুদ্দীন উমর : ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন
বদরুদ্দীন উমর : পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি
বশীর আল হেলাল : বাংলা গদ্য
বিনয় ঘোষ : বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাময়িকপত্র
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রের সেকালের কথা
বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট : বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস ১৭৮০-১৯৪৭
বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট : আজাদ ও সমকালীন সমাজ
বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট : পথিকৃৎ
মইনুল হোসেন : অবিস্মরণীয় মানিক
মহিউদ্দীন আহমেদ : মুদ্রণ শিল্প
মাহবুবুর রহমান ড. : বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১
মহিউদ্দিন শীরু : সিলেটের শতবর্ষের সাংবাদিকতা
মুনতাসীর মামুন : উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ—সাময়িকপত্র
মুনতাসীর মামুন : ঢাকা : স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী
মেহরাব আলী : দিনাজপুরে সাংবাদিকতার একশ বছর
মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর : বিষয় : সাংবাদিকতা
মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর : স্মরণীয় সাংবাদিক
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম : সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত।
মোহাম্মদ মোদাব্বের : সাংবাদিকের রোজনামচা
মোহাম্মদ শাহজাহান : ইনকিলাবের অপসাংবাদিকতা
রফিকুল ইসলাম : ঢাকার কথা

www.pathagar.com

রেভারেন্ড জেমস লং : আদিপর্বে বাংলা প্রকাশনা ও সাংবাদিকতা
লায়লা জামান : সওগাত পত্রিকার সাহিত্যিক অবদান ও সামাজিক ভূমিকা
শামসুর রাহমান : কালের ধূলোয় লেখা
শামসুল হক : বাংলা সাময়িকপত্র ১৯৪৭-৭১
শামসুল হক : বাংলা সাময়িকপত্র ১৯৭২-৮১
শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ
সাঈদ-উর রহমান : পূর্ব বাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি ও কবিতা
সামছুল আরেফিন : মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান
সানাউল্লাহ নূরী : যখন সাংবাদিক ছিলাম
সোহরাব হাসান : সংবাদপত্রের পঞ্চাশ বছর (অপ্রকাশিত)
সুব্রত শংকর ধর : বাংলাদেশের সংবাদপত্র
স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী : উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি
স্বপন বসু ও হর্ষ দত্ত : বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি
Abdus Salam, Shaikh : Mass media in Bangladesh : News Paper, Radio and Television
Morgarita Barns : The Indian Press
S. Natarajan : A History of the press in India

*. তথ্য মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদফতর প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন এবং বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউট প্রকাশিত 'নিরীক্ষা' বিভিন্ন সংখ্যা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ISBN 984-8401-25-

Price : Tk. [illegible]/=